শব্দে শব্দে
আল কুরআন
একাদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

একাদশ খণ্ড

সূরা আয যুমার থেকে সূরা আল জাসিয়া

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪২২

১ম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪৩৫
মাঘ	১৪২০
জানুয়ারি	২০১৪

বিনিময় : ২৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 11th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 285.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতোপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের একাদশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ্ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান
১৯/০৫/২০১২ ইং

সূচিপত্র

নামকরণ

'যুমারা' শব্দটি থেকে সূরার 'যুমার' নামকরণ করা হয়েছে। 'যুমারা' শব্দটি সূরাটির ৭১ ও ৭৩ আয়াতে উল্লিখিত আছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা রাসূল সা.-এর মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, জাফর ইবনে আবী তালিব রা. ও তাঁর সংগী-সাথীরা যখন কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করার সংকল্প করেন, তখন সূরার ১০ আয়াতটি নাযিল হয়। উক্ত আয়াতে হিজরতের দিকে ইংগীত করে বলা হয়েছে وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ। "আর আল্লাহর দুনিয়া তো অনেক বড়"। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি তখনই নাযিল হয়েছে, যখন মাক্কী জীবনে মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিলো।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনে মুসলমানদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা। হিজরতের আগে মুসলমানদের ওপর যুলুম-নির্যাতন অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো। এমতাবস্থায় মু'মিনদেরকে এবং কাফিরদেরকেও সম্বোধন করে মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ যেনো খালিসভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে। আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্যে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসায় অন্য কোনো সৃষ্টির দাসত্ব-আনুগত্য ও ভালোবাসার মিশ্রণ না ঘটায়। একথাটি সূরার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়েছে। অতপর অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে কুফর ও শির্কের ভ্রান্তি এবং তার ওপর জিদ ধরে থাকার খারাপ প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অতপর মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে, তারা যেনো মন্দ আচরণ ত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসে। এ পর্যায়ে মু'মিনদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্যের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য যদি কোনো স্থান সংকীর্ণ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর দুনিয়া অনেক প্রশস্ত—নিজের দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে দুনিয়ার অন্য কোনো স্থানে হিজরত করো এবং সকল প্রতিকূল অবস্থাকে ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করো। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের উত্তম প্রতিদান দেবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সা.-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেনো কাফিরদের মন থেকে এমন ধারণা-অনুমান দূর করে দেয়ার প্রচেষ্টা জারী রাখেন যে, তারা যুলুম-নির্যাতন দ্বারা মু'মিনদেরকে দীন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না।

① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ② اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

১. এ কিতাব নাযিলকৃত পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে[১]। ২. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ③ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

সত্যসহ[২]; অতএব আপনি আল্লাহর ইবাদাত করুন, ইবাদাতকে একমাত্র তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ করে[৩]। ৩. জেনে রাখুন, বিশুদ্ধ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই জন্য;[৪]

①تَنْزِيْلُ-নাযিলকৃত ; الْكِتٰبِ-এ কিতাব ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْعَزِيْزِ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمِ-প্রজ্ঞাময়। ②اِنَّآ-নিশ্চয়ই ; اَنْزَلْنَآ-আমি নাযিল করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-এ কিতাব ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; فَاعْبُدِ-(ف+اعبد)-অতএব আপনি ইবাদাত করুন ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مُخْلِصًا-একনিষ্ঠ করে; لَهُ-একমাত্র তাঁর জন্যই ; الدِّيْنَ-ইবাদাতকে। ③اَلَا-জেনে রাখুন ; لِلّٰهِ-একমাত্র আল্লাহরই জন্য ; الدِّيْنُ-ইবাদত ; الْخَالِصُ-বিশুদ্ধ ;

১. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. কর্তৃক প্রচারিত এ কিতাব তাঁর নিজের কথা নয়, যেমন অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর দু'টো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে—'আল আযীয' ও 'আল হাকীম'। এ দু'টো গুণবাচক নাম উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, এ কিতাব নাযিলকারী আল্লাহ এমন পরাক্রমশালী যে, কোনো শক্তি-ই তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তবলী কার্যকরী করাকে ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো ক্ষমতা কারো নেই। আবার তিনি সুবিজ্ঞ, তাই এ কিতাবে প্রদত্ত হিদায়াতও বিজ্ঞজনোচিত। অতএব এ কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে একমাত্র অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা।

২. অর্থাৎ এ কিতাবের মধ্যে যা নাযিল করা হয়েছে তা সবই 'হক' বা সত্য, এর মধ্যে 'বাতিল' বা মিথ্যার বিন্দুমাত্রও সংমিশ্রণ নেই।

৩. 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। একমাত্র ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ বুঝে নিয়ে সে অনুসারে জীবন যাপন

করতে সক্ষম হলেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করা যাবে।

'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা, সবিনয় আনুগত্য, সন্তুষ্টি ও আগ্রহ সহকারে বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন।

আর 'দীন' শব্দের অর্থ হলো আধিপত্য ও ক্ষমতা, প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, সার্বভৌম মালিকানা, দাসত্ব এবং অভ্যাস ও পন্থা-পদ্ধতি যা মানুষ অনুসরণ করে।

'দীন' শব্দের অর্থ এটিও যে, কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য করতে গিয়ে অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি ও আচরণ। আর 'দীন'-কে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার অর্থ—আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না। মানুষ একমাত্র তাঁরই পূজা-অর্চনা করবে, তাঁরই হুকুম-আহকাম ও আদেশ পালন করবে। এর মধ্যে শিরক, রিয়া বা লোক দেখানো এবং নাম-যশের কোনো গন্ধও থাকবে না। সুতরাং খাঁটি ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

৪. 'ইবাদাত' ও 'দীন' এ শব্দ দু'টোর উল্লিখিত অর্থের আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে—

ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর, আর সেই ইবাদাতও হবে ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে। এখানে জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব ওজন দ্বারা হবে—গণনা বা সংখ্যা দ্বারা নয়। তাই নিষ্ঠাপূর্ণ আমল সংখ্যায় কম হলেও ওজনে বেশী হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে আরয করলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারো প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখাই। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে, তবে সে সাথে এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—

'সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়।' এরপর তিনি أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ আয়াত তেলাওয়াত করে প্রমাণ পেশ করেন।–কুরতুবী

আর এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো—'নাম-ডাক সৃষ্টি' করার মতো আমাদের কোনো ধন-সম্পদ নেই, এতে কি আমরা কোনো পুরস্কার পাবো ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—'না'। সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের নিয়ত যদি আল্লাহর পুরস্কার ও দুনিয়ার সুনাম অর্জন দু'টোই থাকে ?' তিনি বললেন—"কোনো আমল যতক্ষণ না একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হবে ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করেন না।" অতপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

আর যারা তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (আর বলে—) আমরা এ ছাড়া তাদের পূজা করি না, যেনো তারা আমাদেরকে নৈকট্যে পৌঁছে দেয়

إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

আল্লাহর—মর্যাদার দিক থেকে[৫] ; নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন সে বিষয়ে, যাতে তারা (নিজেদের মধ্যে) মতভেদ করছে[৬] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا

তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী কাফির[৭]। ৪. যদি আল্লাহ চাইতেন সন্তান গ্রহণ করতে, তবে তিনি তা থেকে বেছে নিতেন, যা

وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّخَذُوْا-বানিয়ে নিয়েছে ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে অন্যকে ; اَوْلِيَاءَ-অভিভাবক ; مَا نَعْبُدُ-(আর বলে) আমরা এছাড়া পূজা করি না ; هُمْ-তাদের ; اِلاَّ-ছাড়া ; لِيُقَرِّبُوْنَا-যেনো তারা আমাদেরকে নৈকট্যে পৌঁছে দেয় ; اِلَى اللّٰهِ-আল্লাহর ; زُلْفٰى-মর্যাদার দিক থেকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَحْكُمُ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; فِيْ-সে বিষয়ে ; مَا-যাতে ; هُمْ-তারা ; فِيْهِ-যাতে ; يَخْتَلِفُوْنَ-তারা মতভেদ করছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لاَيَهْدِىْ-সৎপথে পরিচালিত করেন না ; مَنْ هُوَ-তাকে যে ; كٰذِبٌ-মিথ্যাবাদী ; كَفَّارٌ-কাফির। ④لَوْ-যদি ; اَرَادَ-চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْ ; يَتَّخِذَ-গ্রহণ করতে ; وَلَدًا-সন্তান ; لاَصْطَفٰى-তবে তিনি বেছে নিতেন ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ;

৫. এটি ছিলো তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস। অর্থাৎ তারা ফেরেশতাদের এবং আগেকার বুযর্গ ব্যক্তিদের মূর্তি বা ভাস্কর্য বানিয়ে তার পূজা-অর্চনা করতো। এতে তারা বিশ্বাস করতো যে, এসব ফেরেশতা ও বুযর্গ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করে দেবে। তাদের বক্তব্য ছিলো, আমরা তো স্রষ্টা মনে করে পূজা করি না ? প্রকৃত স্রষ্টা তো আমরা আল্লাহকেই স্বীকার করি। আল্লাহর দরবার যেহেতু অনেক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সেখানে সরাসরি আমাদের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়, তাই আমরা ফেরেশতাদের ও এসব বুযর্গ লোকদের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছি, যাতে তারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে।

৬. অর্থাৎ মুশরিকদের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যমের ব্যাপারে

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

তিনি সৃষ্টি করেন—যাকে চাইতেন[৮], তিনি পবিত্র মহান ; তিনি আল্লাহ্, একক প্রবল প্রতাপশালী[৯]। ৫. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও

يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেন ; مَا-যাকে ; يَشَاءُ-চাইতেন ; سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনি পবিত্র মহান ; هُوَ-তিনি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْوَاحِدُ-একক ; الْقَهَّارُ-প্রবল প্রতাপশালী। خَلَقَ⑤-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহ ; وَ-ও ;

যেসব মতপার্থক্য বিদ্যমান, তার ফয়সালা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন করে দেবেন। উল্লেখ্য যে, শির্কের ব্যাপারে মতপার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাদের উপাস্যগুলোর ব্যাপারে তাদের ধারণা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে উপাস্যদের কোনো তালিকা আসেনি। তাই তারা বিভিন্ন শ্রেণীর দেব-দেবী, চাঁদ-সুরুজ, মঙ্গল ও বৃহস্পতি প্রভৃতি অগণিত উপাস্যের উপাসনা করে। এমনকি কেউ কেউ তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। তবে 'তাওহীদ' যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত তাই ঐকমত্য হতে পারে শুধুমাত্র তাওহীদের ব্যাপারে।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ এমন লোকদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না যারা মিথ্যাবাদী ও সত্যের চরম অস্বীকারকারী। তারা মিথ্যাবাদী এজন্য যে, তারা নিজেদের জন্য মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে নিয়েছে এবং তা অন্যদের মধ্যে প্রচার করছে। আর তারা চরম কাফির এজন্য যে, তারা ন্যায় ও সত্যকে চরমভাবে অস্বীকারকারী। তাওহীদের শিক্ষা তাদের সামনে আসার পরও তারা মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেনি। তারা আল্লাহর নিয়ামতেরও অস্বীকারকারী, নিয়ামত দান করেছেন আল্লাহ, আর তারা কৃতজ্ঞতা জানায় তাদের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাহলে সে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কেউ হবে। কারণ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই সৃষ্টি। আর সৃষ্টি যতো সম্মানিতই হোক না কেনো, তা কখনো স্রষ্টার সন্তান হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অথচ পিতা ও সন্তান হওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে মৌলিক ঐক্য থাকা আবশ্যক। অতএব আল্লাহর সন্তান হওয়া একেবারে অসম্ভব। আল্লাহ্ কখনো এরূপ কোনো ইচ্ছা পোষণ করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না।

৯. আল্লাহ তা'আলার সন্তান হওয়ার মুশরিকদের বিশ্বাসকে তিনটি কথার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঃ

এক ঃ 'তিনি পবিত্র' অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। দুর্বল ও ধ্বংসশীল সত্তার জন্য সন্তানের প্রয়োজনীয়তা থাকে, যেনো তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে।

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ

যমীন, যথাযথভাবে[১০] ; তিনি রাতকে জড়িয়ে দেন দিন দ্বারা এবং দিনকে জড়িয়ে দেন রাত দ্বারা, আর নিয়মের অধীন করেছেন

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○

সূর্য ও চন্দ্রকে ; প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে ; জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল[১১]।

الْأَرْضَ-যমীন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথভাবে ; يُكَوِّرُ-তিনি জড়িয়ে দেন ; الَّيْلَ-রাতকে ; عَلَى-দ্বারা ; النَّهَارِ-দিন ; وَ-এবং ; يُكَوِّرُ-জড়িয়ে দেন ; النَّهَارَ-দিনকে ; عَلَى-দ্বারা ; الَّيْلِ-রাত ; وَ-আর ; سَخَّرَ-নিয়মের অধীন করেছেন ; الشَّمْسَ-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-চন্দ্রকে ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; يَّجْرِي- চলতে থাকবে ; لِأَجَلٍ-(ل+اجل)-সময় পর্যন্ত ; مُّسَمًّى-নির্ধারিত ; أَلَا-জেনে রাখো ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী ; الْغَفَّارُ-পরম ক্ষমাশীল।

উত্তরাধিকারীহীন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য পালকপুত্র গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। সুতরাং যারা আল্লাহর সন্তান থাকার ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার মধ্যে উক্ত দুর্বলতা আছে বলে মনে করে।

দুই ঃ 'তিনি একক সত্তা'। তিনি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অংশ নন। সন্তান হওয়ার জন্য দাম্পত্য সম্পর্ক প্রয়োজন। এজন্য সমগোত্রীয় হওয়াও আবশ্যক। আল্লাহ এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। কেননা তিনি একমাত্র একক সত্তা। সুতরাং যারা আল্লাহর সন্তান হওয়ার আকীদা পোষণ করে তারা ভ্রান্ত।

তিন ঃ 'তিনি প্রবল প্রতাপশালী' অর্থাৎ তিনি অপরাজেয় প্রতাপশালী। তাঁর প্রতাপের সমকক্ষ কেউ নেই। বিশ্ব-জাহানের কোনো কিছুই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আল্লাহর সন্তান থাকার আকীদার বিশ্বাসীরা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত।

১০. আসমান-যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করার কথা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানসমূহেও উল্লিখিত হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য উল্লিখিত অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য—সূরা ইবরাহীমের ১৯ আয়াত ; সূরা আন নাহল আয়াত ৩ ; সূরা আল আনকাবূত আয়াত ৪৪।

১১. অর্থাৎ যিনি উল্লিখিত সৃষ্টি কার্যগুলো সম্পাদন করেছেন, তিনি অবশ্যই পরাক্রমশালী এবং তিনি যদি তোমাদেরকে আযাব দিতে চান, তাহলে কেউ তা রোধ করতে সক্ষম হবে না ; কিন্তু দয়া করে তোমাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াহুড়ো করে পাকড়াও না করা এবং তোমাদেরকে সংশোধনের জন্য অবকাশ দেয়া তাঁর পরম ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক।

⑥ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে, তারপর তার থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন[১২] এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট

اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ

জোড়া[১৩] ; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মায়েদের গর্ভে তিন অন্ধকারের মধ্যে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায়[১৪] ;

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑦ اِنْ تَكْفُرُوْا

তিনিই তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক[১৫] ; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই[১৬] ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই[১৭] ; অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে[১৮] ? ৭. যদি তোমরা কুফরী করো

⑥ خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِّنْ-থেকে ; نَّفْسٍ-ব্যক্তি ; وَّاحِدَةٍ-একই ; ثُمَّ-তারপর ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; مِنْهَا-(من+ها)-তার থেকেই ; زَوْجَهَا-(زوج+ها)-তার জোড়া ; وَ-এবং ; اَنْزَلَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنَ-থেকে ; الْاَنْعَامِ-চতুষ্পদ জন্তু ; ثَمٰنِيَةَ-আট ; اَزْوَاجٍ-জোড়া ; يَخْلُقُكُمْ-(يخلق+كم)-তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন ; فِيْ بُطُوْنِ-গর্ভে ; اُمَّهٰتِكُمْ-(امهات+كم)-তোমাদের মায়েদের ; خَلْقًا-অন্য অবস্থায় ; مِّنْ بَعْدِ-পর ; خَلْقٍ-এক অবস্থায় ; فِيْ-মধ্যে ; ظُلُمٰتٍ-অন্ধকারের ; ثَلٰثٍ-তিন ; ذٰلِكُمُ-তিনিই তোমাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَهُ-তাঁরই ; الْمُلْكُ-সর্বময় কর্তৃত্ব ; لَاۤ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; فَاَنّٰى-(ف+انى)-অতএব কোথায় ; تُصْرَفُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ⑦ اِنْ تَكْفُرُوْا-যদি তোমরা কুফরী করো ;

১২. অর্থাৎ প্রথমে মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর আদম থেকে তার জোড়া করেছেন। এ মানবজুটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩. 'চতুষ্পদ জন্তু' দ্বারা উট, গরু, ভেড়া ও বকরী এ চার প্রকার পশুর নর ও মাদী মিলে মোট আটটি হয়। এগুলোকে ওপর থেকে অবতীর্ণ করার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

১৪. এখানে মানব সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের কিছু রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে। প্রথমত, মায়ের পেটে একবারে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ রূপ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছেন। এর ফলে গর্ভধারিণী নারী ধীরে ধীরে এ বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, মানবদেহে যেসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ

তবে অবশ্যই (জেনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী[১৯] ; আর তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না[২০] ; আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তিনি তা পছন্দ করেন

فَإِنَّ-তবে অবশ্যই (মনে রেখো !) ; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَنِيٌّ-অমুখাপেক্ষী ; عَنكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; وَ-আর ; لَا يَرْضَىٰ-তিনি পছন্দ করেন না ; لِعِبَادِهِ-(ل+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের জন্য ; الْكُفْرَ-কুফরী ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَشْكُرُوا-তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ; يَرْضَهُ-(يرض+ه)-তিনি তা পছন্দ করেন ;

রয়েছে তা খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোতে সংযোজন করা হয় না ; বরং তিন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সংযোজন করা হয়। যাতে করে মানুষের পক্ষে তেমন কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তাদের চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না। তিনটি অন্ধকার অর্থ পেট, গর্ভথলি ও ঝিল্লি তথা যার মধ্যে বাচ্চা জড়িয়ে থাকে—এ তিনটিকে বুঝানো হয়েছে।

১৫. 'রব' অর্থ মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক।

১৬. 'আল মূলক' শব্দের অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্ব-জগত তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধীন।

১৭. অর্থাৎ তিনি যেহেতু পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল, মালিক, শাসনকর্তা, প্রতিপালক ও সার্বভৌম ক্ষমতা ইখতিয়ারের অধিকারী ; তাই উপাসনা-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারীও তিনি। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা-আনুগত্য পাওয়ার মালিক মেনে নেয়া যুক্তি-জ্ঞানের বিরোধী।

১৮. এখানে বলা হয়েছে—"তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে ?" এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে এমন কিছু লোক, যারা তাদের দৃষ্টির সামনেই ছিলো। এসব প্রতারক সবখানে প্রকাশ্যেই জনগণকে প্রতারণার কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাই নাম উল্লেখ না করে কর্মবাচ্যে কথাটি বলা হয়েছে। এসব প্রতারকদের সরাসরি সম্বোধন করারও প্রয়োজন ছিলো না। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থে মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে অন্যদের দাসত্বের জিঞ্জীরে আবদ্ধ করার কাজে লিপ্ত। এসব প্রতারকদের বুঝালেও তারা তা বুঝতে রাজী ছিলো না। কারণ বুঝতে গেলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হবে, তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী ছিলো না। তাদের প্রতারণার শিকার জনসাধারণ ছিলো তাদের করুণার পাত্র। তাদের কোনো স্বার্থ এতে ছিলো না। তাই তাদেরকে বুঝালেই তারা বুঝতে পারে এবং প্রতারকদের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবে এবং প্রতারণার ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। এজন্যই বিপথগামী জনগণকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে।

لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا

তোমাদের জন্য[১৯]; আর কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না[২২]; অতপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল; তখন তিনি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন যা

لَكُمْ-তোমাদের জন্য; وَ-আর ; لَاتَزِرُ-বহন করবে না ; وَازِرَةٌ-কোনো বোঝা বহনকারী; وِزْرَ-বোঝা ; أُخْرَىٰ-অপরের ; ثُمَّ-অতপর ; إِلَىٰ-কাছেই ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبئ+كم)-তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ;

১৯. অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা যেমন আল্লাহর কোনো লাভ হয় না, তেমনি তোমাদের কুফরী দ্বারাও তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে আছে—"আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দাহগণ ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও জিন চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্রও কমবে না।"(ইবনে কাসীর)

২০. অর্থাৎ বান্দাহর কুফরী করাকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। তবে বান্দাহ্ কুফরী করতে সক্ষম, কেননা তাতে আল্লাহর সম্মতি থাকে। দুনিয়াতে মন্দকাজগুলোও আল্লাহর সম্মতিতেই হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহর ইচ্ছা বা সম্মতি ছাড়া কোনো কাজ সংঘটিত হতে পারে না। বান্দাহর স্বার্থেই কুফরীকে তিনি বান্দাহর জন্য অপসন্দ করেন, আল্লাহর কোনো স্বার্থ এতে নিহিত নেই।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো কাজে আল্লাহর ইচ্ছা বা সম্মতি থাকা এবং সে কাজে তাঁর সন্তুষ্টি থাকা এক কথা নয়। আল্লাহর ইচ্ছা এক জিনিস, আর তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দুনিয়াতে আল্লাহর ইচ্ছা বা সম্মতি ছাড়া কোনো কাজ হতে পারে না। তবে তাঁর সন্তুষ্টির বিপরীত কাজ হতে পারে এবং দিবা-রাত্রি তা হয়ে আসছে। যেমন দুনিয়াতে যালিমের শাসনকর্তা হওয়া, চোর-ডাকাতদের অস্তিত্ব থাকা এবং হত্যাকারী ও ব্যভিচারীর অস্তিত্ব থাকা এজন্য সম্ভব যে, আল্লাহর রচিত প্রাকৃতিক বিধানে এসব পাপাচার ও অকল্যাণজনক কর্মের অস্তিত্ব লাভের অবকাশ রয়েছে। পাপীদের পাপ করার সুযোগও তিনিই দেন, যেমন তিনি সৎলোকদের সৎকাজ করার সুযোগও দেন। তিনি যদি মন্দ কাজ করার সুযোগ না দিতেন, তাহলে দুনিয়াতে কেউ মন্দ কাজ করতে সক্ষম হতো না। সবই তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতে হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এর পেছনে তাঁর সন্তুষ্টি ও খুশি রয়েছে। যেমন কেউ যদি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে চান, আল্লাহ তাঁকে সে পন্থায়ই উপার্জন করার সুযোগ দেন। এটা তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার অধীনে চোর ডাকাত ও ঘুষখোরকে রিযিক দেয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ বুঝি চুরি-ডাকাতি ও ঘুষ খাওয়াকে খুবই পছন্দ করেন। আলোচ্য আয়াতে এমন কথাই আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা কুফরী করতে চাইলে করার সুযোগ তোমরা পাবে, তবে তোমাদের জন্য এ কাজ আমার পছন্দ নয়, কারণ তোমরা

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ

তোমরা করতে ; তিনি অবশ্যই সে বিষয়ে ভালো জানেন যা আছে অন্তরে। ৮. আর যখন মানুষকে কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে[২৩], সে ডাকতে থাকে তার প্রতিপালককে[২৪]

مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَ

তাঁর অভিমুখী হয়ে, পরে যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন, (তখন) সে ভুলে যায় তা, যার জন্য ইতোপূর্বে তাঁকে সে ডাকছিলো[২৫] এবং

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে ; إِنَّهُ-তিনি অবশ্যই ; عَلِيمٌ-ভালো জানেন ; بِذَاتِ-(ب+ذات)-সে বিষয়ে যা আছে ; الصُّدُورِ-অন্তরে। ⑧ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; مَسَّ-স্পর্শ করে ; الْإِنسَانَ-মানুষকে ; ضُرٌّ-কোনো দুঃখ-দৈন্য ; دَعَا-ডাকতে থাকে ; رَبَّهُ-(رب+ه)-তার প্রতিপালককে ; مُنِيبًا-অভিমুখী হয়ে ; إِلَيْهِ-তার ; ثُمَّ-পরে ; إِذَا-যখন ; خَوَّلَهُ-(خول+ه)-তাকে দান করেন ; نِعْمَةً-নিয়ামত ; مِّنْهُ-নিজের পক্ষ থেকে ; نَسِيَ-(তখন) সে ভুলে যায় ; مَا-তা ; كَانَ يَدْعُوا-সে ডাকছিলো ; إِلَيْهِ-যার জন্য ; مِن قَبْلُ-ইতোপূর্বে ; وَ-এবং ;

তো আমার বান্দাহ। আর এতে তো তোমাদেরই ক্ষতি, আমার কোনো লাভ-ক্ষতি এতে নেই।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর জন্য 'কুফরীকে অপছন্দ করেন, এর বিপরীতে বান্দাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন'। এর দ্বারা বুঝা যায় 'কুফর'-এর বিপরীতে রয়েছে 'শোকর'। মূলতঃ কুফরী-ই হলো অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামী এবং ঈমান-ই হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য দাবী। অন্য কথায় যারা কুফরী করে তারাই চরম অকৃতজ্ঞ ও নেমকহারাম, আর যারা ঈমানদার তারাই কৃতজ্ঞ বান্দাহ।

২২. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের জন্য নিজেই দায়ী। কেউ যদি অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা অন্যদের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কুফরী করে, তাহলে সেই কুফরীর দায়-দায়িত্ব তার নিজের ঘাড়েই বর্তাবে, অন্যরা তার কুফরীর দায়-দায়িত্ব নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না।

২৩. অর্থাৎ সেসব অকৃতজ্ঞ মানুষ যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে। কারণ কুফরী করাই চরম অকৃতজ্ঞতা।

২৪. অর্থাৎ সুখের সময় যারা তাদের উপাস্য ছিলো, দুঃখের সময় সেসব উপাস্যদের কথা তাদের মনে থাকে না। তখন তাদের থেকে নিরাশ হয়ে বিশ্ব-জগতের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়। কারণ তার মনের গভীরে মিথ্যা উপাস্যদের ক্ষমতাহীন হওয়ার অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। দুঃখ-দৈন্যতার সময়

جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ

সাব্যস্ত করে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ,[২৬] যাতে ভ্রষ্ট করতে পারে (অন্যদেরকে) তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে[২৭]; আপনি বলুন—তুমি তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছু (কাল) মজা করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি

مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۞ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ

জাহান্নামের অধিবাসীদের শামিল। ৯. এরা (কাফিররা) কি তার সমান, যে আনুগত্যকারী রাতের বেলায় সিজদারত অবস্থায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় ভয় করে

الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ

আখিরাতকে এবং তাঁর প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে; আপনি জিজ্ঞেস করুন—যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?[২৮]

جَعَلَ-সাব্যস্ত করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; اَنْدَادًا-সমকক্ষ ; لِيُضِلَّ-যাতে ভ্রষ্ট করতে পারে (অন্যদেরকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِهٖ-(سبيل+ه)-তাঁর (আল্লাহর) পথ ; قُلْ-আপনি বলুন ; تَمَتَّعْ-তুমি মজা করে নাও ; بِكُفْرِكَ-(ب+كفر+ك)-তোমার কুফরী দ্বারা ; قَلِيْلًا-অল্প কিছু (কাল) ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই তুমি ; مِنْ-শামিল ; اَصْحٰبِ-অধিবাসীদের ; النَّارِ-জাহান্নামের। ⑨ اَمَّنْ-(ام+من)-তারা কি সমান ? هُوَ-তার ; قَانِتٌ-যে আনুগত্যকারী ; اٰنَآءَ-বেলায় ; الَّيْلِ-রাতে ; سَاجِدًا-সিজদারত অবস্থায় ; وَّ-ও ; قَآئِمًا-দাঁড়ানো অবস্থায় ; يَّحْذَرُ-সে ভয় করে ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাতকে ; وَ-এবং ; يَرْجُوْا-আশা রাখে ; رَحْمَةَ-রহমতের ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি জিজ্ঞেস করুন ; هَلْ-কি ; يَسْتَوِى-সমান হতে পারে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; يَعْلَمُوْنَ-জানে ; وَ-এবং ;

আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়াই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক যে আল্লাহ—এটা তার মনের কোণে অবদমিত হয়ে পড়েছিলো।

২৫. অর্থাৎ পুনরায় আল্লাহ যখন দুঃখ-দৈন্যতা দূর করে তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ভুলে যায় যে, সে এক সময় মিথ্যা উপাস্যদের পরিত্যাগ করে এক লা-শরীক আল্লাহর কাছেই আশ্রয় পেয়েছিলো।

২৬. অর্থাৎ সে তখন মিথ্যা উপাস্যদের দাসত্ব-আনুগত্য করতে শুরু করে। তাদের কাছেই প্রার্থনা জানাতে শুরু করে।

২৭. অর্থাৎ সে তখন নিজে পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকেও একথা বলে পথভ্রষ্ট করে যে, আমার বিপদাপদ অমুক বুযর্গ-এর উসীলায় বা অমুক মাযার-এ নযর নিয়ায দেয়ায় বা অমুক দেব-দেবীকে নযরানা দেয়ায় কেটে গেছে। যার ফলে অন্য

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই শুধুমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে।

الَّذِينَ-যারা ; لَا يَعْلَمُونَ-জানে না ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَتَذَكَّرُ-উপদেশ গ্রহণ করে ; أُولُوا-অধিকারীরাই ; الْأَلْبَابِ-বিবেক-বুদ্ধির

অনেক মানুষ সেসব মিথ্যা উপাস্যদের ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবে জাহেলিয়াত ও গোমরাহী সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

২৮. অর্থাৎ দুঃসময়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া ও স্বাভাবিক অবস্থায় গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া মিথ্যা উপাস্যদের বন্দেগী করা অজ্ঞতা ও মূর্খতা। অপরদিকে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বকে স্থায়ী কর্মনীতি বানিয়ে নেয়া এবং রাতের অন্ধকারেও আল্লাহর ইবাদাত করাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ বলেন—এ উভয় পক্ষের মানুষ কখনো সমান হতে পারে না। কেননা শেষোক্ত দলের মানুষই তাদের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার ফলে আখিরাতে শুভ পরিণতি লাভ করবে। আর প্রথমোক্ত দলের লোকেরা তাদের অজ্ঞতা-মূর্খতার ফলে আখিরাতে অশুভ পরিণতি ভোগ করবে।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত, এতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

২. কুরআন মাজীদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা বাতিলের সংমিশ্রণমুক্ত যথার্থ সত্য বিষয়, এতেও কোনো সংশয় প্রকাশ করা যাবে না।

৩. অতএব ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণকামী মানুষকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত-আনুগত্য করা যাবে না—কারো বিধানের আনুগত্য করা যাবে না।

৫. আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাসূল ছাড়া আর কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। রাসূল কর্তৃক আনীত বিধানের যথাযথ অনুসরণ-ই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

৬. আল্লাহর বিধানকে মৌখিক বা কার্যত অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদীদেরকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

৭. আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, প্রবল প্রতাপশালী। সুতরাং তার সৃষ্টি থেকে কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৮. বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর সৃষ্টি ও পরিচালনা আল্লাহ এককভাবে করেন। তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।

৯. আল্লাহ এমন প্রতাপশালী যে, তিনি চাইলে যে কোনো মানুষকে যে কোনো মুহূর্তে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে সক্ষম। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

১০. একজোড়া মানব-মানবী থেকেই সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি ও বিকাশ।

১১. মানুষের কল্যাণেই আল্লাহ তা'আলা উট, গরু, ভেড়া ও বকরী ইত্যাদি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য পশুদের মধ্যেও নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন।

১২. মায়েদের গর্ভে মানব শিশু তিনটি অন্ধকার স্তরে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সত্তা এসব কিছু করেন, তিনিই মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সুতরাং বিধানও মানতে হবে তাঁর।

১৩. যেসব শক্তি মানুষকে আল্লাহর বিধান মানতে বাধা প্রদান করে মানুষকে গায়রুল্লাহর বিধান মানতে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তারা মানুষের দুশমন। এদেরকে অমান্য-অস্বীকার করার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ।

১৪. দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন যদি আল্লাহর বিধানের অমান্যকারী হয়ে যায়, তাহলে তাঁর অণু পরিমাণ ক্ষতিও হবে না।

১৫. দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন যদি আল্লাহর বিধানের যথাযথ অনুসারীও হয়ে যায়, তাহলে তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বে অণু পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হবে না। তিনি সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত।

১৬. মানুষের আল্লাহর বিধানের বিপরীত চলা আল্লাহর পছন্দ নয়। কিন্তু কেউ যদি সে পথে চলতে চায় আল্লাহর ইচ্ছায় সে সেপথে চলার সামর্থ্য লাভ করে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এক নয়।

১৭. কেউ যদি আল্লাহর বিধান অনুসারে চলতে চায়, আল্লাহ তাকেও সে পথে চলার তাওফীক দান করেন। এটাই আল্লাহর রীতি।

১৮. স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্মের জন্য নিজেই দায়ী। এর সুফল বা কুফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে। অন্য কোনো লোকের প্ররোচনার কারণে সে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না।

১৯. আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করবেন।

২০. আল্লাহ মানুষের অন্তরের কল্পনাও ভালোভাবে জানেন। সুতরাং তাঁর অজান্তে-অগোচরে কিছু করার কোনো সুযোগ নেই।

২১. দুঃখ-দৈন্যতায় যেমন আল্লাহকেই স্মরণ করা হয়, তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেও আল্লাহকেই ডাকতে হবে। এটাই প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দাহর কাজ।

২২. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর ওপর ঈমান এনে তাঁর বিধানের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করা।

২৩. আল্লাহর বিধান অমান্য করাই হলো তাঁর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা।

২৪. মুশরিকরা যেমন নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্য নিজেরাই দায়ী, তেমনি অন্যদের পথভ্রষ্টতার জন্যও দায়ী। কারণ তাদেরকে দেখেই অন্যরা পথভ্রষ্ট হয়।

২৫. বাতিল শক্তি দুনিয়াতে যত স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকুক না কেনো, আখিরাতে জাহান্নামই হবে তাদের স্থায়ী আবাস।

২৬. যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধানের অনুসারী থাকে, তারা কখনো আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের সমান হতে পারে না ; কারণ তারা বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করে জীবন যাপন করে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿١٠﴾ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

১০. (হে নবী!) আপনি (আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন—'হে আমার সেসব বান্দাহ—যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো[২৯] ; যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে

حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

কল্যাণ[৩০] ; আর আল্লাহর যমীন তো প্রশস্ত[৩১] ; শুধুমাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার বে-হিসাব দেয়া হবে।[৩২]

﴿١١﴾ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿١٢﴾ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ

১১. আপনি বলুন! আমি তো আদিষ্ট হয়েছি, যেনো আমি আল্লাহর ইবাদাত করি আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। ১২. আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেনো আমি হই

(১০) قُلْ-(হে নবী !) আপনি (আমার পক্ষ থেকে) বলুন ; يٰعِبَادِ-হে আমার সেসব বান্দাহ ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালককে ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; اَحْسَنُوْا-সৎকাজ করেছে ; فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا-এ দুনিয়াতে ; حَسَنَةٌ-কল্যাণ ; وَ-আর ; اَرْضُ-যমীন তো ; اللّٰهِ-আল্লাহরই ; وَاسِعَةٌ-প্রশস্ত ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يُوَفَّى-দেয়া হয় ; الصّٰبِرُوْنَ-ধৈর্যশীলদেরকে ; اَجْرَهُمْ-তাদের পুরস্কার ; بِغَيْرِ حِسَابٍ-বে-হিসাব। (১১) قُلْ-আপনি বলুন ; اِنِّىْٓ-আমি তো ; اُمِرْتُ-আদিষ্ট হয়েছি ; اَنْ-যেনো ; اَعْبُدَ-আমি ইবাদাত করি ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مُخْلِصًا-একনিষ্ঠ করে ; لَّهُ-তাঁরই জন্য; الدِّيْنَ-আনুগত্যকে। (১২) وَ-আরও ; اُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ; لِاَنْ-যেনো ; اَكُوْنَ-আমি হই ;

২৯. অর্থাৎ আল্লাহকে মুখে মুখে 'আল্লাহ' বলে মানবে তাই নয়, বরং তাকে ভয় করবে এবং তার আদেশগুলো মেনে চলবে, তাঁর নিষেধগুলো থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবে। আর আখিরাতে তাঁর নিকট জবাবদিহির কথা মনে রেখে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে।

৩০. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ করবে।

أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑬ قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ

মুসলিমদের মধ্যে প্রথম (মুসলিম)[৩৩]। ১৩. আপনি বলুন, "আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তবে আমি ভয় করি শাস্তির—

يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑭ قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ⑮ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ

ভয়ানক এক দিনের। ১৪. আপনি বলুন ঃ আমি আল্লাহরই ইবাদাত করি, আমার আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। ১৫. অতএব তোমরা যাকে চাও তার ইবাদাত করো–

مِّنْ دُوْنِهٖ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে ; আপনি বলে দিন—অবশ্যই কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই, যারা ক্ষতি করেছে তাদের নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের ;

أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑯ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ

জেনে রেখো! এটিই তা যা সুস্পষ্ট ক্ষতি[৩৪]। ১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের ওপর থেকে আগুনের স্তরসমূহ এবং তাদের নীচ থেকেও

أَوَّلَ-প্রথম (মুসলিম) ; الْمُسْلِمِيْنَ-মুসলিমদের মধ্যে। ⑬ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; أَخَافُ-ভয় করি ; إِنْ-যদি ; عَصَيْتُ-আমি নাফরমানি করি ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; عَذَابَ-শাস্তির ; يَوْمٍ-এক দিনের ; عَظِيْمٍ-ভয়ানক। ⑭ قُلِ-আপনি বলুন ; اللّٰهَ-আল্লাহর-ই ; أَعْبُدُ-আমি ইবাদাত করি ; مُخْلِصًا-একনিষ্ঠ করে ; لَهٗ-তাঁরই জন্য ; دِيْنِيْ-আমার আনুগত্যকে। ⑮ فَاعْبُدُوْا-(ف+اعبدوا)-অতএব তোমরা ইবাদাত করো ; مَا-যাকে, তার ; شِئْتُمْ-চাও ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-অবশ্যই ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই ; الَّذِيْنَ-যারা ; خَسِرُوْٓا-ক্ষতি করেছে ; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; أَهْلِيْهِمْ-(اهلى+هم)-নিজেদের পরিবার-পরিজনের ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; أَلَا-জেনে রেখো ; ذٰلِكَ-এটাই তা ; هُوَ-যা ; الْخُسْرَانُ-ক্ষতি ; الْمُبِيْنُ-সুস্পষ্ট। ⑯ لَهُمْ-তাদের জন্য থাকবে ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِهِمْ-(فوق+هم)-তাদের ওপর ; ظُلَلٌ-স্তরসমূহ ; مِنَ النَّارِ-(من+ال+نار)-আগুনের ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; تَحْتِهِمْ-(تحت+هم)-তাদের নীচ থেকেও ;

ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۚ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ⑯ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا

(আগুনের) স্তরসমূহ ; এটিই তা, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে (এই বলে) ভয় দেখান—'হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করো। ১৭. আর যারা দূরে থাকে

ظُلَلٌ-(আগুনের) স্তরসমূহ ; ذٰلِكَ-এটাই তা ; يُخَوِّفُ-ভয় দেখাচ্ছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهٖ-যে সম্পর্কে ; عِبَادَهٗ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদেরকে (এই বলে) ; يٰعِبَادِ-হে আমার বান্দাহগণ ; فَاتَّقُوْنِ-(ف+اتقون)-তোমরা আমাকেই ভয় করো। ⑰ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اجْتَنَبُوا-দূরে থাকে ;

৩১. অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো দেশ বা অঞ্চল আল্লাহর নেক বান্দাহদের জন্য আল্লাহর দীন পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, তাহলে যে দেশ বা অঞ্চলে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা না থাকে সেখানে হিজরত করতে হবে।

৩২. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে সৎপথে চলতে গিয়ে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে তারা অবশ্যই তাদের ধৈর্যের ফল পাবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দীনের পথে চলতে গিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে এবং কেউ কেউ সাহসিকতার সাথে সকল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মুকাবিলা করেছে। এ উভয় দলই তাদের ধৈর্যের পুরস্কার পাবে।

৩৩. অর্থাৎ অন্যদেরকে আল্লাহর দীন পালনের কথা বলার আগে আমি-ই যেনো আল্লাহর দীন পালনে অগ্রগামী হই।

৩৪. এখানে কাফির-মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এক আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করছো এতে তোমরা যে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছো, তা নয়, বরং তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছো।

দুনিয়াতে মানুষের পুঁজি হলো তার জীবনকাল, জ্ঞান-বুদ্ধি, স্বাস্থ্য-শরীর, শক্তি-সাহস, উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। এখন কেউ যদি তার এসব পুঁজি বিনিয়োগ করে এ ধারণা-অনুমানের ওপর নির্ভর করে যে, কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই, অথবা অনেক ইলাহ আছে, আমি সেসব ইলাহর বান্দাহ অথবা সে যদি মনে করে আমাকে কারো নিকট আমার কাজের কোনো হিসাব দিতে হবে না, কিংবা হিসাব দিতে হলেও অমুক আমাকে তা থেকে রক্ষা করবে, তাহলে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সে তার এ অনুমান-নির্ভর বিনিয়োগের মাধ্যমে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো না—তার পরিবার-পরিজন, ভবিষ্যত বংশধর এবং আল্লাহর অনেক মাখলুক বা সৃষ্টির ওপর সারাটি জীবন যুলুম করলো। আখিরাতে সে সেসব যুলুমের প্রতিবিধান কি দিয়ে করবে ? কারণ তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি তো সমূলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি নিজের জাতি-গোষ্ঠী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও তার ভক্ত-অনুসারী যারা তার ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলো, তাদের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উল্লিখিত ক্ষতিসমূহের সমষ্টি-ই হলো তার সুস্পষ্ট বা প্রকাশ্য ক্ষতি।

الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

তাগুত[৩৫] থেকে—তার দাসত্ব করা থেকে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ; তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ! অতএব আপনি আমার বান্দাহদেরকে সুসংবাদ দিন—

﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে, অতপর তার উত্তমটি অনুসরণ করে[৩৬] ; তারাই সেসব লোক যাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন

اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

আল্লাহ এবং এরাই তারা, যারা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। ১৯. (হে নবী!) যার ওপর অবধারিত হয়ে গেছে আযাবের হুকুম তাকে কে (বাঁচাতে পারে)?[৩৭]

-وَ ; الطَّاغُوتَ-তাগুত থেকে ; أَنْ يَّعْبُدُوْهَا-(ان+يعبدوا+ها)-তার দাসত্ব করা থেকে ; وَ-এবং ; أَنَابُوْا-ফিরে আসে ; إِلَى-দিকে ; اللهِ-আল্লাহর ; لَهُمُ-তাদের জন্য রয়েছে ; الْبُشْرٰى-সুসংবাদ ; فَبَشِّرْ-(ف+بشر)-অতএব আপনি সুসংবাদ দিন ; عِبَادِ-আমার বান্দাহদেরকে। ⑱ الَّذِيْنَ-যারা ; يَسْتَمِعُوْنَ-মনযোগ সহকারে শোনে ; الْقَوْلَ-কথা ; فَيَتَّبِعُوْنَ-(ف+يتبعون)-অতপর অনুসরণ করে ; أَحْسَنَهُ-(احسن+ه)-তার উত্তমটি ; أُولٰئِكَ-তারাই সেসব লোক ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; هَدٰهُمُ-হেদায়াত দান করেছেন ; اللهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; أُولٰئِكَ-এরাই ; هُمْ-তারা ; أُولُوْ-অধিকারী ; الْأَلْبَابِ-বিবেক-বুদ্ধির। ⑲ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-(হে নবী!) তাকে কে (বাঁচাতে পারে)? ; حَقَّ-অবধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِ-যার ওপর ; كَلِمَةُ-হুকুম ; الْعَذَابِ-আযাবের ;

৩৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য যত প্রকার উপাস্য রয়েছে সেসব উপাস্যদেরকে 'তাগুত' বলা হয়েছে। এর অর্থ চরম বিদ্রোহী। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে উপাসনা-আনুগত্য করে তারা হলো 'তাগী' বা নিছক বিদ্রোহী। আর অন্যদেরকে দিয়ে নিজের উপাসনা, দাসত্ব ও আনুগত্য করায় তারা হলো 'তাগুত' বা চরম বিদ্রোহী। 'তাগুত' শব্দটির মূল হলো 'তুগইয়ান' যার অর্থ বিদ্রোহে সীমালংঘন করা। 'তাগুত' শব্দটি এখানে 'তাওয়াগীত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই পরবর্তী শব্দের সাথে সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ তারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলের শিক্ষাসমূহ শুনে এগুলোকে উত্তম বাণী ও উত্তম শিক্ষা হিসেবে পেয়েই তার অনুসরণ করেছে। তারা চোখ বন্ধ করে এগুলো করেনি। কেননা তারা বিবেকবান। এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা

أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

আপনি কি তাঁকে রক্ষা করতে পারেন, যে আগুনের মধ্যে (পড়ে আছে) ? ২০. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য (জান্নাতে) রয়েছে প্রাসাদসমূহ যার ওপর

غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ

নির্মিত আছে আরো প্রাসাদ ; তার তলদেশসমূহে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়—(এটা) আল্লাহর ওয়াদা ; আল্লাহ কখনো ভঙ্গ করেন না

الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

ওয়াদা। ২১. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ-ই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর প্রবাহিত করেন তাকে যমীনে স্রোতধারা—ঝর্ণাধারা—নদীর আকারে[৩৮]

أَفَأَنْتَ-(ا+ف+انت)-আপনি কি ; تُنْقِذُ-রক্ষা করতে পারেন ; مَنْ-তাকে যে ; فِي النَّارِ-(পড়ে আছে) আগুনের মধ্যে। ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ-কিন্তু ; الَّذِينَ-যারা ; اتَّقَوْا-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; لَهُمْ-তাদের জন্য (জান্নাতে) রয়েছে ; غُرَفٌ-প্রাসাদসমূহ ; مِنْ فَوْقِهَا-(من+فوق+ها)-যার ওপর রয়েছে ; غُرَفٌ-আরো প্রাসাদ ; مَبْنِيَّةٌ-নির্মিত ; تَجْرِي-প্রবাহিত হয় ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-তার তলদেশসমূহে; الْأَنْهَارُ-নহরসমূহ; وَعْدَ-(এটা) ওয়াদা ; اللَّهِ-আল্লাহর ; لَا يُخْلِفُ-ভঙ্গ করেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْمِيعَادَ-ওয়াদা। ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ-আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, أَنَّ اللَّهَ-আল্লাহ-ই ; أَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَسَلَكَهُ-(ف+سلك+ه)-তারপর প্রবাহিত করেন তাকে ; يَنَابِيعَ-স্রোতধারা—ঝর্ণাধারা—নদীর আকারে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ;

তাওহীদ ও শিরক, কুফর ও ইসলাম, সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি অনেক কথাই শোনে, কিন্তু অনুসরণ করে এসবের মধ্যে যেগুলো উত্তম সেগুলো। যেমন তাওহীদ ও শিরক-এর মধ্যে তাওহীদ ; কুফর ও ইসলামের মধ্যে ইসলাম এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য কথার অনুসরণ করে। অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, তারা কোনো কথা শুনে সে কথার উত্তম অর্থই গ্রহণ করে, মন্দ অর্থ গ্রহণ থেকে তারা বিরত থাকে।

৩৭. অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে নিজেই নিজেকে আল্লাহর আযাবের যোগ্য করে তোলে, তাকে আযাব দেয়ার সিদ্ধান্তই তিনি চূড়ান্ত করেন।

৩৮. 'ইয়ানাবীআ' শব্দটি 'ইয়াম্বু' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আসমান থেকে বর্ষিত

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ

তারপর তার সাহায্যে ফসলাদি উৎপন্ন করেন (বিভিন্ন) তার রং, অতপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তা আপনি হলুদ বর্ণের দেখতে পান, অবশেষে তিনি (আল্লাহ) তাকে ভূষিতে পরিণত করেন ;

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা বিবেকবানদের জন্য।[৩৯]

ثُمَّ-তারপর ; يُخْرِجُ-উৎপন্ন করেন ; بِهٖ-তার সাহায্যে ; زَرْعًا-ফসলাদি ; مُّخْتَلِفًا-বিভিন্ন ; اَلْوَانُهٗ-(الوان+ه)-তার রং ; ثُمَّ-অতপর ; يَهِيْجُ-তা শুকিয়ে যায় ; فَتَرٰىهُ-(ف+ترى+ه)-তখন তা আপনি দেখতে পান ; مُصْفَرًّا-হলুদ বর্ণের ; ثُمَّ-অবশেষে ; يَجْعَلُهٗ-(يجعل+ه)-তিনি (আল্লাহ) পরিণত করেন তাকে ; حُطَامًا-ভূষিতে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَذِكْرٰى-নিশ্চিত শিক্ষা ; لِاُولِى الْاَلْبَابِ-বিবেকবানদের জন্য।

পানি যমীনে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ভূগর্ভে সংরক্ষিত অবস্থার ঝর্ণাধারা ও নদীর আকারে এবং পাহাড়ে জমাট বরফ আকারে আসমান থেকে বর্ষিত পানি সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এ কয়েক প্রকারে সঞ্চিত পানি দ্বারাই বৃষ্টিহীন দিনগুলোতে আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণীজগত ও উদ্ভিদজগতের প্রয়োজন মেটায়।

৩৯. অর্থাৎ আসমান থেকে পানি বর্ষণ, তা সংরক্ষিত করে মানুষের ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির কাজে লাগানো, যমীনে নানা রকম উদ্ভিদের জন্মলাভ, এসব উদ্ভিদে নানা রং ও স্বাদের ফল ও ফসল উৎপন্ন করা, মৃত ও শুষ্ক যমীনে বৃষ্টিপাতের দ্বারা তাকে সুজলা সুফলা করে তোলা। অবশেষে আবার তাকে মৃত ও শুষ্ক যমীনে পরিণত করা, মানব সমাজেও কাউকে ধন-সম্পদে ও মান-মর্যাদায় উচ্চ স্থানে পৌঁছে দেয়া, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নিম্নতর স্থানে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী মানুষের জন্য অনেক কিছুই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এসব থেকে একজন বিবেকবান লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, দুনিয়ার এ জীবন এ চাকচিক্য, দুঃখ-দৈন্যতা কোনোটাই স্থায়ী নয়। প্রতিটি উত্থানের বিপরীতে রয়েছে পতন। সুতরাং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে যাওয়া কোনো মতেই সমিচীন হতে পারে না। দুনিয়ার উত্থান ও পতন উভয়ই আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তার উত্থান ঘটান, আবার যাকে চান তার পতন ঘটান। আল্লাহ যাকে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেন তার উন্নতি ও সমৃদ্ধি কেউ রোধ করতে পারে না ; আবার যার পতন ঘটাতে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তার পতন রোধ করার মতো শক্তিও কারো নেই। সুতরাং উত্থানে যেমন পতনের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তেমনি পতনেও নিরাশ হয়ে আল্লাহকে ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়া অনুচিত।

২য় রুকূ'. (১০-২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. তাকওয়া ছাড়া ঈমান অর্থবহ হয় না। আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি করা ছাড়া আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ নয়। তাই মু'মিনদের অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হবে।

২. আল্লাহর দীন মেনে চলা নিজ দেশে অসম্ভব হয়ে পড়লে যে দেশে দীন পালন সম্ভব প্রয়োজনে সে দেশে হিজরত করতে হবে।

৩. দীন পালন করতে গিয়ে যুলুম-নির্যাতনের মুখে পড়ে অথবা হিজরতের পথে যেসব দুঃখ-নির্যাতন ভোগের পর্যায়ে ধৈর্যশীল মু'মিন বান্দাহদের জন্য বে-হিসাব প্রতিদান রয়েছে।

৪. সকল ইবাদাত-আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. অন্যকে দীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার আগে নিজেই দীন পালনে অগ্রগামী হতে হবে।

৬. হাশরের ভয়ানক দিবসের কথা অন্তরে সদা জাগ্রত রাখলেই দীন পালন সহজতর হবে।

৭. কিয়ামতের দিন কুফর ও শির্ক-এ লিপ্ত মানুষ হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। যে ক্ষতি পূরণ করার কোনো উপায় থাকবে না।

৮. কাফির ও মুশরিকরা আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের নীচে যেমন আগুনের স্তর থাকবে তেমনি ওপরেও আগুনের স্তর থাকবে। আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাবের ভয় অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে।

৯. 'তাগুত' তথা আল্লাহ বিরোধী সীমালংঘনকারী শক্তির দাসত্ব-আনুগত্য থেকে যারা নিজেদেরকে মুক্ত রাখার সংগ্রামে নিয়োজিত। তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে।

১০. হিদায়াত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কালাম তথা কুরআন মাজীদ বুঝতে হবে এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। তারাই বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, যারা আল্লাহর বাণীর যথার্থ অনুসারী।

১১. দুনিয়াতে সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

১২. কুফরী ও শির্ক বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত কাজ। যারা বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত কাজ করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। যারা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না।

১৩. দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি লাভের জন্য অবশ্যই তাকওয়াভিত্তিক জীবন গঠন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য এমন জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যেখানে তাদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

১৪. মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুতকৃত ভবনসমূহের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে।

১৫. মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত দানের এ ওয়াদা মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর ওয়াদা ; সুতরাং এ ওয়াদা কস্মিনকালেও ভঙ্গ হবার নয়।

১৬. আল্লাহ আমাদের চোখের সামনেই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যমীনকে ফুলে-ফলে শস্য-শ্যামল করে গড়ে তোলার জন্যই যমীনে পানিকে সংরক্ষণ করে রাখেন। আবার এক সময়ে সবকিছুকে শুকিয়ে ভূষিতে পরিণত করেন। এটাও একমাত্র আল্লাহর কুদরত। তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ দেখে যারা হিদায়াত লাভ করে, তারা সৌভাগ্যবান ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٢٢﴾ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ

২২. তবে কি সে—যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন[৪০] এবং সে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত আলোতে রয়েছে[৪১] (তার মতো যে এরূপ নয়) ? অতএব ধ্বংস সেসব পাষাণ-হৃদয়ের জন্য—বিমুখ

﴿٢٢﴾ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি সে, (তার মতো, যে এরূপ নয়) ; شَرَحَ -খুলে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; صَدْرَهُ-(صدر+ه)-যার বক্ষকে ; لِلْإِسْلَامِ-(ل+ال+اسلام)-ইসলামের জন্য ; فَهُوَ-(ف+هو)-এবং সে ; عَلَىٰ نُورٍ-আলোতে রয়েছে ; مِّنْ-পক্ষ হতে ; رَّبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; فَوَيْلٌ-(ف+ويل)-অতএব ধ্বংস ; لِّلْقَاسِيَةِ-(ل+ال+قاسية)-সেইসব পাষাণ হৃদয়ের জন্য—বিমুখ ;

৪০. 'শারহে সদর' অর্থ হৃদয়ের প্রশস্ততা। অর্থাৎ ইসলামকে নির্ভুল এবং একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পারার যোগ্যতা হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া। আল্লাহর দুনিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনাবলী—আসমান, যমীন, পাহাড়, নদী-সাগর, প্রাণীজগত ও উদ্ভীদজগত ইত্যাদি সৃষ্টি দেখে চিন্তা-ভাবনা করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া-ই মূলত 'শারহে সদর'। আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষকে এমনভাবে প্রশস্ত করে দেন যে, সে ইসলামকেই তার একমাত্র পথ ও পাথেয় বলে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে সমর্থ হয়। এ পথে যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে নির্দ্বিধায় হাসিমুখে সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করে নেয়। সে মনে করে এটিই আমার একমাত্র পথ, এ পথেই আমাকে চলতে হবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সে এগিয়ে যায়। এ ব্যাপারে তার মনে কোনো সংশয় থাকে না এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ পথে যে কোনো বিপদ-মসীবতকে সে হাসিমুখে বরদাশত করে নেয়। ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকায় তার কোনো ক্ষতি হলে সেজন্য সে আফসোস করে না, বরং আল্লাহর দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে। সে মনে করে আমার জন্য পথ মাত্র এটিই, এর বিকল্প চলার কোনো পথ নেই। যতো বিপদ-মসীবত ও পরীক্ষা আসুক না কেনো, আমাকে এ পথেই এগিয়ে যেতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. যখন আমাদের সামনে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, তখন আমরা 'শারহে সদর'-এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—"ঈমানের নূর যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয

قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে[৪২] ; তারাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় (নিমজ্জিত) রয়েছে।
২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী—

كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

(এমন) একটি কিতাব, (এর অংশগুলো) পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ[৪৩] বারবার পাঠযোগ্য এসব শুনে তা থেকে তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ; অতপর ঝুঁকে পড়ে

قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-যাদের অন্তর ; مِنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; اللهِ-আল্লাহর ; أُولَئِكَ-তারাই ; فِيْ ضَلَلٍ-পথভ্রষ্টতায় (নিমজ্জিত) রয়েছে ; مُبِيْنٍ-প্রকাশ্য। ﴿٢٣﴾ اللهُ-আল্লাহ ; نَزَّلَ-নাযিল করেছেন ; اَحْسَنَ-সর্বোত্তম ; الْحَدِيْثِ-বাণী ; كِتَبًا-(এমন) একটি কিতাব ; مُتَشَابِهًا-(এর অংশগুলো) পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ; مَثَانِيَ-বারবার পাঠযোগ্য ; تَقْشَعِرُّ-রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে (এসব শুনে); مِنْهُ-তা থেকে ; جُلُوْدُ-দেহ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَخْشَوْنَ-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; ثُمَّ-অতপর ; تَلِيْنُ-ঝুঁকে পড়ে ;

করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর লক্ষণ কি ? তিনি বললেন, এর লক্ষণ হচ্ছে চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোঁকার বাসস্থান তথা দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল থেকে দূরে থাকা এবং মৃত্যু আসার আগেই তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"(রুহুল মা'আনী)

৪১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রদত্ত জ্ঞান তথা আল্লাহর কিতাবের ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর উজ্জ্বল আলোকে সে জীবন চলার বাঁকা-চোরা পথগুলোর মধ্য থেকে ন্যায় ও সত্যের রাজপথটিকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয় না।

৪২. অর্থাৎ উপরোল্লিখিত ব্যক্তি—তথা ইসলামের জন্য যার বক্ষ আল্লাহ খুলে দিয়েছেন সে কখনো তার মতো হতে পারে না, যার বক্ষ সংকীর্ণ ও যে পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী। বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার বিপরীতে রয়েছে বক্ষ সংকীর্ণ হওয়া। মূলত এসব হচ্ছে মনের অবস্থা প্রকাশের ভাষা। সংকীর্ণ বক্ষে ন্যায় ও সত্যের বাণী প্রবেশের কিছু অবকাশ থাকলেও পাষাণ তথা কঠিন অন্তরে সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রবেশের কোনো অবকাশই থাকে না। আর তাই আল্লাহ বলেন যে, পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী যেসব লোক—যাদের অন্তরে ন্যায় ও সত্যের বাণী প্রবেশের কোনো সুযোগ পায় না, তাদের জন্যই ধ্বংস। কারণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রচারিত ন্যায় ও সত্যের প্রচারিত বাণীর বিরোধিতায় এরা সার্বক্ষণিক এক পায়ে খাড়া থাকে।

৪৩. অর্থাৎ আল কুরআনের বাণী হচ্ছে সর্বোত্তম বাণী। আর এ বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-(১) এ বাণীগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈপরিত্যহীন। (২) এর একটির ব্যাখ্যা

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ

তাদের দেহ ও তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের প্রতি ; এটিই আল্লাহর হিদায়াত ; এর সাহায্যে তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন, আর

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন অতপর তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। ২৪. তবে সে কি যে কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দিয়ে আযাবের কঠোর আঘাত থেকে বাঁচতে চাইবে[৪৪]—(তার মতো, যে এমন নয়) ?

- اِلٰى ; তাদের অন্তর-(قلوب+هم)-قُلُوبُهُمْ ; ও-وَ ; তাদের দেহ-(جلود+هم)-جُلُودُهُمْ
প্রতি ; ذِكْرِ-স্মরণের ; اللّٰه-আল্লাহর ; ذٰلِكَ-এটিই; هُدَى-হিদায়াত ; اللّٰه-আল্লাহর;
- وَ ; يَشَاءُ-চান ; مَنْ-যাকে ; بِه-এর সাহায্যে ; يَهْدِىْ-তিনি হিদায়াত দান করেন ;
- لَهُ ; فَمَا-অতপর নেই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُضْلِلِ-গুমরাহ করেন ; مَنْ-যাকে ; আর
- يَتَّقِىْ ; (ا+ف+من)-اَفَمَنْ-তবে কি যে ; ⑳ هَادٍ-পথ প্রদর্শক। مِنْ-কোনো ; তার
বাঁচতে চাইবে (তার মতো যে এমন নয়) ? (ب+وجه+ه)-بِوَجْهِه-তার মুখমণ্ডল
দিয়ে; سُوْءَ-কঠোর আঘাত ; الْعَذَابِ-আযাবের ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ;

ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা পাওয়া যায়। (৩) এ কিতাবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই দাবী, একই আকীদা-বিশ্বাস, একই কর্মনীতি ও আদর্শ পেশ করে। তাছাড়া (৪) এতে একই বিষয়বস্তু বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করা হয়েছে যাতে তা অন্তরে গেঁথে যায়। (৫) আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের দেহ-মন এ বাণী শুনে শিহরীত হয়ে উঠে। অর্থাৎ আযাব ও গযবের বর্ণনা শুনে যেমন শ্রোতার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠে, তেমনি রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়ে যায়।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন—'সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা ছিলো যে, তাঁদের সামনে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হলে তাঁদের চোখগুলো অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেতো এবং শরীরের পশমগুলো শিউরে উঠতো'। (কুরতুবী)

৪৪. অর্থাৎ জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামের শাস্তিকে হাত-পা দিয়ে প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হবে না। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস হলো, কোনো কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে হাত ও পা'কে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে মুখমণ্ডলকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় ; কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পা'কে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না ; তারা তাদের মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাবে। কেননা তাদের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

বিখ্যাত তাফসীরবিদ আতা ইবনে যায়েদ বলেন—'জাহান্নামীদেরকে হাত-পা বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। (কুরতুবী)

وَقِيلَ لِلظّٰلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

আর এসব যালিমদেরকে বলা হবে—তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু কামাই করতে তার স্বাদ আস্বাদন করো[৪৫]। ২৫. তারাও অস্বীকার করেছিলো, যারা এদের আগে ছিলো ;

فَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ

ফলে তাদের ওপর আযাব এসে পড়েছিলো এমন দিক থেকে যে, তারা কল্পনাও করতে পারছে না। ২৬. অতপর আল্লাহ তাদেরকে অপমানের স্বাদ আস্বাদন করালেন—

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا

দুনিয়ার জীবনে ; আর আখেরাতের আযাব তো সবচেয়ে কঠোর ; যদি (এটি) তারা জানতো (কতই না ভালো হতো) ২৭. আর আমি তো পেশ করেছি

لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

এ কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক বিষয় থেকে উদাহরণ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৮. আরবী ভাষায় কুরআন[৪৬]—

وَ-আর ; قِيلَ-বলা হবে ; لِلظّٰلِمِينَ-এসব যালিমদের জন্য ; ذُوقُوا-তোমরা স্বাদ আস্বাদন করো ; مَا-তার যা কিছু ; كُنتُمْ تَكْسِبُونَ-তোমরা (দুনিয়াতে) কামাই করতে। ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ-অস্বীকার করেছিলো ; الَّذِينَ-তারাও যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ(من+قبل+)-ছিলো এদের আগে ; فَأَتٰىهُمُ(ف+اتى+هم)-ফলে তাদের ওপর এসে পড়েছিলো; الْعَذَابُ-আযাব ; مِنْ-থেকে যে, حَيْثُ-এমন দিক ; لَا يَشْعُرُونَ-তারা কল্পনাও করতে পারছে না। ﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ(ف+اذاق+هم)-অতপর তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করালেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْخِزْيَ-অপমানের ; فِي الْحَيٰوةِ-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; لَعَذَابُ-আযাব তো ; الْاٰخِرَةِ-আখেরাতের ; أَكْبَرُ-সবচেয়ে কঠোর ; لَوْ-যদি ; كَانُوا يَعْلَمُونَ-(এটা) তারা জানতো (কতই না ভালো হতো)। ﴿٢٧﴾ وَ-আর ; لَقَدْ ضَرَبْنَا-আমি তো পেশ করেছি ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ-এ কুরআনে ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক বিষয় ; مَثَلٍ-উদাহরণ ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ করে। ﴿٢٨﴾ قُرْاٰنًا-কুরআন ; عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ;

৪৫. অর্থাৎ তোমাদের কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে তোমরা যে শাস্তির উপযুক্ততা অর্জন করেছো তা এখন ভোগ করো। পাপীষ্ঠ অপরাধীদের অসৎকর্মের ফলশ্রুতিতে যেমন তারা আযাবের উপযুক্ততা লাভ করে, তেমনি সৎকর্মশীল মানুষ তাদের সৎকর্মের

غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

কোনো প্রকার বক্রতামুক্ত ;[৪৭] যেনো তারা সতর্ক হয়। ২৯. আল্লাহ উদাহরণ পেশ করছেন এক ব্যক্তির (দাসের) যাতে অংশীদার রয়েছে একাধিক দুশ্চরিত্র লোক,

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আর এক ব্যক্তি (দাস) পুরোপুরি একজন লোকের জন্য (নির্ধারিত)[৪৮] ; এ দু'জনের উদাহরণ কি সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[৪৯] ; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।[৫০]

غَيْرَ-মুক্ত ; ذِي عِوَجٍ-কোনো প্রকার বক্রতা ; لَعَلَّهُمْ-যেনো তারা ; يَتَّقُونَ-সতর্ক হয়। ﴿২৯﴾ ضَرَبَ-পেশ করছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-উদাহরণ ; رَجُلًا-এক ব্যক্তির (দাসের) ; فِيهِ-যাতে ; شُرَكَاءُ-একাধিক অংশীদার রয়েছে ; مُتَشَاكِسُونَ-দুশ্চরিত্র লোক ; وَ-আর ; رَجُلًا-এক ব্যক্তি (দাস) ; سَلَمًا-পুরোপুরি ; لِرَجُلٍ-একজন লোকের জন্য নির্ধারিত ; هَلْ-কি ; يَسْتَوِيَانِ-দু'জনের সমান ; مَثَلًا-উদাহরণ ; الْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; بَلْ-বরং ; أَكْثَرُ-অধিকাংশই ; هُمْ-তাদের ; لَا يَعْلَمُونَ-জানে না।

ফলশ্রুতিতে পুরস্কার লাভের উপযুক্ততা লাভ করে। সুতরাং যারা যে উপার্জন করবে তারা তার ফলই ভোগ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

৪৬. অর্থাৎ এ কুরআন তো তাদের নিজস্ব ভাষা বিশুদ্ধ আরবীতেই নাযিল করা হয়েছে, যাতে এটা বুঝার জন্য তাদেরকে কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। আর যার ওপর নাযিল হয়েছে তিনিও একই ভাষায় কথা বলেন।

৪৭. অর্থাৎ এ কিতাবে যা কিছু বলা হয়েছে তা বুঝতে আরবী ভাষাভাষিদের কোনো অসুবিধা হয় না ; কেননা এর মধ্যে কোনো প্রকার জটিলতা নেই। মানুষের জীবন-চলার পথে কোন্‌টা করণীয় আর কোন্‌টা বর্জনীয় ; করণীয়টা কিসের ভিত্তিতে করণীয় আর বর্জনীয়টা কিসের ভিত্তিতে বর্জনীয় তা সহজ-সরল কথায় এতে বলে দেয়া হয়েছে।

৪৮. আল্লাহ তা'আলা দু'জন দাসের উদাহরণ দিয়ে শির্‌ক ও তাওহীদকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সহজবোধ্য করে তুলে ধরেছেন। দুশ্চরিত্র ও বদমেযাজী বহু মালিকের একজন দাস এবং শক্তিমান, ন্যায়বান ও দয়াবান একমাত্র মালিকের একজন দাসের মধ্যে তুলনা করলেই মুশরিকদের অশান্ত ও করুণ জীবনব্যবস্থা এবং মু'মিনদের প্রশান্তিময় জীবনব্যবস্থার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। বহু-মালিকের একজন দাসের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ ; কারণ তাকে সবার সন্তুষ্টির প্রতি সজাগ থাকতে হয় ; কিন্তু সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব নয়। অপরদিকে একজন ন্যায়বান ও শক্তিশালী মালিকের দাসকে সন্তুষ্ট

রাখতে হয় শুধুমাত্র একজন মালিককে। সুতরাং এটা অত্যন্ত সহজ কাজ। উল্লিখিত উদাহরণ থেকেই একজন মুশরিক ও একজন মু'মিনের জীবনের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি।

একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এখানে মুশরিকদের পাথরের মাবুদদের কথা বলা হয়নি, কেননা সেগুলো মানুষকে কোনো আদেশও দেয় না এবং কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে না। এসব পাথরের মূর্তিগুলোর কোনো দাবী বা চাওয়া-পাওয়াও মানুষের কাছে নেই। তাই সহজেই বুঝা যায় যে, জীবন্ত মালিকদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। যারা মানুষকে সদা-সর্বদা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের আদেশ-নিষেধের অনুগত দেখতে চায়। এসব মালিকের সংখ্যাও দুনিয়াতে নিতান্ত নগণ্য নয়। মানুষের নিজের মনবৃত্তির মধ্যে বসে আছে এক মনিব, যে মানুষকে বিভিন্ন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধ্য করে। তা ছাড়া পরিবার, সমাজ, গোত্র-বংশ, দেশ ও জাতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সর্বত্র এসব মালিক ও মনিবরা মানুষকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সদা-তৎপর। এছাড়াও দেশের ধর্মীয় নেতা. শাসক, আইন প্রণেতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে বিরাজমান রয়েছে অনেক মালিক-মনিব। তাদের পরস্পর বিরোধী চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে তারা নিজ নিজ আয়ত্তের মধ্যে শাস্তি দিতেও পিছপা হয় না। এ শাস্তির রকম আবার ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে কঠোর আঘাত দিয়ে ; কেউ স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ; কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে আবার কেউবা সম্পর্ক ছিন্ন করে শাস্তি দেয়। আবার কিছু মনিব এমন আছে যারা ধর্মের ওপর আঘাত হানে এবং তাদের তৈরী আইনের সাহায্যে শাস্তি দিয়ে থাকে।

মানুষকে এসব মনিব থেকে বাঁচতে হলে এবং তাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে সকল মনিবের দাসত্ব-শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান একক সত্তা আল্লাহর আনুগত্যকে গ্রহণ করে নিতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

দু'টো পর্যায়ে একক মনিব আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করা যেতে পারে। (১) ব্যক্তিগতভাবে এক আল্লাহর বান্দাহ বা দাস হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (২) গোটা পরিবেশকে আল্লাহর একত্বের অনুগত করে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এ উভয় পর্যায়ে মানুষকে নিরন্তর-নিরলস দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে। মূলত এটা ছিলো নবী-রাসূলদের মিশন। মানুষকে গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে, সেসবের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দেয়া। তবে ইসলামের নির্দেশ হলো পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল থাকুক বা প্রতিকূল, সকল অবস্থাতেই মানুষকে একক সত্তা আল্লাহর আনুগত্য করে যেতে হবে এবং এ পথে যত দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হোক না কেনো, তা হাসিমুখেই বরণ করে নিতে হবে।

৪৯. অর্থাৎ উল্লিখিত দু'জন দাস মর্যাদায় সমান অথবা এক মনিবের দাসের চেয়ে বহু মনিবের দাস উত্তম। একথা বলার মতো নির্বোধ কেউ নেই। আর এ বোধটুকু মানুষকে দেয়ার জন্য সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আসলে

﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

৩০. আপনি নিশ্চয়ই—মরণশীল আর তারাও অবশ্যই মরণশীল[৫১]। ৩১. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পরকে দোষারোপ করবে।

(৩০) اِنَّكَ-আপনি নিশ্চয় ; مَيِّتٌ-মরণশীল ; وَ-আর ; اِنَّهُمْ-তারাও অবশ্যই ; مَيِّتُوْنَ-মরণশীল। (৩১) ثُمَّ-অতঃপর ; اِنَّكُمْ-তোমরা অবশ্যই ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; عِنْدَ-সামনে ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; تَخْتَصِمُوْنَ-পরস্পরকে দোষারোপ করবে।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ বুঝার স্বাভাবিক যে জ্ঞান দিয়েছেন, তার ব্যবহার সম্পর্কেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৫০. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার দু'জন দাসের মর্যাদার পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারলেও এক মহান আল্লাহর একজন বান্দাহ ও একাধিক প্রভুর গোলামের মধ্যকার পার্থক্য বুঝার ব্যাপারে তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।

৫১. অর্থাৎ সহজ-সরল কথায় এদের প্রতি প্রদত্ত আপনার দীনের দাওয়াতকে তারা অমান্য করছে এবং আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মৃত্যুর কবল থেকে কারো রক্ষা নেই। আপনি যেমন মৃত্যুর আওতা বহির্ভূত নন, তেমনি তারাও চিরঞ্জীব নয়। সবাইকে আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। একথা বলে দেয়ার প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির সেরা নবী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সা. মরণশীল। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর এ বিষয়ে তোমরা কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়বে না। (কুরতুবী)

৩য় রুকূ (২২-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে দীনী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন এবং সে আলোতে সেই ব্যক্তি জীবন পথে এগিয়ে যায়, আর যার অন্তরে দীনী জ্ঞানের আলোহীন অন্ধকার এবং সে দীনের পথে চলতেও আগ্রহী নয়—এ উভয় ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না।

২. যার অন্তরে দীনী জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে না এবং তার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল, সে অবশ্যই ধ্বংসের মুখে অবস্থিত। এমন লোকেরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

৩. আল কুরআন এমন একটি অনন্য কিতাব, যার অংশগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ; কোনো প্রকার বৈপরিত্যহীন এবং বারংবার বর্ণিত।

৪. যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল কুরআনের বাণী শুনে তাদের দেহ-মন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। এটাই হলো তার সঠিক পথ প্রাপ্তির লক্ষণ।

৫. আল্লাহ-ই যাকে চান হিদায়াত দান করেন, আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

৬. জাহান্নামীরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা তাই হাত-পা'র পরিবর্তে মুখমণ্ডল দিয়ে জাহান্নামের কষ্টদায়ক আঘাতকে ঠেকাতে চেষ্টা করবে।

৭. দুনিয়াতে কৃত কাজের ফল আখেরাতে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তবে আল্লাহ যদি কাউকে ক্ষমা করে দেন সেটা ভিন্ন কথা।

৮. আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও সংঘটিত হয়ে থাকে। অতীতের অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠীগুলোর ধ্বংসের ইতিহাস তার প্রমাণ বহন করছে।

৯. আল্লাহর দীন অমান্য করলে দুনিয়াতে অপমান-লাঞ্ছনা অবশ্যই আসবে। এটিই শেষ নয়। আখিরাতের শাস্তি তো মজুদ থাকবে—যা অত্যন্ত কঠোর।

১০. আল কুরআনে প্রত্যেক বিষয় উদাহরণ সহকারে পেশ করা হয়েছে ; যাতে মানুষ তা থেকে পথের দিশা পেতে পারে। সুতরাং যে পথ পেতে আগ্রহী তার জন্য কোনো বাধা নেই।

১১. এক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ এবং একাধিক মনিবের অনুগত দাস—এ উভয় লোক মর্যাদায় কখনো সমান হতে পারে না।

১২. প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা একমাত্র এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই নিহিত। কারণ একাধিক স্বার্থপর মনিবকে সন্তুষ্ট করা কখনো সম্ভব নয়।

১৩. আল্লাহ মানুষকে স্বাভাবিক যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহর দীনকে মানার আবশ্যকতা বুঝতে পারা জরুরী ছিলো। তারপরও নবী-রাসূল কিতাব পাঠিয়ে মানুষের ওপর বিরাট দয়া করেছেন।

১৪. মানুষের মৃত্যু যেমন অকাট্য সত্য, তেমনি আখিরাতও অকাট্য সত্য। কারণ মৃত্যুকে অবিশ্বাস করার যেমন কোনো উপায় নেই, তেমনি আখিরাতকে অবিশ্বাস করারও কোনো উপায় নেই।

১৫. মৃত্যু নামক ঘটনার মাধ্যমেই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে যে পর্দা রয়েছে, তা অপসারিত হয়ে যাবে। আর সাথে সাথে আখিরাত আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৬. সুতরাং মৃত্যুর আগেই আমাদেরকে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ

৩২. তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর প্রতি ? এবং অস্বীকার করে সত্যকে—যখন তা তার কাছে এসেছে ;

أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ

কাফিরদের জন্য কি জাহান্নামে কোনো ঠিকানা নেই ? ৩৩. আর যাঁরা নিয়ে এসেছেন সত্য এবং তাকে যাঁরা সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন,

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ

ওরাই তো মুত্তাকী[৫২]। ৩৪. তাদের জন্য তা-ই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে, যা তারা চাইবে[৫৩] ; এটিই পুরস্কার

৩২ فَمَنْ-(ف+من)-কে ; أَظْلَمُ-বড় যালিম ; مِمَّنْ-(من+من)-তার চেয়ে, যে ; كَذَبَ-মিথ্যা আরোপ করে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; كَذَّبَ-অস্বীকার করে; بِالصِّدْقِ-(ب+ال+صدق)-সত্যকে ; إِذْ-যখন ; جَاءَهُ-(جاء+ه)-তা তার কাছে এসেছে; أَلَيْسَ-নেই কি ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; مَثْوًى-কোনো ঠিকানা ; لِلْكَافِرِينَ-কাফিরদের জন্য। ৩৩ وَ-আর ; الَّذِي-যাঁরা ; جَاءَ-এসেছেন ; بِالصِّدْقِ-(ب+ال+صدق)-সত্য নিয়ে ; وَ-এবং ; صَدَّقَ-যারা সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন ; بِهِ-তাকে ; أُولَٰئِكَ هُمُ-ওরাই তো ; الْمُتَّقُونَ-মুত্তাকী। ৩৪ لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَا-তা-ই যা; يَشَاءُونَ-তারা চাইবে ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; ذَٰلِكَ-এটাই ; جَزَاءُ-পুরস্কার ;

৫২. কিয়ামতের দিন কারা আল্লাহর বিচারে শাস্তি পাবে আর কারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে তা এখানে বলা হয়েছে। যারা দুনিয়াতে সত্য নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ আসমানী কিতাবের যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এবং যারা নবীদের শিক্ষাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন তারাই 'মুত্তাকী' বা আল্লাহভীরু হিসেবে বিবেচিত হবে। নবীদের নিয়ে আসা সত্য বলতে এখানে কুরআন ও রাসূলের হাদীস উভয়টিই উদ্দেশ্য। আর তার সত্যায়নকারী মুত্তাকী বলতে সব মু'মিন-মুসলমানই উদ্দেশ্য।

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ

নেক্কারদের। ৩৫. যেনো আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন তাদের মন্দ কাজসমূহ যা তারা করে ফেলেছে এবং পুরস্কার প্রদান করেন তাদেরকে

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

তাদের সেসব ভালো কাজের যা তারা (দুনিয়াতে) করতো[৫৪]। ৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহর জন্য যথেষ্ট নন ?

الْمُحْسِنِينَ-নেক্কারদের। ﴿٣٥﴾ لِيُكَفِّرَ-যেনো ক্ষমা করে দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَنْهُمْ-তাদের ; أَسْوَأَ-মন্দ কাজসমূহ ; الَّذِي-যা ; عَمِلُوا-তারা করে ফেলেছে ; وَ-এবং ; يَجْزِيَهُمْ-(يجزى+هم)-প্রদান করেন তাদেরকে ; أَجْرَهُمْ-(اجر+هم)-তাদেরকে পুরস্কার; بِأَحْسَنِ-(ب+احسن)-ভালো কাজের ; الَّذِي-সেসব যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা (দুনিয়াতে) করতো। ﴿٣٦﴾ أَلَيْسَ-নন কি ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِكَافٍ-(ب+كاف)-যথেষ্ট ; عَبْدَهُ-(عبد+ه)-তাঁর বান্দাহর জন্য ;

এখানে বলা হয়েছে যে, সেসব লোকেরাই কিয়ামতের দিন শাস্তি পাবে যারা এ মিথ্যা আকীদা পোষণ করতো যে, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ইখতিয়ার এবং অধিকারে অন্য কিছু সত্তাও শরীক আছে। তাছাড়া তাদের সামনে সত্য পেশ করা হয়েছে কিন্তু তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং সত্যের আহ্বায়ককে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অপরদিকে সত্যের আহবায়ক এবং তাঁর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়ে সত্যকে মেনে নিয়েছে তারা অবশ্যই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং তাদের কাজের পুরস্কার পাবে।

৫৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরই বান্দাহ যখন তার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে পৌছবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাহর সকল চাহিদা পূর্ণ করবেন। আর একথা স্পষ্ট মৃত্যুর পর থেকে জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত সময়কালে বান্দাহর চাহিদা থাকবে এ বরযখ জগতের কষ্ট থেকে বাঁচা।

বরযখ জগতের কষ্টের মধ্যে রয়েছে কবরের আযাব, কিয়াম্তের দিনের কষ্ট, হিসাব-নিকাশের কঠোরতা ও হাশরের ময়দানের লাঞ্ছনা ও অপমান। বান্দাহ নিজের দুর্বলতা হেতু এসব থেকে রেহাই পেতে চাইবে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহর চাহিদা পূরণ করবেন। বান্দাহর চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া মৃত্যুর পরপরই শুরু হবে। আয়াতের মর্ম এটাই, কারণ এখানে বলা হয়েছে—'ইনদা রাব্বিহিম' অর্থাৎ 'তাদের প্রতিপালকের কাছে'। এখানে 'ফিল জান্নাতি' তথা 'জান্নাতে' তাদের চাহিদা পূরণ করা হবে একথা বলা হয়নি।

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

আর তারা আপনাকে ভয় দেখায় তাদের, যারা তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কেউ[৫৫] ; আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য নেই কোনো পথ প্রদর্শক।

۝٣٧ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ۝

৩৭. আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তবে তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই ; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন ?[৫৬]

وَ-আর ; يُخَوِّفُونَكَ-(يخوفون+ك)-তারা আপনাকে ভয় দেখায় ; بِالَّذِيْنَ-তাদের যারা; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কেউ ; وَ-আসলে ; مَنْ-যাকে ; يُضْلِلِ-পথভ্রষ্ট করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَمَا-নেই ; لَهٗ-তার ; مِنْ-কোনো ; هَادٍ - পথ প্রদর্শক। ۝٣٧ وَ-আর ; مَنْ-যাকে يَهْدِ-হিদায়াত দান করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَمَا-তবে নেই ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ-কোনো ; مُضِلٍّ-পথ ভ্রষ্টকারী ; اَلَيْسَ-নন কি ; اللّٰهُ - আল্লাহ ; بِعَزِيْزٍ-পরাক্রমশালী ; ذِي انْتِقَامٍ-প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫৪. অর্থাৎ জাহেলী যুগে ঈমান আনার আগে তাদের দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসগত বা চারিত্রিক বা কর্মগত যেসব অন্যায়-অপরাধ করেছিলো, ঈমান গ্রহণের পর তাদের সেসব অন্যায়-অপরাধ তাদের আমলনামা থেকে তা মুছে দেয়া হবে। তাদের আমলনামায় থাকবে তাদের নেক আমলসমূহ এবং এর ভিত্তিতে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

৫৫. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা আপনাকে তাদের উপাস্যদের ভয় দেখায়, অথচ আল্লাহর বান্দাহদের ভয় করার পাত্র একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতো, তুমি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের সাথে বেআদবী করে থাকো। তাদের মর্যাদা কত বেশী, তা তুমি জানো না। যারা তাদের সাথে বেআদবী করেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি যদি এসব কথাবার্তা থেকে বিরত না হও, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, গায়রুল্লাহর ভয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। বাস্তব জীবনে আমাদের কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রোষানলের ভয়ে কর্তৃপক্ষের অন্যায় চাহিদা পূরণের কাছে মাথা নত করা যাবে না। কর্মক্ষেত্রের সকল পর্যায়ে একমাত্র আল্লাহর ভয়কেই অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে।

৫৬. অর্থাৎ এসব মুশরিকরা নিজেদের বানানো উপাস্যদের মর্যাদার প্রতি যতটুকু সচেতন, আল্লাহর পরাক্রম ও শক্তি-ক্ষমতার প্রতি তার কণামাত্রও সচেতন নয়। যদি

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে ?' তারা অবশ্য বলবে, 'আল্লাহ' ; আপনি বলুন—

أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ

"তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তবে আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তারা কি আমাকে রক্ষাকারী হতে সক্ষম

ضُرِّهٖٓ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ

তাঁর ক্ষতি থেকে ? অথবা, তিনি যদি আমার প্রতি দয়া করতে চান, তবে তারা কি তাঁর রহমতের প্রতিরোধকারী হতে সক্ষম ?" আপনি বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট ; তাঁর ওপরই

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ ۚ

ভরসাকারীরা ভরসা করে'[৫৭]। ৩৯. আপনি বলুন, 'হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাও,[৫৮] আমিও কাজ করে যাচ্ছি ;

(৩৮) وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سالت+هم)-আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; مَنْ-কে ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قُلْ-আপনি বলুন ; أَفَرَءَيْتُمْ-(ا+ف+رءيتم)-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; مَا-যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাক ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; إِنْ-যদি ; أَرَادَنِيَ-চান আমার ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِضُرٍّ-কোনো ক্ষতি করতে ; هَلْ-কি ; هُنَّ-তারা ; كٰشِفٰتُ-রক্ষাকারী হতে সক্ষম ; ضُرِّهٖ-তার ক্ষতি থেকে ; أَوْ-অথবা ; أَرَادَنِيْ-তিনি (যদি) চান আমার প্রতি ; بِرَحْمَةٍ-দয়া করতে ; هَلْ-তবে কি ; هُنَّ-তারা ; مُمْسِكٰتُ-প্রতিরোধকারী হতে সক্ষম ; رَحْمَتِهٖ-তার রহমতের ; قُلْ-আপনি বলুন ; حَسْبِيَ-আমার জন্য যথেষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; عَلَيْهِ-তাঁর ওপরই ; يَتَوَكَّلُ-ভরসা করে ; الْمُتَوَكِّلُوْنَ-ভরসাকারীরা। (৩৯) قُلْ-আপনি বলুন ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; اعْمَلُوْا-তোমরা কাজ করে যাও ; عَلٰى مَكَانَتِكُمْ-তোমাদের নিজ নিজ স্থানে ; إِنِّيْ-আমিও ; عَامِلٌ-কাজ করে যাচ্ছি ;

তা হতো তাহলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হতো। তারা যদি মনে করতো আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং তাদের শির্কের শাস্তি দিতে সক্ষম, তাহলে তারা কখনো শির্ক করতো না।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ

শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে—৪০. কার ওপর আসবে আযাব যা তাকে অপমানিত করবে এবং আপতিত হবে তার ওপর আযাব—

مُّقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ

চিরস্থায়ী। ৪১. আমি অবশ্যই আপনার ওপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য ; অতঃপর যে হিদায়াত গ্রহণ করবে

فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

তা তার নিজের জন্যই করবে ; আর যে পথভ্রষ্ট হবে, তার ক্ষতি শুধুমাত্র তার ওপরই আরোপিত হবে ; আর আপনি তো তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নন[৫৯] (যে, আপনি সেজন্য দায়ী হবেন)।

فَسَوْفَ-শীঘ্রই ; تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে পারবে—৪০ مَنْ-কার ওপর ; يَأْتِيهِ-আসবে; عَذَابٌ-আযাব ; يُخْزِيهِ-যা তাকে অপমানিত করবে ; وَ-এবং ; يَحِلُّ-আপতিত হবে ; عَلَيْهِ-তার ওপর ; عَذَابٌ-আযাব ; مُقِيمٌ-চিরস্থায়ী। ৪১ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; أَنزَلْنَا-নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার ওপর ; الْكِتَابَ-কিতাব ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য সহ ; فَمَنِ-অতঃপর যে ; اهْتَدَىٰ-হেদায়াত গ্রহণ করবে ; فَلِنَفْسِهِ-(ف+ل+نفس+ه)-তা তার নিজের জন্যই করবে ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হবে ; فَإِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَضِلُّ-তার ক্ষতি আরোপিত হবে ; عَلَيْهَا-তার ওপরই ; وَ-আর ; مَا-নন ; أَنتَ-আপনি তো ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; بِوَكِيلٍ-(ب+وكيل)-তত্ত্বাবধায়ক।

৫৭. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা হলো খাঁটি মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষ থেকে শক্তিশালী হতে পছন্দ করে, সে যেনো আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে ; আর যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের চেয়ে ধনী হতে পসন্দ করে, সে যেনো নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে তার অধিক আস্থাশীল থাকে ; আর যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, সে যেনো আল্লাহকেই ভয় করে।'

৫৮. অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমার বিরুদ্ধে তোমাদের যা করার করে যেতে থাকো, আমিও আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দাওয়াতে দীনের কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই কার কাজের ফল কি তা তোমরা জানতে পারবে।

৫৯. অর্থাৎ এ কাফির-মুশরিকদের হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হয়নি। আপনার দায়িত্ব হলো তাদের প্রতি দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। এরপর তারা যদি পথভ্রষ্টতার ওপর অটল থেকে যায় তাতে আপনি দায়ী নন।

৪র্থ রুকূ' (৩২-৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় যালিম সে যে আল্লাহর মূল সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অংশীদার সাব্যস্ত করে। সুতরাং আমাদেরকে শির্ক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে হবে।

২. কাফির ও মুশরিকদের স্থায়ী ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম।

৩. রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থা অনুসারে যারা জীবন যাপন করে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী তথা আল্লাহ ভীরু মানুষ। আল্লাহভীরু মানুষগণ মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে শেষ বিচার পর্যন্ত সময়কালে তাদের অবস্থানস্থল বরযখ জগতেও শান্তিতে থাকবে। এটা নেক্কারদের পুরস্কার।

৪. মু'মিন বান্দাহদের ঈমান গ্রহণের পূর্বেকার আকীদা-বিশ্বাসগত বা কর্মগত সকল অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়াতে কৃত সকল কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আশাতীত পুরস্কার দান করবেন।

৫. মু'মিন বান্দাহর জন্য সকল অবস্থায় আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তাঁকেই একমাত্র ভয় করতে হবে এবং তাঁর ওপরই সকল অবস্থায় ভরসা রাখতে হবে। দুনিয়ার কোনো শাসক-প্রশাসক, রাজা-মহারাজার নিগ্রহের ভয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যতিক্রম করা যাবে না।

৬. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই ; আর তিনি যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যে ভ্রষ্ট পথে চলতে চায়, তাকেই আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন ; আর যে সৎপথে চলতে চায় তাকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন।

৭. আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতিশোধগ্রহণের অপরিসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ রাখলেই কুফর ও শির্ক থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

৮. বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা হিসেবে কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহকে অবশ্যই স্বীকার করে। তাদের এ মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা আখেরাতে মুক্তি লাভ করতে তারা সক্ষম হবে না।

৯. আল্লাহ তা'আলা যদি কারো ক্ষতি করতে চান, কোনো শক্তিই ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই পানাহ চাইতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা যদি কারো কল্যাণ করতে চান, তাহলে তা রদ করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোনো শক্তির নেই। সুতরাং কল্যাণ লাভ করার প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই নিকট পেশ করতে হবে।

১১. নিঃসন্দেহে রাসূলের ওপর নাযিলকৃত কিতাব আল কুরআন সত্য বিধানসহ মানুষের জন্য নাযিল করা হয়েছে।

১২. যারা কুরআনের বিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করবে, তার কল্যাণ তারা নিজেরাই ভোগ করবে। সুতরাং চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে হলে আল কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে।

১৩. যারা কুরআনের বিপরীত কাজ করবে, তার ক্ষতিও তাদের নিজেদেরই ভোগ করতে হবে।

১৪. যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করে তাদের দায়িত্ব হলো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। এতে কেউ যদি তা অমান্য করে তার জন্য দাওয়াত দাতা কোনোক্রমেই দায়ী হবে না।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٤٢﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ

৪২. আল্লাহ-ই জান কবয করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার মধ্যে[৬০] ;

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

অতপর তিনি রেখে দেন (তার প্রাণ) যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন এবং তিনি ফেরত পাঠান অন্যান্য (প্রাণ)গুলো একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, এমন কাওমের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে[৬১]।
৪৩. তারা কি গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য সুপারিশকারী ?[৬২]

(৪২) اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; يَتَوَفَّى-কবয করেন ; الْأَنفُسَ-জান ; حِينَ-সময় ; مَوْتِهَا-তাদের মৃত্যুর ; وَ-এবং ; الَّتِي-যাদের ; لَمْ تَمُتْ-মৃত্যু আসেনি ; فِي-মধ্যে ; مَنَامِهَا-তাদের নিদ্রার ; فَيُمْسِكُ-অতঃপর তিনি রেখে দেন ; الَّتِي-(তার প্রাণ) যার ; قَضَىٰ-ফয়সালা করেন ; عَلَيْهَا-যার জন্য ; الْمَوْتَ-মৃত্যুর ; وَ-এবং ; يُرْسِلُ-তিনি ফেরত পাঠান ; الْأُخْرَىٰ-অন্যান্য (প্রাণ)গুলো ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-একটি মেয়াদ ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন কাওমের জন্য ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (৪৩) أَمِ-কি ; اتَّخَذُوا-গ্রহণ করে নিয়েছে ; مِن دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহর ; شُفَعَاءَ-অন্য সুপারিশকারী ;

৬০. প্রাণী জগতের প্রাণ সার্বক্ষণিক আল্লাহর করায়ত্তে। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে বা ফিরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। কারণ প্রত্যেক প্রাণীই নিদ্রা যায়। নিদ্রার সময় তার প্রাণ এক প্রকার আল্লাহর করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় এসে পড়ে যখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর করায়ত্তে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসে না। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের অনুভূতি ও বোধশক্তি এবং ক্ষমতা ও ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। তাই বলা হয় ঘুম ও মৃত্যু একই সমান।

قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ

আপনি বলুন, তবুও কি, যদিও তারা কোনো কিছুর মালিক নয় এবং তারা (যদিও) কোনো জ্ঞান রাখে না। ৪৪. বলুন, সুপারিশ তো আল্লাহর হাতে

جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِذَا ذُكِرَ

সম্পূর্ণরূপে[৬৩]; আসমান ও যমীনের সর্বময় মালিকানা তাঁরই, অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৪৫. আর যখন উচ্চারিত হয়

قُلْ-আপনি বলুন ; اَوَ-তবুও কি ; لَوْ-যদিও ; كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ-তারা মালিক নয় ; شَيْـًٔا-কোনো কিছুর ; وَّ-এবং ; لَا يَعْقِلُوْنَ-তারা (যদিও) কোনো জ্ঞান রাখে না। ﴿٤٤﴾ قُلْ-বলুন ; لِلّٰهِ-আল্লাহর হাতে ; الشَّفَاعَةُ-সুপারিশ তো ; جَمِيْعًا-সম্পূর্ণরূপে ; لَهٗ-তাঁরই ; مُلْكُ-সর্বময় মালিকানা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; ثُمَّ-অবশেষে ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ﴿٤٥﴾ وَ-আর; اِذَا-যখন ; ذُكِرَ-উচ্চারিত হয় ;

৬১. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু কিভাবে আল্লাহর করায়ত্তে রয়েছে তা চিন্তাশীল লোকেরাই অনুধাবন করতে পারে। কেউ বলতে পারে না—রাতে ঘুমিয়ে পড়লে সে আবার সকালে জীবিত হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। এক মুহূর্ত পরে কার ওপর কি বিপদ আসতে পারে তা কেউ জানে না। নিদ্রাবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায়, ঘরে অবস্থানকালীন বা চলন্ত অবস্থায় দেহের আভ্যন্তরীন কোনো অংশ বিকল হয়ে যাওয়া বা বাহ্যিক কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে যে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রতিদিন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তে হয়। নিদ্রাও মৃত্যুর সমান। নিদ্রিত মানুষের প্রাণ দেহ থেকে বের হয়ে যায়, শুধুমাত্র প্রাণের রেশ বাকী থেকে যায়, যা শ্বাস-প্রশাস চালু রাখে। বের হওয়া প্রাণ আবার দেহে ফিরে না-ও আসতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতোটা অসহায়, সে যদি আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল থাকে অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, অবশ্যই সে একেবারে নির্বোধ ও অজ্ঞ।

৬২. অর্থাৎ এসব সুপারিশকারী তাদের নিজেদের পরিকল্পিত। কেননা আল্লাহ কখনো তাঁর নবী-রাসূল বা কিতাবের মাধ্যমে এদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে ঘোষণা দেননি। আর সেসব কথিত সুপারিশকারীরাও নিজেদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে দাবী করেননি। তারা এমন কথা বলেছেন বলে এদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে, আমরা তোমাদের সব প্রয়োজন পূরণ করে দিতে সক্ষম এবং তোমাদের জন্য আমরা সুপারিশ করে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবো। এরা এতোই নির্বোধ যে, প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে এরা এমনসব কল্পিত সুপারিশকারীদের নিকটই নিজেদের সকল প্রার্থনা নিবেদন করছে।

وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا اللَّهُ

একককভাবে আল্লাহর নাম—কষ্ট অনুভব করে সেসব লোকের মন, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না ; আর যখন

ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ

উচ্চারিত হয় তাদের নাম তিনি (আল্লাহ) ছাড়া, তখন তারা আনন্দিত হয়ে উঠে[৬৪]।
৪৬. আপনি বলুন, 'হে আল্লাহ—সৃষ্টিকর্তা আসমান

اللهُ-আল্লাহর নাম ; وَحْدَهُ-একককভাবে ; اشْمَأَزَّتْ-কষ্ট অনুভব করে ; قُلُوبُ-মন ; الَّذِينَ-সেসব লোকের যারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-বিশ্বাস করে না ; بِالْآخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-আর ; إِذَا-যখন ; ذُكِرَ-উচ্চারিত হয় ; الَّذِينَ-তাদের (নাম) ; مِنْ دُونِهِ-তিনি (আল্লাহ) ছাড়া ; إِذَا-তখন ; هُمْ-তারা ; يَسْتَبْشِرُونَ-আনন্দিত হয়ে উঠে। ﴿٤٥﴾ - قُلْ-আপনি বলুন ; اللَّهُمَّ-হে আল্লাহ ; فَاطِرَ-সৃষ্টিকর্তা ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ;

৬৩. অর্থাৎ কথিত সুপারিশকারী ব্যক্তিদের সুপারিশ গৃহীত হওয়া তো দূরের কথা তারা তো নিজেরা জানে না যে, আল্লাহর দরবারে নিজেকে নিজেই কেউ সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করতে পারে না। কাউকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া বা না দেয়া এবং কারো জন্য সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে রয়েছে।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহর নাম শুনলে অথবা আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কিত আলোচনা ; যাতে আল্লাহর নাম বেশী বেশী উল্লিখিত হয়ে থাকে—মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা পোষণকারী লোকদের অন্তরে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়। এ জাতীয় লোকের অভাব মুসলিম নামধারী লোকদের মধ্যেও কম নয়। মুখে মুখে তারা আল্লাহকে মানার কথা বলে। কিন্তু তাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে অথবা আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এমন কোনো দীনী আলোচনা আসলে তাদের চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠে। এমনও দেখা যায় দীনী আলোচনার মজলিস থেকে বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। এসব লোকের নিকট আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তির আলোচনা করলে এদের চেহারায় আনন্দের আভা দেখা যায় ; কুরআনের আলোচনার চেয়ে গল্প-কাহিনী এদের কাছে ভালো লাগে। এসব লোকের আচরণ দ্বারা তাদের আগ্রহ ও ভালোবাসার পাত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন যে, একদা বিপদগ্রস্ত এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এক মৃত বুযর্গ ব্যক্তির নাম ধরে ডাকছে। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ডাকো ; কেননা তিনি বলেছেন, "(হে নবী!) আমার বান্দাহরা যখন

وَالْأَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا

ও যমীনের, জ্ঞানী গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে, আপনিই ফয়সালা করবেন আপনার বান্দাহদের মধ্যে সেসব বিষয়ে

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (৪৭) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

যাতে তারা মতভেদ করতো। ৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, তাদের কাছে যদি থাকতো সেসব (সম্পদ) যা আছে দুনিয়াতে

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ

এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ (সম্পদ), অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে (বাঁচার জন্য) মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতো ; আর তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ হবে

مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (৪৮) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ

যা তারা কখনো ধারণা করেনি[৬৬]। ৪৮. আর তাদের কাছে প্রকাশ পাবে সেসব মন্দ ফলাফল যা তারা কামাই করেছে এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলবে

وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; عٰلِمَ-জ্ঞানী ; الْغَيْبِ-গুপ্ত ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-প্রকাশ্য বিষয়ে; اَنْتَ-আপনি-ই ; تَحْكُمُ-ফয়সালা করবেন ; بَيْنَ-মধ্যে ; عِبَادِكَ-(عباد+ك)-আপনার বান্দাহদের ; فِيْ-বিষয়ে ; مَا-সেসব ; كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ-যাতে তারা মতভেদ করতো। (৪৭) وَ-আর ; لَوْ-যদি থাকতো ; اَنَّ لِلَّذِيْنَ-তাদের কাছে যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছে ; مَا-যা ; فِي الْاَرْضِ-আছে দুনিয়াতে ; جَمِيْعًا-সেসব (সম্পদ) ; وَ-এবং ; مِثْلَهُ-(مثل+ه)-তার সমপরিমাণ ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; لَافْتَدَوْا-অবশ্যই তারা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতো ; بِهِ-তা ; مِنْ-থেকে (বাঁচার জন্য) ; سُوْءِ-কঠিন ; الْعَذَابِ-আযাব ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; وَ-আর ; بَدَا-প্রকাশ হবে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা ; لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ-তারা কখনো ধারণা করেনি। (৪৮) وَ-আর ; بَدَا-প্রকাশ পাবে ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; سَيِّاٰتُ-মন্দ ফলাফল ; مَا-সেসব যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে ; وَ-এবং; حَاقَ-ঘিরে ফেলবে ; بِهِمْ-তাদেরকে ;

আপনাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)

مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا

তা, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ৪৯. আসলে মানুষকে[৬৬] যখন স্পর্শ করে কোনো দুঃখ-দৈন্যতা—(তখন) সে আমাকেই ডাকতে থাকে ; তারপর যখন

خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا لا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ

আমি আমার পক্ষ হতে তাকে নিয়ামত দান করি—সে (তখন) বলে, শুধুমাত্র জ্ঞানের কারণেই আমাকে এসব (নিয়ামত) দান করা হয়েছে[৬৭] ; বরং এটাতো একটা পরীক্ষা, কিন্তু

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا

তাদের অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না[৬৮]। ৫০. নিঃসন্দেহে এটিই বলেছিলো তারা, যারা ছিলো তাদের পূর্বে, কিন্তু তা তাদের কোনো কাজে আসেনি, যা

مَا-তা ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ﴿٤٩﴾ فَاِذَا-আসলে যখন ; مَسَّ-স্পর্শ করে ; الْاِنْسَانَ-মানুষকে ; ضُرٌّ-কোনো দুঃখ-দৈন্যতা ; دَعَانَا-সে (তখন) আমাকেই ডাকতে থাকে ; ثُمَّ-তারপর ; اِذَا-যখন ; خَوَّلْنٰهُ-আমি তাকে দান করি ; نِعْمَةً-নিয়ামত ; مِّنَّا-আমার পক্ষ হতে ; قَالَ-সে (তখন) বলে ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র; اُوْتِيْتُهٗ-এসব আমাকে দান করা হয়েছে ; عَلٰى-কারণে ; عِلْمٍ-জ্ঞানের ; بَلْ-বরং ; هِيَ-এটাতো ; فِتْنَةٌ-একটা পরীক্ষা; وَّلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ-তাদের অধিকাংশ লোকই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না। ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا-(قد+قال+ها)-নিঃসন্দেহে এটিই বলেছিলো ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ছিলো ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ; فَمَآ اَغْنٰى-(ف+ما اغنى)-কিন্তু কোনো কাজে আসেনি ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَّا-তা, যা ;

আমার একথা শুনে সে ভীষণ রেগে যায়। পরে লোকজন আমাকে জানিয়েছে যে, সে আমার সম্পর্কে বলেছে ঃ 'এ লোকটি আল্লাহর অলীদেরকে মানে না।' তাছাড়া সে নাকি একথাও বলেছে যে, 'আল্লাহর অলীরা আল্লাহর চেয়ে দ্রুত শোনেন।'

৬৫. এ আয়াত সেসব লোকের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো সৎকর্ম করে এবং লোকেরাও তাদের সৎলোক মনে করে। তারা ধোঁকায় পড়ে আছে যে, এসব সৎকর্ম আখিরাতে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু ইখলাস বা নিষ্ঠা নেই, তাই আল্লাহর কাছে সৎকর্মের কোনো প্রতিদান ও পুরস্কার নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে আযাব হতে থাকবে। (কুরতুবী)

৬৬. অর্থাৎ সেসব মানুষ, যাদের মনে আল্লাহর নামে কষ্ট অনুভূত হয় এবং চেহারায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٥١ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

তারা কামাই করতো[৬৯]। ৫১. অতপর তাদের ওপর আপতিত হলো তার মন্দ প্রতিক্রিয়া, যা তারা কামাই করেছিলো, আর যারা যুলুম করেছে

مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

ওদের মধ্যে, শীঘ্রই তাদের ওপর আপতিত হবে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া যা তারা কামাই করেছিলো এবং তারা কখনো (এ কাজে) আমাকে অক্ষম করতে সমর্থ নয়।

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা কামাই করতো। ۝٥١ فَاَصَابَهُمْ-(ف+اصاب+هم)-অতপর তাদের ওপর আপতিত হলো ; سَيِّاٰتُ-মন্দ প্রতিক্রিয়া ; مَا-তার যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছিলো ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছে ; مِنْ-মধ্যে ; هٰۤؤُلَآءِ - ওদের; سَيُصِيْبُهُمْ-(سيصيب+هم)-শীঘ্রই তাদের ওপর আপতিত হবে ; سَيِّاٰتُ-মন্দ প্রতিক্রিয়া; مَا-তার যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছিলো ; وَ-এবং ; مَا-নয় ; هُمْ - তারা ; بِمُعْجِزِيْنَ-আমাকে (একাজে) অক্ষম করতে সমর্থ।

৬৭. অর্থাৎ আমি আমার যোগ্যতার বলেই এ নিয়ামত লাভ করেছি। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আমি যে এ নিয়ামতের যোগ্য তা আল্লাহ জানেন। তাই আমি এ নিয়ামত লাভে সমর্থ হয়েছি। আমি যদি আকীদা-বিশ্বাসে পথভ্রষ্ট হতাম, তাহলে আল্লাহ আমাকে এসব নিয়ামত দিতেন না। অতএব আমার অনুসৃত পথ সঠিক।

৬৮. অর্থাৎ অধিকাংশ লোক জানে না যে, দুনিয়াতে মানুষকে যা কিছু নিয়ামত দেয়া হোক না কেনো তা যোগ্যতার পুরস্কার নয় ; বরং তা পরীক্ষার উপকরণ। তা না হলে অনেক যোগ্য লোকই তো দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে, আর অযোগ্য লোকে নিয়ামতের প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে আছে। অনুরূপভাবে পার্থিব নিয়ামত লাভ করা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ নয়। দুনিয়াতে এমন অনেক লোকই তো আমাদের চোখে পড়ে যাদের সৎকর্মশীল হওয়া সর্বজন স্বীকৃত, অথচ তারা বিপদাপদের মধ্যে ডুবে আছে। আবার অনেক দুশ্চরিত্র ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। অথচ তাদের কুৎসিত চরিত্র সম্পর্কে সবাই অবহিত। সুতরাং কোনো জ্ঞানবান লোক—সৎলোকের বিপদাপদ দেখে এবং দুশ্চরিত্র লোকের আরাম-আয়েশ দেখে একথা বলতে পারে না যে, সৎলোককে আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং দুশ্চরিত্র লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন।

৬৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো নিয়ামতের প্রাচুর্য তাদের যোগ্যতার ফসল বলে মনে করতো, কিন্তু হাশর দিনে মহাসংকটকালে তাদের পার্থিব নিয়ামত তাদের কোনো কাজেই আসলো না। তাদেরকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারলো না। এতে বুঝা

⑤② أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ

৫২. তারা কি জানে না—আল্লাহ-ই যাকে চান তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে চান) সংকীর্ণ করে দেন[৭০],

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

নিশ্চয়ই এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে এমনসব লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

⑤② أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا-তারা কি জানে না ; أَنَّ اللّٰهَ-যে, আল্লাহ-ই ; يَبْسُطُ-প্রশস্ত করে দেন; الرِّزْقَ-রিযিক ; لِمَنْ-তার যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-(যাকে চান) সংকীর্ণ করে দেন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন সব লোকের জন্য ; يُّؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে।

গেলো তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে যে দাবী করতো, তা-ও সঠিক নয়। কারণ, তাদের উপার্জন যদি তাদের যোগ্যতা ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার ফসল হতো, তা হলে তো তাদের সংকট সৃষ্টি হতো না।

৭০. অর্থাৎ দুনিয়াতে রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা কারো আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া বা অপ্রিয়পাত্র হওয়ার মানদণ্ড নয়। এটা আল্লাহর আরেকটি বিধানের ওপর নির্ভরশীল। আর তার উদ্দেশ্যও আলাদা। কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

৫ম রুকূ' (৪২-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রাণী জগতের নিদ্রাও মৃত্যুর সমতুল্য। নিদ্রার সময় মানুষের দেহে প্রাণের একটু রেশ থেকে যায়, যার সাহায্যে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান থাকে। অতএব বলা যায়, প্রত্যেক দিনই আমরা মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করি।

২. নিদ্রাকালেও মানুষের রূহ আল্লাহ স্বীয় আয়ত্বে নিয়ে যান। অতঃপর কারো রূহ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ফেরত দেন, কারো রূহ স্থায়ীভাবেই রেখে দেন। অতএব মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩. মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা দ্বারা মানুষ নিজের সকল কর্মকাণ্ড শুধরে নিতে পারে। মৃত্যু যেমন সত্য তেমনি মৃত্যুর পরের জীবনও সত্য। এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

৪. আল্লাহর সামনে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা কারো নেই। সুতরাং কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে মনে করে তার আনুগত্য করা যাবে না।

৫. আল্লাহ তা'আলা কাউকে কাউকে এবং কারো কারো জন্য হাশরের দিন সুপারিশ করার অনুমতি দান করতে পারেন, তবে তার ভাষা ও বক্তব্য হবে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট।

৬. আসমান ও যমীন এবং আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর মালিকানা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং কাউকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করা বা না করার ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁরই।

৭. আল্লাহর নাম এবং তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও আদেশ-নিষেধ সংশ্লিষ্ট কোনো দীনী আলোচনা শুনলে যাদের মনে কষ্ট হয়, তারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। আখেরাতে যারা বিশ্বাসী নয় তারা মু'মিন নয়, যতই তারা নিজেদেরকে মু'মিন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করুক না কেনো।

৮. যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে এবং মুখে মুখে আল্লাহকে মানার কথাও প্রচার করে বেড়ায় কিন্তু আল্লাহর নাম ও তাঁর দীনের আলোচনায় কষ্ট ও বিরক্তি অনুভব করে তারাও মুশরিকী আকীদায় বিশ্বাসী।

৯. যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণে প্রার্থনা জানায় এবং আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী-বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো শক্তির আছে বলে বিশ্বাস করে, তারাও মুশরিক।

১০. যারা সত্য দীন সম্পর্কে অনর্থক মতভেদ সৃষ্টি করে ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ হাশরের দিন চূড়ান্ত ফায়সালা দান করবেন।

১১. কাফির-মুশরিক এবং অন্যায়-অত্যাচারে অভ্যস্ত ধনিক শ্রেণী নিজের সর্বস্ব দিয়ে হলেও আখিরাতে মুক্তি পেতে চাইবে। যদি তাদের সব সম্পদ এ দুনিয়া ও তার সমপরিমাণ হোক না কেনো। কিন্তু তখন তাদের পার্থিব সম্পদ কোনো কাজেই লাগবে না।

১২. দুনিয়াতে লোক দেখানো সৎকর্ম আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং সকল সৎকর্ম একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে।

১৩. দুনিয়াতে যেসব মন্দকাজ সংঘটিত হয় তার শাস্তি দেয়া পুরোপুরিভাবে যেমন সম্ভব নয় ; তেমনি এখানকার সকল ভালো কাজের পুরস্কারও পুরোপুরিভাবে দেয়া সম্ভব নয়। এটা একমাত্র আখেরাতেই সম্ভব।

১৪. যারা দুঃখ-দৈন্যতায় আল্লাহকে ডাকে ; কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের যোগ্যতার বড়াই করে, তাদের এ ধারণা সত্য নয়।

১৫. দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়, তেমনি দুনিয়ার রিযিকের সংকীর্ণতা-ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রমাণ নয়।

১৬. দুনিয়াতে অতীতের সকল মুশরিকরা দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যকে নিজেদের যোগ্যতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করতো। কিন্তু আখেরাতে তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

১৭. পার্থিব নিয়ামতের প্রাচুর্য যদি যোগ্যতার পুরস্কার হতো এবং দরিদ্রতা যদি অযোগ্যতার মাপকাঠি হতো, তাহলে অসংখ্য সৎ ও যোগ্য লোক দীনহীন অবস্থায় এবং অসংখ্য অযোগ্য-অসৎ লোক নিয়ামতের প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থাকতো না।

১৮. দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার শান্তির ও দারিদ্র অশান্তির সমার্থক নয়। স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও অশান্তি বিরাজমান, অপরদিকে দরিদ্রতা সত্ত্বেও ঈর্ষণীয় শান্তিতে আছে এমন দৃশ্য এখানে অনেক আছে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٥٣﴾ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

৫৩. (হে নবী !) আপনি বলে দিন যে, "(আল্লাহ বলেন) হে আমার বান্দাহগণ,[৭১] তোমরা যারা নিজেদের ওপরই যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ;

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاَنِيْبُوْٓا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন সকল গুনাহ ; নিশ্চিতভাবে তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৭২]। ৫৪. আর তোমরা অভিমুখী হয়ে যাও

﴿٥٣﴾ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলে দিন ; يٰعِبَادِىَ-(يا+عباد+ي)-(আল্লাহ বলেন)-হে আমার বান্দাহগণ ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَسْرَفُوْا-যুলুম করেছো ; عَلٰٓى-ওপর ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-নিজেদের ; لَاتَقْنَطُوْا-তোমরা নিরাশ হয়ো না ; مِنْ-থেকে ; رَحْمَةِ-রহমত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَغْفِرُ-ক্ষমা করে দেবেন ; الذُّنُوْبَ-গুনাহ ; جَمِيْعًا-সকল ; اِنَّهٗ-নিশ্চিতভাবে ; هُوَ-তিনিই ; الْغَفُوْرُ-পরম ক্ষমাশীল ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু। ﴿٥٤﴾ وَ-আর ; اَنِيْبُوْٓا-তোমরা অভিমুখী হয়ে যাও ;

৭১. "হে আমার বান্দাহরা..." এ সম্বোধন দ্বারা এমন মনে করার কোনো যুক্তি নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সব মানুষকে তাঁর নিজের বান্দাহ বলে সম্বোধন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমন হলে সমগ্র কুরআনের বিপরীত ব্যাখ্যাই হয়ে যায়। কারণ সমগ্র কুরআন সব মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ বলে অভিহিত করেছে। স্বয়ং রাসূল সা.-ও আল্লাহরই বান্দাহ ছিলেন।

৭২. এখানে শুধু ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয়নি ; বরং দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জাহেলী যুগে কিছু লোক এমন ছিলো, যারা অনেক হত্যা করেছিলো, অপর কিছু লোক ছিলো, যারা অনেক ব্যভিচার করেছিলো। তারা এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আরয করলো, আপনি যে দীনের প্রতি আহ্বান করছেন, তা-তো উত্তম, কিন্তু সমস্যা হলো আমরা তো অনেক জঘন্য অপরাধ করেছি, আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের তাওবা কবুল হবে কিনা, এ পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

এ আয়াতের মূলকথা হলো—গুনাহ মাফের উপায় হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্বের দিকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী অনুসরণ করে জীবন যাপন

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝

তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এবং আত্মসমর্পণ করো তাঁর কাছে। তোমাদের ওপর আযাব এসে পড়ার আগেই ; অতপর (আযাব এসে পড়লে) তোমরা কোনো সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

۝٥٥ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

৫৫. আর তোমরা তোমাদের প্রতি উত্তম যা কিছু তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা মেনে চলো[৭৩]—তোমাদের ওপর এসে পড়ার আগেই

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٥٦ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ

আকস্মিক সেই আযাব, এমতাবস্থায় যে তোমরা জানতেই পারবে না। ৫৬. (পরে) যেনো কোনো ব্যক্তিকে বলতে না হয়, হায় আফসোস !

إِلَىٰ-দিকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; أَسْلِمُوا-আত্মসমর্পণ করো ; لَهُ-তাঁর কাছে ; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; أَنْ يَأْتِيَكُمُ-(ان ياتى+كم)-তোমাদের ওপর এসে পড়ার ; الْعَذَابُ-আযাব ; ثُمَّ-অতপর (আযাব এসে পড়লো) ; لَا تُنْصَرُونَ-তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। ۝٥٥ وَ-আর ; اتَّبِعُوا-তোমরা মেনে চলো ; أَحْسَنَ-উত্তম ; مَا-যা কিছু, তা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; أَنْ يَأْتِيَكُمُ-(ان) (يَأْتِى+كم)-তোমাদের ওপর এসে পড়ার ; الْعَذَابُ-সেই আযাব ; بَغْتَةً-আকস্মিক ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; أَنْتُمْ-তোমরা ; لَا تَشْعُرُونَ-জানতেই পারবে না। ۝٥٦ أَنْ تَقُولَ-(পরে) বলতে না হয় ; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তিকে ; يَٰحَسْرَتَىٰ-হায় আফসোস ;

করা। এ আয়াতে সেসব লোকের জন্য আশার বাণী শোনানো হয়েছে, যারা কুফর, শির্‌ক, হত্যা, লুণ্ঠন ও ব্যভিচার ইত্যাদি বড় বড় গোনাহের কাজ করেছিলো এবং এসব অপরাধ যে কখনো মাফ হতে পারে, সে ব্যাপারে নিরাশ ছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিরাশ হয়ো না, তোমরা যা কিছুই করেছো এখনো যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের দিকে ফিরে আস তাহলে অতীতের সব গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে।

৭৩. অর্থাৎ আল কুরআন। আল কুরআন-ই হলো সর্বোত্তম বাণী, যা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাবও আল কুরআন। (কুরতুবী)

এ কিতাবের উত্তম দিক অনুসরণ করার অর্থ হলো, এ কিতাবের মধ্যে আল্লাহ যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। এতে যেসব ঘটনা-কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে,

عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ

তার জন্য যে কসুর আমি আল্লাহর ব্যাপারে করেছি এবং আমি তো ছিলাম নিশ্চিত ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের শামিল। ৫৭. অথবা বলতে (না) হয়—

لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ

আল্লাহই যদি আমাকে হিদায়াত দান করতেন তাহলে আমিও মুত্তাকিদের মধ্যে শামিল হতাম। ৫৮. অথবা যখন সে আযাব দেখবে তখন বলতে (না) হয়—

لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ

কতই না ভালো হতো যদি আর একবার আমার সুযোগ হতো, তাহলে আমিও সৎলোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম[৭৪]। ৫৯.—হাঁ, নিঃসন্দেহে তোমার কাছে এসেছিলো আমার নিদর্শনাবলী

عَلٰى مَا-তার জন্য যে ; فَرَّطْتُّ-আমি কসুর করেছি ; فِيْ جَنْبِ-ব্যাপারে ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اِنْ كُنْتُ-আমি তো ছিলাম ; لَمِنَ-নিশ্চিত শামিল ; السّٰخِرِيْنَ-ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের। ৫৭ اَوْ-অথবা ; تَقُوْلَ-বলতে (না) হয় ; لَوْ-যদি ; اَنَّ اللّٰهَ-আল্লাহ-ই ; هَدٰىنِيْ-আমাকে হিদায়াত দান করতেন ; لَكُنْتُ-তাহলে আমিও হতাম ; مِنَ-শামিল ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের মধ্যে। ৫৮ اَوْ-অথবা ; تَقُوْلَ-বলবে ; حِيْنَ-যখন ; تَرَى-সে দেখবে ; الْعَذَابَ-আযাব ; لَوْ-কতই না ভালো হতো যদি ; اَنَّ لِيْ-আমার সুযোগ হতো ; كَرَّةً-আর একবার ; فَاَكُوْنَ-(ف+اكون)-তাহলে আমিও হয়ে যেতাম ; مِنَ-শামিল ; الْمُحْسِنِيْنَ-সৎলোকদের মধ্যে। ৫৯ بَلٰى-হাঁ ; قَدْ جَآءَتْكَ-(قد جاءت+ك)-নিঃসন্দেহে তোমার কাছে এসেছিলো ; اٰيٰتِيْ-(ايات+ى)-আমার নিদর্শনাবলী ;

তা থেকে যেসব শিক্ষা উপদেশ পাওয়া যায় তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। অপরদিকে এ কিতাবের নির্দেশ অমান্য করা, এতে নিষিদ্ধ হয়েছে এমন কাজ করা এবং এর শিক্ষা-উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা হলো এর নিকৃষ্ট দিক গ্রহণ করা।

৭৪. অর্থাৎ যারা কুফর, শির্ক বা বড় বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাদের উচিত হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে তাওবা করে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়া। তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসলে আল্লাহ অবশ্যই সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তাওবার সুযোগ হলো মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কোনো কোনো অপরাধী কিয়ামতের দিন তাদের বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে—'হায় আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেনো শৈথিল্য দেখিয়েছিলাম।'

فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর তুমি (তখন) ছিলে কাফিরদের শামিল[৭৫]। ৬০. আর কিয়ামতের দিন

تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ

আপনি তাদেরকে দেখবেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে—তাদের মুখমণ্ডল কালো ; জাহান্নামে নয় কি

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ

অহংকারীদের বাসস্থান ? ৬১. আর (অপর দিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে সফলতার সাথে মুক্তিদান করবেন ; স্পর্শ করতে পারবে না তাদেরকে

فَكَذَّبْتَ-(ف+كذبت)-কিন্তু তুমি মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে ; بِهَا-সেগুলোকে ; وَ-এবং; اسْتَكْبَرْتَ-অহংকার করেছিলে ; وَ-আর ; كُنْتَ-তুমি (তখন) ছিলে ; مِنَ-শামিল ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। ﴿٦٠﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; تَرَى -আপনি দেখবেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَذَبُوْا-মিথ্যা আরোপ করেছে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وُجُوْهُهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখমণ্ডল ; مُسْوَدَّةٌ-কালো ; اَلَيْسَ -নয় কি ; فِيْ جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; مَثْوًى-বাসস্থান ; لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ-অহংকারীদের। ﴿٦١﴾ وَ-আর (অপর দিকে) ; يُنَجِّى-মুক্তিদান করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّقَوْا - তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; بِمَفَازَتِهِمْ-(ب+مفازة+هم)-তাদেরকে সফলতার সাথে ; لَا يَمَسُّهُمُ-(لا يمس+هم)-স্পর্শ করতে পারবে না তাদেরকে ;

কেউ কেউ আবার তাকদীরের ওপর দোষ চাপিয়ে বলবে—'আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করলে আমিও মুত্তাকীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। আল্লাহ হিদায়াত না করলে আমি কি করবো।' আবার কেউ কেউ বাসনা প্রকাশ করবে যে, 'আমাকে যদি আর একবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হতো তাহলে আমি খাঁটি মুসলমান হয়ে যেতাম এবং নেককাজ করে সৎলোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।' কিন্তু এসব অনুতাপ-অনুশোচনা কোনো কাজেই আসবে না।

উপরোল্লিখিত তিন প্রকারের বাসনা তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরও হতে পারে অথবা একই দলের লোকদের তিন প্রকার বাসনা হতে পারে—তারা একের পর এক এসব বাসনা প্রকাশ করবে। কারণ সর্বশেষ বাসনা—তথা দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসার বাসনা আযাব চোখের সামনে দেখার পরেই হবে।

السُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

কোনো দুঃখ-কষ্ট এবং না তারা চিন্তিত হবে। ৬২. আল্লাহ-ই সবকিছুর স্রষ্টা ; এবং তিনি-ই সবকিছুর ওপর

وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

তত্ত্বাবধানকারী[৭৬] ৬৩. তাঁর কাছেই রয়েছে আসমান ও যমীনের (ভাণ্ডারের) চাবিসমূহ ; আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ;

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

তারা—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

السُّوْءُ-কোনো দুঃখ-কষ্ট ; وَ-এবং ; لَا-না ; هُمْ-তারা ; يَحْزَنُوْنَ-চিন্তিত হবে। (৬২) اَللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; خَالِقُ-স্রষ্টা ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; وَّ-এবং ; هُوَ-তিনি ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; وَّكِيْلٌ-তত্ত্বাবধানকারী। (৬৩) لَهٗ-তাঁর কাছেই রয়েছে ; مَقَالِيْدُ-(ভাণ্ডারের) চাবিসমূহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-অবিশ্বাস করে ; بِاٰيٰتِ-আয়াতসমূহে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত।

৭৫. "আল্লাহ হিদায়াত দান করলে আমরা মুত্তাকী হয়ে যেতাম" কাফিরদের একথার জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তো তোমাদের হিদায়াতের জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছিলেন। তবে হিদায়াত দান করার ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য করেননি ; বরং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে কোনো একটা পথ বেছে নেয়ার ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি বান্দাহকে পরীক্ষা করেন। এর ওপরই তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। যে স্বেচ্ছায় গুমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে এজন্য সে নিজেই দায়ী।

৭৬. অর্থাৎ তিনি আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের যেমন স্রষ্টা, তেমনই এসবের তত্ত্বাবধায়কও তিনি। তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন বলেই এসব অস্তিত্ব লাভ করেছে। তিনি এসবকে টিকিয়ে রেখেছেন বলেই এসব টিকে আছে। তিনি এসব প্রতিপালন করে আসছেন বলেই এসব বিকাশ লাভ করছে এবং তাঁর সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণেই এসব কিছু কর্মতৎপর আছে। আবার যখন তিনি চাইবেন এসব কিছুরই বিলয় ঘটবে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫৩-৬৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য ; সুতরাং কোনো মানুষের জন্য আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

২. নিষ্ঠার সাথে খাঁটি অন্তরে পাপ থেকে তাওবা করে ঈমান ও আনুগত্যের পথে চলতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই পূর্বেকার অতি বড় গুনাহও ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আমাদেরকে খাঁটি মনে তাওবা করে গুনাহ থেকে ফিরে আসতে হবে।

৩. আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। তবে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে মৃত্যু এসে পড়ার আগেই, আর কার মৃত্যু কখন আসবে তা কারো জানা নেই। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার সঠিক সময় এ মুহূর্তেই।

৪. মৃত্যু পথযাত্রী যাদের প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে, মৃত ব্যক্তি বা হাশরের ময়দানে বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তি তাওবা করলে তা গৃহীত হবে না। তাই তাওবা করতে হবে সময় থাকতে।

৫. মানুষের হিদায়াত লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন তাঁর প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। এ কিতাবের বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। পরকালের মুক্তির জন্য এ কিতাবের বিধানাবলী অনুসরণের বিকল্প নেই এবং তা না করলে আখিরাতে মুক্তি লাভের দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

৬. আল কুরআনের উপস্থাপিত সত্য দীনে অবিশ্বাসীদেরকে মৃত্যুর পর অবশ্যই আফসোস করতে হবে। কিন্তু তখনকার আফসোস কোনো ফল বয়ে আনবে না।

৭. অবিশ্বাসীরা সত্য দীনে তাদের অবিশ্বাসের জন্য আফসোস করবে, কেউ তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে আল্লাহকে হিদায়াত না দেয়ার জন্য দোষারোপ করবে, কেউ কেউ চোখের সামনে আযাব দেখে দুনিয়াতে আবার ফিরে এসে সৎলোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করবে ; কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৮. আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের হিদায়াত লাভের জন্য যা করা প্রয়োজন ছিলো তা সবই করেছেন। সুতরাং অবিশ্বাসীদের কোনো অজুহাত-ই আল্লাহর দরবারে টিকবে না।

৯. সত্যদীনের সমর্থনে আল্লাহ অসংখ্য নিদর্শন দুনিয়াতে ছড়িয়ে রেখেছেন। অবিশ্বাসীরা গর্ব-অহংকারে মেতে সেসব নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। তাই তাদের মুক্তির কোনো পথ নেই।

১০. কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে এবং একমাত্র জাহান্নাম-ই হবে তাদের বাসস্থান এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরূক রেখে যারা জীবন যাপন করেছে, তারা কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে।

১১. মুত্তাকী লোকেরা সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট, দুঃখ-কষ্টের আশংকা এবং সকল চিন্তা-পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিপালক ও রক্ষক। সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর দরবারে থাকাই কর্তব্য।

১২. আসমান-যমীনের সমস্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠি শুধুমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। সুতরাং তাঁর নিকট চাইলেই প্রার্থীত জিনিস পাওয়া যাবে।

১৩. মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত জিনিস নির্দেশিত পদ্ধতিতে চাইতে হবে।

১৪. আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে যারা কুফর ও শিরকীতে লিপ্ত রয়েছে, তারাই সার্বিক ও চূড়ান্ত ক্ষতিতে নিমজ্জিত। সুতরাং মানুষকে চূড়ান্ত ক্ষতি থেকে বাঁচতে হবে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٦٤﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ

৬৪. (হে নবী) আপনি বলে দিন, 'হে মূর্খের দল, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করতে নির্দেশ দিচ্ছো।' ৬৫. আর (হে নবী) নিঃসন্দেহে ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি

وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ

এবং তাদের প্রতিও যারা (নবী) ছিলো আপনার আগে,—'যদি তুমি শরীক সাব্যস্ত করো (আল্লাহর) তাহলে নিশ্চিত তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে[৭৭] এবং তুমি অবশ্যই হয়ে পড়বে

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَا قَدَرُوا

ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল'। ৬৬. বরং আল্লাহরই ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞ বান্দাহদের শামিল হয়ে থাকুন। ৬৭. আর তারা মর্যাদা দেয়নি

﴿٦٤﴾ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলে দিন ; أَفَغَيْرَ-(ا+ف+غير)-ছাড়া কি অন্য কারো ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; تَأْمُرُوْنِّيْ-তোমরা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছো ; أَعْبُدُ-ইবাদাত করতে ; أَيُّهَا-হে ; الْجٰهِلُوْنَ-মূর্খের দল। ﴿٦٥﴾ وَ-আর ; لَقَدْ أُوْحِيَ-(হে নবী) নিঃসন্দেহে ওহী করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-এবং ; إِلَى-প্রতিও ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা (নবী) ছিলো ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ; لَئِنْ-যদি ; أَشْرَكْتَ-তুমি শরীক সাব্যস্ত করো (আল্লাহর) ; لَيَحْبَطَنَّ-তাহলে নিশ্চিত নিষ্ফল হয়ে যাবে ; عَمَلُكَ-(عمل+ك)-তোমার কর্ম ; وَ-এবং ; لَتَكُوْنَنَّ-তুমি অবশ্যই হয়ে পড়বে ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্তদের। ﴿٦٦﴾ بَلِ-বরং ; اللّٰهَ-আল্লাহর-ই ; فَاعْبُدْ-ইবাদাত করুন ; وَ-এবং ; كُنْ-হয়ে থাকুন ; مِنَ-শামিল ; الشّٰكِرِيْنَ-কৃতজ্ঞ বান্দাহদের। ﴿٦٧﴾ وَ-আর ; مَاقَدَرُوا-তারা মর্যাদা দেয়নি ;

৭৭. অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত কোনো সৎকাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। শিরকে লিপ্ত কোনো ব্যক্তি নিজের ধারণা মতে কোনো নেককাজ করলে তার সেসব নেক কাজের পুরস্কার সে পাবে না। এভাবে সে যদি তার সারাটা জীবনও শিরক-মিশ্রিত নেককাজ করে যায়, তার সব আমল-ই বরবাদ হয়ে যাবে।

اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

আল্লাহকে তার মর্যাদার অধিকার অনুসারে[৭৮] ; অথচ (তাঁর ক্ষমতা এমন যে,) কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং গোটা আসমান থাকবে

مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ

গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে[৭৯] ; তিনি পবিত্র-মহান এবং তারা শরীক করছে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।[৮০] ৬৮. আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ۖ ثُمَّ

তখন তারা সবাই মরে পড়ে থাকবে যারা আছে আসমানে এবং যারা আছে যমীনে, তারা ছাড়া যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন[৮১] ; অতঃপর

اللهَ-আল্লাহকে ; حَقَّ-অধিকার অনুসারে ; قَدْرِهٖ-তার মর্যাদার ; وَ-অথচ (তার ক্ষমতা এমন যে) ; الْأَرْضُ-পৃথিবী থাকবে ; جَمِيعًا-সমগ্র ; قَبْضَتُهٗ-তাঁর হাতের মুঠোতে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; وَ-এবং ; السَّمٰوٰتُ-গোটা আসমান থাকবে ; مَطْوِيّٰتٌ-গুটানো অবস্থায় ; بِيَمِيْنِهٖ-(ب+يمين+ه)-তাঁর ডান হাতে ; سُبْحٰنَهٗ-তিনি পবিত্র-মহান ; وَ-এবং ; تَعٰلٰى-তিনি অনেক উর্ধে ; عَمَّا-তা থেকে যে, يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করছে। ﴿৬৮﴾ وَ-আর ; نُفِخَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِي الصُّوْرِ-শিংগায়; فَصَعِقَ-(ف+صعق)-তখন মরে পড়ে থাকবে ; مَنْ-তারা সবাই যারা আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা আছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তারা যাদের ; شَاءَ-(বাঁচিয়ে রাখতে) চাইবেন ; اللهُ-আল্লাহ ; ثُمَّ-অতঃপর ;

৭৮. অর্থাৎ যারা শির্ক করে, সেসব মূর্খের দলের আল্লাহর বড়ত্ব ও মহানত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা-ই নেই। বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক-এর মর্যাদায় তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার করে তারা নিজেদের মূর্খতা ও নিকৃষ্টতার প্রমাণ দিয়েছে।

৭৯. কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর হাতের মুঠোর মধ্যে এবং আসমান ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে—এ আয়াতে রূপকভাবে আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্বের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। এর স্বরূপ কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং এটা জানার চেষ্টা করাও মানুষের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার শামিল। তবে কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সা. একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দানের সময় আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত

نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ

তাতে (শিংগায়) আবার ফুঁ দেয়া হবে, তখন হঠাৎ সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে[৮২]। ৬৯. আর পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—

نُفِخَ-ফুঁ দেয়া হবে ; فِيهِ-তাতে (শিংগায়) ; أُخْرَىٰ-আবার ; فَإِذَا-তখন হঠাৎ ; هُمْ-সবাই ; قِيَامٌ-উঠে দাঁড়িয়ে ; يَنظُرُونَ-তাকাতে থাকবে। ﴿٦٩﴾ وَ-আর ; أَشْرَقَتِ-আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ; الْأَرْضُ-পৃথিবী ; بِنُورِ-নূর দ্বারা ;

করলেন, অতপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনকে তাঁর মুঠোর মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন, যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে এবং বলবেন—আমিই একমাত্র আল্লাহ, আমিই বাদশাহ, আমি সর্বশক্তিমান, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক আমি-ই ; কোথায় দুনিয়ার বাদশাহ ? কোথায় শক্তিমানরা ? কোথায় উদ্ধত অহংকারীরা ?' রাসূলুল্লাহ সা. এটি বলতে বলতে এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তিনি মিম্বরসহ পড়ে না যান।

৮০. অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষমতাধর বিত্ত-বৈভবের মালিকদের অবস্থান কোথায় ? আর আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অসীমতা কোথায় ? উভয়ের মধ্যে তো কোনো তুলনা করারই কোনো অবকাশ নেই।

৮১. অর্থাৎ প্রথমে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তারপর মারা যাবে। 'সাক' শব্দের অর্থ বেহুঁশ হয়ে পড়া। (বায়ানুল কুরআন)

দুররে মানসুরের বর্ণনা অনুসারে শিংগার প্রথম ফুঁক-এর সাথে সাথে জিবরাঈল, আযরাঈল, ইস্রাফিল ও মীকাঈল প্রমুখ প্রধান চারজন ফেরেশতা ছাড়া আসমান যমীনে সৃষ্ট কোনো প্রাণীই জীবিত থাকবে না।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লিখিত চারজন ফেরেশতার সাথে আরশ বহনকারী ফেরেশতারাও তাৎক্ষণিক মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে। অবশ্য পরে তারাও একের পর এক মরে যাবে। ইবনে কাসীর বলেন যে, সবশেষে মৃত্যু হবে আযরাঈলের।

৮২. এখানে দু'বার শিংগা-ফুঁকের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আন নামলের ৮৭ আয়াতে এ দু' ফুঁকের অতিরিক্ত একবার ফুঁকের উল্লেখ রয়েছে, যে ফুঁকের ফলে আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এজন্য হাদীসের বর্ণনায় তিনবার শিংগা ফুঁকের উল্লেখ আছে। (১) 'নাফখাতুল ফাযা' অর্থাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়ার ফুঁক । এ ফুঁকের শব্দে প্রাণী জগত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। (২) 'নাফখাতুস সা'ক্ব' অর্থাৎ বেহুশ হয়ে মৃত্যুবরণের ফুঁক। এ ফুঁকের ফলে সমস্ত প্রাণী জগত বেহুশ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। (৩) 'নাফখাতুল কিয়াম লি-রাব্বিল আলামীন'। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য পুর্নজীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ানোর ফুঁক। এ ফুঁকের ফলে আগে-পরের সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

তার প্রতিপালকের নূর দ্বারা এবং পেশ করা হবে আমলনামা, আর উপস্থিত করা হবে নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে[৮৩], আর তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া হবে।

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ

ইনসাফের সাথে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। ৭০. আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে করেছে, কেননা তিনি সবচেয়ে বেশী জানেন

بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۟

সে সম্পর্কে, যা তারা করে।

رَبِّهَا-(رب+ها)-তার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; وُضِعَ-পেশ করা হবে ; الْكِتٰبُ - আমলনামা ; وَ-আর ; جِايْٓءَ-উপস্থিত করা হবে ; بِالنَّبِيّٖنَ-নবীদেরকে ; وَ-ও ; الشُّهَدَآءِ-সাক্ষীদেরকে ; وَ-আর ; قُضِيَ-ফায়সালা করে দেয়া হবে ; بَيْنَهُمْ -তাদের মধ্যে ; بِالْحَقِّ-ইনসাফের সাথে ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُوْنَ -বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। (৭০) وَ-আর ; وُفِّيَتْ-পুরোপুরী দেয়া হবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ -ব্যক্তিকে ; مَّا-তা, যা ; عَمِلَتْ-সে করেছে ; وَ-কেননা ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-অধিক জানেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَفْعَلُوْنَ-তারা করে।

৮৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য সমস্ত নবী-রাসূল উপস্থিত হবেন। এ সাথে উপস্থিত থাকবে অন্যান্য সাক্ষীগণ। এ সাক্ষীর তালিকায় আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ ছাড়াও থাকবে ফেরেশতা, জ্বিন, জীবজন্তু, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ঘটনার পরিবেশ ও প্রতিবেশ তথা প্রাকৃতিক অবস্থা।

৭ম রুকূ' (৬৪-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের সূচনাকাল থেকে তাদের প্রতি একই নির্দেশ ছিলো যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যাবে না। আল্লাহর এ নির্দেশের পরিবর্তন কখনো হয়নি।

২. শিরক মিশ্রিত ইবাদাত ও সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। সুতরাং মুশরিকদের সকল সৎকাজই আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৩. ঈমানদার ব্যক্তিকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যেনো কোনো অবস্থায়ই নিজেদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে না যায়। কারণ আখিরাতে যাদের সৎকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে, তারাই হবে সবচেয়ে হতভাগ্য।

৪. আমাদেরকে আখিরাতের সেই চরম ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী ও তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায়কারী হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে।

৫. মুশরিকরা আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করে। সুতরাং শিরক থেকে বাঁচতে হলে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।

৬. কিয়ামতের দিন সমগ্র আসমান-যমীন আল্লাহর করায়ত্তে এমনভাবে থাকবে, যেমন বালকদের হাতে খেলার বল থাকে।

৭. আল্লাহ তা'আলা মূর্খ-মুশরিকদের ধারণা-কল্পনা থেকে অনেক অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।

৮. কিয়ামতের দিন তিনবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকের শব্দে সকল প্রাণী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। দ্বিতীয় ফুঁকের শব্দে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে মরে যাবে। তৃতীয় এবং শেষ ফুঁকের সাথে সাথে আগে-পরের সকল মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে এবং হাশর ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. হাশর ময়দান আল্লাহর নূরের আলোতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে। অতপর মানুষের আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে।

১০. নবী-রাসূলগণকে এবং উম্মতে মুহাম্মাদীকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে। তা ছাড়া ফেরেশতাগণ ও সকল প্রকার দলীল-দস্তাবেয প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হবে।

১১. অবশেষে মানুষের মধ্যে এমন ন্যায্য বিচার করা হবে যে, কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।

১২. প্রত্যেক ব্যক্তি-ই তার কর্মের সঠিক প্রতিদান পাবে। আর সে অনুযায়ী তার স্থায়ী বাসস্থান নির্ধারিত হয়ে যাবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৫

⑦١ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ

৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে জাহান্নামের দিকে ; এমন কি, যখন তারা সেখানে (জাহান্নামের কাছে) পৌছবে, খুলে দেয়া হবে

أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ

তার দরজাগুলো[৮৪] এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, "তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের সামনে পাঠ করে শোনাতেন

ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ

তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরকে সতর্ক করতেন তোমাদের এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে ? তারা বলবে, 'হাঁ, (এসেছিলেন) কিন্তু অবধারিত হয়ে আছে

(৭১) وَ-আর ; سِيْقَ-হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْٓا-কুফরী করেছে ; اِلٰى-দিকে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; زُمَرًا-দলে দলে ; حَتّٰٓى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; جَآءُوْهَا-(جاءوا+ها)-তারা সেখানে (জাহান্নামের কাছে) পৌছবে ; فُتِحَتْ-খুলে দেয়া হবে ; اَبْوَابُهَا-(ابواب+ها)-তার দরজাগুলো ; وَ-এবং ; قَالَ-বলবে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; خَزَنَتُهَآ-তার রক্ষীরা ; اَلَمْ يَاْتِكُمْ-(ا+لم يات+كم)-তোমাদের কাছে কি আসেননি ; رُسُلٌ-রাসূলগণ ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; يَتْلُوْنَ-যারা পাঠ করে শোনাতেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের সামনে ; اٰيٰتِ-আয়াতসমূহ ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; يُنْذِرُوْنَكُمْ-(ينذرون+كم)-তোমাদেরকে সতর্ক করতেন ; لِقَآءَ-সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে ; يَوْمِكُمْ-(يوم+كم)-তোমাদের দিনের ; هٰذَا-এ ; قَالُوْا-তারা বলবে ; بَلٰى-হাঁ (এসেছিলেন) ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; حَقَّتْ-অবধারিত হয়ে আছে ;

৮৪. অর্থাৎ অপরাধীরা জাহান্নামের দরজায় পৌছার পরই সেগুলো খুলে দেয়া হবে। এর আগে পরে সেগুলো বন্ধ থাকবে। দুনিয়াতেও দেখা যায় যে, সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে যখন জেলখানার দরজায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন দরজা খুলে তাদেরকে ভেতরে নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ

আযাবের বাণী কাফিরদের ওপর।' ৭২. তাদেরকে বলা হবে—'তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে ঢুকে পড়ো, সেখানে চিরদিন অবস্থানকারী হিসেবে ;

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ

অতঃপর অহংকারীদের বাসস্থান কতই না নিকৃষ্ট। ৭৩. আর যারা (দুনিয়াতে) ভয় করে চলতো তাদের প্রতিপালককে, তাদেরকেও জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে

زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ

দলে দলে ; এমনকি যখন তারা তার (জান্নাতের) নিকটে পৌঁছবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে তখন তাদের উদ্দেশ্যে তার রক্ষীরা বলবে, সালাম

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا

তোমাদের ওপর, সুখে থাকো তোমরা, তোমরা তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো চিরকাল অবস্থানকারী হিসেবে।' ৭৪. আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের ব্যাপারে বাস্তবায়ন করেছেন

- قِيْلَ (৭২) । الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; عَلٰى-ওপর ; الْعَذَابِ-আযাবের ; كَلِمَةُ-বাণী ;
তাদেরকে বলা হবে ; اُدْخُلُوْٓا-তোমরা ঢুকে পড়ো ; اَبْوَابَ-দরজাগুলো দিয়ে ; جَهَنَّمَ-
জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-চিরদিন অবস্থানকারী হিসেবে ; فِيْهَا-সেখানে ; فَبِئْسَ-(ف+
بئس)-অতপর কতই না নিকৃষ্ট ; مَثْوٰى-বাসস্থান ; الْمُتَكَبِّرِيْنَ-অহংকারীদের । (৭৩) وَ-
আর ; سِيْقَ-তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّقَوْا-ভয় করে চলতো
(দুনিয়াতে) ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে; اِلَى-দিকে ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ;
زُمَرًا-দলে দলে ; حَتّٰٓى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; جَآءُوْهَا-তার (জান্নাতের) নিকট
পৌঁছবে ; وَ-এবং ; فُتِحَتْ-খুলে দেয়া হবে ; اَبْوَابُهَا-তার দরজাগুলো ; وَ-তখন ;
قَالَ-বলবে ; لَهُمْ-তাদের উদ্দেশ্যে ; خَزَنَتُهَا-তার রক্ষীরা ; سَلٰمٌ-সালাম ; عَلَيْكُمْ-
তোমাদের ওপর ; طِبْتُمْ-সুখে থাকো তোমরা ; فَادْخُلُوْهَا-(ف+ادخلوا+ها)-তোমরা
তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো ; خٰلِدِيْنَ-চিরকাল অবস্থানকারী হিসেবে । (৭৪) وَ-আর;
قَالُوا-তারা বলবে ; الْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-সেই আল্লাহর ; الَّذِيْ-যিনি ;
صَدَقَنَا-আমাদের ব্যাপারে বাস্তবায়ন করেছেন ;

وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ

তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং আমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন এ যমীনের (জান্নাতের)[৮৫], আমরা জান্নাতের যেখানে চাইবো অবস্থান করবো[৮৬] ; অতঃপর কতই না উত্তম প্রতিদান

الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ

নেক আমলকারীদের[৮৭]। ৭৫. আর আপনি দেখবেন ফেরেশতাদেরকে আরশের চারপাশে চক্রাকারে অবস্থানরত ; তারা প্রশংসাবাণী সহকারে পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছে

وَعْدَهٗ-(وعد+ه)-তাঁর প্রতিশ্রুতি ; وَ-এবং ; اَوْرَثَنَا-আমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন ; الْاَرْضَ-এ যমীনের (জান্নাতের) ; نَتَبَوَّاُ-আমরা অবস্থান করবো ; مِنَ ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; حَيْثُ-যেখানে ; نَشَآءُ-চাইবো ; فَنِعْمَ-(ف+نعم)-অতঃপর কতই না উত্তম ; اَجْرُ-প্রতিদান ; الْعٰمِلِيْنَ-নেক আমলকারীদের। ৭৫ وَ-আর ; تَرَى-আপনি দেখবেন ; الْمَلٰٓئِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; حَآفِّيْنَ-চক্রাকারে অবস্থানরত ; مِنْ حَوْلِ-চারপাশে ; الْعَرْشِ-আরশের ; يُسَبِّحُوْنَ-তারা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে ; بِحَمْدِ-প্রশংসাবাণী সহকারে ;

৮৫. অর্থাৎ বিশাল জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে নেক্কার লোকেরাই জান্নাতের ওয়ারিশ। কেননা আদি পিতা আদম আ. ও মা হাওয়া আ. জান্নাতেরই বাসিন্দা ছিলেন।

৮৬. অর্থাৎ আমাদেরকে বিশাল জান্নাত তথা সুরম্য প্রাসাদরাজী, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে এমন ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, বিশাল জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা অবস্থান করতে পারি, এতে কোনো বাধা-বিঘ্ন নেই।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, তদুপরি তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাত ও বেড়ানোর অবাধ অনুমতিও দেয়া হবে। (তিবরানী)

হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এতই গভীর যে, বাড়ীতে গেলেও আপনাকে স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ধৈর্য থাকে না। কিন্তু আমি যখন আমার মৃত্যু বা আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ আপনি তো জান্নাতে উচ্চ স্তরে অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাথে থাকবেন ; আর আমি জান্নাত লাভ করলেও নিম্নস্তরের জান্নাত পাবো, তখন আপনাকে আমি কিভাবে দেখতে পাবো ? রাসূলুল্লাহ

رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝٧٥

তাদের প্রতিপালকের ; আর তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং বলা হবে—সকল প্রশংসা-ই আল্লাহর জন্য (যিনি) সমস্ত জগতের প্রতিপালক।[৮৮]

رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-আর ; قُضِيَ-ফায়সালা করে দেয়া হবে ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; بِالْحَقِّ-সঠিক ; وَ-এবং ; قِيلَ-বলা হবে ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা-ই ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; رَبِّ-(যিনি) প্রতিপালক ; الْعَٰلَمِينَ-সমস্ত জগতের।

সা. তার কথার কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে জিবরাঈল আ. সূরা নিসা'র ৬৯ আয়াত নিয়ে আগমন করলেন, তাতে বলা হয়েছে—"আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রাসূলের, এরূপ ব্যক্তিরা সে ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ, কতই না উত্তম সঙ্গী তারা।"

৮৭. একথাটি জান্নাতবাসীদের উক্তিও হতে পারে, আবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা কথাও হতে পারে।

৮৮. অর্থাৎ সমস্ত জগত-ই আল্লাহ তা'আলার যথার্থ ফায়সালার ওপর নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তাঁর প্রশংসাগীতি উচ্চারণ করতে থাকবে।

৮ম রুকূ' (৭১-৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফিরদেরকে পশু পালের মতো তাড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

২. নবী-রাসূলদের আনীত দীনের দাওয়াত পেয়েও তারা তা অস্বীকার করেছে; ফলে জাহান্নাম-ই তাদের স্থায়ী নিবাস হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

৩. কাফিরদের এ করুণ পরিণতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো—এটার স্বীকৃতি তারা নিজেরাই হাশরের দিন দেবে।

৪. শেষ বিচারের দিন কাফিরদেরকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তারা আর কখনো জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

৫. আখিরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাসস্থান হবে কাফিরদের স্থায়ী আবাস জাহান্নাম।

৬. দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন যাপন করেছে, সেসব সৎকর্মশীল লোকদেরকে সদলবলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৭. জান্নাতের দরজায় পৌঁছলে তাদেরকে জান্নাতের ব্যবস্থাপকগণ দরজা খুলে দিয়ে সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবে।

৮. সৎকর্মশীল জান্নাতবাসীরা তাদের চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদের চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করতে থাকবে।

৯. জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকবে।

১০. প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের উত্তরাধিকারী নেক্কার মু'মিন বান্দাহরাই, কারণ তাদের আদি পিতা-মাতা জান্নাতের অধিবাসী ছিলেন।

১১. সর্বনিম্ন জান্নাতী ব্যক্তিও এতো বিশাল জান্নাতের অধিকারী হবে যে, সে কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

১২. এ বিশাল জান্নাতের যেখানে ও যেভাবে ইচ্ছা সে অবস্থান করতে পারবে।

১৩. জান্নাতবাসীরা তাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার জান্নাতেও দেখা সাক্ষাত ও বেড়াতে যেতে পারবে।

১৪. নেককার মু'মিনদের নেক্‌কাজের উত্তম প্রতিদান হলো জান্নাত। তারা চিরদিন সুখময় জান্নাতে অবস্থান করবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলার আরশকে ঘিরে ফেরেশতারা সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর প্রশংসাবাণী সহকারে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণায় রত আছে।

১৬. শেষ বিচারের পরে সমস্ত জগত আল্লাহর ফায়সালায় নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর হামদ তথা প্রশংসায় রত থাকবে।

১৭. আল্লাহর ফায়সালার চেয়ে সুষ্ঠু ও ন্যায্য ফায়সালা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এটিই হবে মু'মিনদের চূড়ান্ত বিশ্বাস।

❖

সূরা আল মু'মিন-মাক্কী
আয়াত ঃ ৮৫
রুকূ' ঃ ৯

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতে ফিরআউনের দরবারের একজন মু'মিনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'মু'মিন' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে ফিরআউনের দরবারের সেই বিশেষ মু'মিন ব্যক্তির বিষয় আলোচিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আল মু'মিন সূরা আয যুমার-এর পরপরই নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদের সংকলন-এর ক্রমিক নম্বর অনুসারে সূরার যে ক্রম, কুরআন নাযিলের ক্রম অনুসারেও এ সূরা একই অবস্থানে অবস্থিত।

সূরার আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নানারকম অপতৎপরতার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধে দু'ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করেছিলো। প্রথমত, তারা রাসূলের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করে, বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি করে এবং বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। দ্বিতীয়ত, তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে হত্যা করার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো। একটি ঘটনা থেকে তাদের এ উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আস রা. বলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার হারামের এলাকার মধ্যে নামায আদায় করছিলেন, এ সুযোগে উকবা ইবনে আবু মু'আইত এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে শ্বাসরোধ করে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর গলায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে মোচড়াতে লাগলো। ঠিক এ সময়েই হযরত আবু বকর রা. সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি দেখতে পেলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে উকবাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, এ সময় হযরত আবু বকর রা. মুখে বলছেন যে, "তোমরা একটি লোককে কেবল এ অপরাধে হত্যা করছো যে, তিনি বলেন, আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।"

সূরার সমগ্র আলোচনা এ দু'টো বিষয়কে উপলক্ষ করেই আবর্তিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ফিরআউনের সভাসদদের মধ্য থেকে একজন মু'মিনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার বর্ণনা করে তিন শ্রেণীর লোককে তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

প্রথমত, কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে যে আচরণ করছো একই আচরণ করেছিলো ফিরআউন ও তার দরবারী লোকেরা ; কিন্তু

তাদের পরিণাম কি হয়েছিলো তা তোমাদের জানা আছে। তোমরা তোমাদের নবীর সাথে একই আচরণ করে একই পরিণতির অপেক্ষায় থাকো।

দ্বিতীয়ত, মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের বিরোধী কাফিররা যতই শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেনো এবং তাদের তুলনায় যত দুর্বল ও অসহায় হও না কেনো, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা এটিই থাকা উচিত যে, তোমরা যে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছ, সে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা দুনিয়ার যে কোনো শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং তারা তোমাদেরকে যত ভয়ভীতি দেখাক না কেনো, তার মুকাবিলায় তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং নিজেদের করণীয় কাজ করে যাবে। সকল ভয়-ভীতিতে মু'মিনদের কাজ হবে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা। তোমাদের জবাব হবে তা, যা বলেছিলেন মূসা আ. ফিরআউনের মতো শক্তিধর অত্যাচারী শাসকের ভয়-ভীতির জবাবে। তিনি বলেছিলেন—

'মূসা বললেন, আমি আশ্রয় নিয়েছি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে—তাদের মুকাবিলায় যারা অহংকারী—যারা হিসাবের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।" (সূরা আল মু'মিন ঃ ২৭)

তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দীনের কাজ করে যাও, তাহলে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের পক্ষেই থাকবে এবং কাফিরদের পরিণতি ফিরআউন ও তার দলবলের মতোই হবে।

তৃতীয়ত, এ দু'টো দল ছাড়া অপর একটি দল ছিলো যারা মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে সত্য জেনে এবং কাফিরদের তৎপরতাকে অন্যায় বাড়াবাড়ী জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলো। এদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, হক ও বাতিলের সংগ্রামে হক-কে হক হিসেবে জেনে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে জেনেও তোমরা নিরাপদ অবস্থানে থাকাকে তোমরা বেছে নিয়েছো—তোমাদের জন্য আফসোস! তোমাদের কর্তব্য ছিলো ফিরআউনের দরবারী মু'মিন লোকটির মতো নির্ভয়ে হকের পক্ষ সমর্থন করা এবং প্রকাশ্যভাবে বলে দেয়া যে, "আমার সব বিষয় আমি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম।" এতে করে ফিরআউন যেমন তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, এ কাফিররাও তোমাদের স্পষ্ট কথার কারণে কিছুই করতে সক্ষম হতো না।

অতঃপর ন্যায় ও সত্যের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাফিররা মক্কায় যেসব ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো, তার মুকাবিলায় তাওহীদ আখিরাতকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাফিরদের সত্য বিরোধিতার অসারতা উল্লেখ করে তাদের বিরোধিতার মূল কারণ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কাফিরদের বিরোধিতার মূল কারণ হলো তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব-অহংকার। তাদের আশংকা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত মেনে নিলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। এ জন্যই তারা সর্বশক্তি নিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়েছে।

অবশেষে কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি সত্য বিরোধিতা থেকে বিরত না হও, তাহলে অতীতের জাতিসমূহের পরিণামের সম্মুখীন তোমাদেরকে হতে হবে, আর আখিরাতেও তোমাদের ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

অত্র সূরা আল মু'মিন থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তাই এ সাতটি সূরাকে একত্রে 'আল 'হা-মীম' বা 'হাওয়ামীম' বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে এ সাতটি সূরা আল কুরআনের নির্যাস। তাঁর মতে সমগ্র কুরআন একটি শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর, আর 'আল হা-মীম', হলো তার মধ্যেকার ফলবান উর্বর বাগ-বাগিচা।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে 'আয়াতুল কুরসী' ও অত্র সূরা আল মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত 'ইলাইহিল মাসীর' পর্যন্ত পাঠ করবে, সে সেদিন যে কোনো কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে কাসীর)

রাসূলুল্লাহ সা. কোনো এক জিহাদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তার জন্য বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে 'হা-মীম' থেকে 'লা ইউনসারুন' পর্যন্ত পড়ে নিও অর্থাৎ 'হা-মীম' বলে দোয়া করবে। (ইবনে কাসীর)

হযরত ওমর রা. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান বিভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা দাও, এক আল্লাহর কাছে তার তাওবার জন্য দোয়া করো। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তা-ই হবে শয়তানের সাহায্য।

অতএব বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মুসলমানকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াতের মর্মার্থ তার সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। এ তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এমন কতেক গুণের উল্লেখ আছে যেসব গুণ পথভ্রষ্ট ও নিরাশ মানুষের অন্তরে আশার সঞ্চার করে এবং তাকে গুনাহ থেকে ফিরে আসার জন্য বলীয়ান করে তোলে।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে যাকে সংশোধনের উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজে দোয়া করা, এরপর কৌশলে তাকে সঠিক পথে আনার জন্য চেষ্টা করা। তাকে উত্তেজিত করলে কোনো ফায়দা তো হবেই না, বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে।

❖

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ

১. হা-মীম। ২. এ কিতাব নাযিলকৃত পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে। ৩. (যিনি) গুনাহ মাফকারী ও কবুলকারী

التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

তাওবা[১]—কঠোর শাস্তিদাতা, ক্ষমতাবান, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁরই কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন।[২]

①حٰمٓ-হা-মীম (এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ জানেন)।②تَنْزِيْلُ-নাযিলকৃত ; الْكِتٰبِ-এ কিতাব ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْعَزِيْزِ-পরাক্রমশালী ; الْعَلِيْمِ-সর্বজ্ঞ।③غَافِرِ-(যিনি) মাফকারী ; الذَّنْبِ-গুনাহ ; وَ-ও ; قَابِلِ-কবুলকারী ; التَّوْبِ-তাওবা ; شَدِيْدِ-কঠোর দাতা ; الْعِقَابِ-শাস্তি ; ذِي الطَّوْلِ-ক্ষমতাবান ; لَا-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে; الْمَصِيْرُ-(সবার) প্রত্যাবর্তন।

১. গুনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী উভয়ের অর্থ এক হলেও আলাদাভাবে উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবা ছাড়াও বান্দাহর গুনাহ মাফ করতে সক্ষম এবং তাওবাকারীদেরকে মাফ করে দেয়া তাঁর একটি গুণ।

২. সূরার প্রথম থেকে তিনটি আয়াত সূরার মূল বক্তব্যের ভূমিকা স্বরূপ। এখানে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি গুণ উল্লেখ করে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে যার বাণী পাঠ করে শোনানো হচ্ছে সেই মহান সত্তার নিম্নোক্ত গুণাবলী রয়েছে—

প্রথমত, তিনি এমন পরাক্রমশালী যে, তিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তাঁর প্রেরিত রাসূলের বিরোধিতা করে বা তার রাসূলকে পরাজিত করে কেউ সফলতা লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি যা বলেন তা কোনো আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে নয়, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং তিনি এ দুনিয়া-আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু বলেন, তা-ই একমাত্র সত্য। তাঁর নির্দেশের বিপরীত চলার অর্থ ধ্বংসের পথে চলা। মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে তিনি যা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়েছেন,

④مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ

৪. আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করে না[৩] তারা ছাড়া, যারা কুফরী করেছে[৪], অতএব আপনাকে যেনো প্রতারিত করতে না পারে তাদের চলাফেরা

④مَا يُجَادِلُ-কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করে না ; فِيْ-সম্পর্কে ; اٰيٰتِ-আয়াত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلَّا-ছাড়া ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; فَلَا يَغْرُرْكَ-(ف+لايغررك)-আপনাকে যেনো প্রতারিত করতে না পারে ; تَقَلُّبُهُمْ-(تقلب+هم)-তাদের চলাফেরা ;

তাতেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। মানুষের কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বা কর্মকাণ্ড তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তাই তাঁর সন্তুষ্টির বিপরীত জীবন যাপন করে তাঁর শাস্তি থেকে কেউ বেঁচে যেতে পারবে না।

তৃতীয়ত, তিনি গুনাহ্ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী। এগুলোর মধ্যে সেসব নিরাশ বিদ্রোহীর জন্য আশার বাণী রয়েছে, যারা এখনো বিদ্রোহ করে চলেছে, এতে করে তারা নিজেদের আচার-আচরণ পুর্নর্বিবেচনা করে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের অংশীদার হতে পারে। এখানে 'গুনাহ্ মাফকারী' কথাটি প্রথমে বলার কারণ এই যে, তাওবা করলে তো আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মাফ করবেন, তাওবা ছাড়াও তিনি গুনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। যেমন কোনো ব্যক্তি ভুল-ত্রুটিও করে আবার নেক কাজও করে এবং তার নেক কাজ দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, যদিও তার সেসব ভুল-ত্রুটির জন্য তাওবা করার বা গুনাহ মাফ চাওয়ার সুযোগ না হোক। হাদীসে আছে, অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির ওপর দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি যেসব মসিবত আসে, তা তার গুনাহ্গুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাওবা ছাড়া গুনাহ মাফ পাওয়ার এসব সুযোগ মু'মিনদের জন্যই রয়েছে। বিদ্রোহী, অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের জন্য এ সুযোগ নেই।

চতুর্থত, 'তিনি কঠোর শাস্তিদাতা'। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাহদের জন্য যেমন দয়াবান, তেমনি তাঁর অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের জন্য তেমনি কঠোর। যে সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার সুযোগ রেখেছেন, সে সীমা লংঘনকারীদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিও নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর সে শাস্তি সহ্য করার মতো—এমন চিন্তা নির্বোধ ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

পঞ্চমত, 'তিনি ক্ষমতাবান' অর্থাৎ তিনি সামর্থ্যবান, অত্যন্ত দয়াবান, ধনাঢ্য ও দানশীল। সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাঁর সামর্থ্যতা, দয়া, ধনাঢ্যতা ও দানশীলতা সার্বক্ষণিক বর্ষিত হচ্ছে। মানুষ যা কিছু লাভ করছে তাঁর দয়ায়ই লাভ করছে।

অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষের ইলাহ্ একমাত্র তিনি। তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যত উপাস্য বানিয়ে নিক না কেনো, সবই মিথ্যা। অবশেষে সবাইকে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর তখন তিনি মানুষের এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসেব নেবেন এবং সে অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

فِى الْبِلَادِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ

বিভিন্ন দেশে[৩]। ৫. তাদের (মক্কার কাফিরদের) আগে নূহের কাওম (তাদের নবীর দাওয়াত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিলো এবং তাদের (নূহের কাওমের) পরেও অনেক জাতি-গোষ্ঠী ;

فِى الْبِلَادِ-বিভিন্ন দেশে। ⑤كَذَّبَتْ-অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীর দাওয়াত মেনে নিতে) ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের (মক্কার কাফিরদের) আগে ; قَوْمُ-কাওম ; نُوحٍ-নূহের ; وَ-এবং ; الْأَحْزَابُ-অনেক জাতি-গোষ্ঠী ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের (নূহের কাওমের) পরেও ;

৩. কুরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার অর্থ তাতে খুঁত বের করার প্রচেষ্টা করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাক-বিতণ্ডা করা অথবা কোনো আয়াতের এমন অর্থ করা, যা কুরআনের অন্য আয়াত বা সুন্নাতের বিপরীত। এরূপ বাক-বিতণ্ডা কুরআনকে বিকৃত করার অপচেষ্টার শামিল। তবে কোনো অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ জানার চেষ্টা করা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো, অথবা কোনো আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণা করা 'জিদাল' তথা বিতর্কের মধ্যে শামিল নয়। বরং এটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। (বায়যাবী, কুরতুবী, মাযহারী)

এখানে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কুরআন সম্পর্কে অসদুদ্দেশ্যে বিতর্ক করা কুফর বলে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন ঃ "اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ" অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে কোনো কোনো বিতর্ক কুফরী। (মাযহারী)

এক হাদীসে আছে—একদা রাসূলুল্লাহ সা. দু'ব্যক্তিকে কুরআনের কোনো এক আয়াত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করতে শুনে রাগান্বিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের আগেকার উম্মতেরা এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল। (মাযহারী)

৪. এখানে 'কুফর' অর্থ আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে সেসব লোকই দাঁড়াতে পারে, যারা তাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে অথবা তারা যে সার্বক্ষণিক আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে, তা তারা ভুলে যায়। 'কুফর' শব্দের আর এক অর্থ ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকার করা। এ অর্থ অনুসারে বাক্যের অর্থ হলো—যারা ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকার করে এবং তা মেনে না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আল্লাহর কিতাবে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তবে যেসব অমুসলিম ইসলামকে জানার জন্য সদুদ্দেশ্যে বিতর্ক করতে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য নয়। কেননা তারা ইসলামকে বুঝার জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার চেষ্টা করে।

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَٰدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا

আর প্রত্যেক দলই তাদের রাসূলের সম্পর্কে তাঁকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এবং তারা অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো যেনো তারা ব্যর্থ করে দিতে পারে

بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ

তার সাহায্যে সত্যকে, ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম ; অতএব কেমন ছিলো আমার শাস্তি। ৬. আর একইভাবে অবধারিত হয়ে গেছে

كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۝٦ الَّذِينَ

তাদের ক্ষেত্রে যারা কুফরী করেছে আপনার প্রতিপালকের বাণী অবশ্যই তারা জাহান্নামের বাসিন্দা[৬]। ৭. যারা

وَ-আর ; هَمَّتْ-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-দলই ; بِرَسُولِهِمْ-(ب+رسول+هم)-তাদের রাসূলের সম্পর্কে ; لِيَأْخُذُوهُ-(ليأخذوا+ه)-তাঁকে পাকড়াও করার ; وَ-এবং ; جَٰدَلُوا-তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো ; بِالْبَاطِلِ-(ب+ال+باطل)-অনর্থক ; لِيُدْحِضُوا-যেনো তারা ব্যর্থ করে দিতে পারে ; بِهِ-তার সাহায্যে ; الْحَقَّ-সত্যকে ; فَأَخَذْتُهُمْ-ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম ; فَكَيْفَ-অতএব কেমন ; كَانَ-ছিলো ; عِقَابِ-আমার শাস্তি। ۝٥ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-একইভাবে ; حَقَّتْ-অবধারিত হয়ে গেছে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; عَلَى-ক্ষেত্রে ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; أَنَّهُمْ-অবশ্যই তারা ; أَصْحَٰبُ-বাসিন্দা ; النَّارِ-জাহান্নামের। ۝٦ الَّذِينَ-যারা (যেসব ফেরেশতা) ;

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহর আয়াত তথা আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করেও আল্লাহর দুনিয়ায় জাঁক-জমকের সাথে বুকটান করে শাসন-কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে এবং বেশ আরাম-আয়েশের সাথে জীবন যাপন করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে তোমরা এ ধোঁকায় পড়ো না যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া অবকাশ মাত্র। এ অবকাশকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার মাসুল তাদেরকে দিতে হবে।

৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছিলো তা চূড়ান্ত শাস্তি ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালা করে রেখেছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে চিরদিন থাকতে হবে। আর এখন যারা কুফরী করছে তারাও ওদের মতো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে—এটিই আল্লাহর স্থির সিদ্ধান্ত।

يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

(যেসব ফেরেশতা) আরশ বহন করে এবং যারা তার (আরশের) চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ (পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা) করছে, আর তারা ঈমান রাখে

بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً

তার প্রতি এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে[৭], এভাবে হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি সবকিছুকে ঘিরে রেখেছেন (আপনার) রহমত

وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

ও জ্ঞানের সাহায্যে[৮], অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, যারা তাওবা করেছে ও আপনার পথ অনুসরণ করেছে[৯] এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থকে বাঁচান।[১০]

يَحْمِلُونَ-বহন করে ; الْعَرْشَ-আরশ ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা ; حَوْلَهُ-(حول+ه)-তার (আরশের) চারপাশে রয়েছে ; يُسَبِّحُونَ-তারা তাসবীহ পাঠ (পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা) করছে ; بِحَمْدِ-প্রশংসাসহ ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-আর ; يُؤْمِنُونَ-তারা ঈমান রাখে ; بِهِ-তার প্রতি ; وَ-এবং ; يَسْتَغْفِرُونَ-তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; رَبَّنَا-(এভাবে) হে আমাদের প্রতিপালক ; وَسِعْتَ-আপনি ঘিরে রেখেছেন ; كُلَّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুকে ; رَحْمَةً-(আপনার) রহমত ; وَ-ও ; عِلْمًا-জ্ঞানের সাহায্যে ; فَاغْفِرْ-(ف+اغفر)-অতএব আপনি ক্ষমা করুন ; لِلَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; تَابُوا-তাওবা করেছে ; وَ-ও ; اتَّبَعُوا-অনুসরণ করেছে ; سَبِيلَكَ-আপনার পথ ; وَ-এবং ; قِهِمْ-তাদেরকে বাঁচান ; عَذَابَ-আযাব থেকে ; الْجَحِيمِ-জাহান্নামের।

৭. এখানে রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। রাসূলের সংগী-সাথী মু'মিনরা কাফিরদের বিদ্রূপ ও অন্যায়-অত্যাচারে নিজেদের অসহায় অবস্থার জন্য সে সময় মনভাংগা হয়ে পড়েছিলো। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এসব কাফিরদের কথায় তোমরা মন খারাপ করছো কেনো। এরা তোমাদের মর্যাদা বুঝার মতো জ্ঞান রাখে না। তোমাদের মর্যাদা তো এমন যে, আল্লাহর আরশের বাহক এবং তার চারপাশে অবস্থানকারী আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত সুপারিশ করছে। এসব ফেরেশতা যেমন নিজেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, তেমনি দুনিয়াতে যেসব মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে

⑧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি তাদেরকে দাখিল করুন চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা[১১] আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদেরকেও যারা নেক কাজ করেছে তাদের বাপ-দাদাদের মধ্য থেকে

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑧ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ

ও তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততীদের (মধ্য থেকে)[১২] ; নিশ্চয়ই আপনি—আপনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৯. আর আপনি তাদেরকে বাঁচান যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণ থেকে :[১৩]

⑧ رَبَّنَا-হে আমার প্রতিপালক ; وَ-আর ; أَدْخِلْهُمْ-(ادخل+هم)-আপনি তাদেরকে দাখিল করুন ; جَنّٰتِ-জান্নাতে ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; الَّتِي-যার ; وَعَدْتَّهُمْ-(وعدت+هم)-ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন ; وَ-এবং ; مَنْ-তাদেরকে যারা ; صَلَحَ-নেক কাজ করেছে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اٰبَآئِهِمْ-তাদের বাপ-দাদাদের ; وَ-ও ; أَزْوَاجِهِمْ-(ازواج+هم)-তাদের স্বামী-স্ত্রী ; وَ-এবং ; ذُرِّيّٰتِهِمْ-(ذريت+هم)-তাদের সন্তান-সন্তুতিদের (মধ্য থেকে) ; إِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি ; أَنْتَ-আপনিই ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়।⑨ وَ-আর ; قِهِمُ-(ق+هم)-আপনি তাদেরকে বাঁচান ; السَّيِّاٰتِ-যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণ থেকে ;

ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। এ দিক থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন, যা আসমান ও যমীনের বাসিন্দাদেরকে একইসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। যদিও উভয়ের মধ্যে জাতিগত ও স্থানগত বিরাট পার্থক্য বিরাজমান।

৮. অর্থাৎ আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে বিস্তৃত। আপনি সেসব ঈমানদার বান্দাহদের ভুল-ত্রুটি জানেন কিন্তু আপনার রহমতও যেহেতু ব্যাপক, তাই তাদের ভুল-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। অথবা আপনার জ্ঞানানুসারে যাদের সম্পর্কে আপনি জানেন যে, তাদের খাঁটি তাওবা করে আপনার পথ অবলম্বন করেছে, তাদের সবাইকে আপনি মাফ করে দিন।

৯. অর্থাৎ আপনার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ ত্যাগ করে আপনার অনুগত হয়ে আপনারই নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করেছে।

১০. এখানে ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। ক্ষমা করা ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করা কথা দু'টো সমার্থক হলেও ফেরেশতারা একই আবেদনকে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহর দরবারে পেশ করে ঈমানদারদের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

وَمَن تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

আর সেদিন যাকে আপনি যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণ[১৪] থেকে রক্ষা করবেন, তবে তাকে তো আপনি বিশেষ দয়া করবেন ; আর এটিই মহান সফলতা।

وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; تَقِ-আপনি রক্ষা করবেন ; السَّيِّاٰتِ-যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণ থেকে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; فَقَدْ رَحِمْتَهُ-(ف+قد+رحمت+ه)-তবে তাকে তো আপনি বিশেষ দয়া করবেন ; وَ-আর ; ذٰلِكَ هُوَ-এটিই ; الْفَوْزُ-সফলতা ; الْعَظِيْمُ-মহান।

১১. ক্ষমা করার সাথে 'জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করা' যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি ক্ষমা করার সাথে 'জান্নাত দান করা'ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তারপরও ফেরেশতারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমার আবেদনের সাথে 'জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা' এবং 'জান্নাত দান করা'র আবেদনকে আলাদা করে পেশ করার কারণ হলো মু'মিনদের কল্যাণের জন্য ফেরেশতাদের আবেগ অনুভূতি অত্যন্ত বেশী ; তাই তারা আল্লাহর দরবারে মু'মিনদের জন্য দোয়া করার অনুমতি পেয়ে একই আবেদনকে তারা একাধারে বারবার পেশ করতে থাকবে। অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

১২. জান্নাতে ঈমানদারদেরকে যেসব মর্যাদা দান করা হবে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, তাদের চক্ষুকে শীতল করার জন্য তাদের আব্বা-আম্মা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে একত্র করে দেবেন। সূরা আত তূর-এর ২১ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরাও ঈমান আনায় তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে শামিল করে দেবো এবং তাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও কমিয়ে দেবো না ; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।"

অর্থাৎ কেউ যদি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং তার আব্বা, আম্মা ও সন্তান-সন্ততি তার মতো মর্যাদা লাভ করতে না পারে, তাহলে তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে তাদের সাথে মিলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার আব্বা-আম্মা ও সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদা বুলন্দ করে দিয়ে তার পর্যায়ে নিয়ে যাবেন এবং তার সাথে শামিল করে দেবেন।

১৩. 'সাইয়িয়াত' দ্বারা বুঝায়—(১) ভুল আকীদা-বিশ্বাস, নিকৃষ্ট নৈতিক চরিত্র ও মন্দ কাজ ; (২) মন্দ কাজের পরিণাম ফল এবং (৩) দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মসিবত। এসব দুনিয়ার জীবনেও হতে পারে, মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে হতে পারে অথবা কিয়ামতের দিনেও হতে পারে। ফেরেশতাদের দোয়ার

মূলকথা হলো যেসব জিনিস মু'মিনদের জন্য অকল্যাণকর সেসব জিনিস থেকে রক্ষা করুন। তাদের দোয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত সব শামিল।

১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের অকল্যাণ অর্থ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা। যেমন—প্রচণ্ড তাপ, পানির পিপাসা, হিসেব-নিকেশের কঠোরতা, সমস্ত সৃষ্টির সামনে জীবনের সকল গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার অপমান ও লাঞ্ছনা এবং অপরাধীরা আরো যেসব লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে সেসব কিছুই কিয়ামতের দিনের অকল্যাণ।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন যেহেতু পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব, সেহেতু এ কিতাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবকিছুই সত্য বলে মেনে নিতে হবে—এটা ঈমানের পূর্বশর্ত।

২. এ কিতাবকে অমান্য করার কঠোর শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দিতে সক্ষম ; কারণ তিনি পরাক্রমশালী।

৩. এ কিতাবের বিধান-ই একমাত্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে ; যেহেতু এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহর দেয়া বিধান। তিনিই জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ রয়েছে।

৪. আল্লাহর পরাক্রমের কথা চিন্তা করে নিরাশ হওয়া যাবে না। কেননা তিনি তাওবা তথা গুনাহ থেকে ফিরে আসার ওয়াদা গ্রহণ করেন।

৫. তাওবা করার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হলে মনে রাখতে হবে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিতে সক্ষম।

৬. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; সুতরাং ইবাদাত-আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ; কারণ আমাদের সবাইকে একমাত্র তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

৭. কুরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে অসদুদ্দেশ্যে বিতর্ক করা, তাতে খুঁত বা অসামঞ্জস্যতা বের করার চেষ্টা করা কুফরী।

৮. কুরআন মাজীদের বিধান স্বীয় জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার যথার্থ অর্থ জানার জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণা করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

৯. কুরআনকে নিয়ে অসদুদ্দেশ্যে বিতর্ক সৃষ্টিকারী কাফিরদের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের চোখ ধাঁধানো জীবনাচার দেখে ধোঁকায় পড়া মু'মিনদের উচিত নয়।

১০. কাফির-মুশরিক এবং আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী, কুরআন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারী নাস্তিক মুরতাদদের জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবন দেখে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

১১. ইতোপূর্বে পৃথিবীতে কাওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অনেক অহংকারী জাতি-গোষ্ঠী আল্লাহর দীনকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো ; আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেও পাকড়াও করেছেন, আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য নির্ধারিত আছেই।

১২. আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহর দীন অমান্য করে চলার শাস্তিও অত্যন্ত ভয়াবহ ; সুতরাং আল্লাহর দীন মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত—এতে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই।

১৩. আল্লাহ বিরোধী সকল তাগুতী শক্তির পরিণাম জাহান্নাম—এটিই আল্লাহর বিধান—এ বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই।

১৪. আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রশংসাবাণীসহ তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা।

১৫. সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য উল্লিখিত ফেরেশতারা সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওবা গ্রহণ করে নেয়া ও ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন করছে। সুতরাং ফেরেশতাদের দোয়ার আওতায় নিজেদেরকে শামিল করার যোগ্যতা লাভ করার প্রচেষ্টা চালানো মু'মিনদের কর্তব্য।

১৬. সৎকর্মশীল মু'মিনদের ঈমানদার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্যও ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ ও জান্নাত দানের দোয়া করতে থাকে—এটি মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া।

১৭. উপরোক্ত ফেরেশতারা সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর দোয়াও করতে থাকে।

১৮. আখিরাতের অকল্যাণ তথা হাশরের ময়দানের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, হিসাব-নিকাশের কঠোরতা, প্রখর সূর্যের তাপ, তীব্র পিপাসা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

১৯. স্মরণীয় যে, মানুষের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে অবশ্যই গ্রহণীয়। আর কিয়ামতের দিনের সফলতা-ই চূড়ান্ত সফলতা।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ

১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের (আজকের) ক্ষোভের চেয়ে আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যই (তখন) অধিক ছিলো,

إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ

যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হতো আর তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে[১৫]।
১১. তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন,

وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

এবং দু'বার আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন[১৬] অতপর আমরা (এখন) আমাদের সকল অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি[১৭] তবে আছে কি (এখন এখান থেকে) বের হওয়ার কোনো পথ[১৮] ?

﴿١٠﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; يُنَادَوْنَ-তাদেরকে ডেকে বলা হবে ; لَمَقْتُ-অবশ্যই ক্রোধ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَكْبَرُ-(তখন) অধিক ছিলো ; مِنْ-চেয়ে; مَّقْتِكُمْ-(مقت+كم)-তোমাদের ক্ষোভের ; اَنْفُسَكُمْ-তোমাদের নিজেদের প্রতি ; اِذْ-যখন ; تُدْعَوْنَ-তোমাদেরকে ডাকা হতো ; اِلَى-দিকে ; الْاِيْمَانِ-ঈমানের ; فَتَكْفُرُوْنَ-আর তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে। ﴿١١﴾ قَالُوْا-তারা বলবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; اَمَتَّنَا-আপনি আমাদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন ; اثْنَتَيْنِ-দু'বার ; وَ-এবং ; اَحْيَيْتَنَا-আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন ; اثْنَتَيْنِ-দু'বার ; فَاعْتَرَفْنَا-(ف+اعترفنا)-অতপর আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি ; بِذُنُوْبِنَا-(ب+ذنوب+نا) আমাদের সকল অপরাধ ; فَهَلْ-(ف+هل)-তবে আছে কি (এখন এখান থেকে) ; اِلٰى خُرُوْجٍ-বের হওয়ার ; مِنْ-কোনো ; سَبِيْلٍ-পথ।

১৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিররা নিজেদের অশুভ পরিণতি দেখে যখন বুঝতে পারবে যে, তারা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে যার সংশোধনের কোনো পথ নেই তখন অনুশোচনায় তারা নিজেদের ওপর ক্রোধান্বিত হবে এবং নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে—তোমরা এখন নিজেদের ওপর

⑫ ذٰلِكُمْ بِأَنَّهٗٓ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ

১২. তোমাদের এ অবস্থা এজন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো, তখন তোমরা কুফরী করতে, আর তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে ;

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ⑬ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ

অতএব ফায়সালা আল্লাহর (হাতে), যিনি মহান, শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী[১৯]। ১৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দেখান তাঁর নিদর্শনাবলী[২০] এবং নাযিল করেন

⑫ ذٰلِكُمْ-তোমাদের এ অবস্থা ; بِأَنَّهٗ-এজন্য যে ; اِذَا-যখন ; دُعِيَ-ডাকা হতো ; اللّٰهُ-আল্লাহকে ; وَحْدَهٗ-এক ; كَفَرْتُمْ-তখন তোমরা কুফরী করতে ; وَ-আর ; اِنْ ; يُّشْرَكْ-শরীক সাব্যস্ত করা হলে ; بِهٖ-তাঁর সাথে ; تُؤْمِنُوْا-তোমরা তা বিশ্বাস করতে; فَالْحُكْمُ-অতএব ফায়সালা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর (হাতে) ; الْعَلِيِّ-যিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ; الْكَبِيْرِ-মহান। ⑬ هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْ-যিনি ; يُرِيْكُمْ-(يرى+كم)-তোমাদেরকে দেখান; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলী ; وَ-এবং ; يُنَزِّلُ-নাযিল করেন ;

ক্ষুব্ধ হচ্ছো ; কিন্তু দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের সৎকর্মশীল অনুসারীরা তোমাদেরকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য ঈমান আনা ও সৎকাজ করার জন্য ডেকেছিলো, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে, তখন তোমাদের ওপর আল্লাহর যে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিলো, তা ছিলো এর চেয়ে অনেক বেশী।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রাণহীন অবস্থা থেকে জীবন দান করেছেন আবার তাকে মৃত্যু দান করেন। কাফিররা এ দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন লাভ করাকে অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ এগুলো তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে। তারা পুনরায় জীবন লাভ করার ব্যাপারকে অস্বীকার করে, কারণ তারা তা এখনো দেখতে পায়নি শুধু নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তারা এ খবর শুনেছে। কিয়ামতের দিন তারা তা বাস্তবে দেখার পর স্বীকার করবে এবং বলবে যে, তাদের দু'বার মৃত্যু হয়েছে ও দু'বার জীবিত করা হয়েছে।

১৭. অর্থাৎ নবী-রাসূলদের বলা এ দ্বিতীয় জীবনের কথা অস্বীকার করে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে যেসব কাজ করেছি তাতে আমাদের জীবন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আমরাই যে আসলে অপরাধী ছিলাম, তা এখন আমরা স্বীকার করছি।

১৮. অর্থাৎ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আমাদেরকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করার কোনো পথ আছে কিনা ?

১৯. অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রভুত্ব ও তার বিধান মেনে নিতে তোমরা দুনিয়াতে অস্বীকার করেছিলে, সেই আল্লাহর হাতেই এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সকল ক্ষমতা রয়েছে। যাদেরকে

لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ⑬ فَادْعُوا اللَّهَ

তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযক[21]; আর (এসব দেখে) সে ব্যক্তি ছাড়া উপদেশ কেউ গ্রহণ করে না, যে (আল্লাহর দিকেই) ফিরে আসে[22]। ১৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ডাকতে থাকো

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; رِزْقًا-রিযিক ; وَ-আর (এসব দেখে) ; مَا يَتَذَكَّرُ-কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না ; إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-সে ব্যক্তি যে ; يُنِيبُ-ফিরে আসে (আল্লাহর দিকে)। ⑭ فَادْعُوا-অতএব তোমরা ডাকতে থাকো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ;

তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করতে, তাদের হাতে কোনো ক্ষমতাই নেই।

এ আয়াত থেকে এ অর্থও বুঝা যায় যে, এখন তোমাদের (কাফিরদের) এ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ নেই। কারণ, তোমরা শুধু আখিরাতকেই অস্বীকার করোনি, বরং তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতিও বিদ্রূপভাব পোষণ করতে এবং তাঁর ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সাথে অন্যদেরকে শরীক করতে।

২০. অর্থাৎ সেসব নিদর্শনাবলী যা দেখে নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, কুশলী, নির্মাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক একক আল্লাহ—যার কোনো শরীক নেই।

২১. আসমান থেকে রিযিক নাযিল করার অর্থ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন যার ওপর তোমাদের রিযিক নির্ভরশীল। আল্লাহ তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে একটি নিদর্শনের উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা যদি শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতের এ নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর কিতাবে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে যেসব নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে তা অকাট্য সত্য। পৃথিবী ও তাঁর সমস্ত সৃষ্টি যদি এক আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তখনই বিশ্ব-জাহানে এমন সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা সম্ভব। কারণ, এক মহাজ্ঞানী দয়াবান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পানির সুব্যবস্থা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যারা এ নিদর্শন দেখে চিন্তা-ভাবনা করে, তারাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারে। আর এসব দেখেও যারা উপদেশ গ্রহণ করে না, আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে কিছু কিছু সত্তাকে তাঁর অংশীদার বানায় তারা অবশ্যই যালিম।

২২. অর্থাৎ যে মানুষ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত এবং তাদের চোখের সামনে অহরহ সংঘটিত নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে। আর যারা এসব দেখেও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না ; বরং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর পর্দা ফেলে রাখে তারা এ থেকে কোনো উপদেশই গ্রহণ করতে পারে না।

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑭ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ

দীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠকারী হিসেবে,[২৩] যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করুক। ১৫. তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী,[২৪]

ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ

আরশের মালিক[২৫] ; তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি চান স্বীয় নির্দেশে 'রূহ' নাযিল করেন[২৬], যাতে সে সতর্ক করতে পারে

يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِمَنِ

সাক্ষাতের দিনটি সম্পর্কে[২৭]। ১৬. সেদিন তারা (সকল মানুষ) উন্মুক্ত হয়ে পড়বে—আল্লাহর কাছে (সেদিন) তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না : (সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে) কার

مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠকারী হিসেবে ; لَهُ-তাঁরই জন্য ; الدِّيْنَ-দীনকে ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-তা অপছন্দ করুক ; الْكٰفِرُوْنَ- অবিশ্বাসীরা। ⑮ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ-তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ; ذُوْا-মালিক ; الْعَرْشِ-আরশের ; يُلْقِى-তিনি নাযিল করেন ; الرُّوْحَ-রূহ ; مِنْ اَمْرِهٖ-(من+امر+ه)-স্বীয় নির্দেশে ; عَلٰى-প্রতি ; مَنْ-যার ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِهٖ-তাঁর বান্দাহদের ; لِيُنْذِرَ-যাতে সে সতর্ক করতে পারে ; يَوْمَ-দিনটি সম্পর্কে ; التَّلَاقِ-সাক্ষাতের। ⑯ يَوْمَ-সেদিন ; هُمْ-তারা (সকল মানুষ) ; بٰرِزُوْنَ-উন্মুক্ত হয়ে পড়বে ; لَا يَخْفٰى-গোপন থাকবে না (সেদিন); عَلٰى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর; مِنْهُمْ-তাদের ; شَىْءٌ-কোনো কিছুই ; لِمَنِ-(সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে) কার;

২৩. দীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী সূরা আয যুমার-এর ২ আয়াতের সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যা এ বিশ্ব-জাহানে অস্তিত্বশীল কোনো সত্তা তথা কোনো ফেরেশতা, নবী-রাসূল বা অলী-আওলিয়া সে সম্পর্কে ধারণা-কল্পনাই করতে সক্ষম নয়।

২৫. অর্থাৎ তিনি আরশের মালিক। আল্লাহর মহান আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যপ্ত এবং সবার ছাদ স্বরূপ। এ মহান আরশ মাটির সপ্তম স্তর থেকে জিবরাঈল আ.-এর গতিতে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বে অবস্থিত। (ইবনে কাসীর)

২৬. অর্থাৎ তিনি ওহী ও নবুওয়াত 'রূহ' অর্থ ওহী ও নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নবী বা রাসূল হিসেবে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারেন। এটা

ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَ ۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ ۝١٦ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا

রাজত্ব-আধিপত্য আজকের দিনে[২৮]? (সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে)— প্রবল-পরাক্রমশালী একক আল্লাহর। ১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই বিনিময়-ই দেয়া হবে, যা

كَسَبَتۡ ۚ لَا ظُلۡمَ ٱلۡيَوۡمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ۝١٧ وَأَنذِرۡهُمۡ

সে কামাই করেছে, আজ (কারো প্রতি) কোনো যুলুম হবে না[২৯]; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী[৩০]। ১৮. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন

ٱلۡمُلۡكُ-রাজত্ব-আধিপত্য ; ٱلۡيَوۡمَ-আজকের দিনে ; لِلَّهِ-(সৃষ্টি জগতের পক্ষ হতে ঘোষণা দেয়া হবে) আল্লাহর ; ٱلۡوَٰحِدِ-একক ; ٱلۡقَهَّارِ-প্রবল-পরাক্রমশালী। ⑰ ٱلۡيَوۡمَ-আজ ; تُجۡزَىٰ-সেই বিনিময়-ই দেয়া হবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفۡسِۭ-ব্যক্তিকে ; بِمَا-যা ; كَسَبَتۡ-সে কামাই করেছে ; لَا ظُلۡمَ-কোনো যুলুম হবে না ; ٱلۡيَوۡمَ-আজ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ٱللَّهَ-আল্লাহ ; سَرِيعُ-দ্রুত গ্রহণকারী ; ٱلۡحِسَابِ-হিসাব। ⑱ وَ-আর ; أَنذِرۡهُمۡ-(انذر+هم)-আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন ;

তাঁর একান্ত দান। এতে কারো কোনো পরামর্শ, পছন্দ বা না পছন্দ করার কোনো ইখতিয়ার নেই।

২৭. 'সাক্ষাতের দিন' দ্বারা সেদিনের কথা বলা হয়েছে যেদিন সমস্ত জ্বিন ও ইনসান একই সময়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদের সকল কর্ম-কাণ্ডের সাক্ষীও সেদিন সেখানে প্রস্তুত থাকবে। সেদিন সমস্ত মানুষ ও জ্বিন এক সমতল ভূমিতে তাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে এবং সবাই সেই খোলা ময়দানে আল্লাহর দৃষ্টির সামনে থাকবে।

২৮. অর্থাৎ কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁকের পরে যখন সমস্ত জ্বিন-ইনসান এক খোলা ময়দানে সমবেত হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে—'আজকের দিনে রাজত্ব কার?' এর জবাবে মু'মিন, কাফির নির্বিশেষে সবাই বলবে—'প্রবল-পরাক্রমশালী একক আল্লাহর।' মু'মিনরা তো তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আনন্দিত মনে এটা বলবে, কিন্তু কাফিররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে। দুনিয়াতে যারা যতো বড় ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী থাকুক না কেনো বা যতো বড় একনায়ক থাকুক না কেনো তারা সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

২৯. অর্থাৎ কোনো প্রতিদান পাওয়ার অধিকারীকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কাউকে তার প্রাপ্য প্রতিদান থেকে কম দেয়া হবে না। এমন কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না, যে শাস্তিযোগ্য নয়। শাস্তিযোগ্য কাউকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হবে না। কম শাস্তির যোগ্যকে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না। প্রতিদানের ক্ষেত্রে যুলুমের উল্লেখিত কয়েকটি রূপ হতে পারে।

يَوْمَ الْأٰزِفَةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ

আসন্ন দিনটি সম্পর্কে[৩১], যখন প্রাণসমূহ কণ্ঠের নিকটবর্তী আগত হবে, (সেদিন) যালিমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না[৩২]

وَلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۝

আর না কোনো এমন—সুপারিশকারী যাকে মেনে নেয়া হবে[৩৩]। ১৯. তিনি জানেন চোখগুলোর অপব্যবহার ও যা কিছু লুকিয়ে রাখে অন্তরসমূহ।

يَوْمَ الْأٰزِفَةِ-আসন্ন দিনটি সম্পর্কে ; إِذْ-যখন ; الْقُلُوْبُ-প্রাণসমূহ ; لَدَى-নিকটবর্তী ; الْحَنَاجِرِ-কণ্ঠের ; كٰظِمِيْنَ-আগত হবে; مَا-থাকবে না ; لِلظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের জন্য ; مِنْ-কোনো ; حَمِيْمٍ-বন্ধু ; وَ-আর ; لَا-না ; شَفِيْعٍ-এমন কোনো সুপারিশকারী ; يُطَاعُ-যাকে মেনে নেয়া হবে। ⑲ يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; خَائِنَةَ-অপব্যবহার ; الْأَعْيُنِ-চোখগুলোর ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু ; تُخْفِي-লুকিয়ে রাখে ; الصُّدُوْرُ-অন্তরসমূহ।

৩০. অর্থাৎ সকল জ্বিন-ইনসানের হিসেব নিতে তাঁর মোটেই দেরী হবে না। বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির রিযিক দানের ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব-জগতের সার্বিক পরিচালনা যেভাবে তিনি যুগপৎ করে যাচ্ছেন সেভাবে তিনি কিয়ামতের দিন সকল জ্বিন-ইনসানের হিসেবও যুগপৎ নিতে তাঁর কোনো দেরী হবে না। কারণ তাঁর আদালতে তিনিই একমাত্র বিচারক। তিনি বিচার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত, আর সাক্ষ্য-প্রমাণও সব সমুপস্থিত থাকবে। ঘটনার উভয় পক্ষের বাস্তব অবস্থার খুঁটিনাটি সবই তিনি অবগত এবং সকল সাক্ষ্য-প্রমাণও অনস্বীকার্য। কারো পক্ষে সেদিন বিচারকার্যকে বিলম্বিত করার মতো কোনো তৎপরতা দেখানো সম্ভব হবে না। সুতরাং হিসেব নেয়ার সকল কাজই দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

৩১. অর্থাৎ হিসেবের সে দিনটি অতি নিকটবর্তী। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতেই কিয়ামতকে অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া, তারা যেনো সেদিনকে দূরে মনে করে গাফলতিতে সময় নষ্ট না করে। মূলত মানুষের পুঁজি হলো তার হায়াত বা জীবনকাল। কিয়ামত তো সুনির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবেই ; কিন্তু কারো জীবনকাল শেষ হয়ে গেলে তথা মৃত্যু এসে গেলে কিয়ামত যত দূরেই থাকুক না কেনো, তার তো আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। (সুতরাং এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আখিরাতের জন্য উপার্জন করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩২. 'হামীম' অর্থ অত্যন্ত গরম পানি। এ দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও 'হামীম' বলা হয়ে থাকে, যে স্বীয় বন্ধুর অপমান বা প্রহৃত হওয়া দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠে।

٢٠ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ

২০. আর আল্লাহ-ই সত্য-সঠিক ফায়সালা করেন ; আর তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তারা কোনো কিছুর ফায়সালা দিতে পারে না ;

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই একমাত্র সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।[৩৪]

(২০) وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَقْضِىْ-ফায়সালা করেন ; بِالْحَقِّ-সত্য-সঠিক ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِهٖ-তাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে ; لَا يَقْضُوْنَ-তারা ফায়সালা দিতে পারবে না ; بِشَىْءٍ-কোনো কিছুর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيْعُ-একমাত্র সর্বশ্রোতা ; الْبَصِيْرُ-সর্বদ্রষ্টা।

৩৩. কাফির ও মুশরিকরা শাফায়াত সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, তারা যাদের পূজা-উপাসনা করে সে পূজ্য ও উপাস্যরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে, এখানে এ আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী সেখানে থাকবে না যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। সুপারিশের ব্যাপারে যারা কাফির-মুশরিকদের মতো এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে তারা অবশ্যই যালিম। সেদিন শাফায়াতের অনুমতি পেতে পারে একমাত্র আল্লাহর নেক বান্দাহরা। আর তারা কখনো কাফির, মুশরিক ও ফাসিকদের বন্ধু হতে পারে না। তাই তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশও করতে পারে না। সুতরাং এমন কোনো বন্ধু তাদের জন্য সেদিন পাওয়া যাবে না যারা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদের জন্য ক্ষমা করিয়েই ছাড়তে সক্ষম।

৩৪. অর্থাৎ মুশরিকদের উপাস্যদের মতো আল্লাহ কোনো অন্ধ ও বধির সত্তা নন ; বরং তিনি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যে সিদ্ধান্ত দেন তা জেনে-শুনে-দেখেই দেন। কেননা তিনি মানুষের দৃষ্টির চুরি সম্পর্কেও খবর রাখেন।

২য় রুকূ' (১০-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অবিশ্বাসীরা যখন আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। অতএব আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর দীনের অনুগত জীবন যাপন করতে হবে।

২. দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা শেষ বিচারের দিন নিজেদের কুফরীর জন্য নিজেরাই নিজেদের ওপর বিক্ষুব্ধ হবে ; কিন্তু সেই ক্ষোভ তাদের কোনো কাজে আসবে না।

৩. আখিরাত তথা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভে বিশ্বাসই এ জীবনের সকল কাজ-কর্মের মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং আমাদেরকে আখিরাতের ওপর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখতে হবে।

৪. দুনিয়াতে জীবন লাভের পূর্বে মৃত অবস্থা, জীবন লাভ ও মৃত্যু—মানুষের এ তিনটি পর্যায়কে সকল অবিশ্বাসী-ই বিশ্বাস করতে বাধ্য ; কিন্তু দ্বিতীয় মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা বিশ্বাস করে না, অথচ এ চতুর্থ বিশ্বাস-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৫. অবিশ্বাসীরা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর সামনে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে ; কিন্তু তখন তাতে বিশ্বাস করলে কোনো লাভ হবে না। মৃত্যুর আগেই তাতে বিশ্বাস করতে হবে।

৬. কাফিরদের করুণ পরিণতির কারণ হলো তাওহীদে অবিশ্বাসী ও শির্কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। শির্কের মাধ্যমে যাদেরকে তারা আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করতো, তাদের কোনো ক্ষমতাই সেদিন থাকবে না, সকল সিদ্ধান্তের মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ।

৭. আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে শুধুমাত্র আসমান থেকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদের রিযিকের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করলেই মানুষের হিদায়াত লাভ করা তথা তাওহীদের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৮. আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে হিদায়াত লাভ করতে হলে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করে নিতে হবে ; নচেৎ হিদায়াত লাভ সম্ভব নয়।

৯. আল্লাহর দাসত্বের সাথে জীবনের কোনো পর্যায়ে কারো দাসত্ব করা যাবে না।

১০. আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর সামনে বিনত হতে হবে, তাঁর দেয়া জীবনবিধানের অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ-ই মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কাফির মুশরিকের পছন্দ-অপছন্দের পরওয়া করা যাবে না।

১১. আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলী সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে ওহী ও নবুওয়াতের জন্য পাত্র নির্বাচন করেছেন। এতে কারো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত ছিলো না।

১২. হাশরের তথা প্রতিদান দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করাই ছিলো নবী-রাসূলদের দায়িত্ব।

১৩. প্রতিদান দিবসে মানুষের সকল গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে মানুষের কোনো গোপনীয়তা নেই।

১৪. সকল প্রকার রাজত্ব তথা ক্ষমতা-কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা।

১৫. কিয়ামতের দিন দুনিয়ার রাজা-মহারাজারা এবং একনায়ক শাসকরাও আল্লাহর একক মালিকানার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে।

১৬. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল জ্বিন-ইনসানকে তাদের কাজের ন্যায্য প্রতিদান দেবেন। এতে কারো ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

১৭. শেষ বিচারের আগে-পরের সকল জ্বিন ও ইনসানের হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হবে না। তিনি সকলের হিসেব-ই যুগপৎ একই সাথে নিতে সক্ষম।

১৮. কিয়ামতের সেই কঠিন দিন সম্পর্কে আমাদেরকে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সেদিনের কঠোরতাকে মনে রেখেই জীবন যাপন করতে হবে।

১৯. হাশরের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে কারো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা দানের ক্ষমতা ও জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

২০. আল্লাহ তা''আলাই সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। সুতরাং তাঁর অজান্তে বা অগোচরে কিছু সংঘটিত হতে পারে না—একথা সদা-সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٢١﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا

২১. তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, তাহলে তারা দেখতো কেমন হয়েছিলো তাদের পরিণাম যারা ছিলো

مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَ

তাদের আগে ; তারা পৃথিবীতে এদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিলো শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে এবং কীর্তি রেখে যাওয়ার দিক থেকেও ; অতঃপর পাকড়াও করলেন

هُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

তাদেরকে আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে ; আর ছিলো না তাদের জন্য কোনো রক্ষাকারী আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে (তাদেরকে রক্ষা করার জন্য)। ২২. এটা এ কারণে যে,

كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ

তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে[৩৫], কিন্তু তারা অমান্য করেছিলো, ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর

(২১) أَوَ-তবে কি ; لَمْ يَسِيرُوا-তারা ভ্রমণ করেনি ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; فَيَنظُرُوا-তাহলে তারা দেখতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِينَ-তাদের, যারা كَانُوا-ছিলো ; مِن قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; كَانُوا-ছিলো; هُمْ-তারা ; أَشَدَّ-অধিক প্রবল ; مِنْهُمْ-এদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে; وَ-এবং; آثَارًا-কীর্তি রেখে যাওয়ার দিক থেকে ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে; فَأَخَذَ-অতঃপর পাকড়াও করলেন ; هُمْ-তাদেরকে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِذُنُوبِهِمْ-তাদেরকে গুনাহের কারণে ; وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিলো না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنَ-থেকে ; اللَّهُ-আল্লাহর (পাকড়াও) ; مِنْ-কোনো ; وَاقٍ-(তাদেরকে রক্ষা করার জন্য) রক্ষাকারী। (২২) ذَٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمْ-এজন্য যে তারা ; كَانَتْ تَأْتِيهِمْ-তাদের নিকট এসেছিলেন ; رُسُلُهُمْ-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنَاتِ-সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে ; فَكَفَرُوا-কিন্তু তারা অমান্য করেছিলো ; فَأَخَذَ-ফলে পাকড়াও করলেন ; هُمُ-তাদের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; قَوِيٌّ-মহাশক্তিধর ;

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

কঠোর শাস্তিদাতা। ২৩. আর নিঃসন্দেহে আমিই মূসাকে[৩৬] পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৭] সহকারে—

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم

২৪. ফিরআউন ও হামান[৩৮] এবং কারূনের কাছে, তখন তারা বলেছিলো—'(এ ব্যক্তি) যাদুকর ; চরম মিথ্যাবাদী।' ২৫. অতঃপর যখন তিনি (মূসা) তাদের কাছে এলেন

بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا

আমার নিকট থেকে সত্যসহ[৩৯], তারা বললো, তার (মূসার) সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে তোমরা হত্যা করো এবং জীবিত রেখে দাও

شَدِيْدُ-কঠোর দাতা ; الْعِقَابِ-শাস্তি। ﴿٢٣﴾ وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিঃসন্দেহে আমি-ই পাঠিয়েছিলাম ; مُوسَىٰ-মূসাকে ; بِآيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী সহকারে ; وَ-এবং ; سُلْطَانٍ-প্রমাণ ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট। ﴿٢٤﴾ إِلَىٰ-কাছে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; هَامَانَ-হামান ; وَ-এবং ; قَارُونَ-কারূনের ; فَقَالُوا-(ف+قالوا)-তখন তারা বলেছিলো ; سَاحِرٌ-(এ ব্যক্তি) যাদুকর ; كَذَّابٌ-চরম মিথ্যাবাদী। ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; جَاءَ-তিনি (মূসা) এলেন ; هُمْ-তাদের কাছে ; بِالْحَقِّ-সত্যসহ ; مِنْ-থেকে ; عِندِنَا-আমার নিকট ; قَالُوا-তারা বললো ; اقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো ; أَبْنَاءَ-পুত্রদেরকে ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; مَعَهُ-(مع+ه)-তাঁর (মূসার) সাথে ; وَ-এবং ; اسْتَحْيُوا-জীবিত রেখে দাও ;

৩৫. সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূসা আ.-এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে প্রদত্ত মু'জিযাসমূহ। তাঁর আনীত শিক্ষাসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যাসমূহের এমন সব সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা যা তার নিস্বার্থতার প্রমাণ বহন করে।

৩৬. হযরত মূসা আ. ও ফিরআউন-এর কাহিনী কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতে স্বল্প-বিস্তার আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব নিদর্শন যা দেখে মূসা আ.-কে আল্লাহর নবী হিসেবে নিঃসন্দেহে মেনে নেয়া যায়। আসলে মূসা আ.-এর দেখানো মু'জিযাগুলো দেখার পর

نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

তাদের নারীদেরকে[৪০] ; আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ছাড়া কিছুই নয়[৪১]।
২৬. আর[৪২] ফিরআউন বললো,

ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ

"তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করবো[৪৩], আর সে তার প্রতিপালককে ডেকে দেখুক ; আমি অবশ্যই আশংকা করছি যে, সে তোমাদের জীবনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ফেলবে,

نِسَاءَ-নারীদেরকে ; هُمْ-তাদের ; وَ-আর ; مَا-কিছুই নয় ; كَيْدُ-ষড়যন্ত্র ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; اِلَّا-ছাড়া ; فِيْ ضَلٰلٍ-ব্যর্থ। ﴿২৬﴾ وَ-আর ; قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; ذَرُوْنِيْ-তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও ; اَقْتُلْ-আমি হত্যা করবো ; مُوْسٰى-মূসাকে ; وَ-আর ; لْيَدْعُ-সে ডেকে দেখুক ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালককে ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اَخَافُ-আশংকা করছি ; اَنْ-যে ; يُّبَدِّلَ-সে পরিবর্তন করে ফেলবে ; دِيْنَكُمْ-(دين+كم)-তোমাদের জীবনব্যবস্থা ;

ফিরআউন ও তার সভাসদগণ নিসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলো যে, তিনি আল্লাহর নবী। কিন্তু নিজেদের অহংকারের কারণে তারা তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিলো না।

৩৮. হামান ছিলো হযরত মূসা আ.-এর যুগের ফিরআউনের প্রধানমন্ত্রী। সে ছিলো মূসা আ.-এর চরম শত্রু এবং ফিরআউনের নির্ভরশীল ব্যক্তি। (লুগাতুল কুরআন)

৩৯. অর্থাৎ মূসা আ.-এর প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহ তাঁর সত্যতার প্রমাণ ছিলো। তিনি যে আল্লাহর রাসূল তা প্রমাণের জন্য আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন ছিলো না।

৪০. ফিরআউনের পক্ষ থেকে মূসা আ.-এর অনুসারী মু'মিনদেরকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, যাতে করে তারা ভীত হয়ে মূসা আ.-এর পক্ষ ত্যাগ করে।

৪১. অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র হলো গুমরাহী ও যুলুম-নির্যাতন ; কিন্তু এ ষড়যন্ত্র করেও তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবে না, বরং তারাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য নিজেদের জিদ ও হঠকারিতার কারণে সত্যের বিরুদ্ধে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে।

৪২. ফিরআউন ও মূসার সংঘাতের কাহিনীর যে ঘটনা এখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ তার দরবারের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির ঘটনা কুরআন মাজীদ ছাড়া আর কোথাও উল্লেখিত হয়নি। বনী ইসরাঈলরা স্বয়ং নিজেদের ইতিহাসের এ ঘটনা

أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ

অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে[৪৪]।" ২৭. তখন মূসা বললেন, 'আমি নিশ্চিত আশ্রয় নিয়েছি

بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

আমার প্রতিপালকের নিকট এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট—এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি থেকে, যে হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।[৪৫]

أَوْ-অথবা ; أَنْ يُّظْهِرَ-সৃষ্টি করবে ; فِي الْأَرْضِ-দেশে ; الْفَسَادَ-বিপর্যয়। ﴿٢٧﴾ وَ-তখন ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; إِنِّي-আমি নিশ্চিত ; عُذْتُ-আশ্রয় নিয়েছি ; بِرَبِّي-(ب+رب+ى)-আমার প্রতিপালকের নিকট ; وَ-এবং ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ; مِّنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مُتَكَبِّرٍ-এমন অহংকারী ব্যক্তি ; لَّا يُؤْمِنُ-যে ঈমান রাখে না ; بِيَوْمِ-দিনের প্রতি ; الْحِسَابِ-হিসাবের।

ভুলে গেছে। বিশ্ববাসী একমাত্র কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই এ ঘটনা জানতে পেরেছে। হযরত মূসা আ.-এর ব্যক্তিত্ব, ন্যায় ও সত্যের দিকে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রকাশিত মু'জিযা দ্বারা ফিরআউনের উল্লেখিত সভাসদ প্রভাবান্বিত হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁর ঈমানকে গোপন রেখেছিলেন। তিনিই ফিরআউন কর্তৃক মূসা আ.-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

৪৩. ফিরআউন মূসা আ.-এর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে জানতো ; কিন্তু নিজের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে ঈমান আনেনি। সে মূসা আ.-কে মনে মনে ভয় করতো, তাই মূসা আ.-এর ওপর সরাসরি কিছু করতে সাহস করতো না। সে বুঝাতে চায় যে, কিছু লোক তাকে বাধা দিচ্ছে বলেই সে মূসাকে হত্যা করতে পারছে না, না হয় আরো আগেই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। আসলে তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না, সে নিজের মনের ভয়েই মূসা আ.-এর ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রয়েছে।

৪৪. এখানে 'ইউবাদ্দিলা দীনাকুম' অর্থ তোমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ ফিরআউন আশংকা করছে যে, মূসা আ.-এর আন্দোলনের ফলে তার বংশের চূড়ান্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ভিত্তি ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিসরে চলছিলো তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। 'দীন' দ্বারা এখানে শাসনব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে—'ইন্নি আখাফু আই ইউবাদ্দিলা দীনাকুম'-এর অর্থ 'ইন্নি আখাফু আঁই ইউগায়্যিরা সুলতানাকুম'। অর্থাৎ "আমি আশংকা করছি সে তোমাদের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ফেলবে।"

বিভিন্ন যুগের কুচক্রী ও ধুরন্দর শাসকদের মতো ফিরআউনও তার জনগণকে বুঝাতে চায় যে, মূসার আন্দোলনের ফলে তোমাদের বিপদ হবে—দেশের ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমরা দুঃখ-কষ্টে পড়বে। আমার শাসনব্যবস্থায় তোমরা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছ, তা আর থাকবে না। এসব কারণেই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। আমার নিজের জন্য নয়। কারণ সে দেশ ও জাতির শত্রু।

আর মূসা যদি তোমাদের দেশের বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করার আন্দোলনে সফল না-ও হয়, তবুও তার আন্দোলনে দেশে বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। তাকে হত্যা করার মতো কোনো অপরাধ এটা না হলেও দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য তাকে হত্যা করে ফেলাই নিরাপদ। কারণ দেশের আইন-শৃংখলার পক্ষে সে বিপজ্জনক।

৪৫. ফিরআউনের হুমকির জবাবে মূসা আ.-এর এ বক্তব্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি এতে মোটেও ভীত হননি। তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এখানে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, মূসা আ.-এর এ জবাব ফিরআউনের মজলিসে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে হতে পারে ; অথবা যে মু'মিন ব্যক্তি মূসা আ.-কে তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিয়েছিলো তাঁর সামনেও হতে পারে।

কুরআন মাজীদে এটা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মক্কার যেসব আখিরাত-অবিশ্বাসী যালিম মুহাম্মাদ সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে তাদের জন্যও একই জবাব। আর ভবিষ্যতেও যেসব আখিরাত অবিশ্বাসী যালিম ফিরআউন ও মক্কার কাফির সরদারদের মতো কোনো আল্লাহর দীনের আহ্বানকারীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাদের জন্যও জবাব এটিই হবে।

৩য় রুকূ' (২১-২৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অতীতের সীমালংঘনকারী জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যথাসম্ভব পৃথিবীতে ভ্রমণ করা প্রয়োজন।

২. প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলেও অতীতের বিধ্বস্ত জাতিগুলোর পরিণতি আমাদের সামনে ভেসে উঠে। আমরা তাদের শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় পেতে পারি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

৩. যুলুম ও পাপকার্যে সীমালংঘন করা ছাড়া কোনো জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে ধ্বংস করেন না। সুতরাং আল্লাহর পাকড়াও-এর কথা স্মরণ করে যুলুম ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. অতীতের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করার জন্য যেমন কেউ ছিলো না, তেমনি বর্তমান বা অনাগত ভবিষ্যতেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মতো কোনো শক্তি থাকবে না—এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

৫. তাদের ধ্বংসের মূল কারণ ছিলো তাদের কাছে আগত আল্লাহর নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে মেনে নিতে বাহ্যত ও কার্যত অস্বীকার করা। ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে দীনের পথে থাকতে হবে।

৬. শেষ নবীর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত—এ সময়কালে নবীদের দীনী দাওয়াতের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর ন্যস্ত। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে এবং নিজেরা দীনী বিধান পালনে গাফলতী করলে অতীতের পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৭. আমাদেরকে মহাশক্তিধর পরাক্রমশালী আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে অন্তরে ভয় রাখতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ পালনে সক্রিয় থাকতে হবে।

৮. যুগে যুগে ক্ষমতাসীন বাতিল শাসকগোষ্ঠী দীনের আন্দোলনকে তাদের ক্ষমতার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করাতে সচেষ্ট ছিলো।

৯. ফিরআউন, হামান ও কারূন হলো বাতিল শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের প্রতিভূ। ফিরআউন হলো শাসক শ্রেণীর প্রতিভূ, হামান বাতিল শাসকব্যবস্থার আমলা গোষ্ঠীর প্রতিভূ আর কারূন হলো বাতিল শাসনব্যবস্থার অধীনে সুবিধাভোগী ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ।

১০. ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীদের শ্রেণী ও প্রকৃতি সর্বকালে সমান। আর তার মুকাবিলা করার মূলনীতিও সর্বকালে একই। যদিও কৌশল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

১১. মূসা আ. ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদেরকে আন্দোলন থেকে ফেরানোর লক্ষ্যে নির্যাতনের যে পন্থা অবলম্বন করেছিলো, অবশেষে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সঠিক ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুলুম-নির্যাতনের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১২. ইসলামী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং আল্লাহ। তাই মূসা আ.-কে যেমন তাঁর আন্দোলনে আল্লাহ তা'আলা সফল করেছেন, সকল যুগেই আল্লাহ এভাবে ইসলামী আন্দোলনকে সফল করবেন।

১৩. ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করে ফেলা অথবা দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার এ অভিযোগ অতি পুরাতন। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতকালেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

১৪. ইসলামী আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বাতিলের জন্য সেটাই হবে চূড়ান্ত জবাব, যা মূসা আ. দিয়েছিলেন।

১৫. আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসই মানুষের গুমরাহীর মূল কারণ। তাই আমাদেরকে আখিরাত-বিশ্বাসকে অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত রাখতে হবে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১০

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আর ফিরআউনের বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি[৪৬] বললো, যে তার ঈমানকে গোপন রেখেছিলো—"তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে

اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ وَاِنْ

যে, সে বলে—'আমার প্রতিপালক আল্লাহ' অথচ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে[৪৭] ; আর যদি

يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۖ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۖ

সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যার দায়-দায়িত্ব তারই[৪৮] ; আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তোমাদের ওপর তার কিছু না কিছু আপতিত হবে, যার ওয়াদা সে তোমাদেরকে দিচ্ছে ;

(২৮) وَ-আর ; قَالَ-বললো ; رَجُلٌ-এক ব্যক্তি ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন ; مِنْ اٰلِ-বংশের ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; يَكْتُمُ-যে গোপন রেখেছিলো ; اِيْمَانَهٗ-(ايمان+ه)-তার ঈমানকে ; اَتَقْتُلُوْنَ-(ا+تقتلون)-তোমরা কি হত্যা করবে ; رَجُلًا-এমন এক ব্যক্তিকে ; اَنْ يَّقُوْلَ-যে, সে বলে ; رَبِّيَ-আমার প্রতিপালক ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-অথচ ; قَدْ جَآءَكُمْ-নিঃসন্দেহে সে তোমাদের কাছে এসেছে ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّكُ-সে হয় ; كَاذِبًا-মিথ্যাবাদী ; فَعَلَيْهِ-(ف+على+ه)-তবে তারই ; كَذِبُهٗ-(كذب+ه)-তার মিথ্যার দায়-দায়িত্ব ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّكُ-সে হয় ; صَادِقًا-সত্যবাদী ; يُّصِبْكُمْ-(يصب+كم)-তোমাদের ওপর আপতিত হবে ; بَعْضُ-কিছু না কিছু ; الَّذِيْ-তার যার ; يَعِدُكُمْ-(يعد+كم)-সে তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছে ;

৪৬. মুফাস্‌সিরীনে কিরামের অনেকের মতে উক্ত মু'মিন ব্যক্তি ছিলেন ফিরআউনের চাচাতো ভাই। এক কিবতীকে হত্যা করার ঘটনায় ফিরআউনের দরবারে মূসা আ.-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিলো। তখন তিনি শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা আ.-কে এ খবর দিয়েছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ

আল্লাহ তাকে কখনও সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী অতিশয় মিথ্যাবাদী[৪৯]।
২৯. হে আমার কাওম ! রাজত্ব তো তোমাদেরই

اِنَّ-কখনো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِىْ-সঠিক পথ দেখান না ; مَنْ-তাকে ; هُوَ-যে ; مُسْرِفٌ-সীমালংঘনকারী ; كَذَّابٌ-অতিশয় মিথ্যাবাদী। ﴿٢٩﴾ يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; لَكُمْ-তোমাদেরই ; الْمُلْكُ-রাজত্ব তো ;

৪৭. অর্থাৎ এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন তিনি তোমাদের সামনে পেশ করেছেন, যা দেখে—তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না— নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত মু'জিযাসমূহের দিকে ইংগীত করেই মু'মিন ব্যক্তি একথা বলেছিলেন। মূসা আ.-কে যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিলো, তা ইতোপূর্বে অনেক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

৪৮. অর্থাৎ তোমাদের সামনে পেশকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করো, তাহলে তাকে তার মিথ্যার ওপর চলতে দাও। সে আল্লাহর সামনে তার মিথ্যাবাদিতার জবাবদিহি করবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার পরিণাম শুভ হবে না।

মূসা আ. নিজেও এর আগে ফিরআউনকে একই কথা বলেছিলেন। সূরা দুখানে তাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে—

"তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে তোমরা আমার নিকট থেকে দূরে থাকো।" (সূরা আদ দুখান ঃ ২১)

এখানে উল্লেখ্য যে, মু'মিন ব্যক্তিটি তাঁর বক্তব্যের প্রথম দিকে তাঁর ঈমানের কথা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি এমনভাবে কথা বলেছেন যেনো তিনি নিরপেক্ষভাবে জাতির কল্যাণেই কথা বলছেন। তবে শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর ঈমানের কথা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী রুকূ'তে তাঁর বক্তব্য থেকে তা প্রকাশ পেয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ এ ব্যক্তি তার দাবীতে হয়তো সত্যবাদী হবে, না হয় মিথ্যাবাদী হবে। একই সাথে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই হতে পারে না। তার উন্নত স্বভাব-চরিত্র ও পবিত্রতা দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, সে মিথ্যাবাদী। কারণ, একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এমন উন্নত স্বভাব-চরিত্র দান করতে পারেন না। আর এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা যদি মিথ্যামিথ্যি তাকে দোষারোপ করো এবং সীমালংঘন করে তার প্রাণনাশের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হও তাহলে মনে রেখো আল্লাহ এমন মিথ্যাচার ও সীমা লংঘনমূলক কাজকে সফল হতে দেন না।

الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ط

আজ, এ দেশে তোমরাই বিজয়ী শক্তি ; কিন্তু কে আমাদেরকে সাহায্য করবে আল্লাহর আযাব থেকে, যদি তা আমাদের ওপর এসে পড়ে[৫০] ;"

قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

ফিরআউন বললো, "আমি তো তোমাদের কাছে এমন মতামত দিচ্ছি না তা ছাড়া, যা আমি ভালো মনে করছি এবং আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ ছাড়া দেখাই না।"[৫১]

﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○

৩০. অতঃপর যে ঈমান এনেছিলো, সে বললো, "হে আমার কাওম ! আমি অবশ্যই তোমাদের ওপর (পূর্ববর্তী) দলসমূহের মতো (আযাবের) দিনের ভয় করছি।

﴿٣١﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط وَ

৩১.—কাওমে নূহ, ও 'আদ এবং সামূদ আর তাদের অবস্থার মতো যারা তাদের পরবর্তীদের শামিল ছিলো ; কিন্তু

الْيَوْمَ-আজ ; ظٰهِرِيْنَ-বিজয়ী শক্তি ; فِي الْاَرْضِ-এ দেশে ; فَمَنْ-(ف+من)-কিন্তু কে ; يَنْصُرُنَا-আমাদেরকে সাহায্য করবে ; مِنْ-থেকে ; بَاْسِ-আযাব ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنْ-যদি ; جَآءَنَا-তা আমাদের ওপর এসে পড়ে ; قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; مَا-আমি তো তোমাদের কাছে এমন মতামত দিচ্ছি না ; اُرِيْكُمْ-(ما ارى+كم)-আমি ; اِلَّا-তাছাড়া ; مَا-যা ; اَرٰى-আমি ভালো মনে করছি ; وَ-এবং ; مَآ اَهْدِيْكُمْ-আমি তোমাদেরকে দেখাই না ; اِلَّا-ছাড়া ; سَبِيْلَ-পথ ; الرَّشَادِ-সঠিক। ﴿٣٠﴾ وَ-অতঃপর ; قَالَ-সে বললো ; الَّذِيْٓ-যে ; اٰمَنَ-ঈমান এনেছিলো ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اَخَافُ-ভয় করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; مِثْلَ-মতো ; يَوْمِ-(আযাবের) দিনের ; الْاَحْزَابِ-(পূর্ববর্তী) দলসমূহের। ﴿٣١﴾ مِثْلَ-মতো ; دَاْبِ-অবস্থার; قَوْمِ-কাওমে ; نُوْحٍ-নূহ ; وَ-ও ; عَادٍ-আদ ; وَ-এবং ; ثَمُوْدَ-সামূদ ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; مِنْ-শামিল ছিলো ; بَعْدِهِمْ-(بعد+هم)-তাদের পরবর্তীদের ; وَ-কিন্তু ;

৫০. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে তাঁর পথে ব্যবহার না করলে তাঁর পক্ষ থেকে অবশ্যই আযাব এসে পড়বে। তখন কারো পক্ষে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

আল্লাহ চান না (তাঁর) বান্দাহদের প্রতি যুলুম করতে[৫২]।" ৩২. "আর হে আমার কাওম! আমি নিশ্চিত তোমাদের জন্য ফরিয়াদ-অনুশোচনার দিনের আশংকা করছি।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ

৩৩.—যেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে ; (সেদিন) থাকবে না তোমাদের জন্য আল্লাহ থেকে কোনো রক্ষক ; আর যাকে আল্লাহ গুমরাহ করেন, নেই তার জন্য

مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ

কোনো পথপ্রদর্শক। ৩৪. আর নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে কিন্তু তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে ইতস্তত করোনি

مَا-না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُرِيْدُ-চান ; ظُلْمًا-যুলুম করতে ; لِّلْعِبَادِ-(ل+ال+عباد)-(তাঁর) বান্দাহদের প্রতি। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; اِنِّىْٓ-আমি নিশ্চিত ; اَخَافُ-আশংকা করছি ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের জন্য ; يَوْمَ-দিনের ; التَّنَادِ-ফরিয়াদ-অনুশোচনার। ﴿٣٣﴾ يَوْمَ-যেদিন ; تُوَلُّوْنَ-তোমরা পালাবে ; مُدْبِرِيْنَ-পেছন ফিরে ; مَا-(সেদিন) থাকবে না ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহ; مِنْ-কোনো ; عَاصِمٍ-রক্ষক ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يُّضْلِلِ-গুমরাহ করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَمَا-নেই ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ-কোনো ; هَادٍ-পথপ্রদর্শক। ﴿٣٤﴾ وَ-আর ; لَقَدْ جَآءَكُمْ-(لقد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছিলেন ; يُوْسُفُ-ইউসুফ ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ; فَمَا زِلْتُمْ-(ف+ما زلتم)-কিন্তু তোমরা ইতস্তত করোনি ; فِىْ شَكٍّ-সন্দেহ পোষণ করতে ;

৫১. এখানে ফিরআউন তার নিজের মতামত দিয়ে বুঝাতে চেয়েছে যে, কারো পরামর্শে সে নিজের মত পাল্টাতে প্রস্তুত নয়। তার মতে সে যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটাই গ্রহণ করার মধ্যেই সকলের কল্যাণ নিহিত। ফিরআউনের এ জবাব থেকে এটা বুঝা যায় যে, তার বংশীয় লোকটির মূসা আ.-এর ওপর ঈমান আনা সম্পর্কে সে তখনও অবহিত নয়। নচেৎ তার কথায় তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতো।

৫২. অর্থাৎ বান্দাহ যখন সীমালংঘন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর আযাব পাঠান। আর তখন আযাব পাঠানো আল্লাহর ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়ায়। নচেৎ আল্লাহ বান্দাহর প্রতি এমন কোনো শত্রুতা পোষণ করেন না যে, তিনি অযথা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ

—তাতে যা তিনি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন ; এমনকি যখন তিনি মারা গেলেন (তখন) তোমরা বলতে শুরু করলে—"তাঁর পরে আল্লাহ আর কখনো রাসূল পাঠাবেন না"[৫৩] ;

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ

এভাবে[৫৪] আল্লাহ গুমরাহীতে ফেলে রাখেন তাকে, যে সীমালংঘনকারী সন্দেহপ্রবণ—

৩৫. যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়

فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ

আল্লাহর আয়াতসমূহে—তাদের নিকট এসেছে এমন কোনো প্রমাণ ছাড়া[৫৫] ; (এটা) অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী আল্লাহর নিকট এবং তাদের নিকটও যারা ঈমান এনেছে ;

مِمَّا-তাতে ; جَآءَكُمْ-তিনি এসেছিলেন ; بِهِ-যা নিয়ে ; حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; هَلَكَ-তিনি মারা গেলেন ; قُلْتُمْ-(তখন) তোমরা বলতে শুরু করলে ; لَنْ يَبْعَثَ-কখনো পাঠাবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তাঁর পরে ; رَسُوْلًا-রাসূল ; كَذٰلِكَ-এভাবে ; يُضِلُّ-গুমরাহীতে ফেলে রাখেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَنْ-তাকে ; هُوَ-যে ; مُسْرِفٌ-সীমালংঘনকারী ; مُرْتَابٌ-সন্দেহ প্রবণ। ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; يُجَادِلُوْنَ-বিতর্কে লিপ্ত হয় ; فِىْ اٰيٰتِ-আয়াতসমূহে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِغَيْرِ-ছাড়া ; سُلْطٰنٍ-এমন কোনো প্রমাণ ; اَتٰهُمْ-(اتى+هم)-তাদের নিকট এসেছে ; كَبُرَ-(এটা) অত্যন্ত ; مَقْتًا-ক্রোধ উদ্রেককারী ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; عِنْدَ-নিকটও ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ;

৫৩. অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন বাহানা দিয়ে ঈমান আনা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টায় রত থাকো। মূসা আ.-এর আগে হযরত ইউসুফ আ. মিসরে নবী হয়ে এসেছিলেন। তোমরা তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করে থাকো, যেমন তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে ৭ বছর ব্যাপী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তোমরা স্বীকার করো যে, তাঁর শাসনামলের মতো ন্যায়-ইনসাফ এবং কল্যাণ ও বরকতের যুগ মিসরে আর কখনো ফিরে আসেনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তোমরা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সাড়া দাওনি। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা বলতে শুরু করলে যে, তাঁর মতো লোক দুনিয়াতে আর আসবে না। একথা বলে তোমরা পরবর্তী নবীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করার বাহানা খুঁজে নিয়েছো। আসলে তোমরা হিদায়াত গ্রহণ করতে রাজী নও।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

এভাবে আল্লাহ মোহর মেরে দেন প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারীর অন্তরের ওপর[৫৬]।"
৩৬. আর ফিরআউন বললো—

يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ

"হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত তৈরী করো, সম্ভবত আমি অবলম্বন পেয়ে যাবো— ৩৭. আসমানের (চূড়ার) অবলম্বন, অতঃপর আমি উঁকি মেরে দেখবো

كَذٰلِكَ-এভাবে ; يَطْبَعُ-মোহর মেরে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; قَلْبِ-অন্তরের ; مُتَكَبِّرٍ-অহংকারী ; جَبَّارٍ-স্বৈরাচারীর। ﴿٣٥﴾ وَ-আর ; قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; يٰهَامٰنُ-হে হামান ; ابْنِ-তুমি তৈরী করো ; لِيْ-আমার জন্য ; صَرْحًا-সুউচ্চ ইমারত ; لَعَلِّيْ-সম্ভবত আমি ; اَبْلُغُ-পেয়ে যাবো ; الْاَسْبَابَ-অবলম্বন। ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ-অবলম্বন ; السَّمٰوٰتِ-আসমানের (চূড়ার) ; فَاَطَّلِعَ-(ف+اطلع)-অতঃপর আমি উঁকি মেরে দেখবো ;

৫৪. এখান থেকে পরবর্তী কথাগুলো উল্লেখিত মু'মিন ব্যক্তির কথার সাথে আল্লাহ কর্তৃক সংযোজিত বলেই মনে হয়। তবে কথা যারই হোক তাতে কথাগুলোর ভাবের কোনো তারতম্য হবে না।

৫৫. আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতি-গোষ্ঠীকে স্থায়ীভাবে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেন তিনটি কারণে। প্রথমত, তারা অপকর্ম ও পাপাচারে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় না। দ্বিতীয়ত, তারা আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত হয় এবং তাঁদের নবুওয়াতের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে নবীদের বর্ণিত অকাট্য সত্য ব্যাপারগুলোকেও তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তৃতীয়ত, তারা আল্লাহর কিতাবের শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করার পরিবর্তে জিদ, হটকারিতা ও কূট তর্কের দ্বারা সেগুলোকে গ্রহণ-অযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টায় রত থাকে।

উপরোক্ত তিনটি কারণ যখন কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির মধ্যে দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্থায়ী গুমরাহীতে ঠেলে দেন ; তখন দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে সেই গুমরাহী থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

৫৬. অর্থাৎ অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির মনের ওপর আল্লাহ গুমরাহীর স্থায়ী মোহর মেরে দেন। অহংকারী ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যের সামনে বিনত হওয়াকে নিজের জন্য মর্যাদা হানিকর বলে মনে করে। আর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা থেকে নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহর বান্দাহদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালায়।

إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

মূসার ইলাহর প্রতি, আর আমি অবশ্য-অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি[৫৭]; আর এভাবেই শোভনীয় করে দেয়া হয়েছিলো ফিরআউনের জন্য

سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝

তার মন্দ কাজগুলো এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিলো সরল-সঠিক পথ থেকে ; আর ফিরআউনের চক্রান্ত তো ব্যর্থতার শামিল ছাড়া (কিছুই) ছিলো না।

إِلَىٰ-প্রতি; إِلَٰهِ-ইলাহর ; مُوسَىٰ-মূসার ; وَ-আর ; إِنِّي-আমি অবশ্য ; لَأَظُنُّهُ-(+لاظن+ه)-অবশ্যই তাকে মনে করি ; كَاذِبًا-মিথ্যাবাদী ; وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; زُيِّنَ-শোভনীয় করে দেয়া হয়েছিলো ; لِفِرْعَوْنَ-ফিরআউনের জন্য ; سُوءُ-মন্দ ; عَمَلِهِ-(عمل+ه)-তার কাজগুলো ; وَ-এবং ; صُدَّ-তাকে বিরত রাখা হয়েছিলো ; عَنِ-থেকে ; السَّبِيلِ-সরল-সঠিক পথ ; وَ-আর ; مَا-ছিলো না ; كَيْدُ-চক্রান্ত তো ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; إِلَّا-ছাড়া ; فِي-শামিল ; تَبَابٍ-ব্যর্থতার।

৫৭. অর্থাৎ 'হামান ! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত তৈরী করো, যাতে আরোহণ করে আমি মূসার আল্লাহকে দেখে নিতে পারি। আসলে ফিরআউন নিজেই জানতো যে, যত উঁচু প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেনো, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে তার সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির কথাকে আদৌ বিবেচনার যোগ্য মনে না করে অহংকারী ভঙ্গিতে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হামানকে কথাটি বলেছে। এর দ্বারা সে আল্লাহর সম্পর্কে এবং মু'মিন ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছে ও লোকজনকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা করেছে। কেননা কোনো সহীহ রিওয়ায়াত থেকে এরূপ সুউচ্চ ইমারত বানানোর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে আল্লামা কুরতুবী বর্ণনা করেছেন যে, একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিলো, কিন্তু কিছু উচ্চতায় পৌঁছা পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

৪র্থ রুকূ' (২৮-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তাকে যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানের নিয়ামত দানে ভূষিত করেন। ফিরআউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই।

২. সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তির ঈমান সাময়িকভাবে গোপন থাকলেও একসময় তা প্রকাশ হয়েই যায়। ঈমান হলো আল্লাহ-প্রদত্ত নূর যা গোপন থাকতে পারে না।

৩. মু'মিন কখনো ভীরু-কাপুরুষ হতে পারে না। কারণ আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাসই তাকে সাহসী করে তোলে।

৪. ফিরআউন ছিলো স্বৈরাচারী, আর স্বৈরাচারীরা কখনো ইসলামকে মেনে নিতে পারে না। সর্বকালে তাদের বিশ্বাস ও কর্মনীতি একই থাকে।

৫. সকল স্বৈরাচারের পরিণতি ফিরআউনের পরিণতির মতো হতে বাধ্য। যুগে যুগে স্বৈরাচারের পরিণতিই এর চাক্ষুষ প্রমাণ। কিন্তু তারা এসব দেখেও তা থেকে শিক্ষা লাভ করে না।

৬. সর্বযুগের ফিরআউনেরা দীনের দাওয়াতকে যুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে দমিয়ে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। যেমন করেছিলো মিসরের উল্লেখিত ফিরআউন।

৭. মিসরের ফিরআউন যেমন জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে মূসা আ.-এর আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চেয়েছে, তেমনি এ যুগের ফিরআউনরাও জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়েই ইসলামী আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চায়।

৮. ইতিহাস সাক্ষী ইসলাম-বিরোধী স্বৈরাচার সর্বকালে ধ্বংস হয়েছে, আর ইসলাম অতীতে যেমন ছিলো, আজো আছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে।

৯. আল্লাহ তা'আলা যেসব জাতি-গোষ্ঠীকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ মোটেই যুলুম করেননি ; বরং তারা নিজেরাই পাপাচার ও সীমালংঘন করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

১০. এ যুগেও পাপাচার ও সীমালংঘনের পরিণাম অতীতের অনুরূপ হতে বাধ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১১. দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পেতে চাইলে কিয়ামত দিবসের কঠিন অবস্থা স্মরণ করেই জীবন যাপন করতে হবে, যেদিন আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার কোনো পথ থাকবে না।

১২. আল্লাহর দীন অমান্যকারী এবং তাতে সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী পাপাচারী ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো হিদায়াতের আলো দেখান না। হিদায়াত পেতে হলে তা পেতে আগ্রহী হতে হবে।

১৩. পথভ্রষ্ট লোকেরাই আল্লাহর কিতাবের বিধান নিয়ে অনর্থক বিতর্ক তোলার চেষ্টা করে। জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে কিতাবের মর্ম বুঝতে তারা চেষ্টা করে না, ফলে তারা পথহারাই থেকে যায়।

১৪. যারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্ম দিয়ে প্রমাণ করে যে, তারা কস্মিনকালেও হিদায়াত লাভ করবে না। তাদের অন্তরের ওপর আল্লাহ স্থায়ী মোহর মেরে দেন, ফলে তাদের হিদায়াত লাভের কোনো পথই আর খোলা থাকে না।

১৫. নবীদের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারীর কাজকে আল্লাহ শোভনীয় করে দেন। যাতে করে তারা তাদের গুমরাহীতে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

১৬. সকল স্বৈরাচারের যাবতীয় চক্রান্ত অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এটিই আল্লাহর স্থায়ী বিধান।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৩

وَقَالَ الَّذِىٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ

৩৮. আর তিনি বললেন, যিনি ঈমান এনেছিলেন—'হে আমার কাওম ! তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছি। ৩৯. হে আমার কাওম !

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ

এ দুনিয়ার জীবন তো শুধুমাত্র ক্ষণিকের উপভোগ—[৫৮] আর আখিরাত—তা-ই হচ্ছে নিশ্চিত অনন্তকাল অবস্থানের আবাস

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ ﴿٤٠﴾

৪০. যে মন্দ কাজ করে তাকে তো তার (মন্দ কাজের) সমপরিমাণ ছাড়া (অধিক) প্রতিদান দেয়া হবে না ; আর যে সৎকাজ করে—(সৎকর্মশীল) পুরুষ থেকে, (হোক)

اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا

অথবা নারী, এমতাবস্থায় যে, সে মু'মিন, তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে রিযিক দেয়া হবে

(৩৮) وَ-আর ; قَالَ-তিনি বললেন ; الَّذِىٓ-যিনি ; اٰمَنَ-ঈমান এনেছিলেন ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; اتَّبِعُوْنِ-তোমরা আমার অনুসরণ করো ; اَهْدِكُمْ-আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ; سَبِيْلَ-পথ ; الرَّشَادِ-সঠিক। (৩৯) يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; هٰذِهِ-এ ; الْحَيٰوةُ-জীবন তো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; مَتَاعٌ-ক্ষণিকের উপভোগ ; وَّ-আর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাত ; هِىَ-তা-ই হচ্ছে ; دَارُ-আবাস ; الْقَرَارِ-অনন্তকাল অবস্থানের। (৪০) مَنْ-যে ; عَمِلَ-কাজ করে ; سَيِّئَةً-মন্দ ; فَلَا يُجْزٰٓى-তাকে তো প্রতিদান দেয়া হবে না; اِلَّا-ছাড়া (অধিক); مِثْلَهَا-তার (মন্দ কাজের) সমপরিমাণ ; وَ-আর; مَنْ-যে ; عَمِلَ-কাজ করে ; صَالِحًا-সৎ ; مِّنْ-থেকে (হোক) ; ذَكَرٍ-পুরুষ ; اَوْ-অথবা ; اُنْثٰى-নারী ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُوَ-সে ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন ; فَاُولٰٓئِكَ-তবে তারাই ; يَدْخُلُوْنَ-প্রবেশ করবে ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; يُرْزَقُوْنَ-তাদেরকে রিযিক দেয়া হবে ; فِيْهَا-সেখানে ;

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿৪১﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۞

কোনো হিসাব ছাড়া। ৪১. আর হে আমার কাওম! এটা কেমন হলো, আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে

﴿৪২﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো—আমি যেনো আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করি যে সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই[৫৯] ; আর আমি

اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿৪৩﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ

তোমাদেরকে ডাকছি প্রবল-পরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল (আল্লাহ)-এর দিকে। ৪৩. না, আসল কথা এছাড়া কিছু নয় যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছো, তার নেই

دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ

কোনো আবেদন দুনিয়াতে, আর না আখিরাতে[৬০], আর অবশ্যই আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকে, আর সীমালংঘনকারীরা[৬১] অবশ্যই—

بِغَيْرِ-ছাড়া ; حِسَابٍ-কোনো হিসাব। ﴿৪১﴾ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; مَالِيْٓ-এটা কেমন হলো ; اَدْعُوْكُمْ-(ادعو+كم)-আমি তোমাদেরকে ডাকছি ; اِلَى-দিকে ; النَّجٰوةِ-মুক্তির ; وَ-আর ; تَدْعُوْنَنِيْٓ-(تدعون+نى)-তোমরা আমাকে ডাকছো ; اِلَى-দিকে ; النَّارِ-জাহান্নামের। ﴿৪২﴾ تَدْعُوْنَنِيْ-তোমরা আমাকে ডাকছো ; لِاَكْفُرَ-যেনো আমি কুফরী করি ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; وَ-এবং ; اُشْرِكَ-শরীক করি ; بِهٖ-তার সাথে ; مَا-এমন কিছুকে ; لَيْسَ-নেই ; لِيْ-আমার ; بِهٖ-যে সম্পর্কে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; وَّ-আর ; اَنَا-আমি ; اَدْعُوْكُمْ-(ادعو+كم)-তোমাদেরকে ডাকছি ; اِلَى-দিকে; الْعَزِيْزِ-প্রবল পরাক্রমশালী ; الْغَفَّارِ-পরম ক্ষমাশীল (আল্লাহর)-এর। ﴿৪৩﴾ لَا جَرَمَ-না, আসল কথা ; اَنَّمَا-এছাড়া কিছু নয় যে, تَدْعُوْنَنِيْٓ-তোমরা আমাকে ডাকছো ; اِلَيْهِ-যার দিকে ; لَيْسَ-নেই ; لَهٗ-তার ; دَعْوَةٌ-কোনো আবেদন ; فِي الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; وَ-আর ; لَا-না ; فِي الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; مَرَدَّنَآ-(مرد+نا)-আমাদের প্রত্যাবর্তন তো ; اِلَى-দিকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; الْمُسْرِفِيْنَ-সীমালংঘনকারীরা ;

هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ

তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। ৪৪. অতএব তোমরা শীঘ্রই তা স্মরণ করবে, যা আমি তোমাদেরকে বলছি ; আমি সোপর্দ করছি আমার ব্যাপার

اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا

আল্লাহর নিকট ; আল্লাহ অবশ্যই (তার) বান্দাহর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দানকারী[৬২]। ৪৫. অতঃপর আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন সেই অনিষ্ট থেকে যার চক্রান্ত তারা করেছিলো[৬৩]

هُمْ-তারাই ; اَصْحٰبُ-বাসীন্দা ; النَّارِ-জাহান্নামের। ﴿٤٤﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ-অতএব তোমরা শীঘ্রই তা স্মরণ করবে ; مَا-যা ; اَقُوْلُ-আমি বলছি ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; اُفَوِّضُ-আমি সোপর্দ করছি ; اَمْرِيْۤ-আমার ব্যাপারে ; اِلَى-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بَصِيْرٌۢ-বিশেষ দৃষ্টিদানকারী ; بِالْعِبَادِ-(তাঁর) বান্দাহর প্রতি। ﴿٤٥﴾ فَوَقٰىهُ-(ف+وقى+ه)-অতঃপর তাঁকে রক্ষা করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَيِّاٰتِ-অনিষ্ট থেকে ; مَا-সেই, যার ; مَكَرُوْا-চক্রান্ত তারা করেছিলো ;

৫৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের এ অস্থায়ী ধন-সম্পদের মোহে আল্লাহকে এবং আখিরাতের স্থায়ী জীবনকে ভুলে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক।

৫৯. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরীক করছো এবং আমাকেও করতে বলছো—আল্লাহর প্রভুত্বের অংশীদার আছে বলে কোনো জ্ঞানগত দলীল আমার কাছে নেই। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করার সাথে সাথে তাদের ইবাদাত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৬০. অর্থাৎ মানুষের নিজেদের বানানো শরীকদের তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়ার কোনো অধিকার দুনিয়াতেও নেই আর আখিরাতেও থাকবে না। এসব শরীকদেরকে মানুষই ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, নচেৎ তারা নিজেদেরকে 'ইলাহ' বলে দুনিয়াতেও দাবী করেনি, আর আখিরাতেও দাবী করবে না। আর তাদেরকে 'ইলাহ' মেনে নেয়ায় কোনো উপকার দুনিয়াতেও নেই এবং আখিরাতেও কোনো উপকার হবে না।

৬১. যারা নিজেদেরকে মানুষের প্রভু বলে দাবী করে ন্যায় ও সত্যকে অমান্য করে, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, নিজেদেরকে দুনিয়াতে স্বাধীন মনে করে, আল্লাহর সৃষ্টির ওপর যুলুম করে, তারাই বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের সীমালংঘনকারী।

৬২. অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন তোমাদের হঠকারিতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে গ্রাস করবে তখন আমার কথাগুলো স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণ তখন আর কোনো কাজে আসবে না। এটি ছিলো মু'মিন ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথনের শেষ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

আর নিকৃষ্ট আযাব ঘিরে ধরলো ফিরআউনের লোকদেরকে[৬৪]। ৪৬. সেই জাহান্নাম—তাদেরকে তার সামনে পেশ করা হয় সকালে

وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

ও সন্ধ্যায় ; আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, (সেদিন হুকুম দেয়া হবে)—ফিরআউনের লোকদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো[৬৫]।

وَ-আর ; حَاقَ-ঘিরে ধরলো ; بِاٰلِ-লোকদেরকে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; سُوْٓءُ-নিকৃষ্ট; الْعَذَابِ-আযাব। (৪৬) النَّارُ-সেই জাহান্নাম ; يُعْرَضُوْنَ-তাদেরকে পেশ করা হবে ; عَلَيْهَا-তার সামনে ; غُدُوًّا-সকালে ; وَّ-ও ; عَشِيًّا-সন্ধ্যায় ; وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; تَقُوْمُ-সংঘটিত হবে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; اَدْخِلُوْٓا-(সেদিন হুকুম দেয়া হবে) নিক্ষেপ করো ; اٰلَ-লোকেরদের ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; اَشَدَّ-কঠিন ; الْعَذَابِ-আযাবে।

কথা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ঈমান যখন প্রকাশ হয়ে গেছে, তখন ফিরআউন তাঁর ওপর অবশ্যই নির্যাতন চালানোর চেষ্টা চালাবে। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বললেন যে, 'আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর ওপর সোপর্দ করছি, তিনিই তাঁর বান্দাহর রক্ষক।

৬৩. মু'মিন ব্যক্তিটি ফিরআউনের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রভাবশালী হওয়ার কারণে ফিরআউন তাকে প্রকাশ্য শাস্তি দেয়ার সাহস করেনি। তাঁকে নির্যাতন করার গোপন ষড়যন্ত্র করলে তিনি তা জানতে পেরে গোপনে পাহাড়ের দিকে চলে যান। এভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের রক্ষা করেন।

৬৪. মূসা আ. ও ফিরআউনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শেষ পর্যায়ে ফিরআউন মূসা আ.-কে যখন হত্যা করার চক্রান্ত করে, তখনই মু'মিন ব্যক্তি উল্লেখিত কথাগুলো বলেছে। তখন ফিরআউন মূসা আ.-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার সভাসদদের মধ্যকার মূসা আ.-এর দাওয়াতে প্রভাবিত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদেরকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। আর এ চক্রান্ত চলা অবস্থায়ই আল্লাহ মূসা আ.-কে তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন। ফিরআউন এটা জানতে পেরে মূসা আ.-এর পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে নীল নদীতে তার সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মৃত্যু বরণ করে।

৬৫. এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত যে, ফিরআউন ও তার সংগী-সাথীদেরকে কালো পাখীর আকৃতিতে সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার জাহান্নামের সামনে হাজির করে বলে দেয়া হয়, এটা তোমাদের স্থায়ী বাসস্থান। (মাযহারী)

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا ⑰

৪৭. আর (স্মরণ করুন) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর ঝগড়া করবে তখন (দুনিয়াতে তাদের মধ্যকার) দুর্বল লোকেরা বলবে সেসব লোকদেরকে যারা বড়ত্বের বড়াই করতো—"আমরা তো

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ⑱ قَالَ الَّذِينَ

তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, (এখন) তোমরা কি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তির কিছু অংশ লাঘবকারী হবে[৬৬] ? ৪৮. (উত্তরে) তারা বলবে যারা

⑰ وَ-আর ; اِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; يَتَحَاجُّوْنَ-তারা পরস্পর ঝগড়া করবে ; فِى ; النَّارِ-জাহান্নামে ; فَيَقُوْلُ-(ف+يقول)-তখন বলবে ; الضُّعَفٰٓؤُا-(দুনিয়াতে তাদের মধ্যকার) দুর্বল লোকেরা ; لِلَّذِيْنَ-সেসব লোকদেরকে যারা ; اسْتَكْبَرُوْٓا-বড়ত্বের বড়াই করতো ; اِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-ছিলাম ; لَكُمْ-তোমাদেরই ; تَبَعًا-অনুসারী ; فَهَلْ اَنْتُمْ-তবে তোমরা কি হবে ? مُغْنُوْنَ-লাঘবকারী ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; نَصِيْبًا-কিছু অংশ ; مِّنَ النَّارِ-জাহান্নামের শাস্তির। ⑱ قَالَ-(উত্তরে) বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ;

আর এ জাহান্নাম দেখে তারা আতংকিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এ জাহান্নামেই জ্বলতে হবে। ফিরআউনের ডুবে মরা থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের এ দৃশ্য তাদেরকে দেখানো হবে।

বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে কবর জগত তথা 'আলমে বরযখে' তাকে সকাল-সন্ধ্যায় সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর তাকে যেতে হবে। এ সময় তাকে বলা হয়—'অবশেষে তোমাকে এ জায়গায়ই যেতে হবে।' কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে তাকে জাহান্নাম দেখানো হবে।

কবরের আযাবের সত্যতা আলোচ্য আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এছাড়া অনেক অবিচ্ছিন্ন সনদবিশিষ্ট হাদীস এবং মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারাও কবরের আযাব-এর সত্যতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

৬৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো তোমরা আমাদের ওপর নেতৃত্ব চালাতে, আমাদের জন্য অনেক কিছু করবে বলে মিথ্যা ওয়াদা করতে। তোমাদের পেছনে চোখ বুজে চলার পরিণতিতেই আমরা আজ এ আযাবে নিপতিত হয়েছি, এখন তোমরা কি পারবে আমাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করতে ?

এসব কথা তারা এজন্য বলবে না যে, তারা বুঝি সত্যিই বিশ্বাস করে, আল্লাহর শাস্তি কিছুটা হালকা করে দেয়ার ক্ষমতা সেসব নেতা-নেতৃদের রয়েছে ; কারণ তাদের

اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ

বড়ত্বের বড়াই করতো—"আমরা সবাই তো তাতে (জাহান্নামে) আছি, আল্লাহ অবশ্যই (তাঁর) বান্দাহদের মধ্যে নিশ্চিত ফায়সালা করে দিয়েছেন[৬৭]।" ৪৯. আর বলবে

الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا

তারা, যারা জাহান্নামে রয়েছে জাহান্নামের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে—"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেনো লঘু করে দেন আমাদের থেকে একটা দিনের

مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوا

শাস্তি।" ৫০. তারা (কর্মকর্তারা) বলবে—"তোমাদের কাছে কি আসতেন না তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে?" তারা (জাহান্নামীরা) বলবে—

بَلٰى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

হ্যাঁ (অবশ্যই আসতেন)" ; (তখন) তারা (কর্মকর্তারা) বলবে—"তবে তোমরাই প্রার্থনা জানাও, আর কাফিরদের প্রার্থনা তো ব্যর্থকাম ছাড়া কিছুই নয়।"[৬৮]

اسْتَكْبَرُوٓا-বড়ত্বের বড়াই করতো ; إِنَّا-আমরা তো ; كُلٌّ-সবাই ; فِيهَا-তাতে (জাহান্নামে) আছি ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; قَدْ حَكَمَ-নিশ্চিত ফায়সালা করে দিয়েছেন ; بَيْنَ-মধ্যে ; الْعِبَادِ-(তাঁর) বান্দাহদের। (৪৮) وَ-আর ; قَالَ-বলবে ; الَّذِينَ-তারা, যারা ; فِي النَّارِ-রয়েছে জাহান্নামে ; لِخَزَنَةِ-কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; ادْعُوا-তোমরা প্রার্থনা করো ; رَبَّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ; يُخَفِّفْ-তিনি যেনো লঘু করে দেন ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; يَوْمًا-একটা দিন ; مِنَ الْعَذَابِ-শাস্তির। (৪৯) قَالُوٓا-তারা (কর্মকর্তারা) বলবে ; أَوَلَمْ تَكُ-তোমাদের কাছে কি, না ; تَأْتِيكُمْ-(تاتى+كم)-আসতেন ; رُسُلُكُمْ-(رسل+كم)-তোমাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে ; قَالُوٓا-তারা (জাহান্নামীরা) বলবে; بَلٰى-হ্যাঁ (অবশ্যই আসতেন) ; قَالُوٓا-তারা (কর্মকর্তারা) বলে ; فَادْعُوا-(ف+ادعو)-তবে তোমরাই প্রার্থনা জানাও ; وَ-আর ; مَا-কিছুই নয় ; دُعٰٓؤُا-প্রার্থনা তো ; الْكٰفِرِينَ-কাফিরদের ; إِلَّا-ছাড়া ; فِي ضَلٰلٍ-ব্যর্থকাম।

নিকট তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আমাদের জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা এসব

নেতাদের কোনো কালেই ছিলো না এবং বর্তমান তথা এ আখিরাতের জীবনেও নেই। তাদেরকে সেখানে বিদ্রূপ করার জন্যই ওদেরকে তারা এসব কথা বলবে।

৬৭. অর্থাৎ আমরা যেমন এখানে সাজাপ্রাপ্ত তেমনি তোমরাও সাজাপ্রাপ্ত। আল্লাহ আমাদের কর্মের ভিত্তিতে সঠিক ফায়সালা করে দিয়েছেন। তাঁর দেয়া সাজা রদ-বদল করা বা সামান্য কিছুটা লঘু করে দেয়ার ক্ষমতা এখানে কারো নেই।

৬৮. অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই ; কারণ তোমাদের রাসূলগণ তাঁদের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন, তোমরা তাঁদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তবে তোমরা নিজেরা যদি চাও দোয়া করে দেখো ; কিন্তু দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে। আল্লাহ কাফিরদের দোয়া কখনো কবুল করেন না।

৫ম রুকূ' (৩৮-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথায় কবে ?" পৃথিবীর এটাই নিয়ম। সুতরাং আমাদের এ পৃথিবীও ক্ষণস্থায়ী। তাই আমাদেরকে 'আখিরাত' তথা পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য কাজ করা উচিত।

২. পরকালের চিরন্তন স্থায়ী জীবনে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীরা, তাদের অস্বীকারের প্রতিফল হিসেবে চিরদুঃখময় স্থান জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৩. সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ চিরসুখের স্থান জান্নাতে দাখিল হবে এবং সেখানে তাদের অফুরন্ত রিযিক দেয়া হবে।

৪. দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি একমাত্র নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপনের মধ্যেই নিহিত।

৫. আমাদের শান্তি ও মুক্তি নিহিত রয়েছে হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত একমাত্র কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনার মধ্যে। সুতরাং এ ব্যবস্থার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।

৬. কুফর ও শিরক, জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী মতাদর্শ। সুতরাং মানুষকে তা থেকে সজ্ঞানে দূরে থাকতে হবে।

৭. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাই মু'মিনের মূল কাজ, এ কাজ বন্ধ হয়ে গেলে দুনিয়াতে দীন থাকবে না, দীন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৮. দুনিয়া থেকে দীন বিলুপ্ত হয়ে গেলে দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে।

৯. কুফর ও শিরক-এর আবেদন দুনিয়াতেও নেই, আর আখিরাতেও নেই। কেননা আমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে।

১০. কুফর ও শিরক চরম সীমালংঘনমূলক কাজ। আর সীমালংঘনকারীদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।

১১. মু'মিনকে অনুকূল বা প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেই দীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে।

১২. সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহ-ই একমাত্র তাঁর বান্দাহকে রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং মু'মিনের আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহর দরবার। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি নিজেকে পূর্ণাংগভাবে সোপর্দ করে দিতে হবে।

১৩. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তথা কবর জগতে অবস্থানকালীন সময় যাকে 'আলমে বরযখ' বলা হয়।

১৪. শেষ বিচারের পর যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে, সে জাহান্নামের আযাবের অংশ বিশেষ আলমে বরযখে ভোগ করতে থাকবে। এদিক থেকে কবরের আযাব নিশ্চিত।

১৫. শেষ বিচারের পর যে জান্নাতী হবে, সে জান্নাতের সুখের অংশবিশেষ আলমে বরযখে উপভোগ করতে থাকবে। এ দিক থেকে কবরের শান্তিও নিশ্চিত।

১৬. বাতিলপন্থী নেতা, শাসকশ্রেণী জাহান্নামে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে।

১৭. জাহান্নামবাসীরাও তাদের ওপর যুলুম করা হয়েছে এমন কথা বলতে পারবে না ; কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক ন্যায় বিচারক।

১৮. কাফির-মুশরিকদের জন্য কোনো সুপারিশকারী কিয়ামতের দিন থাকবে না। আর তাদের নিজেদের কোনো আবেদন-ই সেদিন গৃহীত হবে না।

◆

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٥١﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

৫১. অবশ্যই আমি সাহায্য করবোই আমার রাসূলগণকে ও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে[৬৯]—দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন দাঁড়াবে

الْأَشْهَادُ ﴿٥٢﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ

সাক্ষীগণ (সাক্ষ্য দেয়ার জন্য)[৭০]। ৫২. সেদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোনো উপকারে লাগবে না, উপরন্তু তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে

﴿٥١﴾ إِنَّا-অবশ্যই আমি ; لَنَنصُرُ-সাহায্য করবোই ; رُسُلَنَا-আমার রাসূলগণকে ; وَ-ও; الَّذِينَ-তাদেরকে, যারা; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; فِي الْحَيَاةِ-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার; وَ-এবং ; يَوْمَ-যেদিন ; يَقُومُ-দাঁড়াবে ; الْأَشْهَادُ-সাক্ষীগণ। ﴿٥٢﴾ يَوْمَ-সেদিন ; لَا يَنفَعُ-কোনো উপকারে লাগবে না ; الظَّالِمِينَ-যালিমদের ; مَعْذِرَتُهُمْ-(معذرة+هم)-তাদের ওযর আপত্তি ; وَ-উপরন্তু ; لَهُمُ-তাদের জন্য আছে ; اللَّعْنَةُ-লা'নত ; وَ-এবং; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ;

৬৯. আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, তিনি নবী-রাসূল ও মু'মিনদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে ইহকাল ও পরকালে সাহায্য করবেন। এর অর্থ যারা নবী-রাসূল ও মু'মিনদের ওপর যুলুম-নির্যাতন করেছে এবং তাঁদেরকে হত্যা করেছে। তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। পরকালের সাহায্য তো নবী-রাসূল ও মু'মিনদেরকে জান্নাত দান এবং যালিমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের মাধ্যমে হবে। কিন্তু ইহকালে তাৎক্ষণিকভাবে নবী-রাসূল ও মু'মিনদের হাতে যালিমদের কোনোরূপ হেনস্তা হতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। এর জবাবে ইবনে কাসীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে বলেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ হচ্ছে, শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। এটি নবী-রাসূলদের বর্তমানে তাদের নিজের হাতে হোক কিংবা তাদের ওফাতের পর উভয়টাই হতে পারে। ইহকালে নবী-রাসূল ও মু'মিনদের হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্য বর্তমান আছে। হযরত ইয়াহইয়া ও শো'আইব আ.-এর হত্যাকারীদের ওপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা সেসব যালিমদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। ইবরাহীম আ.-এর শত্রু নমরূদকে দুনিয়াতেই আযাব দেয়া হয়েছে। ঈসা আ.-এর শত্রুদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রোমকদেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা এদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কিয়ামতের

سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

নিকৃষ্ট বাসস্থান। ৫৩. আর আমি নিঃসন্দেহে মূসাকে দান করেছিলাম হিদায়াত[৭১] এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম

الْكِتٰبَ ﴿٥٤﴾ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٥﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ

কিতাবের। ৫৪. (তা ছিলো) জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশমূলক[৭২]। ৫৫. অতএব (হে নবী!) আপনি সবর করুন[৭৩], নিশ্চয়ই

سُوْٓءُ-নিকৃষ্ট ; الدَّارِ-বাসস্থান। ﴿٥٣﴾ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-আমি নিঃসন্দেহে দান করেছিলাম ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْهُدٰى-হেদায়াত ; وَ-এবং ; اَوْرَثْنَا -উত্তরাধিকারী করেছিলাম; بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে; الْكِتٰبَ-কিতাবের। ﴿٥٤﴾ هُدًى-(তা ছিলো) হেদায়াত ; وَّ-ও ; ذِكْرٰى-উপদেশমূলক ; لِاُولِى-অধিকারীদের জন্য ; الْاَلْبَابِ-জ্ঞান-বুদ্ধির। ﴿٥٥﴾ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি সবর করুন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ;

প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ.-কে শত্রুদের ওপর প্রবল করবেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর শত্রুদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদাররা নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে। অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থাই সমস্ত বাতিল জীবনব্যবস্থার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৭০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেদিন নবী-রাসূল ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

৭১. অর্থাৎ আমি মূসাকে ফিরআউনের মুকাবিলায় যেমন অসহায়ভাবে ছেড়ে দেইনি বরং তাঁকে সার্বক্ষণিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলাম এবং তাঁকে এ মুকাবিলায় সফলতা দান করেছিলাম ; তেমনি হে মুহাম্মাদ! আপনাকেও মক্কা নগরীতে কুরাইশদের মুকাবিলায় নবুওয়াত দান করে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেইনি যে, এ কাফিররা আপনার সাথে যা খুশী করতে থাকবে, আর আমি দেখতে থাকবো। আমি অবশ্যই আপনার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাবো।

৭২. অর্থাৎ মূসার প্রতি ঈমান পোষণকারী বনী ইসরাঈলকে যেমন আমি তাওরাতের পতাকাবাহী হওয়ার সৌভাগ্য দানে ভূষিত করেছিলাম এবং তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী ফিরআউন ও তার দলবল উক্ত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। একইভাবে হে মুহাম্মাদ সা. আপনার অনুগামী মু'মিনরাও আল কিতাব কুরআনের পতাকাবাহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে ; আর আপনার বিরোধীরা বঞ্চিত হয়ে যাবে।

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

আল্লাহর ওয়াদা সত্য,[৭৪] আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার[৭৫] ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য এবং প্রশংসা সহ পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন আপনার প্রতিপালকের সন্ধ্যায়

وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ

ও সকালে[৭৬]। ৫৬. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আসা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া

وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَ-আর ; اسْتَغْفِرْ-আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لِذَنْۢبِكَ-আপনার অপরাধের জন্য ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন ; بِحَمْدِ-প্রশংসাসহ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; بِالْعَشِيِّ-(ب+ال+عشى)-সন্ধ্যায় ; وَ-ও ; الْاِبْكَارِ-সকালে। ﴿٥٦﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُجَادِلُوْنَ-বিতর্ক করে ; فِيْٓ-সম্পর্কে ; اٰيٰتِ-আয়াত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়া ; سُلْطٰنٍ-কোনো যুক্তি-প্রমাণ ; اَتٰىهُمْ-(اتى+هم)-তাদের কাছে আসা ;

৭৩. অর্থাৎ আপনি বিরুদ্ধবাদীদের যুলুম-নির্যাতনমূলক এ পরিস্থিতিকে ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করুন। কেননা পরিস্থিতি অবশেষে নিশ্চিত আপনার অনুকূলে এসে যাবে।

৭৪. এখানে ৫১ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করার যে ওয়াদা করেছেন সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাতে ওয়াদা দিয়ে ইরশাদ করেছেন—'আমি আমার রাসূলগণকে ও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে—সাহায্য করবোই।"

৭৫. অর্থাৎ আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এখানে 'যাম্বুন' (ذَنْب) শব্দের অর্থ ক্রটি-বিচ্যুতি, যদিও এ শব্দের অর্থ গুনাহও বুঝায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর কোনো গুনাহ ছিলো না। তাছাড়া তৎকালীন চরম বিরোধিতার পরিবেশে তাঁর অনুসারীদের ওপর যে যুলুম-নির্যাতন চলছিলো, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা নাযিলের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাক। এটা কোনো গুনাহ ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর উন্নত পদমর্যাদা তথা নবুওয়াতের উচ্চাসনের সাথে এটা সংগতিশীল ছিলো না। আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ নবীর সামান্যতম ধৈর্যচ্যুতিও তাঁর পদমর্যাদার পক্ষে বিচ্যুতি বলে মনে করেছেন। তাই তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন।

৭৬. অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা দ্বারাই দীনের পথের দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা করার শক্তি অর্জিত হয়। 'সাব্বিহ' অর্থ তাসবীহ করো তথা

إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ

তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া আর কিছুই নেই,[৭৭] সেখানে পৌঁছা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়[৭৮] ; অতএব আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন[৭৯], নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। ৫৭. অবশ্যই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা[৮০] অধিকতর কঠিন,

اِنْ-নেই ; فِيْ صُدُوْرِهِمْ-(فى+صدور+هم)-তাদের অন্তরে ; اِلَّا-ছাড়া ; كِبْرٌ-অহংকার ; مَا-সম্ভব নয় ; هُمْ-তাদের পক্ষে ; بِبَالِغِيْهِ-(ب+بالغى+ه)-সেখানে পৌঁছা ; فَاسْتَعِذْ-(ف+استعذ)-অতএব আশ্রয় প্রার্থনা করুন ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيْعُ-সর্বশ্রোতা ; الْبَصِيْرُ-সর্বদ্রষ্টা। ⑤৭ لَخَلْقُ-অবশ্যই সৃষ্টি করা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; اَكْبَرُ-অধিকতর কঠিন ; مِنْ-অপেক্ষা ; خَلْقِ-সৃষ্টি ; النَّاسِ-মানুষ ;

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর 'বিহামদী' অর্থ 'প্রশংসাসহ'। এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে। 'আশিয়্যি' দ্বারা যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এ চার ওয়াক্তের নামায, আর 'ইবকার' দ্বারা ফজর নামায বুঝানো হয়েছে। এ সূরা নাযিলের কিছুদিন পর মু'মিনদের ওপর নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে।

৭৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে অর্থহীন কূট তর্ক করে, যার পক্ষে এদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এ কূটতর্কের উদ্দেশ্য হলো দীনী জীবনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা। কারণ, এদের অন্তরে রয়েছে কুটিলতা। তারা মনে করে যে, তারা যে জীবনব্যবস্থা মেনে চলছে, তার মধ্যেই তাদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে। এটা হলো তাদের নিরেট নির্বুদ্ধিতা। তারা মনে করে ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে চললে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাতে হবে। অথচ কুরআন বলে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া তারা তাদের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। (কুরতুবী)

৭৮. অর্থাৎ অহংকারের বশে ইসলামকে অস্বীকার করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে যতোই চেষ্টা করুক না কেনো, তারা তা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন।

৭৯. অর্থাৎ বিরোধিদের হুমকি-ধমকির মুকাবিলায় আল্লাহর আশ্রয় পার্থনা করাই আপনার কর্তব্য ; তাহলেই আপনি চিন্তামুক্ত হতে পারবেন। যেমন মূসা আ. ফিরআউনের হুমকী-ধমকীর জবাবে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না[৮১]। ৫৮. আর সমান হতে পারে না অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ;

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِیْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

এবং (সমান হতে পারে না) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা, আর না পাপাচারী ; তোমরা খুব কমই যারা উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।[৮২]

وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না। ৫৮ وَ-আর ; مَا يَسْتَوِى-সমান হতে পারে না ; الْاَعْمٰى-অন্ধ ; وَ-ও ; الْبَصِيْرُ-দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوْا-করেছে; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; وَ-আর ; لَا-না ; الْمُسِیْٓءُ-পাপাচারী ; قَلِيْلًا-খুব কমই ; مَا-যারা ; تَتَذَكَّرُوْنَ-তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

৮০. মানুষের পথভ্রষ্টতার মূল কারণ হলো আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস। কাফিরদের নিকট এ বিশ্বাস ছিলো তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিরোধী এক অদ্ভুত বিশ্বাস। আল্লাহ তাই এখানে আখিরাত বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মুহাম্মাদ যে বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে ডাক দিচ্ছেন সেটাই একমাত্র যুক্তিসংগত বিশ্বাস। এটাকে অমান্য করা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক।

৮১. আখিরাত বিশ্বাস সম্পর্কে এখানে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যারা আখিরাত তথা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করে তারা আসলেই অজ্ঞ। তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারে যে, মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার চেয়ে মোটেই কঠিন নয়। যে আল্লাহ আসমান-যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেনো ?

৮২. অর্থাৎ অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের জীবন যেমন এক রকম হতে পারে না এবং সৎলোক ও অসৎলোকও এক রকম হতে পারে না। এটা সর্বজন স্বীকৃত ও যুক্তিসংগত কথা। তাহলে এটা কেমন করে হতে পারে যে, একজন দুনিয়াতে ভালোমন্দ বিচার করে চলে এবং ঈমান এনে সৎকর্মশীল হিসেবে জীবন যাপন করে ; আর অপর একজন অন্ধদের মতো ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতাহীন, সে দুশ্চরিত্র, নিজের দুশ্চরিত্র দ্বারা আল্লাহর দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলে—এ উভয় ব্যক্তির পরিণাম মৃত্যুর পরে মাটি হয়ে যাওয়া। সৎলোকটি তার সততার কোনো পুরস্কার পাবে না, আর অসৎ লোকটিও তার অসততার কোনো মন্দ পরিণাম ভোগ করবে না—এ রকম হলে আখিরাত থাকার কোনো প্রয়োজন থাকে না—মানুষ ভালো হোক বা মন্দ উভয়ের পরিণাম হবে মাটিতে মিশে যাওয়া। এটা অবশ্যই ন্যায়-ইনসাফ, জ্ঞান ও যুক্তির বিরোধী। কেননা

﴿٥٩﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

৫৯. অবশ্যই কিয়ামত নিশ্চিত আগমনকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) বিশ্বাস করে না।[৮৩]

﴿٦٠﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

৬০. আর তোমাদের[৮৪] প্রতিপালক বলেন—তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো[৮৫] ; নিশ্চয়ই যারা অহংকার করে

(৫৯) إِنَّ-অবশ্যই ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; لَآتِيَةٌ-নিশ্চিত আগমনকারী ; لَا-নেই ; رَيْبَ-কোনো সন্দেহ ; فِيهَا-তাতে ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يُؤْمِنُونَ-(তা) বিশ্বাস করে না। (৬০) وَ-আর ; قَالَ-বলেন ; رَبُّكُمُ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; ادْعُونِي-(ادعو+نى)-তোমরা আমাকে ডাকো ; أَسْتَجِبْ-আমি সাড়া দেবো ; لَكُمْ-তোমাদের ডাকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; يَسْتَكْبِرُونَ-অহংকার করে ;

এটা যদি ন্যায়-ইনসাফ, জ্ঞান ও যুক্তি বিরোধী না হয়, তাহলে নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-ইনসাফের কোনো মূল্যই থাকে না। এমতাবস্থায় মন্দ লোকদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সৎলোকদেরকে নিরেট বোকা বলে মেনে নিতে হয়। কারণ মন্দ লোকেরা তাদের সকল কামনা-বাসনা পূরণ করে নিয়েছে, আর সৎলোকেরা অযথা নিজেদের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে নিয়েছে, ফলে তারা বঞ্চিত থেকে গেছে। সুতরাং ন্যায়-ইনসাফ, জ্ঞান ও যুক্তির দাবী হলো আখিরাত সংঘটিত হওয়া অনিবার্য এবং তা হতেই হবে। আর এটাই আখিরাতের অনিবার্যতার প্রমাণ।

৮৩. অর্থাৎ আখিরাত আছে—এটা আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা। এ ঘোষণা একমাত্র মহাজ্ঞানী ও সকল কিছুর স্রষ্টা-পরিচালক একমাত্র আল্লাহ-ই দিতে পারেন। আর মানুষ তা জানতে পারে জ্ঞানের একমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র ওহীর মাধ্যমে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা শুধুমাত্র আমরা বলতে পারি 'আখিরাত থাকাটা যুক্তিসংগত এবং ন্যায়-ইনসাফের দাবী'। এর বেশী 'আখিরাত অবশ্যই আছে বা হবে'—এটা বলার মতো জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার নেই। যেহেতু আমাদের কাছে ওহীর অবিকৃত ও সংরক্ষিত রূপ 'আল কুরআন' বর্তমান রয়েছে, আর এটি সেই কিতাবের চূড়ান্ত ঘোষণা। সুতরাং আমরাও সেই কিতাবের ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিতে পারি যে, আখিরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮৪. এখানে আবার তাওহীদ সম্পর্কে হিদায়াত দান করা হচ্ছে। এতোক্ষণ পর্যন্ত

আখিরাত সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিলো। কাফির-মুশরিকরা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিতে রাজী ছিলো না।

৮৫. অর্থাৎ তোমরা একমাত্র আমার কাছেই দোয়া করবে। দোয়া কবুল করা বা না করার ক্ষমতা আমি ছাড়া আর কারো হাতে নেই।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, দোয়া করতে হবে এমন এক সত্তার কাছে, যে সত্তা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে দোয়া করার অর্থ তাকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তাই তাঁর নিকট দোয়া করলেই যথাস্থানে দোয়া করা হলো। এখন কেউ যদি অন্য কোনো সত্তার কাছে দোয়া প্রার্থী হয় তাহলে সে সেই সত্তাকেই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সাব্যস্ত করলো। আর এটি হলো প্রকাশ্য শির্‌ক।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করে যে সকল সত্তার কাছে দোয়া করা হয়, তাতে প্রকৃত অবস্থার কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না। এতে সেসব সত্তাও আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক হয়ে যায় না ; আর না তাতে আল্লাহর গুণাবলীতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক আল্লাহ। আর তাঁর সৃষ্ট মাখলুক তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক হতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রেখে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে। আল্লাহ অবশ্যই বান্দাহর দোয়া কবুল করেন। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হতে দেখি না, অথচ দোয়া কবুল করার ওয়াদা আলোচ্য আয়াতে দিয়েছেন। এপ্রশ্নের জবাবে নিম্নোক্ত হাদীস লক্ষণীয়—

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, মুসলমান আল্লাহর কাছে যে দোয়াই করে আল্লাহ তা কবুল করেন—যদি তা কোনো গুনাহ বা সম্পর্কচ্ছেদ করার দোয়া না হয়। আল্লাহ তা'আলা তিন উপায়ে দোয়া কবুল করেন ঃ (১) বান্দাহ যা চায়, হুবহু তা-ই দিয়ে দেন। (২) দুনিয়ার প্রার্থীত বিষয়ের পরিবর্তে আখিরাতে সওয়াব ও পুরস্কার দান করেন। (৩) প্রার্থীত বিষয় না দিয়ে কোনো সম্ভাব্য বিপদ আপদ সরিয়ে দেয়া। (মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিকভাবে কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এমনকি মুসলমান হওয়ার শর্তও আরোপিত হয়নি। এদিক থেকে বুঝা যায় যে, কাফির ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোনো কোনো বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "কোনো কোনো লোক খুব বেশী সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' বলে দোয়া করে, কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ হারাম উপায়ে অর্জিত, এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কেমন করে কবুল হবে ?" (মুসলিম)

এমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অন্যমনস্কভাবে দোয়ার বাক্যগুলো উচ্চারণ করলে তাও-কবুল হয় না বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (তিরমিযী)

عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ ۝

আমার ইবাদাত করা থেকে, শীঘ্রই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে অপমানিত অবস্থায়[৮৬]।

عَنْ-থেকে ; عِبَادَتِیْ-আমার ইবাদাত করা ; سَیَدْخُلُوْنَ-শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; دٰخِرِیْنَ-অপমানিত অবস্থায়।

৮৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকার বশত আমার 'ইবাদাত' থেকে বিরত থাকে সে শীঘ্রই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এখানে দোয়াকে ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ যে ব্যক্তি অহংকার বশত আমার নিকট দোয়া করা থেকে বিরত থাকে, সে জাহান্নামী।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'দোয়া ইবাদাতের সারবস্তু'। তিনি আরও বলেছেন, 'দোয়া-ই হলো ইবাদাত'। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। হযরত আবু হুরাইয়রা রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" (তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে—"দোয়া ছাড়া তাকদীরকে আর কোনো কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না।"

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোয়া দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। যদিও আল্লাহর নির্ধারিত করা ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা-ইখতিয়ার অন্য কারো নেই। কিন্তু বান্দাহর কাকুতি-মিনতিপূর্ণ আবেদন-নিবেদন শুনে আল্লাহ নিজেই বান্দাহর ব্যাপারে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা-ইখতিয়ার অবশ্যই সংরক্ষণ করেন।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫১-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের সঠিক অনুসারীদেরকে সকল পরিস্থিতিতে সাহায্য করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন—এটা কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

২. আল্লাহর সাহায্য মু'মিনদের জন্য দুনিয়াতে যেমন কার্যকর রয়েছে, তেমনি হাশরের দিনের কঠিন সময়ে কার্যকর থাকবে। সুতরাং নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে তাঁর দীনের কাজে আত্মনিয়োগ করা মু'মিনদের কর্তব্য।

৩. আল্লাহর দীন থেকে দূরে থাকার জন্য কোনো ওযর-আপত্তি কিয়ামতের দিন গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে আল্লাহদ্রোহীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

৪. সকল নবী-রাসূলকে যেমন আল্লাহর দীনের বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলা করে এ পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে, তেমনি মু'মিনদেরকেও বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করেই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে।

৫. নবী-রাসূলদের আনীত দীন-এর আলোকে যারা জীবন গড়ে তারাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। আর নির্বোধরাই দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

৬. সাহায্য করার যে ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন, তার ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

৭. সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রেখেই পরিস্থিতির মুকাবিলা করে যেতে হবে।

৮. আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারীরা অহংকারী ও ক্ষমতাদর্পী। ক্ষমতার অহংকারে মত্ত হয়ে তারা নিজেদেরকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও, অবশেষে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৯. আমাদেরকে সকল অবস্থায় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কেননা তিনিই একমাত্র সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

১০. আল্লাহ অবশ্যই মানুষকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য করবেন। আর তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। কেননা আসমান-যমীন সৃষ্টি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা থেকে কঠিন কাজ।

১১. আখিরাত না থাকাটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ বিরোধী। কেননা তাহলে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং সৎলোক ও পাপাচারী সমান হয়ে যায়—যা কখনো সম্ভব নয়।

১২. মানব জীবনে আখিরাত অবিশ্বাস-ই সকল অনর্থের মূল। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুন্দর করতে হলে আমাদের আখিরাত বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে।

১৩. আমাদের সকল চাওয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হবে। আমাদের দোয়া আল্লাহর কাছে নিশ্চিত গৃহীত হয়—এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতে হবে।

১৪. দোয়া দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যও পরিবর্তন করে দেয়ার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি সংরক্ষণ করেন।

১৫. যে আল্লাহর কাছে না চায় তার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হন। সুতরাং তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে হলে সকল নিবেদন তাঁর দরবারে পেশ করতে হবে।

১৬. ক্ষমতাদর্পী অহংকারী ব্যক্তি-ই আল্লাহর কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে ; ফলে সে অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ পরিণতি থেকে হেফাযত করুন।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٦١﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ

৬১. আল্লাহ তো তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত, যেনো তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো, আর দিনকে করেছেন আলোময় ; অবশ্যই আল্লাহ

لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٢﴾ ذٰلِكُمُ

নিশ্চিত অনুগ্রহশীল মানুষের ওপর ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না[৮৭]। ৬২. তিনিই তোমাদের

اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই[৮৮] ; তাহলে তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে[৮৯] ?

﴿٦١﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ তো; الَّذِىْ-তিনি, যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য; الَّيْلَ-রাত ; لِتَسْكُنُوْا-যেনো তোমরা বিশ্রাম নিতে পার ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-আর ; النَّهَارَ-দিনকে করেছেন ; مُبْصِرًا-আলোময় ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَذُوْفَضْلٍ-নিশ্চিত অনুগ্রহশীল ; عَلَى-ওপর ; النَّاسِ-মানুষের ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَشْكُرُوْنَ-কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ﴿٦٢﴾ ذٰلِكُمُ-তিনিই তোমাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; خَالِقُ-স্রষ্টা ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসের ; لَا-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; فَاَنّٰى-তাহলে কোন্ দিকে ; تُؤْفَكُوْنَ-তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৮৭. রাত-দিনের নিয়মতান্ত্রিক আবর্তন দ্বারা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। কেননা হাজার হাজার বছর ধরে রাত-দিন একই নিয়মে আবর্তিত হয়ে আসছে। এটিই প্রমাণ করে যে, পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর শাসন চলছে এবং তিনি এককভাবে এসব জিনিসের স্রষ্টা। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, রাত-দিনের আকারে মানুষকে কত বড় নিয়ামত দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহর দেয়া এ নিয়ামতকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে রাত-দিনের চব্বিশটি ঘন্টা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে।

ﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﻳُﺆْﻓَﻚُ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻛَﺎﻧُﻮْﺍ ﺑِﺎٰﻳٰﺖِ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ﻳَﺠْﺤَﺪُﻭْﻥَ ﴿٦٣﴾ ﺍَﻟﻠّٰﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻱْ

৬৩. এভাবেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যারা এমন ছিলো যে, অস্বীকার করতো আল্লাহর আয়াতকে[৯০]। ৬৪. আল্লাহ তো তিনিই, যিনি

ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَّﺍﻟﺴَّﻤَﺎٓﺀَ ﺑِﻨَﺎٓﺀً ﻭَّﺻَﻮَّﺭَﻛُﻢْ ﻓَﺎَﺣْﺴَﻦَ ﺻُﻮَﺭَﻛُﻢْ

যমীনকে তোমাদের জন্য বাসস্থান স্বরূপ বানিয়েছেন[৯১] ; এবং আসমানকে বানিয়েছেন ছাদস্বরূপ[৯২]; আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের আকৃতিকে অতিসুন্দর করেছেন ;

(৬৩) كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يُؤْفَكُ-বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; كَانُوْا-এমন ছিলো যে ; بِاٰيٰتِ-আয়াতকে ; الله-আল্লাহর ; يَجْحَدُوْنَ-অস্বীকার করতো। (৬৪) اَللهُ-আল্লাহ তো ; الَّذِىْ-তিনিই, যিনি ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; قَرَارًا-বাসস্থান স্বরূপ ; وَّ-এবং ; السَّمَآءَ-আসমানকে ; بِنَآءً-ছাদ স্বরূপ ; وَّ-আর ; صَوَّرَكُمْ(صور+كم)-তোমাদেরকে তিনি আকৃতি দান করেছেন ; فَاَحْسَنَ-অতঃপর তিনিই অতি সুন্দর করেছেন ; صُوَرَكُمْ-তোমাদের আকৃতিকে ;

৮৮. অর্থাৎ দিন-রাতের আবর্তনের মধ্যে তোমাদের জীবন যাপনের যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এতেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহই এ পৃথিবী ও বিশ্ব-জগতের সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও দয়াবান প্রতিপালক। যেহেতু তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও দয়াবান প্রতিপালক, সেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী হলো, তিনিই ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তার ইবাদাত-আনুগত্য করা ন্যায়-ইনসাফের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ।

৮৯. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করার এ অযৌক্তিক ও ভ্রান্তপথে তোমাদেরকে যারা নিয়ে যাচ্ছে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদেরকেও তারা বিভ্রান্ত করছে।

৯০. অর্থাৎ সত্যকে জানার ও বুঝার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যেসব নিদর্শন পাঠিয়েছেন, সেগুলোকে অস্বীকার করার কারণেই মানুষ স্বার্থপর ধোঁকাবাজদের ধোঁকার জালে আটকা পড়ে মানুষ যুগে যুগে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

৯১. অর্থাৎ যমীনকে তোমাদের জন্য আরামে অবস্থানের জায়গা হিসেবে বানিয়েছেন। 'কারার' শব্দের অর্থ, চলার পথে কিছুক্ষণ অবস্থানের জায়গা—কম্পনমুক্ত সুস্থির স্থান। (লুগাতুল কুরআন)

৯২. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানস্থল পৃথিবীর ওপর গম্বুজের মতো একটি ছাদ নির্মাণ করে মহাশূন্যের দিক থেকে আগত কোনো ধ্বংসাত্মক আঘাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ○

আর তিনিই তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম রিযিক[৯৩] থেকে, তিনিই তোমাদের আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব অত্যন্ত বরকতময় আল্লাহ—(যিনি) বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।

⑥⑤ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব,[৯৪] তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; অতএব তোমরা আনুগত্যকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠকারী হিসেবে তাঁকেই ডাকো[৯৫] ; সমস্ত প্রশংসা-ই আল্লাহর জন্য

وَ-আর ; رَزَقَكُمْ-তোমাদেরকে দান করেছেন রিযক ; مِنَ-থেকে ; الطَّيِّبٰتِ-উত্তম ; ذٰلِكُمُ-তিনিই তোমাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; فَتَبٰرَكَ-অতএব অত্যন্ত বরকতময় ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّ-(যিনি) প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ব-জগতের। ⑥⑤ هُوَ-তিনি ; الْحَيُّ-চিরঞ্জীব ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; فَادْعُوْهُ-(ف+ادعو+ه)-অতএব তোমরা তাকেই ডাকো ; مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠকারী হিসেবে ; لَهُ-তাঁর প্রতি ; الدِّيْنَ-আনুগত্যকে ; اَلْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ;

মহাশূন্যের কোনো প্রাণঘাতি আলোকরশ্মিও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এজন্যই তোমরা পৃথিবীতে নিরাপদে অবস্থান করছো।

৯৩. অর্থাৎ তোমাদের জন্য অবস্থানের জায়গা ঠিক করার পরই তোমাদেরকে তিনি সর্বোত্তম গঠনাকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের হাত, পা, চোখ, কান ও নাক যথোপযুক্ত স্থানে সংযোজন করেছেন। তোমাদের চিন্তা করার শক্তি ও কথা বলার শক্তি দান করেছেন। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কের নির্দেশনায় তোমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় অগণিত শিল্প-সামগ্রী তৈরী করে নিয়ে থাক। তোমাদের পানাহার সামগ্রীও অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র এবং পানাহারের পদ্ধতিও অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। তোমাদের খাদ্য-পানীয়ের প্রকার ও স্বাদ অত্যন্ত মুখরোচক এবং এসবের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাণ। অন্যান্য সকল প্রাণীই সরাসরি তাদের মুখ দিয়ে পানাহার কার্য সম্পাদন করে ; আর তোমরা মানুষ জাতি হাত দ্বারা সাহায্য করার মাধ্যমে অত্যন্ত শালীন নিয়মে পানাহার সামগ্রী মুখে তুলে দাও। অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য প্রায় একজাতীয়। আর তোমরা মানুষেরা তোমাদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যকে বিভিন্ন মসলা দ্বারা স্বাদ যুক্ত করে খাও। বিভিন্ন তরি-তরকারী ও ফলমূল দ্বারা রকমারী খাদ্য—আচার, চাটনী, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করে খেয়ে থাক। তোমাদের চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন, তোমাদের জন্য ভূমি থেকে এসব জিনিসকে এতো প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে যে, এ সবের সরবরাহ কখনো

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

(যিনি) সমস্ত জগতের প্রতিপালক[৯৬]। ৬৬. আপনি বলুন—"আমাকে অবশ্যই নিষেধ করা হয়েছে তাদের দাসত্ব করতে যাদেরকে তোমরা ডাকো

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে,[৯৭] যখন আমার কাছে এসে গেছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আত্মসমর্পন করতে

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের কাছে। ৬৭. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। পরে শুক্র থেকে, তারপর

رَبُّ-(যিনি) প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-সমস্ত জগতের। ৬৬ قُلْ-আপনি বলুন ; اِنِّيْ-আমাকে অবশ্যই ; نُهِيْتُ-নিষেধ করা হয়েছে ; اَنْ اَعْبُدَ-দাসত্ব করতে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাকো ; مِنْ دُوْنِ-বাদ দিয়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; لَمَّا-যখন ; جَآءَنِيَ-(جاء+نى)-আমার কাছে এসে গেছে ; الْبَيِّنٰتُ-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; اُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ; اَنْ اُسْلِمَ-আত্মসমর্পণ করতে ; لِرَبِّ-(ل+رب)-প্রতিপালকের কাছে ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ব-জগতের। ৬৭ هُوَ-তিনিই ; الَّذِيْ-সেই (মহান) সত্তা যিনি ; خَلَقَكُمْ-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; تُرَابٍ-মাটি ; ثُمَّ-পরে ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্র ; ثُمَّ-তারপর ;

বন্ধ হয় না। আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের জন্য এসব খাদ্য-সামগ্রী তৈরি না করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে পাঠাতেন তাহলে তোমাদের অবস্থা কেমন হতো। সুতরাং তোমাদের স্রষ্টা শুধু স্রষ্টা-ই নন ; বরং তিনি এক মহাজ্ঞানী ও দয়ালু স্রষ্টা।

৯৪. অর্থাৎ তাঁর জীবনই আদি চিরস্থায়ী। তিনি আপন ক্ষমতায় জীবিত। অন্য সবার জীবন তাঁর প্রদত্ত অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

৯৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যা সূরা আয যুমার-এর ২ ও ৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৯৬. অর্থাৎ গোটা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক যেহেতু একমাত্র তিনি, তাই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারীও একমাত্র তিনি-ই। তিনি ছাড়া আর কেউ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ

রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে আনেন শিশুরূপে, এরপর তোমরা যেনো তোমাদের যৌবনে পৌঁছে যাও, অবশেষে তোমরা যেনো বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হও ;

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

আবার তোমাদের মধ্যে কাউকে (তার) আগেই মৃত্যুদান করা হয়[৯৮] এবং যাতে তোমরা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে যাও[৯৯] আর যেনো তোমরা বুঝতে সক্ষম হও (প্রকৃত সত্য)[১০০]।

⑥⑧ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ

৬৮. তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান ; আর যখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন কোনো বিষয়ের, তখন শুধুমাত্র তার উদ্দেশ্যে বলেন,

كُنْ فَيَكُوْنُ ○

'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

مِنْ-থেকে ; عَلَقَةٍ-রক্তপিণ্ড ; ثُمَّ-অতঃপর ; يُخْرِجُكُمْ-(يخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করে আনেন ; طِفْلًا-শিশুরূপে ; ثُمَّ-এরপর ; لِتَبْلُغُوْٓا-তোমরা যেনো পৌঁছে যাও ; اَشُدَّكُمْ-তোমাদের যৌবনে ; ثُمَّ-অবশেষে ; لِتَكُوْنُوْا-তোমরা যেনো উপনীত হও ; شُيُوْخًا-বৃদ্ধ বয়সে ; وَ-আবার ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مَّنْ-কাউকে ; يُتَوَفّٰى-মৃত্যুদান করা হয় ; مِنْ قَبْلُ-(তার) আগেই ; وَ-এবং ; لِتَبْلُغُوْٓا-যাতে তোমরা পৌঁছে যাও ; اَجَلًا-মেয়াদ পর্যন্ত ; مُّسَمًّى-নির্ধারিত ; وَّ-আর ; لَعَلَّكُمْ-যেনো তোমরা ; تَعْقِلُوْنَ-বুঝতে সক্ষম হও (প্রকৃত সত্য)। ⑥⑧ هُوَ-তিনি ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; يُحْيٖ-জীবন দান করেন ; وَ-এবং ; يُمِيْتُ-মৃত্যু ঘটান ; فَاِذَا-(ف+اذا)-আর যখন ; قَضٰٓى-তিনি সিদ্ধান্ত নেন ; اَمْرًا-কোনো বিষয়ের ; فَاِنَّمَا-তখন শুধুমাত্র ; يَقُوْلُ-তিনি বলেন ; لَهٗ-তার উদ্দেশ্যে ; كُنْ-'হয়ে যাও' ; فَيَكُوْنُ-(ف+يكون)-অমনি তা হয়ে যায়।

৯৭. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত-আনুগত্য করে থাকো। এখানে 'দোয়া' শব্দ ইবাদাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯৮. অর্থাৎ জন্মগ্রহণের আগে, কেউ জন্ম গ্রহণের পর পর, কেউ কিশোর বয়সে,

কেউ যুবক বয়সে এবং কেউ পৌঢ় বয়সে এবং কেউ কেউ অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করে।

৯৯. নির্ধারিত মেয়াদ অর্থ মৃত্যু। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় পার করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যান। সেই মেয়াদ পর্যন্ত পৌছার আগে দুনিয়ার সবলোক একত্রিত হয়ে যদি কাউকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে, তবুও কাউকে মারতে পারবে না। আর কারো মেয়াদ আসার পর দুনিয়ার সব লোক চেষ্টা করেও কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

অথবা এর অর্থ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের পর আল্লাহর নিকট হাজির হওয়ার মেয়াদ। অর্থাৎ মানুষ মরে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে না ; বরং তাদেরকে জীবনের এ পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হতে হবে।

১০০. অর্থাৎ পশুর মতো জন্মলাভ—জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি এবং তোমাদের জীবনের পর্যায়গুলো পার করা হয়নি। বরং জীবনের এসব পর্যায়গুলো পার হওয়ার মধ্য দিয়ে সঠিক তত্ত্বকে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে—এজন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের নিজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা কর্তব্য।

৭ম রুকূ' (৬১-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. রাত-দিনের নিয়মতান্ত্রিক আবর্তনের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে আছে। শুধুমাত্র এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলেই মানুষের হিদায়াতের জন্য আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

২. মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করে তাঁর শোকর আদায়ে সার্বক্ষণিক তৎপর থাকা মানুষের কর্তব্য। যদিও আল্লাহর অনুগ্রহরাজী গুণে শেষ করা এবং তাঁর যথাযথ শোকর আদায় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র 'ইলাহ'। এর ব্যতিক্রম বিশ্বাস অবশ্যই ভ্রান্তপথ।

৪. আল্লাহর নিদর্শনসমূহ যারা অস্বীকার করে, তারাই খুব সহজেই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।

৫. আল্লাহই এ পৃথিবীকে মানুষের বাস করার উপযোগী করে দিয়েছেন। অন্যথায় মানুষ বসবাস করতে সমর্থ হতো না।

৬. মহাশূন্যের দিক থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আসমানকে গম্বুজের আকৃতিতে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন—এটিও আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের একটি।

৭. আল্লাহ তা'আলা-ই মানুষকে অতি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আকৃতি গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো শক্তির অণুমাত্র ভূমিকা-ও নেই। এটাও আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের অন্যতম।

৮. মানুষকে পবিত্র ও উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেয়াও আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ। এসব অনুগ্রহের শোকর অবশ্যই আমাদেরকে আদায় করতে হবে।

৯. আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিজগতের জন্য সবচেয়ে কল্যাণময় সত্তা। তিনিই সৃষ্টিজগতের একমাত্র প্রতিপালক। সুতরাং সকল প্রশংসা পাওয়ার তিনিই একমাত্র অধিকারী।

১০. তিনিই আদি, তিনি-ই অন্ত—তিনিই স্বমহিমায় জীবিত, আর সবকিছুই মরণশীল—ধ্বংসশীল। সুতরাং তিনি ছাড়া বিশ্ব-জাহানে আর কোনো ইলাহ থাকতে পারে না।

১১. মানুষকে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব-আনুগত্য করতে হবে। সদা-সর্বদা তাঁরই প্রশংসায় মুখর থাকতে হবে।

১২. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না। আর আত্মসমর্পণ করতে হবে একমাত্র তাঁরই দরবারে।

১৩. মানুষকে নিজের সৃষ্টির পর্যায়ক্রমগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ তা'আলার কুদরত সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং তাঁর আনুগত্যের মানসিকতা জাগ্রত হবে।

১৪. মানুষের জন্মলাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল সম্পর্কেও মানুষের চিন্তার অনেক উপাদান রয়েছে—এ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করাও মানুষের উচিত।

১৫. প্রকৃত সত্য উদ্ধারের জন্য চিন্তা-গবেষণা করা কখনো ব্যর্থ হয়ে যায় না। সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে দুটো লাভ। আর গবেষণায় ভুল হলেও একটি লাভ থেকে গবেষণাকারী বঞ্চিত হয় না।

১৬. জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের শান। আল্লাহর কোনো কাজই কল্যাণ থেকে খালি নয়। সুতরাং তাঁর আনুগত্য করে যাওয়া এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করার বিকল্প নেই।

১৭. কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহকে কোনো কিছু করতে হয় না—তাঁর মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর 'হও' বললেই সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ

৬৯. আপনি কি দেখেননি তাদের প্রতি, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে[১০১] ?

﴿٧٠﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

৭০. যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে আল কিতাবকে এবং তাকে, যা দিয়ে আমি আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি[১০২] ; অতঃপর তারা শীঘ্রই জানতে পারবে—

﴿٧١﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧٢﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ

৭১. যখন বেড়ী ও শৃংখল তাদের গলদেশে পড়বে—তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে— ৭২. ফুটন্ত পানির মধ্যে, তারপর আগুনে

(৬৯) أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি দেখেননি ; إِلَى-প্রতি ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ; يُجَادِلُونَ-বিতর্ক সৃষ্টি করে ; فِي آيَاتِ-আয়াতসমূহে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; أَنَّى-কোথায় ; يُصْرَفُونَ-তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। (৭০) الَّذِينَ-যারা ; كَذَّبُوا-মিথ্যা সাব্যস্ত করে; بِالْكِتَابِ-আল কিতাবকে ; وَ-এবং ; بِمَا-তাকে যা দিয়ে ; أَرْسَلْنَا بِهِ- আমি পাঠিয়েছি ; رُسُلَنَا-(رسل+نا)-আমার রাসূলদেরকে ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-অতঃপর শীঘ্রই ; يَعْلَمُونَ-তারা জানতে পারবে। (৭১) إِذِ-যখন ; الْأَغْلَالُ-বেড়ী ; فِي أَعْنَاقِهِمْ-(فى+اعناق+هم)-তাদের গলদেশে পড়বে ; وَ-ও ; السَّلَاسِلُ-শৃংখল ; يُسْحَبُونَ- তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। (৭২) فِي-মধ্যে ; الْحَمِيمِ-ফুটন্ত পানির ; ثُمَّ- তারপর ; فِي النَّارِ-আগুনে ;

১০১. অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনার পর একথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, এসব কাফির মুশরিকের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কি ? কোথায়, কোন্ শক্তি তাদেরকে অধপতনের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করছে ?

১০২. অর্থাৎ তাদের গুমরাহ হওয়ার মূল কারণ হলো আমার প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে যে কিতাব তাদের প্রতি আমি পাঠিয়েছিলাম এবং রাসূলদের আনিত শিক্ষা সম্পর্কে বিতর্ক

يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে[১০৩]। ৭৩. তারপর (তাদেরকে) বলা হবে—'তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা (আল্লাহর) শরীক করতে। ৭৪. আল্লাহকে ছেড়ে[১০৪] ?

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ

তারা বলবে—"তারা তো আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে ; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোনো কিছুরই পূজা করতাম না[১০৫]" এভাবেই

يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ

পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ কাফিরদেরকে। ৭৫. তোমাদের এ অবস্থা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে আনন্দ উল্লাসে মেতে ছিলে

- يُسْجَرُوْنَ-তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। ﴿٧٣﴾ ثُمَّ-তারপর ; قِيْلَ- বলা হবে ; لَهُمْ- তাদেরকে ; اَيْنَ-কোথায় ; مَا-তারা, যাদেরকে ; كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ-তোমরা (আল্লাহর) শরীক করতে। ﴿٧٤﴾ مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; قَالُوْا-তারা বলবে ; ضَلُّوْا-তারা তো হারিয়ে গেছে ; عَنَّا-আমাদের নিকট থেকে ; بَلْ-বরং ; لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا-আমরা পূজা করতাম না ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; شَيْـًٔا-কোনো কিছুর-ই ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يُضِلُّ-পথভ্রষ্ট করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদেরকে। ﴿٧٥﴾ ذٰلِكُمْ-তোমাদের এ অবস্থা ; بِمَا-এ কারণে যে, كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ-তোমরা আনন্দ-উল্লাসে মেতেছিলে ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ;

তুলে তা অমান্য করা। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে কূটতর্কের মাধ্যমে সেসব নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টায় রত থাকে।

১০৩. অর্থাৎ এসব কাফির-মুশরিকরা যখন হাশর ময়দানে পিপাসার্ত হয়ে পানি চাইবে, তখন তাদের গলায় জিঞ্জির লাগিয়ে জাহান্নামের বাইরে কোনো স্থানে ফুটন্ত পানির নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। পানি পান করার পর সেখান থেকে তাদেরকে একই অবস্থায় টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।

১০৪. অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, যাদেরকে তোমরা বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করবে এ আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা মিথ্যা উপাস্যদের দাসত্ব করতে ; কিন্তু তোমাদের এ বিপদের মুহূর্তে তারা কোথায় ? তোমাদেরকে সাহায্য করতে তারা এগিয়ে আসছে না কেনো ?

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج

অন্যায়-অসত্যকে নিয়ে এবং এজন্য যে, তোমরা অহংকার করতে[১০৬]। ৭৬. তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে তাতে চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ করো ;

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ

অতঃপর কতই না নিকৃষ্ট, অহংকারীদের ঠিকানা। ৭৭. অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন[১০৭], আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য ; তারপর আমি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই

بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا

তার (কাফিরদের শাস্তির) কিছু অংশ, যার ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়ে থাকি, অথবা (তার আগেই) আপনাকে মৃত্যু দান করি, (সর্বাবস্থায়) তাদেরকে তো আমার-ই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে[১০৮]। ৭৮. আর[১০৯] নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি

بِغَيْرِ الْحَقِّ-অন্যায় অসত্যকে নিয়ে ; وَ-এবং ; بِمَا-এজন্য যে ; كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ-তোমরা অহংকার করতে। ﴿٧٦﴾ اُدْخُلُوْٓا-তোমরা প্রবেশ করো ; اَبْوَابَ-দরজা দিয়ে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-চিরস্থায়ীভাবে ; فِيْهَا-তাতে ; فَبِئْسَ-(ف+بئس)-অতঃপর কতই না নিকৃষ্ট ; مَثْوَى-ঠিকানা; الْمُتَكَبِّرِيْنَ-অহংকারীদের। ﴿٧٧﴾ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন ; اِنَّ-অবশ্যই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; فَاِمَّا-তারপর যদি ; نُرِيَنَّكَ-আপনাকে দেখিয়ে দেই ; بَعْضَ-কিছু অংশ ; الَّذِيْ-তার (কাফিরদের শাস্তির) যার ; نَعِدُهُمْ-(نعد+هم)-ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়ে থাকি ; اَوْ-অথবা ; نَتَوَفَّيَنَّكَ-(نتوفين+ك)-(তার আগেই) আপনাকে মৃত্যু দান করি ; فَاِلَيْنَا-(সর্বাবস্থায়) আমারই কাছে ; يُرْجَعُوْنَ-তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। ﴿٧٨﴾ وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-(ل+قدارسلنا)-নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি ;

১০৫. অর্থাৎ আমাদের মিথ্যা উপাস্যরা আজ কোথায় উধাও হয়ে গেছে, তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। যদিও সেসব উপাস্যরাও জাহান্নামের কোনো স্থানে শাস্তিভোগরত আছে।

১০৬. অর্থাৎ তোমরা বাতিলের আনুগত্য করার সাথে সাথে সত্যের দাওয়াতকে গর্ব-অহংকার করে প্রত্যাখ্যান করতে এবং তাতেই সন্তুষ্ট ছিলে।

১০৭. অর্থাৎ আপনার বিরোধিদের এ কূট বিতর্ক ও হীন চক্রান্তের মুকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের অশোভন আচরণের জন্য দুঃখিত হবেন না।

رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ

অনেক রাসূল আপনার আগে, তাদের মধ্যে কতকের কাহিনী আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, আর তাদের মধ্যে কতকের কথা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করিনি ;

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ

আর কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া[১১০] ; অতএব যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে,

قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

(তখন) সঠিক ফায়সালা হয়ে যাবে এবং সেখানে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।[১১১]

رُسُلًا-অনেক রাসূল ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে; مَّنْ-কতকের ; قَصَصْنَا-কাহিনী আমি বর্ণনা করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার কাছে ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; مَّنْ-কতকের ; لَّمْ نَقْصُصْ-কথা আমি বর্ণনা করিনি ; عَلَيْكَ-আপনার কাছে ; وَ-আর ; مَا كَانَ-সম্ভব ছিলো না ; لِرَسُوْلٍ-কোনো রাসূলের পক্ষে ; اَنْ يَّاْتِيَ-নিয়ে আসা ; بِاٰيَةٍ-কোনো নিদর্শন ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِ-অনুমতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاِذَا-অতএব যখন ; جَآءَ-আসবে ; اَمْرُ-নির্দেশ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; قُضِيَ-ফায়সালা হয়ে যাবে ; بِالْحَقِّ-সঠিক ; وَ-এবং ; خَسِرَ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ; هُنَالِكَ-সেখানে ; الْمُبْطِلُوْنَ-বাতিলপন্থীরা।

১০৮. অর্থাৎ এসব পাপিষ্ট ও দীন বিরোধী লোকেরা দুনিয়াতে আপনার জীবদ্দশায় শাস্তি ভোগ করুক বা না করুক, আখিরাতে তাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে এবং তখন তারা আমার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

১০৯. এখান থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের একটি দাবীর জবাব দেয়া হচ্ছে। তাদের দাবী ছিলো আমাদের চাহিদা মতো মু'জিযা না দেখাতে পারলে আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেবো না। (তাদের যেসব দাবী ছিলো তা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এখানে পুনরুল্লিখিত হয়নি।)

১১০. অর্থাৎ মু'জিযা দেখানো নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন নয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো অবাধ্য জাতিকে তা দেখানো প্রয়োজন মনে করেন, তখন সমসাময়িক নবীর মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়াত দানের উদ্দেশ্যে তার প্রকাশ ঘটান। কাফিরদের দাবীর প্রথম জবাব এটা।

১১১. অর্থাৎ মু'জিযা দেখানো কোনো হাসি-তামাসার বিষয় নয় যে, তা দেখে কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করা যাবে। বরং এটি হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। কোনো জাতি মু'জিযা দেখার পর যদি তা অস্বীকার-অমান্য করে তাহলে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়। মু'জিযা দেখতে চাওয়া দ্বারা শুধুমাত্র নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা ছাড়া কিছু নয়। অতীতের হঠকারী জাতিসমূহের ইতিহাস তার সাক্ষী।

৮ম রুকূ' (৬৯-৭৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর আয়াত তথা তাঁর কিতাবের আয়াত সম্পর্কে অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টিকারীরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট। তবে আয়াতের মর্ম উদ্ধারে পারস্পরিক আলোচনা করাকে 'বিতর্ক সৃষ্টি' বলা যাবে না।

২. পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের আনীত আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অমান্য করে, মৃত্যুর পরপরই তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে ; কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না।

৩. অবিশ্বাসীদের গলায় বেড়ী ও শৃংখল দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করছে হাশরের দিন সেসব শরীকদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারাও সেদিন জাহান্নামের কোনো অন্ধকার গর্তে পড়ে থাকবে।

৫. অবিশ্বাসীদের বানানো আল্লাহর শরীকরা যে তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না, তা সেদিন তারা বুঝতে পারবে ; কিন্তু সেই উপলব্ধি তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

৬. বাতিল পন্থীরা পৃথিবীতে গর্ব-অহংকারে, আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকবে—এটিই তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ।

৭. গর্ব-অহংকারে ও আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা অবিশ্বাসীদেরকে হাশরের দিন চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। এটি তাদের নিকৃষ্ট ঠিকানা।

৮. নবী-রাসূলদের মতো সকল যুগের আল্লাহর পথের পথিকদেরকে একই প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখী হতে হবে। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম।

৯. বাতিলপন্থীদেরকে অবশ্যই আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১০. মানব জাতির সূচনা থেকে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কুরআন মাজীদে তার মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। বাকীদের সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা না থাকলেও তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

১১. মু'জিযা তথা অলৌকিক কোনো ঘটনা সংঘটিত করে দেখানোর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা কোনো নবীর ছিলো না। এটি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি সাপেক্ষ।

১২. নবীদের মু'জিযা দেখার পর যে বা যারা তাঁদের ওপর ঈমান আনেনি, অতীতের সেসব জাতি আল্লাহর গযবে পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরবর্তী মানব সমাজের জন্য ইতিহাস হয়ে আছে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٧٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا

৭৯. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চার পায়ের পশুগুলো সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তার কতেকের পিঠে চড়তে পারো এবং কতেকের গোশত খেতে পারো। ৮০. আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে,

مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

অনেক উপকার ; আর যেনো তোমরা তাদের সাহায্যে পূরণ করতে পারো এমন প্রয়োজন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর এগুলোর ওপর এবং নৌযানের ওপর

تُحْمَلُوْنَ ﴿٨١﴾ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ

তোমাদেরকে পরিবহন করা হয়। ৮১. আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন ; অতএব তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে ?[112]

(৭৯) اَللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِىْ-তিনিই, যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; الْاَنْعَامَ-গৃহপালিত চার পায়ের পশুগুলো; لِتَرْكَبُوْا-যেনো তোমরা পিঠে চড়তে পারো ; مِنْهَا-তার কতেকের ; وَ-এবং ; مِنْهَا-তার কতেকের ; تَاْكُلُوْنَ-গোশত খেতে পারো। (৮০) وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيْهَا-তাতে রয়েছে ; مَنَافِعُ-অনেক উপকার ; وَ-আর ; لِتَبْلُغُوْا-যেনো তোমরা পূরণ করতে পারো ; عَلَيْهَا-তাদের সাহায্যে ; حَاجَةً-এমন প্রয়োজন ; فِىْ صُدُوْرِكُمْ-(فى+صدور+كم)-যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে ; وَ-আর ; عَلَيْهَا-এগুলোর ওপর ; وَ-এবং ; عَلَى-ওপর ; الْفُلْكِ-নৌযানের ; تُحْمَلُوْنَ-তোমাদেরকে পরিবহন করা হয়। (৮১) وَ-আর ; يُرِيْكُمْ-(يرى+كم)-তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলী ; فَاَىَّ-(ف+ى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰيٰتِ-নিদর্শনাবলী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تُنْكِرُوْنَ-তোমরা অস্বীকার করবে।

১১২. অর্থাৎ তোমাদের সামনে যেসব জীবন্ত মু'জিযা রয়েছে, সেসব মু'জিযা দেখেই তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীনের সত্যতার প্রমাণ পেতে পারো। প্রকৃত

⑧২ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

৮২. তবে কি তারা[১১৩] পৃথিবীতে সফর করেনি ? তাহলে তারা দেখতে পেতো কেমন (মন্দ) হয়েছিলো তাদের পরিণাম যারা (ছিলো)

⑧২ أَفَلَمْ يَسِيرُوا-(ا+ف+لم يسيروا)-তবে কি তারা সফর করেনি ? فِي الْأَرْضِ- পৃথিবীতে ; فَيَنظُرُوا-(ف+ينظروا)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন (মন্দ) ; كَانَ-হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِينَ-তাদের, যারা (ছিলো) ;

সত্য বুঝার জন্য আর কোনো মু'জিযার প্রয়োজন থাকতে পারে না। অবিশ্বাসীদের মু'জিযা দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এটি তৃতীয় জবাব। কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় এ জবাব দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত গৃহপালিত পশুগুলো এক একটি মু'জিযা। এসব পশুকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনুগত করে দিয়ে তাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। মানুষ এসব পশুকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করবে। মানুষ এগুলোর গোশ্ত খায়, এগুলোকে ভার বহনের কাজে লাগায়, এগুলোর দুধ থেকে নানা প্রকার মিষ্টি দ্রব্য তৈরী করে। এদের পশম, চামড়া, হাড়, রক্ত ও গোবর সবই মানুষের কাজে লাগে। আল্লাহ যদি এদেরকে মানুষের অনুগত করে না দিতেন তাহলে এদেরকে নিজেদের কাজে লাগানো সম্ভব হতো না।

পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। স্থলভাগের মধ্যেও বহুসংখ্যক ছোট বড় জলাশয় রয়েছে। স্থলভাগে বসবাসরত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এ জলভাগের পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিলো না। আল্লাহ পানি ও বাতাসকে একটি সুষ্ঠু নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন বলেই মানুষের পক্ষে নৌযান তৈরী করে পরিবহনের সহজ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখিত দু'টো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষ, পশু-পাখি, অন্যান্য জীবজন্তু এবং এ পৃথিবী ও তার জলভাগ, বাতাস ইত্যাদি তথা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই এক সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন। নৌ-পরিবহনের দৃষ্টিকোণ থেকে নক্ষত্ররাজি ও গ্রহসমূহের নিয়মিত আবর্তন থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র পৃথিবী নয়, আসমান সমূহেরও স্রষ্টা।

অতঃপর চিন্তা করলে এটিও আমাদের বোধগম্য হয় যে, যে আল্লাহ মানুষের জন্য এতো অসংখ্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই মানুষের নিকট থেকে এ সবের হিসেব নেবেন এবং মানুষকে এর যথাযথ প্রতিদান দেবেন।

১১৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাসূলের আনীত বিধান সম্পর্কে বিতর্ক তুলে এ বিধানকে

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَآ أَغْنٰى

তাদের আগে ; তারা ছিলো এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ ও কীর্তিতে অধিক শক্তিমান ; কিন্তু কোনো কাজে আসেনি

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا

তাদের তা, যা তারা উপার্জন করতো। ৮৩. অতঃপর যখন তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলেন তারা মগ্ন হয়ে পড়লো

بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

তা নিয়ে যা ছিলো তাদের কাছে জ্ঞানের অংশবিশেষ[১১৪] এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেললো তা যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; كَانُوْٓا-তারা ছিলো ; اَكْثَرَ-সংখ্যায় বেশী ; مِنْهُمْ-এদের চেয়ে ; وَ-এবং ; اَشَدَّ-অধিক শক্তিমান ; قُوَّةً-শক্তি-সামর্থে ; وَّ-ও ; اٰثَارًا-কীর্তিতে ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ; فَمَآ اَغْنٰى-(ف+ما اغنى)-কিন্তু কোনো কাজে আসেনি ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَا-তা, যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা উপার্জন করতো। ৮৩ فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; جَآءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের কাছে আসলেন ; رُسُلُهُمْ-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ; فَرِحُوْا-তারা মগ্ন হয়ে পড়লো ; بِمَا-তা নিয়ে যা ছিলো ; عِنْدَهُمْ-(عند+هم)-তাদের কাছে ; مِّنَ-অংশ বিশেষ ; الْعِلْمِ-জ্ঞানের ; وَ-এবং ; حَاقَ-পরিবেষ্টন করে ফেললো ; بِهِمْ-তাদেরকে ; مَّا-তা ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

অমান্য করতে চায়, তাদের উচিত পৃথিবীতে ভ্রমণ করে অতীতের অমান্যকারীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা লাভ করা।

১১৪. অর্থাৎ এ অপরিণামদর্শী অবিশ্বাসীরা আল্লাহর নবীদের আনীত তাওহীদ ও ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণাদী দেখার পরও নিজেদের যৎসামান্য বৈষয়িক জ্ঞানকে নবীদের আনীত ওহীর জ্ঞানের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকলো। অবিশ্বাসীরা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিলো, তা ছিলো তাদের মনগড়া দর্শন ও ধর্মীয় কিস্‌সা-কাহিনী অথবা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে তারা অবশ্যই পারদর্শী ছিলো ; কিন্তু এসব ছিলো নিরেট মূর্খতা, এসব জ্ঞানের কোনো দলীল ছিলো না। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়াত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান-গবেষণা নিরেট মূর্খতা জনিত জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। এসব জ্ঞানই ছিলো তাদের ধারণা-অনুমানের ওপর নির্ভরশীল।

٨٤ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ

৮৪. অতঃপর যখন তারা আমার আযাব দেখতে পেলো (তখন) বললো, 'আমরা একক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং প্রত্যাখ্যান করলাম তাদেরকে—তাঁর (আল্লাহর) সাথে যাদেরকে আমরা ছিলাম

مُشْرِكِيْنَ ٨٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۭ سُنَّتَ اللّٰهِ

শরীককারী। ৮৫. বস্তুতঃ তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকার করতে পারেনি—যখন তারা আমার আযাব দেখতে পেলো ; (এটিই) আল্লাহর নির্ধারিত বিধান

الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ

যা নিশ্চিতভাবে কার্যকর ছিলো তাঁর বান্দাহদের মধ্যে[১১৫] আর সেই অবস্থায়-ই কাফিররা-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো।

৮৪ فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; رَاَوْا-তারা দেখতে পেলো ; بَاْسَنَا-আমার আযাব ; قَالُوْٓا-(তখন) বললো ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَحْدَهٗ-একক; وَ-এবং ; كَفَرْنَا-প্রত্যাখ্যান করলাম ; بِمَا-তাদেরকে, যাদেরকে ; كُنَّا-আমরা ছিলাম; بِهٖ-তাঁর (আল্লাহর) সাথে ; مُشْرِكِيْنَ-শরীককারী। ৮৫ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ-(ف+لم+يك+ينفع+هم)-বস্তুত তাদের কোনো উপকার করতে পারেনি ; اِيْمَانُهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের ঈমান ; لَمَّا-যখন ; رَاَوْا-তারা দেখতে পেলো ; بَاْسَنَا-(باس+نا)-আমার আযাব ; سُنَّتَ-(এটাই) বিধান ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الَّتِيْ-যা ; قَدْ خَلَتْ-নিশ্চিতভাবে কার্যকর ছিলো ; فِيْ عِبَادِهٖ-(في+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের মধ্যে ; وَ-আর ; خَسِرَ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো ; هُنَالِكَ-সেই অবস্থায়ই ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা।

অবিশ্বাসীদের পার্থিব এসব জ্ঞান সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা রূমের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অবস্থাটুকুই জানে এবং আখিরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণই গাফিল।"

মূলত, আখিরাতের জীবন-ই হলো আসল জীবন, দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনের শস্যক্ষেত্র। আখিরাতেই আমাদেরকে অনন্তকাল থাকতে হবে। সেখানকার সুখ বা দুঃখ-ই চিরস্থায়ী।

আলোচ্য আয়াতে 'ইলম' দ্বারা যদি পার্থিব জ্ঞান অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কিয়ামত ও আখিরাত অস্বীকার করে এবং আখিরাতের দুঃখ ও কষ্ট

সম্পর্কে উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে নবীদের আনীত জ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা দেখায়। (মাযহারী)

১১৫. অর্থাৎ আমার আযাব তাদের সামনে এসে পড়ার পর তারা ঈমান আনতে শুরু করেছে। আযাব সামনে দেখে তারা বলা শুরু করলো যে, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং যাদেরকে আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করতাম তাদেরকে পরিত্যাগ করলাম।

মূলত, আল্লাহ্ তা'আলা এ সময়কার ঈমান গ্রহণ করেন না। হাদীসে আছে, "মুমূর্ষ অবস্থা ও মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দাহর তাওবা গ্রহণ করেন।" মৃত্যুকষ্ট শুরু হয়ে যাওয়ার পর বান্দাহর তাওবা আর গ্রহণ করা হয় না। একইভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে পড়ার পর কারো তাওবা ও ঈমান গ্রহণ করা হয় না।

৯ম রুকূ' (৭৯-৮৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদের আশেপাশে আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—এমনকি আমাদের নিজ দেহের মধ্যেই তাঁর নিদর্শন দেদীপ্যমান। এসব নিদর্শন দেখে ও চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় করতে হবে।

২. গৃহপালিত চারপেয়ে পশুগুলো থেকে মানুষ যেসব উপকার লাভ করে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই মানুষ কখনো শিরক করতে পারে না।

৩. আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত মানুষ ভোগ করছে। এসব নিয়ামতের শোকর আদায় না করে মানুষ চরম না-শোকরী করছে। মানুষের কর্তব্য আল্লাহর বিধানকে নিজেদের জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর শোকর আদায় করা।

৪. মানুষের উচিত, পৃথিবীতে সফর করে অতীতের না-শোকর ও অহংকারী জাতি-গোষ্ঠীগুলোর করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৫. অধুনা মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বড়াই করে। আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান বাস্তবায়ন না করলে তাঁর পক্ষ থেকে যে আযাব আসবে, তা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-ই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সুতরাং সময় থাকতেই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

৬. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত ওহীর জ্ঞান-ই অকাট্য আর আমাদের কাছে রয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল কর্তৃক আনীত অবিকৃত জ্ঞান—আল কুরআন। তাই দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে এবং পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাতে যেতে হলে আল কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে হবে। এর কোনোই বিকল্প নেই।

৭. আল্লাহর পক্ষ থকে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আদলে কোনো গযব এসে পড়লে তখন কোনো তাওবা বা ঈমান তাঁর দরবারে গৃহীত হয় না, তাই এখন এ মুহূর্ত থেকে তাওবা করে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসতে হবে।

৮. আযাব দেখে ঈমান আনা এবং মৃত্যুকালীন তাওবা গৃহীত না হওয়ার বিধান আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান। এর কোনো ব্যতিক্রম অতীতে যেমন ঘটেনি, বর্তমানেও এ বিধান বহাল আছে, আর অনাগত কালেও এর কোনো পরিবর্তন হবে না ; কারণ আল্লাহর নিয়মে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন পড়ে না।

❒

সূরা হা-মীম আস সাজদা-মাক্কী
আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ' ঃ ৬

নামকরণ

সূরার প্রারম্ভিক শব্দ 'হা-মীম' শব্দ দিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে। আর 'আস সাজদাহ' যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, সূরার মধ্যে একটি সাজদার আয়াত আছে। 'আল হা-মীম' বা 'হাওয়ামীম'-এর ৭টি সূরার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য 'হা-মীম' শব্দের সাথে 'আস সাজদা' শব্দটিও সংযোজন করা হয়েছে। অবশ্য এ সূরাকে 'হা-মীম ফুস্‌সিলাত'ও বলা হয়ে থাকে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি এমন একটি সময়ে নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদের প্রতি কুরাইশ-কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, যুলুম-নির্যাতন ও নানারকম ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো। হযরত হামযা রা. ও হযরত ওমর রা.-এর মতো প্রভাবশালী কুরাইশ নেতারাও একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় কুরাইশ কাফিররা ইসলামকে দমন করার জন্য তাদের কৌশল পরিবর্তন করলো। তারা যুলুম-নির্যাতন এবং ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিহার করে, লোভ-লালসা ও প্রলোভন-প্ররোচনা দানের পথ অবলম্বন করলো।

এ সময়কার একটি ঘটনার বিবরণ হলো—একদা কয়েকজন কুরাইশ নেতা মসজিদে হারাম তথা কা'বা ঘরে আসর জমিয়ে বসেছিলো। মসজিদের অপর এক কোণে রাসূলুল্লাহ সা. একাকী বসেছিলেন। এমন সময় আবু সুফিয়ানের শ্বশুর কাফির সরদার উতবা ইবনে রবীয়া সমবেত কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্যে বললেন—"আপনারা অনুমতি দিলে আমি মুহাম্মাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো এর কোনো একটি মেনে নিতে পারে এবং তা আমাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ফলে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করা ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাফির বলা ইত্যাদি থেকে বিরত হতে পারে।" সবার অনুমতিতে উতবা উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গিয়ে নিম্নোল্লেখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করলো—

১. তুমি যে কাজ করছো তার উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সবাই তোমাকে সম্পদশালী বানিয়ে দেবো।

২. তুমি যদি এ কাজ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি। তোমাকে ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না।

৩. যদি তুমি বাদশাহী চাও আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি।

৪. আর যদি তোমার ওপর জিনের প্রভাব পড়ে থাকে যা তুমি তাড়াতে সক্ষম নও, তাহলে আমরা আমাদের খরচে ভালো চিকিৎসক দ্বারা তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেবো।

এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি এ প্রস্তাবগুলোর কোন্‌টা গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ সা. চুপচাপ তার কথাগুলো শুনলেন। অতপর বললেন, 'হে ওয়ালিদের বাপ, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?' উতবা বললো, হাঁ, তখন তিনি বললেন, 'এবার আমার কথা শুনুন'। একথা বলে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে সূরা হা-মীম আস সাজদা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন এবং সাজদার আয়াত পর্যন্ত পড়ে তিনি সাজদা করলেন। উতবা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। তার চেহারায় ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো। সে ফিরে এসে তার জন্য অপেক্ষমান লোকদের নিকট বললো, "আমি মুহাম্মাদের মুখে এমন কথা শুনেছি, যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা যাদুও নয় কবিতাও নয়, আর না সেটা অতিন্দ্রীয়বাদীদের শয়তান থেকে শোনা কথা। হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! তোমরা আমার কথা মেনে নাও, তোমরা তার কাজে বাধা দেয়া ও তাকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকো। তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস এ বাণী অবশ্যই সফল হবে। তোমরা অপেক্ষা করো, অবশিষ্ট আরব জনগণের তার প্রতি আচরণ দেখো, যদি তারা কুরাইশদের সাহায্য ছাড়াই তাকে পরাজিত করে, তাহলে তোমরা ভাইয়ের গায়ে হাত তোলার বদনাম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর যদি সে সমগ্র আরবের ওপর বিজয় লাভ করে, তাহলে তার এ বিজয় হবে তোমাদের বিজয়। আর তার রাজত্বও হবে তোমাদের রাজত্ব।" উপস্থিত লোকেরা বললো, 'উতবা! তোমাকে মুহাম্মাদ তার কথা দিয়ে যাদু করেছে।' 'উতবা বললো, 'আমারও তাই মনে হয়, এখন তোমরা যা ইচ্ছা করো।'

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে। উতবা যে অযৌক্তিক প্রস্তাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসেছিলো, সেসব বিষয়কে আলোচনার যোগ্যই মনে করা হয়নি। কারণ সেসব রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিয়ত ও জ্ঞান-বুদ্ধির অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কুরআনের দাওয়াতকে উপেক্ষা করে তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার কাফিরদের পক্ষ থেকে যে হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিলো, আলোচ্য সূরায় সেটাই আলোচনা করা হয়েছে। তাদের বিরোধিতা ছিলো নিম্নরূপ—

ক. তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলো যে, আপনি যা-ই বলুন না কেনো, আমরা আপনার কোনো কথাই শুনবো না। আপনার কাজ আপনি করে যেতে থাকুন, আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, আমরা আপনার বিরোধিতায় সবই করবো।

খ. রাসূলুল্লাহ সা. অথবা তাঁর অনুসারী কোনো লোকের কাছে কুরআন পাঠ করতে চেষ্টা করলে কাফিররা সেখানে হট্টগোল ও হৈ চৈ বাধিয়ে তা পণ্ড করে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করতো।

গ. কুরআন মাজীদের আয়াতের বিকৃত অর্থ করা, শব্দ উলট-পালট করে লোকদেরকে

বিভ্রান্ত করা, আয়াতের সরল-সোজা অর্থকে বাঁকা অর্থ করা, পূর্বাপর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বা নিজের পক্ষ থেকে আয়াতের সাথে সাথে কোনো কথা যোগ করে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে মানুষের মনে রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতে থাকলো।

ঘ. তারা বলতো যে, কুরআন তো আমাদের মাতৃভাষায় রচিত, এ রকম কথা আরবী ভাষাভাষী যে কেউ রচনা করতে পারে ; এর মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই।

ঙ. তারা আরো বলতো যে, মুহাম্মাদ যদি হঠাৎ অন্য কোনো অজানা ভাষায় বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানে উন্নীত কোনো বক্তৃতা দিতে শুরু করতো, তাহলে সেটাকে অলৌকিক বলা যেতো এবং বিশ্বাস করা যেতো যে, এটা তার রচিত নয় ; বরং তা ওপর থেকে নাযিল করা হয়েছে।

কাফিরদের উপরোক্ত বিরোধিতার জবাবে এ সূরায় নিম্নোক্ত জবাব দেয়া হয়েছে—

১. কুরআনকে যারা বিশ্বাস করে তার আলোকে জীবন গড়ে তাদের জন্য এটা সুখবর। আর যারা মূর্খ তারা কুরআনের আলোকময় পথ দেখতে পায় না এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তাদের জন্য এটি সতর্কবাণী। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব-মানবতার হিদায়াতের জন্য আরবী ভাষায় নাযিলকৃত রহমতস্বরূপ। তবে যারা এটিকে অকল্যাণকর ভাববে, তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এর কল্যাণকারিতা বুঝতে অক্ষম।

২. আল কুরআন যে শুনতে আগ্রহী, রাসূল কেবলমাত্র তাকেই তা শোনাতে পারেন। আর যে তা শুনতে চায় না, তাকে জোর করে শোনানো তাঁর দায়িত্ব নয়। তিনি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ তো নন।

৩. তোমরা যতই হঠকারিতা দেখাও না কেনো, তোমরা তো আল্লাহরই বান্দাহ— তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যতার কারণে এটি কখনো মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। এখন তোমরা স্বীকার করে যদি নিজেদের জীবনকে সংশোধন করে নাও, তাহলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, অন্যথায় তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

৪. তোমরা সেই আল্লাহর সাথে কুফরী ও শিরক করছো, যিনি তোমাদেরকে ও বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে তোমরা তাঁর দেয়া রিযিক খাচ্ছো, তাঁরই দয়ায় তোমরা টিকে আছো। অথচ তাঁরই নগণ্য সৃষ্টিকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করছো।

৫. তোমরা এ কুরআনকে অমান্য করলে অতীতের অমান্যকারী জাতিসমূহের ওপর হঠাৎ যে আযাব এসে পড়েছিলো সেরূপ আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাও। অতীতের হঠকারী জাতি আদ ও সামূদ জাতি ও তাদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী বিধান ও তাদের নবীকে অমান্য করেছিলো, ফলে দুনিয়াতেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, অতপর তাদের জন্য রয়েছে বিচার দিনের জবাবদিহিতা এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব।

৬. একমাত্র দুর্ভাগা মানুষরাই জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের দেখানো পথে চলে। এসব শয়তানরা হিদায়াতের বাণী শুনতে দেয় না এবং সঠিক চিন্তা করার সুযোগও দেয় না। এসব নির্বোধ লোক দুনিয়াতে একে অপরকে উৎসাহ দিচ্ছে ও লোভ দেখাচ্ছে। কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসবে, তখন তারা বলবে যে, যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো তাদেরকে হাতে পেলে পায়ে পিষে ফেলতো।

৭. কুরআন মাজীদের হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। একে পরিবর্তন করা, কারো হীন ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা প্রচারণা এ কুরআনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না।

৮. কুরআনকে অমান্য করার জন্যই তোমরা নিত্য-নতুন বাহানা তৈরী করে চলছো। তোমরা অভিযোগ তুলছো, কুরআন আরবী ভাষায় কেনো নাযিল করা হলো ? অথচ কোনো অনারব ভাষায় নাযিল করা হলে তখনও তোমরা অভিযোগ তুলতে যে, আমাদের জন্য কুরআনকে আরবী ভাষায় কেনো নাযিল করা হলো না ? আসলে এ সবই তোমাদের খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

৯. এ কুরআন সত্য বলে প্রমাণিত হলে এবং আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বলে প্রমাণিত হলে তোমাদের পরিণতি কি হবে, তা তোমাদের ভেবে দেখা উচিত।

১০. তোমরা নিকট ভবিষ্যতে কুরআনের দাওয়াত দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে—এটা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। তখন বুঝতে পারবে, তোমাদেরকে যে দিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো তা যথার্থই সত্য ছিলো।

কাফিরদের বিরোধিতার জবাব দানের পর রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদেরকে উৎসাহ ও সাহস দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদের অবস্থা এমন ছিলো যে, ঈমানের ওপর টিকে থাকাই তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিলো। কারো ঈমান প্রকাশ হওয়া মাত্রই তার ওপর নেমে আসতো যুলুম-নির্যাতনের ঝড়। শত্রুদের সম্মিলিত শক্তির মুকাবিলায় মু'মিনরা নিজেদেরকে একেবারে অসহায় এবং বন্ধুহীন ভাবছিলো। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বলে সাহস যোগালেন যে, তোমরা মোটেই অসহায় নও ; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে তার ওপর দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখিরাতের শেষ বিচার পর্যন্ত এ ফেরেশতারা তার সাথে সাথে থাকবে। এরপর দীনের কাজে উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেরা সৎকাজ করে এবং অন্যদেরকে সে দিকে আহ্বান জানায় তারাই সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। এরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথেই ঘোষণা দেয় যে, 'আমি মুসলমান'।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সা.-কে এই বলে সাহস যোগানো হয়েছে যে, উত্তম নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ারের সামনে আপাত কঠিন বাধার পাহাড় কর্পূরের মতোই উড়ে যাবে। আর শয়তানের সকল প্রকার কূট-কৌশলের মুকাবিলায় সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করতে হবে।

① حٰمٓ ② تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا

১. হা-মীম। ২. এটি পরম দয়াময় পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। ৩. এটি এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত[১] কুরআন রূপে

عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

আরবী ভাষায়—'সেই কাওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে[২]। ৪.—সুসংবাদদাতা হিসেবে ও সতর্ককারী হিসেবে[৩] ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে[৪] ; অতএব তারা

① حٰمٓ-হা-মীম (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। ② تَنْزِيْلٌ-এটি নাযিলকৃত ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; الرَّحْمٰنِ-পরম দয়াময় ; الرَّحِيْمِ-পরম দয়ালুর। ③ كِتٰبٌ-এটি এমন কিতাব ; فُصِّلَتْ-বিশদভাবে বর্ণিত ; اٰيٰتُهٗ-(ايت+ه)-যার আয়াতসমূহ ; قُرْاٰنًا-কুরআন রূপে ; عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ; لِّقَوْمٍ-সেই কাওমের জন্য ; يَّعْلَمُوْنَ-যারা জ্ঞান রাখে। ④ بَشِيْرًا-সুসংবাদদাতা হিসেবে ; وَّ-ও ; نَذِيْرًا-সতর্ককারী হিসেবে; فَاَعْرَضَ-(ف+اعرض)-কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; اَكْثَرُهُمْ-তাদের অধিকাংশই ; فَهُمْ-(ف+هم)-অতএব তারা ;

১. 'ফুসসিলাত আয়াতুহূ'-এর অর্থ বিষয়বস্তু থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কুরআনের আয়াতসমূহে বিধি-বিধান, কাহিনী, বিশ্বাস এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের অভিযোগ খণ্ডন ইত্যাদি সব বিষয়ই খুলে খুলে স্পষ্টভাবে উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, যাতে আরববাসী সহজেই বুঝতে পারে। আর যদি এটি কোনো অনারব ভাষায় নাযিল করা হতো, তাহলে আরবরা এ ওযর পেশ করতে পারতো যে, এটি এমন এক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যার সাথে আমাদের কোনো পরিচয়ই নেই। যাঁর ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে, তাঁর মাতৃভাষায়ই কিতাব নাযিল হয়েছে, যেনো কুরআন মাজিদ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং তা অন্যদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন। যদি এটি কোনো অনারব ভাষায় নাযিল করা হতো, তাহলে স্বয়ং নবীর পক্ষেও এর মর্ম বুঝা কঠিন হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় অন্য আরবদের পক্ষে এ কিতাবকে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব-ই হতো। সুতরাং নবীর

لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا

শুনতেই পারে না। ৫. আর তারা বলে, 'আমাদের অন্তর পর্দায় আবৃত তা থেকে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছো[৫] এবং আমাদের কানে রয়েছে

وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

বধিরতা, আর আমাদের মাঝে ও তোমার মাঝে রয়েছে পর্দা[৬], সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা অবশ্যই আমাদের কাজ করে যাচ্ছি[৭]। ৬. আপনি বলুন! 'আমি তো শুধুমাত্র একজন মানুষ

لَا يَسْمَعُونَ-তারা শুনতেই পারে না।⑤ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; قُلُوبُنَا-(قلوب+نا)-আমাদের অন্তর ; فِي أَكِنَّةٍ-পর্দায় আবৃত ; مِمَّا-তা থেকে ; تَدْعُونَا-তুমি আমাদেরকে ডাকছো ; إِلَيْهِ-যার প্রতি ; وَ-এবং ; فِي آذَانِنَا-(فى+اذان+نا)-আমাদের কানে রয়েছে ; وَقْرٌ-বধিরতা ; وَ-আর ; مِنْ بَيْنِنَا-(من+بين+نا)-আমাদের মাঝে ; وَ-ও ; بَيْنِكَ-(بين+ك)-তোমার মাঝে রয়েছে ; حِجَابٌ-পর্দা ; فَاعْمَلْ-(ف+اعمل)-সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও ; إِنَّنَا-আমরা অবশ্যই ; عَامِلُونَ-আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।⑥ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَنَا-আমি তো ; بَشَرٌ-একজন মানুষ ;

ভাষায় কিতাব নাযিল করা-ই যুক্তিযুক্ত হয়েছে, কারণ পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভাষায়-ই কুরআন নাযিল করা হতো, তাহলে এ ধরনের ওযর তখনও পেশ করা হতো। নবী তার জাতিকে তাদের নিজেদের ভাষায় সহজে কুরআন বুঝিয়ে দেবেন, আর তাঁর জাতি-ই অন্য ভাষাভাষিদের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা দেবেন—এদিক থেকে আরবদের দায়িত্ব অনেক বেশী। যারা এ কিতাবের জ্ঞান রাখে তাদের জন্য এ কিতাব বলে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে ।

৩. অর্থাৎ এ কিতাব তাদের জন্য সুসংবাদ দানকারী—যারা এ কিতাবের বিধান মেনে চলবে। আর যারা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের পরিণতি যে ভয়াবহ হবে, সে সম্পর্কে এ কিতাব সতর্ককারী।

৪. অর্থাৎ আরব কুরাইশদের অধিকাংশই কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বুঝার চেষ্টা করা দূরে থাক, শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিলো না। তারা নিজেরা তো শুনতে রাজী ছিলো না, এমন কি অন্যদেরকেও কুরআনের বাণী শোনাতে দিতে প্রস্তুত ছিলো না, তাই তারা এ কাজে বাধার সৃষ্টি করতো।

৫. অর্থাৎ তুমি যে আমাদেরকে ডাকছো, তোমার সেই ডাক আমাদের অন্তরে কোনো সাড়া জাগাতে পারে না, কারণ তুমি ও আমাদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তোমার ডাক আমাদের মন পর্যন্ত পৌঁছার কোনো পথই খোলা নেই।

مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ

তোমাদের মতো[৮], আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো শুধুমাত্র এক ইলাহ[৯] ; অতএব তাঁর প্রতিই দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ হও[১০] এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো[১১]

مِثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; يُوحَىٰ-ওহী নাযিল করা হয় যে ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; أَنَّمَا-শুধুমাত্র ; إِلَٰهُكُمْ-(اله+كم)-তোমাদের ইলাহ তো ; إِلَٰهٌ-ইলাহ ; وَاحِدٌ-এক ; فَاسْتَقِيمُوا-(ف+استقيموا)-অতএব দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ হও ; إِلَيْهِ-তাঁর প্রতিই ; وَ-এবং ; اسْتَغْفِرُوهُ-(استغفرو+ه)-তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো ;

৬. অর্থাৎ এ তুমি যে আন্দোলন শুরু করেছো, তা-ই তোমার মাঝে ও আমাদের মধ্যে একটি বাধার দেয়াল করে দিয়েছে, যা আমাদেরকে ও তোমাকে এক হতে দেয় না।

৭. অর্থাৎ তুমি যদি তোমার এ তৎপরতা বন্ধ না করো তাহলে তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আর আমরাও তোমার তৎপরতা বন্ধ করার জন্য যা করার প্রয়োজন তা-ই করবো।

৮. অর্থাৎ আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, যারা বধির তাদেরকে শ্রবণশক্তি দান করি। তোমরা তোমাদের নিজেদের ও আমার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যে পর্দা ফেলে রেখেছো তা সরিয়ে দেয়ার সাধ্যও আমার নেই। কারণ আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তোমরা যদি আমার কথা শুনতে চাও, তাহলেই কেবল আমি তোমাদেরকে শোনাতে পারি। আর তোমরা যদি তোমাদের সৃষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যকার বাধার দেয়াল অপসারণ করে আমার সাথে মিলতে চাও, আমিও তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

৯. অর্থাৎ যতই তোমরা নিজেদের কান বধির করে রাখো, আর নিজেদের অন্তরকে পর্দাবৃত করে রাখো, প্রকৃত সত্য হলো তোমাদের ও আমার ইলাহ একাধিক নয়—একজন-ই। এটি আমার বানানো বা কাল্পনিক কথা নয় যে, এটি সঠিক হতে পারে, আবার ভ্রান্তও হতে পারে। বরং এটিই একমাত্র সত্য, যা আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করবে, তাঁরই দাসত্ব-আনুগত্য করবে, সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও দুঃখ-দৈন্যতায় তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাঁর দেয়া বিধি-বিধান অনুসারেই জীবন যাপন করবে এবং একমাত্র তাঁরই সামনে মাথা নত করবে।

১১. অর্থাৎ তোমাদের অতীতের শির্ক, কুফরী, নাফরমানী ইত্যাদি অজ্ঞতা জনিত বড় বড় গুনাহগুলো থেকে তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইবে ; কারণ এসব অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ

আর ধ্বংস রয়েছে মুশরিকদের জন্যই—৭. যারা যাকাত দেয় না[১২] এবং তারা—তারাই আখেরাতের প্রতি

كٰفِرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

অবিশ্বাসী। ৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অবিরত-অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার[১৩]।

وَ-আর ; وَيْلٌ-ধ্বংস ; لِّلْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের জন্যই। الَّذِيْنَ(৭)-যারা ; لَا يُؤْتُوْنَ-দেয় না ; الزَّكٰوةَ-যাকাত ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখেরাতের প্রতি ; هُمْ-তারাই ; كٰفِرُوْنَ-অবিশ্বাসী। اِنَّ(৮)-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; اَجْرٌ-পুরস্কার ; غَيْرُ مَمْنُوْنٍ-অবিরত-অবিচ্ছিন্ন।

১২. অর্থাৎ তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছো, এ কাজ তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। তোমাদের ধ্বংসের একটি আলামত হলো, যাকাত না দেয়া ; কারণ যারা যাকাত দেয় না তারা মুশরিক, আর মুশরিকদের জন্যই ধ্বংস।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায়, অথচ এ আয়াতটি মাক্কী। অতএব ফরয হওয়ার আগেই কাফির-মুশরিকদেরকে যাকাত না দেয়ার জন্য অভিযুক্ত করা কিভাবে সংগত হতে পারে ?

ইবনে কাসীরের মতে, যাকাত তো প্রথম দিকে নামাযের সাথে সাথেই ফরয হয়েছে। সূরা মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতে তার উল্লেখ আছে। তবে নিসাবের বিবরণ ও আদায়-ব্যবস্থাপনার নিয়ম-পদ্ধতি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মক্কায় যাকাত ফরয ছিলো না, একথা সঠিক নয়।

আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কাফির-মুশরিকদেরকে তো প্রথমে ঈমান আনার জন্যই আহ্বান জানানো হবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি হলো শাখা। ঈমানের পরেই নামায, যাকাত ইত্যাদির বিধান তাদের ওপর আরোপিত হবে। অতএব তাদের ওপর যখন যাকাতের আদেশ প্রযোজ্য নয়, তখন তা আদায় না করার জন্য তারা শাস্তির যোগ্য হবে কেনো ?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, আলোচ্য আয়াতে যাকাত আদায় না করার জন্য নিন্দা করা হয়নি, বরং তাদের যাকাত না দেয়া হলো কুফর, আর যাকাত না দেয়া কুফরেরই আলামত। তাই তাদেরকে শাসানোর মর্ম হলো—তোমরা মু'মিন হলে যাকাত আদায় করতে, তোমাদের অপরাধ মু'মিন না হওয়া। (বায়ানুল কুরআন)

১৩. 'আজরুন গায়রু মামনূন'-এর দু'টো অর্থ—এক ঃ এটি এমন পুরস্কার যা কখনো বন্ধ হবে না এবং হ্রাস পাবে না। দুই ঃ এটি হবে এমন পুরস্কার যা পরবর্তীতে খোঁটার কারণ হবে না। অর্থাৎ এ পুরস্কার দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পরে আবার খোঁটা দেবেন না। যেমন কোনো কৃপণ লোক কখনো কাউকে কিছু দিলে পরে সুযোগ মতো খোঁটা দিয়ে থাকে।

১ম রুকূ' (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য নাযিলকৃত। কুরআন নাযিল করাই মানুষের ওপর আল্লাহর রহমতের বড় প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

২. কুরআনের বিষয়বস্তুতে কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। এর বিধি-বিধানগুলো সুস্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা করে বর্ণিত। সুতরাং বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে না বুঝার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. কুরআনের ভাষা না বুঝার ওযর আরবী ভাষাভাষি কোনো কাফির-মুশরিকও কখনো উত্থাপন করেনি। রাসূলের মাতৃভাষায় কুরআন এজন্যই নাযিল করা হয়েছে, যেনো তা সহজবোধ্য হয়।

৪. কুরআন মাজীদকে বুঝতে পারাই জ্ঞানের পরিচায়ক। অপর দিকে কুরআন বুঝতে না পারা মূর্খতার পরিচায়ক, যদিও সে পার্থিব জ্ঞানে সুপণ্ডিত হোক না কেনো।

৫. যারা কুরআনকে মেনে চলে তাদের জন্য কুরআন সুসংবাদদাতা। আর যারা কুরআনকে মিথ্যা মনে করে এড়িয়ে চলে, তাদের জন্য কুরআন সতর্ককারী।

৬. যারা কুরআনের বাণী শুনতেই অনিচ্ছুক তাদের হিদায়াত পাওয়ার কোনো পথই আর খোলা নেই। সুতরাং সঠিক পথ পেতে হলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

৭. নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন। মানুষকে হিদায়াতের পথে আনার জন্য তাঁদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। যারা নিজেরা হিদায়াত পেতে চায় নবী-রাসূলগণ তাঁদেরকেই হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

৮. মানুষের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ। তাঁর দেয়া জীবনব্যবস্থা-ই মানুষের জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এক আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। সুতরাং উভয় জাহানের কল্যাণ চাইলে সেই বিধান-ই মেনে চলতে হবে।

৯. কৃত অপরাধের জন্য মানুষকে আল্লাহর দরবারেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কেননা ক্ষমা করার ক্ষমতা ও মালিকানা একমাত্র তাঁরই আছে।

১০. সঠিকভাবে তাওবা করলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। কেননা মানুষের জন্য সবচেয়ে দয়াবান একমাত্র তিনি। মানুষের জন্য আল্লাহর চেয়ে দয়াবান আর কেউ হতে পারে না।

১১. ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকতে হলে শিরক থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

১২. যাকাত না দেয়া কুফরীর আলামত। ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের অবস্থান। সুতরাং যাকাত অস্বীকার করে মুসলমান থাকার কোনো সুযোগ নেই।

১৩. যাকাত অস্বীকারকারীরা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। আর আখিরাতে অবিশ্বাসীরা মুসলমান হতে পারে না।

১৪. মু'মিনদের জন্য আখিরাতে অবিরত-অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে। এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٩﴾ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ

৯. আপনি বলুন, 'তোমরা কি আসলে তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে দু'দিনে ? এবং

تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

তোমরা কি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করছো প্রতিপক্ষ ? তিনিই তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক। ১০. আর তিনি তাতে (পৃথিবীতে) স্থাপন করেছেন পর্বতরাজী—

مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً

তার উপরিভাগে এবং তাতে দান করেছেন বরকত[১৪], আর সঠিক পরিমাণে তাতে তার খাদ্য সরবরাহ করেছেন[১৫] চারদিনের মধ্যে প্রয়োজন বরাবর[১৬]

﴿٩﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; أَئِنَّكُمْ-তোমরা কি আসলে ; لَتَكْفُرُونَ-অস্বীকার করো ; بِالَّذِي-তাঁকে যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الْأَرْضَ-পৃথিবীকে ; فِي يَوْمَيْنِ-দু'দিনে ; وَ-এবং ; تَجْعَلُونَ-তোমরা কি সাব্যস্ত করছো ; لَهُ-তাঁর জন্য ; أَنْدَادًا-প্রতিপক্ষ ; ذَٰلِكَ-তিনিই তো ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْعَالَمِينَ-বিশ্ব-জগতের। ﴿١٠﴾ وَ-আর ; جَعَلَ-তিনি স্থাপন করেছেন ; فِيهَا-তাতে (পৃথিবীতে) ; رَوَاسِيَ-পর্বতরাজী ; مِنْ فَوْقِهَا-(من+فوق+ها)-তার উপরিভাগে ; وَ-এবং ; بَارَكَ-দান করেছেন বরকত ; فِيهَا-তাতে ; وَ-আর ; قَدَّرَ-সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করেছেন ; فِيهَا-তাতে ; أَقْوَاتَهَا-(اقوات+ها)-তার খাদ্য ; فِي-মধ্যে ; أَرْبَعَةِ-চার ; أَيَّامٍ-দিনের ; سَوَاءً-প্রয়োজন বরাবর ;

১৪. অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ থেকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কোটি কোটি বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সরবরাহ করছেন। বরকত দান করা দ্বারা সেদিকেই ইংগীত করেছেন। তন্মধ্যে পানি ও বায়ু হলো সবচেয়ে বড় বরকত। কারণ এ দু'টোর বদৌলতেই পৃথিবীতে জীব-জগতের প্রাণের উন্মেষ ও বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যতো প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন, তাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় চার দিনেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মধ্যে

لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

প্রার্থীদের জন্য। ১১. তারপর তিনি মনোযোগ দিলেন আসমানের দিকে এবং তা ছিলো ধুঁয়া[১৭] ; তখন তিনি বললেন তাকে (ধুঁয়া সদৃশ আসমানকে)

وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ⑪ فَقَضٰىهُنَّ

ও পৃথিবীকে, 'তোমরা উভয়ে এসো—স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়' ; তারা উভয়ে বললো, আমরা স্বেচ্ছায়-সানন্দেই এলাম[১৮]। ১২. অতঃপর তিনি পূর্ণতা দান করলেন তাকে (আসমানকে)

لِلسَّآئِلِيْنَ-প্রার্থীদের জন্য। ⑪ثُمَّ-তারপর ; اسْتَوٰى-তিনি মনোযোগ দিলেন ; اِلَى-দিকে ; السَّمَآءِ-আসমানের ; وَ-এবং ; هِىَ-তা ছিলো ; دُخَانٌ-ধুঁয়া ; فَقَالَ(ف+قال)-তখন তিনি বললেন ; لَهَا-তাকে (ধুঁয়া সদৃশ আসমানকে) ; وَ-ও ; لِلْاَرْضِ(ل+ال+ارض)-পৃথিবীকে ; ائْتِيَا-তোমরা উভয়ে এসো ; طَوْعًا-স্বেচ্ছায় ; اَوْ-কিংবা ; كَرْهًا-অনিচ্ছায় ; قَالَتَا-তারা উভয়ে বললো ; اَتَيْنَا-আমরা এলাম ; طَآئِعِيْنَ-স্বেচ্ছায়-স্বানন্দে। ⑫فَقَضٰىهُنَّ-অতঃপর তিনি পূর্ণতা দান করলেন তাকে (আসমানকে) ;

পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ সবই শামিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যতো প্রকারের মাখলূক যতো সংখ্যায় সৃষ্টি করবেন, সাকুল্যে সকল সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের সব সরঞ্জাম হিসেব করে তিনি পৃথিবীর বুকেই তা রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর জলভাগে ও স্থলভাগে অসংখ্য প্রকারের জীব ও উদ্ভিদ রয়েছে, বায়ুমণ্ডলেও রয়েছে অগণিত জীব। এসব প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজন ছাড়াও তার বৈচিত্রময় রুচীর পরিতৃপ্তির জন্যও নানা ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল সৃষ্টির জন্যই খাদ্য-পানীয় সরবরাহের পূর্ণ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দু'দিনে পৃথিবী ও গোটা বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সাত আসমান সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাত আসমান এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের মতো আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। সুতরাং পৃথিবী ও সাত আসমানসহ গোটা বিশ্ব-জাহান প্রথমোক্ত দু'দিনেই সমাপ্ত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে জীবকূলের উপযোগী করতে শুরু করলেন এবং চার দিনেরে মধ্যে সেখানে সেসব উপকরণ সৃষ্টি করলেন যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

১৭. অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিলেন। এখানে আসমান অর্থ সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সহ সমগ্র সৌরজগত, যার মধ্যে আমাদের পৃথিবীও অন্তর্ভুক্ত। অস্তিত্বে আসার আগে সৌরজগত আকৃতিবিহীন ধুয়ার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো।

سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا

দু'দিনের মধ্যে সাতটি আসমানে এবং প্রত্যেকটি আসমানে তার বিধান ওহী করে দিলেন ; আর আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑫ فَإِنْ

নিকটবর্তী আসমানকে উজ্জ্বল বাতি দিয়ে এবং সুরক্ষিতও (করে দিলাম)[১৯] ; এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুব্যবস্থাপনা। ১৩. অতঃপর যদি

أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ⑬ إِذْ

তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়[২০], তবে আপনি বলে দিন—'আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মতো আযাবের ভয় দেখাচ্ছি। ১৪. যখন

سَبْعَ-সাতটি ; سَمٰوَاتٍ-আসমানে ; فِيْ-মধ্যে ; يَوْمَيْنِ-দু'দিনের ; وَ-এবং ; أَوْحٰى - ওহী করে দিলেন ; فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ-প্রত্যেকটি আসমানে ; أَمْرَهَا-(امر+ها)-তার বিধান ; وَ-আর ; زَيَّنَّا-আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি ; السَّمَاءَ-আসমানকে ; الدُّنْيَا-নিকটবর্তী ; بِمَصَابِيحَ-উজ্জ্বল বাতি দিয়ে ; وَ-এবং ; حِفْظًا-সুরক্ষিত (করে দিলাম) ; ذٰلِكَ-এটি ; تَقْدِيرُ-সুব্যবস্থাপনা ; الْعَزِيزِ-পরাক্রমশালী ; الْعَلِيمِ-সর্বজ্ঞের। ⑬ فَإِنْ-অতঃপর যদি ; أَعْرَضُوا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَقُلْ-(ف+قل)-তবে আপনি বলে দিন ; أَنْذَرْتُكُمْ-আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি ; صَاعِقَةً-আযাবের ; مِثْلَ - মতো; صَاعِقَةِ-আযাবের ; عَادٍ-আদ ; وَ-ও ; ثَمُودَ-সামূদ জাতির। ⑭ إِذْ-যখন ;

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং যে নকশা তাঁর পরিকল্পনায় ছিলো তদনুযায়ী তৈরী করতে তাঁকে কোনো উপকরণ যোগাড় করতে হয়নি ; বরং তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রাথমিক ধুঁয়াসদৃশ অবস্থাকে তাঁর পরিকল্পিত আকৃতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেছেন। আর এ নির্দেশের সাথে সাথে তা বিশ্ব-জাহানের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর এতে সময় লেগেছে মাত্র ৪৮ ঘন্টা তথা দু'দিন। এখানেই মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও আল্লাহর সৃষ্টি-ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে মস্তিষ্কে তার আকার-আকৃতি অংকন করে নেয়। তারপর শুরু হয় তার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা। অতঃপর এগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে মন-মগযে অংকিত আকৃতিতে রূপদান করে। এতে সে কখনো সফল হয়, আবার কখনো ব্যর্থ হয়। কিন্তু কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তাঁকে কোনো শ্রম দিতে হয় না, শুধুমাত্র 'হও' বললেই তা আল্লাহর পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী যথাযথভাবে তৈরী হয়ে যায়।

جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط

তাদের কাছে এসেছিলেন রাসূলগণ তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে[২১] (এ বাণী নিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না ;

قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا عَادٌ

তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল করতেন ; অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো, তার প্রতি আমরা অবিশ্বাসী[২২]। ১৫. আর 'আদ জাতি এমন ছিলো—

فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط

তারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকারে মেতেছিলো এবং তারা বলতো, কে আছে আমাদের চেয়ে শক্তি-সামর্থে অধিক প্রবল ?'

جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; الرُّسُلُ-রাসূলগণ ; مِنْ-থেকে ; بَيْنِ أَيْدِيهِمْ-(بين+ايدى+هم)-তাদের সামনে ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; خَلْفِهِمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে ; أَلَّا تَعْبُدُوا-(এ বাণী নিয়ে) যে, তোমরা কারো দাসত্ব করো না ; إِلَّا-ছাড়া; اللَّهَ-আল্লাহ ; قَالُوا-তারা বললো ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; لَأَنْزَلَ-(ل+انزل)-তাহলে অবশ্যই নাযিল করতেন ; مَلَائِكَةً-ফেরেশতা ; فَإِنَّا-(ف+انا)-অতএব আমরা ; بِمَا-যা সহ ; أُرْسِلْتُمْ-তোমরা প্রেরিত হয়েছো ; بِهِ-তার প্রতি ; كَافِرُونَ-অবিশ্বাসী। ﴿١٥﴾ فَأَمَّا-(ف+اما)-আর ; عَادٌ-আদ জাতি এমন ছিলো ; فَاسْتَكْبَرُوا-(ف+استكبروا)-তারা অহংকারে মেতেছিলো ; فِي ; الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; بِغَيْرِ الْحَقِّ-(ب+غير+ال+حق)-অন্যায়ভাবে ; وَ-এবং ; قَالُوا-তারা বলতো ; مَنْ-কে আছে ; أَشَدُّ-অধিক প্রবল ; مِنَّا-আমাদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তি-সামর্থে ;

১৯. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল হিজর-এর ১৬ আয়াত থেকে ১৮ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (শব্দে শব্দে আল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড)

২০. অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহকে একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য সত্তা না মানে এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁরই সৃষ্ট মাখলূককে শরীক বানিয়ে নিতে হঠকারিতা প্রদর্শন করে।

২১. অর্থাৎ তাদের নিকট পরপর অনেক রাসূল এসেছেন। রাসূলগণ তাদেরকে বুঝানোর জন্য কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেননি। তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য সম্ভাব্য

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

তারা কি চিন্তা করে দেখেনি—আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো তাদের চেয়ে শক্তি-সামর্থে অধিক প্রবল ; আর তারা এমন ছিলো—আমার আয়াতকে

يَجْحَدُونَ ﴿١٦﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

তারা অস্বীকার করে চলতো। ১৬. অতএব আমি তাদের ওপর কতিপয় অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে দিলাম[২৩]।

أَوَلَمْ يَرَوْا-তারা কি চিন্তা করে দেখেনি ; أَنَّ اللَّهَ-আল্লাহ-ই ; الَّذِي-সেই সত্তা যিনি; خَلَقَهُمْ-তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; هُوَ-তিনিই তো ; أَشَدُّ-অধিক প্রবল ; مِنْهُمْ-তাদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তি-সামর্থে ; وَ-আর ; كَانُوا-তারা এমন ছিলো ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতকে ; يَجْحَدُونَ-তারা অস্বীকার করে চলতো। ﴿١٦﴾ فَأَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-অতএব আমি পাঠিয়ে দিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; رِيحًا-বাতাস ; صَرْصَرًا-প্রবল ঝড়ো ; فِي أَيَّامٍ-কতিপয় দিনে ; نَّحِسَاتٍ-অশুভ ;

সকল পন্থা-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এসব রাসূল তাদের নিজেদের দেশের মধ্য থেকে এসেছেন, আবার তাদের পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্য থেকেও এসেছেন, কিন্তু তারা কাউকেই বিশ্বাস করেনি।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য রাসূল পাঠাতেনই, তাহলে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ। তাই আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হিসেবে মানি না এবং দাওয়াতকেও আমরা সত্য মনে করি না। অতএব আমরা তোমার দাওয়াতের প্রতি অবিশ্বাসী থেকে যেতে চাই।

২৩. কোনো দিন বা রাত অশুভ হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোনো দিন বা রাত নিজ সত্তার দিক থেকে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ওপর আপতিত প্রবল ঝড়ো বাতাসের দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য হলো—এ দিনগুলো তাদের অপকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিলো। নচেৎ প্রতি বছর সেই দিনগুলোতে সবার ওপরেই সেরূপ ঝড়ো বাতাস আঘাত হানতো।

(মাযহারী, বায়ানুল কুরআন)

কাওমে 'আদের' ওপর আপতিত ঝড়ো বাতাস সম্পর্কে সূরা আল হাক্কা'র ৬ আয়াত থেকে ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর 'আদ সম্প্রদায়—তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস দিয়ে। আল্লাহ সে বাতাসকে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত। তখন আপনি তাদেরকে সেখানে দেখতে পেতেন, তারা যেনো উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে

لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

যেনো দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে অপমানকর আযাবের স্বাদ উপভোগ করাতে পারি,[২৪] আর আখেরাতের আযাব তো

اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى

অধিক অপমানজনক এবং তাদেরকে (সেখানে) সাহায্যও করা হবে না। ১৭. আর সামূদ জাতি—আমি তাদেরকে সঠিক পথ দেখালাম কিন্তু তারা অন্ধত্বকে পছন্দ করলো

عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

সঠিক পথের ওপর, ফলে তাদেরকে এমন আযাব পাকড়াও করলো (যা ছিলো)—অপমানকর আযাব, কেননা তারা তা-ই উপার্জন করেছিলো।

۝ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

১৮. আর আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিলো এবং তারা (আল্লাহকে) ভয় করে চলতো।[২৫]

لِنُذِيْقَهُمْ-যেনো তাদেরকে স্বাদ উপভোগ করাতে পারি ; عَذَابَ-আযাবের ; الْخِزْيِ-অপমানকর ; فِي الْحَيٰوةِ-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; لَعَذَابُ-আযাব তো ; الْاٰخِرَةِ-আখেরাতের ; اَخْزٰى-অধিক অপমানজনক ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদেরকে ; لَا يُنْصَرُوْنَ-সাহায্যও করা হবে না। ১৭ وَ-আর ; اَمَّا ثَمُوْدُ-সামূদ জাতি ; فَهَدَيْنٰهُمْ-আমি তাদেরকে সঠিক পথ দেখালাম ; فَاسْتَحَبُّوا-(ف+استحبوا)-কিন্তু তারা পছন্দ করলো ; الْعَمٰى-অন্ধত্বকে ; عَلَى-ওপর ; الْهُدٰى-সঠিক পথের ; فَاَخَذَتْهُمْ-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো ; صٰعِقَةُ-এমন আযাব (যা ছিলো) ; الْعَذَابِ-আযাব ; الْهُوْنِ-অপমানকর ; بِمَا-কেননা তা-ই ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা উপার্জন করেছিলো। ১৮ وَ-আর ; نَجَّيْنَا-আমি রক্ষা করলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিলো ; وَ-এবং ; كَانُوْا يَتَّقُوْنَ-তারা (আল্লাহকে) ভয় করে চলতো।

ভূপাতিত হয়ে আছে। অতএব আপনি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পান কি?" (আল হাক্কাহ ৬-৮)

২৪. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যে গর্ব-অহংকার করেছিলো, তার জবাব হলো এ লাঞ্ছনাকর আযাব। তারা অহংকার করে বলতো—'দুনিয়ার বুকে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে?' আল্লাহ তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে বাকী সবই ধ্বংস করে দিলেন।

২৫. সামূদ জাতির অপরাধ ও আযাব সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা আরাফ ৭৩-৭৯ আয়াত, সূরা হুদ ৬১-৬৮ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈল ১৪১-১৫৮ আয়াত, সূরা নমল ৪৫-৫৩ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

২য় রুকূ' (৯-১৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. স্রষ্টা ও প্রতিপালক ছাড়া কিছু সৃষ্টি হয় না এবং টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মনে করার উপায় নেই।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্রষ্টা ও প্রতিপালক সাব্যস্ত করা শিরক। আর শিরক হলো বড় যুলুম। তাওবা ছাড়া শিরকের গুনাহর ক্ষমা হয় না। শিরক ও অন্য গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য 'তাওবা' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং সঠিকভাবে বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা দু'দিনে আমাদের পৃথিবীসহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন এবং চার দিনে পৃথিবীকে প্রাণীর বাস-উপযোগী প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করেছেন।

৪. বিশ্ব-জাহান আকৃতি লাভের পূর্বে ধুঁয়ার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো।

৫. নিজের পরিকল্পিত কোনো বস্তু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ-ই যথেষ্ট। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তিনি কোনো শব্দের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

৬. বিশ্ব-জগতের সকল সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ পালনে সদাব্যস্ত, তাই তাদের মধ্যে নেই কোনো অশান্তি। শান্তি পেতে হলে মানুষকেও আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হতে হবে।

৭. বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে করছেন, তার চেয়ে উত্তম সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা হতে পারে না। অতএব মানুষের আকৃতি ও তার জন্য যে জীবনব্যবস্থা আল্লাহ দিয়েছেন এর চেয়ে উত্তম আকৃতি ও জীবনব্যবস্থা আর কেউ দিতে পারে না।

৮. আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহর আযাব দুনিয়াতেও পাকড়াও করতে পারে আর আখিরাতের আযাব তো নির্ধারিত হয়েই আছে।

৯. পৃথিবী কখনো নবী-রাসূল অথবা তাঁদের দাওয়াত থেকে শূন্য ছিলো না। সুতরাং কারো এ অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না যে, আমরা দীনের দাওয়াত পাইনি।

১০. পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন। মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলদের মানুষ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

১১. মানুষের হিদায়াতের পথে বড় বাধা হলো তাদের আত্ম-অহংকার। সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে অহংকারমুক্ত অন্তরে হিদায়াত চাইতে হবে।

১২. মানুষ শক্তি-সামর্থে তাদের দৃষ্টিতে যতোই প্রবল হোক না কেনো, আল্লাহর শক্তির সামনে তা নিতান্ত নগণ্য। সুতরাং বৈষয়িক কোনো প্রকার শক্তির বড়াই করা নিরেট মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

১৩. 'আদ ও সামূদ' জাতির মতো অনেক জাতি-ই দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অমান্যকারীদের ধ্বংস হতেই থাকবে।

১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পেতে হলে আল্লাহর বিধানের অনুগত হওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই। ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করলে দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

⑲ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑳ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا

১৯. আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে জাহান্নামের দিকে (নেয়ার জন্য) একত্রিত করা হবে[২৬] এবং তাদেরকে বিভিন্ন দলে সাজিয়ে নেয়া হবে[২৭] ; ২০. এমনকি যখন তার (জাহান্নামের) কাছে তারা এসে পড়বে—

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(তখন) তাদের কান ও তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে—সে সম্পর্কে যা তারা করতো[২৮]।

⑲ وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يُحْشَرُ-একত্রিত করা হবে ; أَعْدَاءُ-দুশমনদেরকে ; اللهِ-আল্লাহর ; إِلَى-দিকে (নেয়ার জন্য) ; النَّارِ-জাহান্নামের ; فَهُمْ-(ف+هم)-এবং তাদেরকে ; يُوزَعُونَ-বিভিন্ন দলে সাজিয়ে নেয়া হবে। ⑳ حَتَّى-এমন কি ; إِذَا مَا-যখন ; جَاءُوهَا-(جاءوا+ها)-তার (জাহান্নামের) কাছে এসে পড়বে ; شَهِدَ-(তখন) সাক্ষ্য দেবে ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের বিরুদ্ধে ; سَمْعُهُمْ-(سمع+هم)-তাদের কান ; وَ-ও ; أَبْصَارُهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের চোখ ; وَ-এবং ; جُلُودُهُمْ-(جلود+هم)-তাদের চামড়া ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো।

২৬. আসলে তাদেরকে আল্লাহর আদালতে হাজির করার জন্য একত্র করা হবে। কেননা তখনও বিচারকার্য সমাধা হয়নি। তবে যেহেতু তারা জঘন্য অপরাধী, বিচারকার্য শেষে তাদের জাহান্নামে যাওয়া নিশ্চিত। তাই কথাটাকে এভাবে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একত্রিত করা হবে।

২৭. মূলতঃ 'ইউঝাউন' শব্দটি 'ওয়াঝউন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'বাধা দেয়া' বা 'নিষেধ করা'। বিপুলসংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর জন্য অগ্রবর্তীদেরকে সামনে যেতে বাধা দিয়ে থামিয়ে দেয়া হবে, যাতে পেছনের জাহান্নামীরা তাদের সাথে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন—তাদেরকে হিসাবের স্থানের দিকে হাঁকিয়ে বা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (কুরতুবী)

এটি এজন্য করা হবে, যাতে আগের ও পরের সমস্ত বংশ ও প্রজন্মকে একই সময় একই সাথে হিসাবের সম্মুখীন করা হবে। কারণ, একটি প্রজন্ম তার সময়কালে যা কিছুই করুক না কেনো, তার প্রতিক্রিয়া তার সময়েই শেষ হয়ে যায় না, বরং শতাব্দীর

পর শতাব্দী তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। ভুল-ভ্রান্তি নির্ণয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এ সমস্ত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা একান্ত অপরিহার্য। আর সে জন্যই কিয়ামতের দিন বিভিন্ন প্রজন্মের লোকেরা যখন একের পর এক আসতে থাকবে, তখন তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে সবাইকে একত্র করা হবে। আগে ও পরের প্রজন্মের মানুষ যখন একত্রিত হবে, তখনি কেবল আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে।

২৮. অর্থাৎ মানুষ যদি কোনো অপরাধ করে তখন স্বাভাবিকভাবে সে অন্যদের কাছ থেকে গোপন করতে চায়। কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিকট থেকে সে অপরাধটি গোপন করতে চায় না আর তা সম্ভবও নয়। তবে যদি জানা যায় যে, আমাদের চোখ, কান, হাত, পা এমনকি দেহের চামড়াও আসলে আমাদের নয় এবং আমাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচারের দিন রাজসাক্ষী হিসেবে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোনো অপরাধ বা গুনাহ করার কোনো পথ থাকে না। সুতরাং সেদিন অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কোনো অপরাধ না করা।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহই তার প্রমাণ। হযরত আনাস রা. বলেন—

এক. একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন—'তোমরা কি জান, আমি কেনো হেসেছি?' আমরা আরয করলাম—'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'আমি সে কথা স্মরণ করেই হেসেছি, যা বান্দাহ বিচার দিনে তার প্রতিপালককে বলবে ; সে বলবে, 'হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি?' আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই দিয়েছি'। বান্দাহ তখন বলবে, 'তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই ; আমার অস্তিত্বের মধ্যে কোনো সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হবো না। আল্লাহ বলবেন, 'ঠিক আছে তোমার নিজের হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।' অতঃপর তাঁর মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম দেয়া হবে, 'তোমরা তার ক্রিয়া-কর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা করো।' ফলে তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে, তখন সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, 'তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্যই করেছি। এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে?'

দুই. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার উরুকে বলা হবে তুমি কথা বলো এবং তার কর্মকাণ্ড বর্ণনা করো। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। (মাযহারী)

তিন. হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে—আমি নতুন দিন, তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, আমি কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবো। তাই তোমার উচিত, আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো পুণ্য করে নেয়া। হয়তো আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য

﴿٢١﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ

২১. আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেনো সাক্ষ্য দিয়েছো ? তারা (চামড়া) বলবে, "যে আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন

كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ

প্রত্যেকটি জিনিসকে[২৯], আর তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' ২২. আর তোমরা লুকোতে না (কোনো কিছু এ ভেবে যে)

أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ

সাক্ষ্য দেবে না তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান আর না তোমাদের চোখ এবং না তোমাদের চামড়া, বরং তোমরা ধারণা করতে—

﴿২১﴾ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলবে ; لِجُلُودِهِمْ-(ل+جلود+هم)-তাদের চামড়াকে ; لِمَ-কেনো ; شَهِدْتُمْ-তোমরা সাক্ষ্য দিয়েছো ; عَلَيْنَا-আমাদের বিরুদ্ধে ; قَالُوا-তারা (চামড়া) বলবে ; أَنْطَقَنَا-আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الَّذِي-যে, তিনিই ; أَنْطَقَ-কথা বলার শক্তি দিয়েছেন ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-জিনিসকে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; وَ-এবং ; إِلَيْهِ-তাঁর কাছেই ; تُرْجَعُونَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ﴿২২﴾ وَ-আর ; مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ-তোমরা লুকোতে না (কোনো কিছু এ ভেবে যে) ; أَنْ يَشْهَدَ-সাক্ষ্য দেবে না ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের বিরুদ্ধে ; سَمْعُكُمْ-(سمع+كم)-তোমাদের কান ; وَ-আর ; لَا-না ; أَبْصَارُكُمْ-তোমাদের চোখ ; وَ-এবং; لَا-না; جُلُودُكُمْ-(جلود+كم)-তোমাদের চামড়া ; وَلَٰكِنْ-বরং ; ظَنَنْتُمْ-তোমরা ধারণা করতে ;

দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই। তবে আমাকে কখনো পাবে না। একইভাবে প্রত্যেক রাতও মানুষকে ডেকে একই কথা বলে। (কুরতুবী)

২৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হুকুমে যেভাবে কথা বলার শক্তি পাবে, তেমনি সেসব জিনিসও কথা বলার শক্তি পাবে এবং মানুষ অন্য সব জিনিসের সামনে যতো কাজ করেছে তার সাক্ষ্য দেবে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে—

"আর যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দেবে ; আর লোকেরা বলবে, 'এর কি হলো' ; সেদিন সে (যমীন) তাঁর যাবতীয় খবর ব্যক্ত করবে ; এ কারণে যে, আপনার প্রতিপালক তার প্রতি এমন আদেশই করবেন।" (সূরা যিলযাল ঃ ২-৫)

أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم

নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন না তার অনেক কিছু সম্পর্কে, যা কিছু তোমরা করে থাকো। ২৩. আর তোমাদের এই ধারণা—যা তোমরা ধারণা রাখতে

بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে—তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে গেছো[30]। ২৪. অতঃপর তারা যদি সবরও করে, তথাপিও জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা ;

وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا

আর যদি তারা কোনো ওযর পেশ করে তবুও তারা ওযর-গ্রহীতদের শামিল হবে না[31]। ২৫. আর আমি নিযুক্ত করে রেখেছিলাম তাদের জন্য কতেক সঙ্গী, ফলে তারা শোভন করে দেখিয়েছিলো

اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَعْلَمُ-জানেন না ; كَثِيرًا-অনেক কিছু সম্পর্কে ; مِمَّا-তার যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করে থাকো। (২৩) وَ-আর ; ذٰلِكُمْ-তোমাদের এই ; ظَنُّكُمْ-(ظن+كم)-ধারণা ; الَّذِىْ-যা ; ظَنَنْتُمْ-তোমরা ধারণা রাখতে ; بِرَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে ; اَرْدٰكُمْ-তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে ; فَاَصْبَحْتُمْ-ফলে তোমরা হয়ে গেছো ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্তদের। (২৪) فَاِنْ-(ف+ان)-অতঃপর যদি ; يَصْبِرُوْا-তারা সবরও করে ; فَالنَّارُ-(ف+ال+نار)-তথাপিও জাহান্নাম হবে ; مَثْوًى-ঠিকানা ; لَهُمْ-তাদের ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَسْتَعْتِبُوْا-কোনো ওযর পেশ করে ; فَمَا هُمْ-(ف+ما+هم)-তবুও তারা হবে না ; مِنَ-শামিল ; الْمُعْتَبِيْنَ-ওযর গ্রহীতদের। (২৫) وَ-আর ; قَيَّضْنَا-আমি নিযুক্ত করে রেখেছিলাম ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; قُرَنَاءَ-কতেক সঙ্গী ; فَزَيَّنُوْا-(ف+زينوا)-ফলে তারা শোভন করে দেখিয়েছিলো ;

৩০. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার ধারণার অনুরূপই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যই মানুষ এসব ভুল ধারণা পোষণ করে। আর এসব ভুল ধারণা-ই তাকে ধ্বংস করে দেয়। সঠিক জ্ঞান থাকার কারণে মু'মিনের আচরণও সঠিক হয়ে থাকে। আর কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, যালিম ও ফাসিকের আচরণ ভ্রান্ত হওয়ার কারণও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকা। হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমার সম্পর্কে যে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য তার ধারণার অনুরূপ।"

لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

তাদের জন্য যেসব কিছুকে যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে[৩২] ; আর তাদের ওপর অবধারিত হয়ে গেছে (শাস্তির) বাণী, যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে অতীতের জাতি-গোষ্ঠী—

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

এদের পূর্বেকার—জ্বিন ও মানুষ থেকে ; নিশ্চয় তারা ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত।

لَهُمْ-তাদের জন্য ; مَّا-সেসব কিছুকে যা কিছু আছে ; بَيْنَ أَيْدِيهِمْ-তাদের সামনে ; وَ-এবং ; مَا-যা আছে ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে ; وَ-আর ; حَقَّ-অবধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِمُ-তাদের ওপর ; الْقَوْلُ-(শাস্তির) বাণী ; فِيْٓ أُمَمٍ-জাতি-গোষ্ঠী ; قَدْ خَلَتْ-অতীতের ; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বেকার ; مِّنَ-থেকে ; الْجِنِّ-জ্বিন ; وَ-ও ; الْإِنْسِ-মানুষ ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিলো ; خٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত।

৩১. অর্থাৎ তাদের কোনো ওযরই গ্রহণ করা হবে না। তারা আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে এসে অনুগত বান্দাহ হয়ে যাওয়ার সুযোগ চাইলে তা তাদেরকে দেয়া হবে না। জাহান্নামের আযাব থেকে ক্ষমা চাইলেও তা তাদেরকে দেয়া হবে না। দুনিয়াতে তারা বিভিন্ন কারণে কুফর ও শিরক এবং গুনাহ থেকে তাওবা করতে পারেনি বলে অজুহাত পেশ করলে তাদের সে অজুহাতও গ্রহণ করা হবে না।

৩২. অর্থাৎ দীনী জ্ঞানহীন মূর্খ ও অসৎলোকদের বন্ধু-বান্ধবও তেমনই হয়ে থাকে। এসব বন্ধু-বান্ধব মূর্খলোকদের মোসাহেবী করে তাদেরকে অসৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে। ফলে তারা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এসব অসৎলোকের বন্ধু-বান্ধব কখনো সৎলোক হয় না। আর সৎলোকের সাথে অসৎলোকের বন্ধুত্ব টেকেও না। অসৎ মানুষ অসৎ মানুষকেই আকর্ষণ করে, যেমন ময়লা আবর্জনা মাছিকে আকর্ষণ করে।

অসৎ বন্ধু-বান্ধবরা এসব অসৎলোকের অতীতের সকল কাজ-কর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তারা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আপনার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কাজ-কর্ম আপনাকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে। যারা আপনার কর্মের সমালোচনা করে তারা নিতান্তই নির্বোধ। ভবিষ্যতেও আপনি প্রশংসনীয় অবস্থানে থাকবেন। আর আখিরাত বা পরকাল বলতে কিছু নেই। তবে যদি তা থেকেও থাকে তাহলেও আপনার চিন্তার কোনো কারণই নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দুনিয়াতে যেমন নিয়ামতরাজী দিয়ে ভূষিত করেছেন, সেখানেও আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ ভাজনদের মধ্যে শামিল থাকবেন। জাহান্নাম তো তাদের জন্য যারা এখানেও আল্লাহর অনুগ্রহ তথা সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

৩য় রুকূ' (১৯-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. চূড়ান্তভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর আগে পূর্বাপর আল্লাহর দুশমনদেরকে হিসেবের জন্য একত্রিত করা হবে।

২. এসব আল্লাহর দুশমন বিচার দিনে আল্লাহর সামনে যখন নিজেদের অপরাধ অস্বীকার করবে, তখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং দেহের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এমনকি অপরাধ সংঘটনের সমসাময়িক প্রাকৃতিক পরিবেশও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।

৩. হাশরের ময়দানের এ অপমানজনক অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো—অতীতের অপরাধের জন্য অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে অপরাধ না করা।

৪. ভবিষ্যতে অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে ; কেননা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই।

৫. মানব দেহের বাকশক্তিহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হাশরের আদালতে আল্লাহ তা'আলা কথা বলার শক্তি দেবেন—আল্লাহর জন্য এটি মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

৬. আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা। অবশেষে তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে—একথা স্মরণ রেখেই নিজেদের কাজ-কর্ম শুধরে নিতে হবে।

৭. অপরাধীর অপরাধের ছাপ পরিবেশে বিদ্যমান থাকার ব্যাপার সম্পর্কে আজকাল সবাই অবগত। সুতরাং কোনো অপরাধ-ই গোপন থাকতে পারে না—এটি স্মরণ রাখলে অপরাধের হার কমে যেতে বাধ্য।

৮. আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই মানুষকে অসৎ কাজে প্ররোচনা দেয়, যার ফলে মানুষ নিজেকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে নিজের চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। সুতরাং আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে।

৯. মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হলো—দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১০. জ্ঞান লাভ করতে না পারার অজুহাত পেশ করে, আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১১. যারা নিজেরা অসৎ পথে চলতে ইচ্ছুক, তাদের বন্ধু-বান্ধব অসৎলোকই জুটে থাকে, যারা তাদেরকে অসৎ পথেই পরিচালিত করে।

১২. যাদের বন্ধু-বান্ধব অসৎ, তারা নিজেরা কখনো সৎ থাকতে পারে না। সুতরাং সৎপথে চলতে চাইলে অসৎ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করতে হবে।

১৩. অসৎ বন্ধু-বান্ধবই মানুষকে অসৎ পথে চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সর্বাংশে দায়ী। সুতরাং বন্ধুত্ব করতে হবে দীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন সৎলোকদের সাথে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে (একে অপরকে), 'তোমরা এ কুরআন শোন না ; এবং তাতে (তা পাঠ করে শোনাবার সময়) শোরগোল করো সম্ভবত তোমরা

تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ

বিজয় লাভ করবে[৩৩]। ২৭. অতঃপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই কঠিন শাস্তির মজা ভোগ করাবো ; এবং আমি তাদের জঘন্যতম কাজের বদলা অবশ্য অবশ্যই দেবো

الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ ذٰلِكَ جَزَاۤءُ اَعْدَاۤءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا

যা তারা করতো। ২৮. এটিই আল্লাহর দুশমনদের প্রতিদান—জাহান্নাম ; সেখানে রয়েছে তাদের জন্য

﴿٢٦﴾ وَ-আর ; قَالَ-বলে (একে অপরকে) ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে; لَاتَسْمَعُوْا-তোমরা শোন না ; لِهٰذَا-এ ; الْقُرْاٰنِ-কুরআন ; وَ-এবং ; الْغَوْا-শোরগোল করো ; فِيْهِ-তাতে (তা পাঠ করে শোনাবার সময়) ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَغْلِبُوْنَ-বিজয় লাভ করবে। ﴿٢٧﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ-(ف+لنذيقن)-অতঃপর আমি অবশ্য অবশ্যই মজা ভোগ করাবো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; عَذَابًا-শাস্তির; شَدِيْدًا-কঠিন ; وَّ-এবং ; لَنَجْزِيَنَّهُمْ-(لنجزين+هم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে বদলা দেবো ; اَسْوَاَ-জঘন্যতম কাজের ; الَّذِيْ-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো। ﴿٢٨﴾ ذٰلِكَ-এটিই ; جَزَاۤءُ-প্রতিদান ; اَعْدَاۤءِ-দুশমনদের ; اللّٰهِ-আল্লাহর; النَّارُ-জাহান্নাম ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيْهَا-সেখানে রয়েছে ;

৩৩. কুরআন মাজীদের অনুপম ভাষা এবং তার প্রচারকের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের কাছে কাফির তথা আল্লাহ বিরোধী লোকেরা অক্ষম হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অতঃপর তারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় যে, এ কুরআন কাউকে শুনতে দেয়া যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু জেহেল অন্যদেরকে প্ররোচিত করে যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দেবে, যাতে সে কি বলছে তা অন্যরা বুঝতে না পারে। কেউ

دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

চিরস্থায়ী বাসস্থান—প্রতিফলস্বরূপ, যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। ২৯. আর (তখন) যারা কুফরী করেছে তারা বলবে—

رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا

"হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখবো

لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

যাতে তারা লাঞ্ছিতদের শামিল হয়[৩৪]। ৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে[৩৫], আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর (তার ওপর) অবিচল থাকে[৩৬],

دَارُ-বাসস্থান ; الْخُلْدِ-চিরস্থায়ী ; جَزَآءً-প্রতিফল স্বরূপ ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ-(كانوا+ب+ايت+نا+يجحدون)-তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। (২৯) وَ-আর (তখন) ; قَالَ-বলবে ; الَّذِيْنَ-যারা, তারা ; كَفَرُوْا -কুফরী করেছে ; رَبَّنَآ-হে আমার প্রতিপালক! اَرِنَا-আমাদের দেখিয়ে দিন ; الَّذَيْنِ -যারা, তাদের উভয়কে ; اَضَلّٰنَا-আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْجِنِّ-জ্বিন; وَ-ও ; الْاِنْسِ-মানুষের ; نَجْعَلْهُمَا-(نجعل+هما)-আমরা তাদের উভয়কে রাখবো ; تَحْتَ-নিচে ; اَقْدَامِنَا-(اقدام+نا)-আমাদের পায়ের ; لِيَكُوْنَا-যাতে তারা হয় ; مِنَ-শামিল হয় ; الْاَسْفَلِيْنَ-লাঞ্ছিতদের। (৩০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; قَالُوْا-বলে ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; ثُمَّ-তারপর ; اسْتَقَامُوْا-(তার ওপর) অবিচল থাকে ;

কেউ বলেন যে, কাফিররা শিস দিয়ে, হাততালি দিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শোনা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো। (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেলো যে, কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআনের আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোনো তৎপরতা কুফরের আলামত। আরও জানা গেলো যে, নীরবতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের আলোচনা শোনা ওয়াজিব। এটি ঈমানেরও আলামত।

৩৪. অর্থাৎ দুনিয়াতে গুমরাহ মানুষগুলো তাদের আল্লাহ বিরোধী নেতা-নেত্রী ও ইবলীস শয়তানের কথামতো চলেছে ; কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা বুঝতে পারবে যে,

তাদের সকল দুরবস্থার জন্য দায়ী সেসব নেতৃবৃন্দ যাদের কথায় তারা দুনিয়াতে নেচে বেড়িয়েছে। আর তখন সেসব নেতা-নেতৃদেরকে খুঁজে বের করে তাদের পদাঘাত করে তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশের ইচ্ছা করবে। তাদের মনের অবস্থা এমন হবে যে, হাতের কাছে এসব নেতা-নেতৃদের পেলে পায়ের তলায় ফেলে পিষে ফেলবে।

৩৫. সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত তাওহীদ, রিসালাত ও কিতাব তথা কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং আখেরাতের আযাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর এখান থেকে মু'মিনদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাঁদের সম্মান এবং তাঁদের জন্য বিশেষ পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যারা কাজে ও চরিত্রে অবিচল, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসারী এবং যারা অপরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করে ও তাদের সংশোধনের চেষ্টা চালায়, তারাই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, যারা দীনের পথে আহ্বানকারী তাদের জন্য সবর ও মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ একবার আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করার পর সারাটা জীবন এ বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থেকেছে। এ আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী কোনো আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করেনি এবং এ তাওহীদী আকীদার সাথে কোনো বাতিল আকীদা মিশিয়ে ফেলেনি।

একটি হাদীসে এ বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থাকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "মানুষ আল্লাহকে 'রব' বা প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা করেছে, অতঃপর তাদের বেশিরভাগ মানুষই কাফির হয়ে গিয়েছে। তবে যে ব্যক্তি এ ঘোষণা ও বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণ করেছে, সে-ই এর ওপর দৃঢ় থেকেছে।" (নাসায়ী, ইবনে জারীর)

হযরত আবু বকর রা. দৃঢ় থাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—"এরপরে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্যের প্রতিও ঝুঁকে পড়েনি।" (ইবনে জারীর)

হযরত ওমর রা. একবার মিম্বরে বসে এ আয়াত তিলাওয়াত করে এর ব্যাখ্যা দেন এভাবে—"আল্লাহর কসম, নিজ আকীদা-বিশ্বাসে তাঁরাই দৃঢ় যারা সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, শিয়ালের মতো এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক ছুটে বেড়ায় না।" (ইবনে জারীর)

হযরত উসমান রা. বলেছেন, "নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" (কাশশাফ)

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ

তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয়[৩৭] (এবং বলে) যে, "তোমরা ভয় করো না এবং দুঃশ্চিন্তাও করো না,[৩৮] আর সেই জান্নাতের জন্য আনন্দিত হও

الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣١﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো।" ৩১. আমরাই তোমাদের বন্ধু ছিলাম দুনিয়ার জীবনে এবং

فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝

আখিরাতেও (থাকবো) ; আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে তা-ও সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে ;

تَتَنَزَّلُ-নাযিল হয় ; عَلَيْهِمُ-তাদের কাছে ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতা ; اَلَّا تَخَافُوْا-(এবং বলে) যে, তোমরা ভয় করো না ; وَ-এবং ; لَا تَحْزَنُوْا-দুশ্চিন্তাও করো না ; وَ-আর ; اَبْشِرُوْا-আনন্দিত হও ; بِالْجَنَّةِ-সেই জান্নাতের জন্য ; الَّتِىْ-যার ; كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। ﴿٣١﴾ نَحْنُ-আমরাই ; اَوْلِيٰٓؤُكُمْ-তোমাদের বন্ধু ছিলাম ; فِى الْحَيٰوةِ-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখেরাতেও ; وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে; فِيْهَا-সেখানে ; مَا-যা কিছু ; تَشْتَهِىْٓ-চাইবে; اَنْفُسُكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের মন ; وَ-এবং ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيْهَا-সেখানে ; مَا-যা কিছু, তা-ও ; تَدَّعُوْنَ-তোমরা ফরমায়েশ করবে।

হযরত আলী রা.-এর মতে "আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ফরযসমূহ আনুগত্যের সাথে আদায় করাই বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থাকা।" (কাশশাফ)

৩৭. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে মু'মিন বান্দাহদের নিকট ফেরেশতারা দুনিয়াতেও নাযিল হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর সময়, কবরে তথা বরযখ-জীবনে ও হাশরের শুরু থেকে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত সবসময় ফেরেশতারা তাদের সাথে থাকবে। দুনিয়াতে হক ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে, তেমনি এ সংগ্রামে মু'মিনদের সাথে ফেরেশতারা থাকে। বাতিলপন্থীদের সেসব মন্দ সংগী-সাথীরা তাদের আল্লাহ বিরোধী কাজ-কর্মকে তাদের সামনে সুন্দর সঠিক বলে তুলে ধরে। তারা বুঝাতে চায়, তোমরা যে হককে হেয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যুলুম-নির্যাতন ও মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছো, তোমাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য

㉜ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

৩২. (এটি হবে) মেহমানদারীর আয়োজন পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালুর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে[৩৯]।

㉜ نُزُلًا-(এটি হবে) মেহমানদারীর আয়োজন ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; غَفُوْرٍ -পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٍ-অতীব দয়ালুর (আল্লাহর)।

সেটাই সঠিক পন্থা। অপরদিকে সত্যের সংগ্রামীদের সাথী আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের কাছে এসে জান্নাতের সুখবর দিতে থাকে।

৩৮. অর্থাৎ বাতিল শক্তি যতোই প্রবল স্বৈরাচারী হোক না কেনো তাতে তোমরা ভয় পেয়ো না এবং সত্যের পথে চলতে গিয়ে যতো দুঃখ-কষ্টই ভোগ করতে হোক না কেনো তাতে দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। কারণ তোমাদের জন্য ভবিষ্যতে শুভ পরিণাম হিসেবে জান্নাত রয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ ফেরেশতারা সত্যের পথের পথিকদেরকে বলবে—জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই পাবে এবং যা দাবী করবে তা-ই সরবরাহ করা হবে। এর অর্থ তোমাদের প্রতিটি কামনা-বাসনা পূরণ করা হবে—তা প্রকাশ্যে চাও বা না চাও। অতঃপর 'আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন' বলে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতে তোমরা এমন অনেক নিয়ামত পাবে, যার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের মনে কখনো সৃষ্টি হবে না ; কারণ সেসব নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাও নেই। মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তু আসে, যার কল্পনা মেহমান আগে করতে পারে না। বিশেষত মেহমানদারী যদি কোনো বড় লোকের পক্ষ থেকে হয়। (মাযহারী)

হাদীসে আছে—"জান্নাতে কোনো পাখী উড়তে দেখে জান্নাতীদের মনে যদি তার গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তৎক্ষণাত তা ভাজা করে তার সামনে আনীত হবে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তা ভাজা বা রান্নার জন্য আগুন ও ধোঁয়ার সাহায্য লাগবে না। নিজে নিজেই তা রান্না হয়ে জান্নাতীদের সামনে এসে যাবে।" (মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—যদি কোনো জান্নাতী নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যাবে। (মাযহারী)

৪র্থ রুকূ' (২৬-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন আল্লাহর বাণী। অর্থসহ এ কালাম পাঠ করলে মানুষের মনের ওপর এর প্রভাব অবশ্যই পড়বে। সুতরাং এ কালামকে অর্থসহ পাঠ করা সকলের জন্য আবশ্যক।

২. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য তখনি অর্জিত হতে পারে, যখন তা অর্থ বুঝে পাঠ করা হবে। কারণ কুরআনের বিধান জানার জন্য তার অর্থ বুঝা অত্যন্ত জরুরী।

৩. কুরআনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, প্রচারকার্য, কুরআনের আলোচনা ও মাহফিল ইত্যাদি দীনী কাজে যারা বাধা দান করে, তারা রাসূলের সময়কার কাফিরদের ভূমিকা-ই পালন করে।

৪. আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী সকল তৎপরতার উপযুক্ত প্রতিফল দান করবেন—এতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

৫. আল্লাহ বিরোধী এসব শক্তির স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

৬. কিয়ামতের দিন আল্লাহর দীন তথা ইসলাম বিরোধী কাজে নেতৃত্ব দানকারী গুমরাহ লোকদেরকে তাদের অনুসারীরা পদদলিত করে তাদেরকে গুমরাহ করার শোধ নিতে চাইবে।

৭. যারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মৌখিক ও আন্তরিক স্বীকৃতি দিয়ে তদনুযায়ী নিজ জীবনকে পরিচালিত করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার ওপর অটল থাকে, তাদের সাথে আল্লাহর ফেরেশতারা দুনিয়ার জীবনে, কবরে, হাশরে এবং জান্নাতে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে।

৮. যাদের সাথে সার্বক্ষণিক আল্লাহর ফেরেশতারা থাকেন তাদের দুনিয়াতে, কবর জীবনে এবং হাশরের বিচার দিনে ভয় বা দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

৯. মু'মিন বান্দাহরা দুনিয়াতে অনুকূল বা প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকেন। কারণ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

১০. মু'মিনদের জন্য জান্নাতে সেসব কিছুই মজুদ থাকবে, যা তাদের মন চাইবে এবং যা তারা দাবী করবে।

১১. মু'মিন বান্দাহরা জান্নাতে আল্লাহর মেহমান হবে। আর মেজবান হবে স্বয়ং আল্লাহ। অতএব তাদের মেহমানদারীতে এমন আয়োজন হবে যা মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٣٣﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

৩৩. আর তার চেয়ে কথার দিক থেকে কে উত্তম, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সে নিজেও নেক কাজ করে, আর বলে—'আমি অবশ্যই

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

আত্মসমর্পণকারীদের শামিল[৪০]।' ৩৪. আর (হে নবী !) ভালো কাজ আর না মন্দ কাজ সমান হতে পারে ; আপনি তা দিয়ে (মন্দকে) প্রতিহত করুন যা

৩৩ وَ-আর ; مَنْ-কে ; أَحْسَنُ-উত্তম ; قَوْلًا-কথার দিক থেকে ; مِمَّنْ-তার চেয়ে যে ; دَعَا-ডাকে (মানুষকে) ; إِلَى-দিকে ; اللهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; عَمِلَ-সে নিজেও কাজ করে ; صَالِحًا-নেক ; وَ-আর ; قَالَ-বলে ; إِنَّنِي-আমি অবশ্যই ; مِنَ-শামিল ; الْمُسْلِمِينَ-আত্মসমর্পণকারীদের। ৩৪ وَ-আর (হে নবী !) لَا تَسْتَوِي-সমান হতে পারে; الْحَسَنَةُ-ভালো কাজ ; وَ-আর ; السَّيِّئَةُ ; لَا-না মন্দ কাজ ; ادْفَعْ-আপনি প্রতিহত করুন (মন্দকে) ; بِالَّتِي-তা দিয়ে ; هِيَ-যা ;

৪০. মু'মিনদেরকে আখিরাতে তাদের শুভ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে তাদের মনোবল দৃঢ় করার পর এখানে তাদেরকে আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মু'মিনদের মূল কাজ হলো—সকল প্রতিকূল পরিবেশেও মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। এ কাজ করতে গেলে নিজেও আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে ; কারণ আল্লাহর বিধান নিজে মেনে না চললে অন্যকে মানার কথা বলা যায় না। অতঃপর সকল বিপদাশংকা উপেক্ষা করে নিজের মুসলমান হওয়ার কথা, কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর চেয়ে উত্তম কোনো কাজ মানুষের জন্য আর নেই। এ কাজ বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে—মুখে ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে, দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মাধ্যমে, লেখালেখির মাধ্যমে তথা দীনী গ্রন্থাবলী রচনা করার মাধ্যমে, সত্যপন্থী দলের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা যায়।

একজন মুয়ায্যিনও তাঁর আযানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। হাদীসে আযান ও আযানের জবাব দানের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যদি খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য আযান দেয়া হয় এবং বেতন ও পারিশ্রমিককে গৌণ মনে করে এ কাজ করা হয়। (মাযহারী)

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

উত্তম, আর তখন—আপনার মধ্যে ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।[৪১]

۝وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِمَّا

৩৫. আর তাদের ছাড়া তা (এ গুণ) কাউকে দান করা হয় না যারা ধৈর্য অবলম্বন করে[৪২] ; আর তা (এ গুণ) অতিবড় ভাগ্যের অধিকারী ছাড়া কাউকে দেয়া হয় না[৪৩]। ৩৬. আর যদি

أَحْسَنُ-উত্তম ; فَإِذَا-আর তখন ; الَّذِي-যার ; بَيْنَكَ-আপনার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُ-যার মধ্যে ; عَدَاوَةٌ-শত্রুতা রয়েছে ; كَأَنَّهُ-(ك+ان+ه)-সে হয়ে যাবে মতো ; وَلِيٌّ-বন্ধু ; حَمِيمٌ-অন্তরঙ্গ। ৩৫ وَ-আর ; مَا يُلَقَّاهَا-(ما يلقى+ها)-তা (এ গুণ) কাউকে দান করা হয় না ; إِلَّا-ছাড়া ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; صَبَرُوا-ধৈর্য অবলম্বন করে ; وَ-আর ; مَا ; يُلَقَّاهَا-তা (এ গুণ) কাউকে দেয়া হয় না ; إِلَّا-ছাড়া ; ذُو-অধিকারী ; حَظٍّ-ভাগ্যের ; عَظِيمٍ-অতি বড়। ৩৬ وَ-আর ; إِمَّا-যদি ;

৪১. এখান থেকে দীনের প্রতি দাওয়াত দাতাদেরকে বিশেষ পথ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করবেন এবং সবর ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করবেন।

অর্থাৎ তাঁরা উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবেন। মন্দের জবাবে মন্দ না করে ক্ষমা করে দেয়ার গুণে তাঁদের অভ্যস্ত হতে হবে এবং মন্দ ব্যবহারকারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ আয়াতের নির্দেশ হলো, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করে, তুমি তার মুকাবিলায় সবর করো ; যে তোমার প্রতি মূর্খতাসুলভ ব্যবহার করে ; তুমি তার প্রতি সহনশীল ব্যবহার করো ; যে তোমাকে জ্বালাতন করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মাযহারী)

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর রা.-কে এক ব্যক্তি গালি দিলো বা মন্দ বললো। তিনি জবাবে বললেন, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো, তবে আল্লাহ তা'আলা যেনো তোমাকে ক্ষমা করে দেন।' (কুরতুবী)

স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-কে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে এ নির্দেশ এমন এক পরিস্থিতিতে দেয়া হয়েছিলো, যখন ইসলাম প্রচারের সকল পথ কাফিররা বন্ধ করে দিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর অনুসারীদেরকে যুলুম-নির্যাতন দিয়ে অতিষ্ঠ করেছিলো। এতে অসহ্য হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। কাফিররা পরিকল্পনা করে ইসলাম প্রচারের ধারাকে বাধা

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন[৪৪] ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[৪৫]।

يَنْزَغَنَّكَ-(ينزغن+ك)-আপনাকে প্ররোচিত করে ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; نَزْغٌ-কোনো কুমন্ত্রণা ; فَاسْتَعِذْ-(ف+استعذ)-তাহলে আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করুন ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর কাছে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيْعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ।

দিচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. কোথাও কোনো কথা বলতে শুরু করলে কাফিরদের নিয়োজিত একদল লোক হৈ-চৈ করে হট্টগোল করা শুরু করতো, যাতে তাঁর কথা কেউ শুনতে না পারে। এমনই এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে উল্লিখিত পথ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪২. অর্থাৎ এটি কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দুষ্কৃতকারী বাতিলপন্থীদের দুষ্কর্মের মুকাবিলায় সৎকর্ম করে যাওয়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাহসী লোকের, যার মধ্যে রয়েছে দৃঢ় সংকল্প, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও অপরিসীম সহনশীলতা। কেবল সেই ব্যক্তির দ্বারাই এ কাজ সম্ভব, যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যের পতাকা সমুন্নত করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে, যার ফলে বিরোধীদের যে কোনো ধরনের অন্যায় ও নোংরামীকে সে অবলীলায় উপেক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং নিজের সদাচার দিয়ে সে তার মুকাবিলা করে।

৪৩. অর্থাৎ যারা এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান মানুষ। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কোনো নীচ ও জঘন্য চরিত্রের মানুষ তার হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল ও কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাজিত করতে পারে না।

৪৪. অর্থাৎ বিরোধীদের অসদাচরণের জবাবে সত্যপন্থীদের সদাচার দ্বারা শয়তান হতাশ হয়ে পড়ে এবং অস্বস্থির মধ্যে পড়ে যায়। তখন সে চায়, যে কোনোভাবে সত্যপন্থীদের নেতৃবৃন্দ দ্বারা কোনো ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দিতে। যাতে করে তাদেরকে সত্যবিরোধীদের সমপর্যায়ের বলে প্রোপাগাণ্ডা চালানো যায়। সে তখন অত্যন্ত কল্যাণকামী পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং সত্যের দিশারীদের মনে এই বলে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যে, এ অন্যায় আচরণ সহ্য করা যায় না, এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া প্রয়োজন না হলে মানুষ তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করবে। এভাবে শয়তান হকপন্থীদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে পদস্খলন ঘটাতে চায়। এজন্য আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখনই তোমাদের মনে এ জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি

۞وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ

৩৭. আর[৪৬] তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র[৪৭] ; তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না,

(৩৭) وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِه-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনসমূহের ; الَّيْلُ-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارُ-দিন ; وَ-এবং ; الشَّمْسُ-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرُ-চন্দ্র ; لَا تَسْجُدُوْا-তোমরা সিজদা করো না ; لِلشَّمْسِ-সূর্যকে ;

হবে তখনই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরপরও এটা মনে করা যাবে না যে, আমি আমার মেযাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি, শয়তান আমাকে দিয়ে অসংগত কিছু করাতে পারবে না। কারণ এ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারাও শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। আর তাই এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য, যেনো আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণের তাওফীক দান করেন এবং ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। নিজের মধ্যে এরূপ গুণ সৃষ্টি করতে পারলেই মানুষ পদস্খলন থেকে রক্ষা পেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার ব্যাখ্যাস্বরূপ মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত ঘটনা স্মরণীয়। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে হযরত আবু বকর রা.-কে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে থাকে। আবু বকর রা. নিরবে তার অশ্রাব্য গালি-গালাজ শুনতে থাকেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর আবু বকর রা. লোকটির কথার জবাব দিলেন একটু কঠোর ভাষায়। তার মুখ থেকে কঠোর কথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সা. মুখে বিরোক্তিভাব এনে উঠে চলে গেলেন। অতঃপর আবু বকর রা.-ও তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি মুচকি হাসছিলেন ; কিন্তু আমি যখন তার জবাব দিলাম, তখন আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে এলেন, এর কারণ কি ? রাসূলুল্লাহ সা. জবাবে বললেন, তুমি যতক্ষণ নিরব ছিলে, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে থেকে তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো, কিন্তু তুমি নিজেই যখন তার জবাব দিলে তখন ফেরেশতা চলে গেলো এবং সে জায়গা শয়তান দখল করে নিলো, তখন আমি চলে এলাম। কারণ শয়তানের সাথে তো আর আমি থাকতে পারি না।

৪৫. শয়তানের কুমন্ত্রণা তথা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেয়ার জন্য মনের মধ্যে শয়তান যখন উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায়, তখন মু'মিনের অর্থাৎ সত্যের পথের সংগ্রামীদের কর্তব্য হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। যার ফলে তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস জন্ম লাভ করে যে, 'আমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আল্লাহ্ দেখছেন। আমাদের বিরোধীদের অন্যায় কার্যকলাপ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন।' এতে করে তাদের মনে ধৈর্য,

وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

আর না চন্দ্রকে ; এবং সেই আল্লাহকেই সিজদা করো যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে চাও।[৪৮]

(৩৮) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৩৮. অতঃপর যদি তারা অহংকার করে[৪৯], তবে (তাদের জানা উচিত যে) যারা আপনার প্রতিপালকের নিকটে আছে, তারা রাতে ও দিনে তাঁর তাসবীহ্ পাঠরত আছে

وَ-আর ; لَا-না ; لِلْقَمَرِ-চন্দ্রকে ; وَ-এবং ; اسْجُدُوا-সিজদা করো ; لِلَّهِ -সেই আল্লাহকেই ; الَّذِي-যিনি ; خَلَقَهُنَّ-সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ-তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে চাও। (৩৮) فَإِنْ-(ف+ان)-অতঃপর যদি ; اسْتَكْبَرُوا-তারা অহংকার করে ; فَالَّذِينَ-তবে যারা ; عِنْدَ-নিকটে আছে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; يُسَبِّحُونَ-তারা তাসবীহ পাঠরত আছে ; لَهُ-তাঁর ; بِاللَّيْلِ-রাতে ; وَ-ও ; النَّهَارِ-দিনে ;

প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি আসে এবং সে নিজের ও বিরোধীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর সপে দিয়ে নিশ্চিন্ততা লাভ করে।

৪৬. এখান থেকে কথাগুলো জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তারা যেনো প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে।

৪৭. অর্থাৎ রাত-দিন ও চাঁদ-সুরুজ আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ তথা একত্ববাদের নিদর্শন। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য বুঝতে সক্ষম হবে। তারা জানতে পারবে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ সম্পর্কে এবং এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা-ই একমাত্র সত্য। আর চাঁদ-সুরুজের উল্লেখের আগেই রাত ও দিনের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, রাতের বেলা সূর্য অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের উপস্থিতি এবং দিনের বেলা সূর্যের উপস্থিতি ও চাঁদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় চাঁদ ও সুরুজ আল্লাহর অংশীদার নয় ; বরং আল্লাহর দু'টো নিদর্শন ও তাঁর অনুগত দাস মাত্র। এরা আল্লাহর আইন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

৪৮. অর্থাৎ সিজদা পাওয়ার আইনসংগত অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র বা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টিকে সিজদা করা হারাম। এ সিজদা ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হোক অথবা সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যেও হোক, মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতে তথা ইজমা মতে তা হারাম।

ইবাদাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে সিজদা করা কোনো উম্মত বা শরীয়তেই হালাল ছিলো না। কারণ এটি শির্ক এবং প্রত্যেক উম্মতের শরীয়তেই শির্ক হারাম

وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ

এবং তারা একটুও ক্লান্ত হয় না।[৫০] ৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে (এটিও রয়েছে—) যে, আপনি নিশ্চয়ই দেখেন যমীনকে শুষ্ক-অনুর্বর, অতঃপর যখন

اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ

আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে এবং সজীব-সবল হয়ে যায় ; নিশ্চয়ই যিনি তাকে (যমীনকে) সজীব করেন, তিনিই জীবন দানকারী

الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا

মৃতদেরকে[৫১] ; নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান। ৪০. নিশ্চয়ই যারা[৫২] আমার আয়াতসমূহের অর্থ বিকৃত করে[৫৩]

وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَا يَسْـَٔمُوْنَ-একটুও ক্লান্ত হয় না। ﴿৩৯﴾ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে (এটিও রয়েছে) যে ; اٰيٰتِهٖ-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; اَنَّكَ-আপনি নিশ্চয়ই ; تَرَى-দেখেন ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; خَاشِعَةً-শুষ্ক-অনুর্বর ; فَاِذَآ-অতঃপর যখন ; اَنْزَلْنَا-আমি বর্ষণ করি ; عَلَيْهَا-তার ওপর ; الْمَآءَ-পানি ; اهْتَزَّتْ-তখন তা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে ; وَ-এবং; رَبَتْ-সজীব-সবল হয়ে যায়; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْٓ-যিনি ; اَحْيَاهَا-তাকে সজীব করেন; لَمُحْىِ-তিনিই জীবন দানকারী ; الْمَوْتٰى-মৃতদেরকে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ شَىْءٍ-সর্ব বিষয়ের ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ﴿৪০﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُلْحِدُوْنَ-অর্থ বিকৃত করে ; فِىْٓ اٰيٰتِنَا-আমার আয়াতসমূহের ;

ছিলো। তবে সম্মানসূচক সিজদা করা পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে বৈধ ছিলো। দুনিয়াতে আসার আগে আদম আ.-কে সিজদা করার জন্য সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ইউসুফ আ.-কে তাঁর পিতা ও ভাইয়েরা সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন। কুরআন মাজীদে এটি উল্লেখিত আছে। কিন্তু ইসলামী আইনজ্ঞ তথা ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এ সম্মানসূচক সিজদার বিধানও রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অপরকে সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ এরা নিজেদের মূর্খতা বা অজ্ঞতার কারণে যদি দীনের দাওয়াতকে নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করে এবং তাদের মনে এ অহংকার থাকার কারণেই তারা অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

৫০. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বই কার্যকর এবং এতে তাঁর কোনো শরীক নেই—এটি যদি এ মূর্খরা মানতে না চায় তবে তাতে কিছু

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۭ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا

তারা আমার অগোচরে নয়[৫৪] ; তবে কি সেই ব্যক্তি উত্তম, যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত, অথবা সে ব্যক্তি, যে আসবে (জান্নাতে) নিরাপদে—

لَا يَخْفَوْنَ-তারা অগোচরে নয় ; عَلَيْنَا-আমার ; اَفَمَنْ-তবে কি সেই ব্যক্তি, যে ; يُّلْقٰى -নিক্ষিপ্ত ; فِى النَّارِ-জাহান্নামে ; خَيْرٌ-উত্তম ; اَمْ-অথবা ; مَّنْ-সে ব্যক্তি যে ; يَّاْتِىْٓ-আসবে (জান্নাতে) ; اٰمِنًا-নিরাপদে ;

আসে যায় না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত ফেরেশতা রয়েছে যারা এ বিশ্ব-জাহান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত আছে। এসব ফেরেশতা প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এখানে তিলাওয়াতে সিজদা থাকার ব্যাপারে আইম্মায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। তবে মতভেদ রয়েছে সিজদার আয়াতের শেষ সীমা নিয়ে। কারো মতে ৩৭ আয়াতের শেষ পর্যন্ত সিজদার আয়াত শেষ। আবার বেশীর ভাগ ইমামের মতে ৩৮ আয়াত সহই সিজদার আয়াত। শেষোক্ত মত গ্রহণ করাই অধিকতর নিরাপদ। কারণ এতে করে যদি শুধুমাত্র প্রথম আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হয়ে থাকে তা-ও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ওয়াজিব হয়ে থাকলে তা-ও আদায় হয়ে যাবে।

৫১. এ (৩৯) আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোর সাথে উল্লেখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য—সূরা আন নহল ৬৫ আয়াত ; সূরা আল হাজ্জ ৫ ও ৭ আয়াত এবং সূরা আর রূম ১৯ ও ২০ আয়াত।

৫২. এখান থেকে আবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরোধীদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আখিরাত, তাওহীদ এবং রিসালাতকে অবিশ্বাস করছে, অথচ বিশ্ব-জাহানে বিদ্যমান নিদর্শনাবলী প্রমাণ করে যে, রাসূলের দাওয়াত-ই যুক্তিসংগত এবং একমাত্র সত্য।

৫৩. 'ইউলহিদূনা' শব্দটি 'ইলহাদ' থেকে উদ্ভূত। 'ইলহাদ'-এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া, এক পাশে খনন করা। যে কবর পাশের দিকে খনন করে প্রস্তুত করা হয় তাকে 'লাহাদ' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতসমূহের সরল-সঠিক অর্থকে পাশ কাটিয়ে বাঁকা অর্থ গ্রহণ করার চেষ্টা করাকে 'ইলহাদ' বলে। মক্কার কাফিররা কুরআন মাজীদের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ স্বরূপ কুরআনের কোনো আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বা শাব্দিক বিকৃতি ঘটিয়ে জনমনে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া বা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। এখানে সেদিকে ইংগীত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এমন চেষ্টা যে, যখন যেখানেই করুক না কেনো তারাই 'মুলহিদ' তথা কুরআন বিকৃতকারী বলে প্রমাণিত হবে। তবে এটি স্মরণীয় যে, কুরআন মাজীদকে হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন ; সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

কিয়ামতের দিন ; তোমরা যা চাও করে যাও ; তোমরা যা করে থাকো সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই সম্যক দ্রষ্টা। ৪১. নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَاْتِيْهِ

মানতে অস্বীকার করেছে এ কুরআনকে যখন তা তাদের কাছে আসলো ; অথচ এটি অবশ্যই একটি মহাশক্তিমান গ্রন্থ[৫৫]। ৪২. এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না

الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۭ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾

কোনো বাতিল তার সামনে থেকে আর না তার পেছন থেকে[৫৬] ; (এটি) মহাজ্ঞানী পরম প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; اِعْمَلُوْا-তোমরা করে যাও ; مَا-যা ; شِئْتُمْ-তোমরা চাও ; اِنَّهٗ-তিনি অবশ্যই; بِمَا-যা সে সম্পর্কে ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করে থাকো ; بَصِيْرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। ﴿٤١﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-মানতে অস্বীকার করেছে ; بِالذِّكْرِ-এ কুরআনকে ; لَمَّا-যখন ; جَآءَهُمْ-তা তাদের কাছে আসলো ; وَ-অথচ ; اِنَّهٗ-এটি অবশ্যই ; لَكِتٰبٌ-একটি গ্রন্থ ; عَزِيْزٌ-মহাশক্তিমান। ﴿٤٢﴾ لَا يَاْتِيْهِ-এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না ; الْبَاطِلُ-কোনো বাতিল ; مِنْ-থেকে ; بَيْنِ يَدَيْهِ-তার সামনে ; وَ-আর ; لَا-না; مِنْ-থেকে ; خَلْفِهٖ-তার পেছনে ; تَنْزِيْلٌ-(এটি) নাযিলকৃত; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; حَكِيْمٍ-মহাজ্ঞানী ; حَمِيْدٍ-পরম প্রশংসিত সত্তার।

৫৪. অর্থাৎ 'মুলহিদ' তথা কুরআন বিকৃতির প্রচেষ্টাকারীরা 'ইলহাদ' বা বিকৃতি-প্রচেষ্টা গোপনে করতে চাইলেও তা তারা করতে সক্ষম হবে না। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 'মুলহিদ'দেরকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন। তারা কখনো আল্লাহর পাকড়াও এবং আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

৫৫. অর্থাৎ এ কিতাব এমন একটি শক্তিমান গ্রন্থ যা মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা বা কূট-চক্রান্তের হাতিয়ার দিয়ে ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভব নয়। বাতিলের পূজারীরা কোনো চক্রান্ত দিয়েই এটিকে পরাজিত করতে সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবকে সংরক্ষণ করবেন।

৫৬. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনভাবে সংরক্ষিত যে, শয়তান, জ্বিন বা মানুষের মধ্যে যারা বাতিলের অনুসারী তাদের কেউ এটাকে সরাসরি বা প্রকাশ্যে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। এখানে 'বাতিল' শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র

⑭ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو

৪৩. আপনাকে তো তাছাড়া বলা হয় না যা বলা হয়েছিলো আপনার আগেকার রাসূলদেরকে ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই মালিক

مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ⑭ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا

ক্ষমা করার[৫৭] এবং মালিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দানের। ৪৪. আর আমি যদি কুরআনকে কোনো অনারব ভাষায় নাযিল করতাম, তবুও তারা নিশ্চিত বলতো,

لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

"এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি কেনো ? কেমন কথা ! এটি (কিতাব) অনারব ভাষায়, অথচ তিনি (রাসূল) আরবী ভাষাভাষি[৫৮], (হে নবী !) আপনি বলে দিন, 'এটি তাদের জন্য—যারা ঈমান এনেছে—

⑭ مَا يُقَالُ-বলা হয় না ; لَكَ-আপনাকে তো ; إِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; قَدْ قِيلَ-বলা হয়েছিলো ; لِلرُّسُلِ-রাসূলদেরকে ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগেকার ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালকই ; لَذُو-মালিক ; مَغْفِرَةٍ-ক্ষমা করার ; وَ-এবং ; ذُو-মালিক ; عِقَابٍ-শাস্তি দানের ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑭ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; جَعَلْنَٰهُ-(جعلنا+ه)-আমি এটিকে নাযিল করতাম ; قُرْءَانًا-কুরআনকে ; أَعْجَمِيًّا-কোনো অনারব ভাষায় ; لَّقَالُوا-তবুও তারা নিশ্চিত বলতো ; لَوْلَا فُصِّلَتْ-কেনো সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি ; ءَايَٰتُهُ-(ايت+ه)-এর আয়াতসমূহ ; ءَ أَعْجَمِيٌّ-কেমন কথা! এটি (কিতাব) অনারব ভাষায় ; وَ-অথচ ; عَرَبِيٌّ-তিনি (রাসূল) আরবী ভাষাভাষি ; قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলে দিন ; هُوَ-এটি ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; ءَامَنُوا-ঈমান এনেছে ;

শয়তানকেই বুঝানো হয়নি ; বরং এ শব্দ দ্বারা অন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা এতে সামনের দিক থেকে তথা শাব্দিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন করতে প্রচেষ্টা চালায়। আর পেছনের দিক থেকে তথা গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করা বা ইলহাদ করার সাধ্যও কারো নেই। কেননা এ কিতাবের সার্বিক হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। গত চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত কুরআন মাজীদের পঠন-পাঠন চলে আসছে। আজ পর্যন্ত একটি যের-যবর বা নুকতাও কারো পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একদল লোক থাকবে যারা কুরআনে পরিবর্তন-প্রচেষ্টাকারীদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়ে কুরআনের সঠিক অর্থ মানুষের সামনে তুলে ধরবে। এসব চক্রান্তকারীরা নিজেদের কুফরীকে যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেনো, আল্লাহর নিকট থেকে তা গোপন করতে

هُدًى وَّشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ

হেদায়াত এবং রোগমুক্তিও বটে[৫৯], আর যারা (এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এটি (কুরআন)

عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ۝

তাদের জন্য অন্ধত্ব স্বরূপ ; তারা এমন যাদেরকে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে[৬০]।

هُدًى-হিদায়াত ; وَ-এবং ; شِفَاءٌ-রোগমুক্তিও বটে ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-(এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না ; فِيْٓ اٰذَانِهِمْ-তাদের কানে রয়েছে ; وَقْرٌ-বধিরতা ; وَ-এবং ; هُوَ-এটি (কুরআন) ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; عَمًى-অন্ধত্ব স্বরূপ ; أُولٰٓئِكَ-তারা এমন যাদেরকে ; يُنَادَوْنَ-ডাকা হচ্ছে ; مِنْ-থেকে ; مَّكَانٍ-স্থান ; بَعِيْدٍ-বহু দূরবর্তী।

পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে ক্ষমাশীল, ক্ষমা করার মালিক যে একমাত্র তিনি, তার প্রমাণ তো এটিই যে, তাঁর রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে, তাঁকে গালি দেয়া হয়েছে, তার ওপর যুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছে, তারপরও এসব যালিমদেরকে বছরের পর বছর তিনি অবকাশ দিয়েছেন, যাতে করে নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে।

৫৮. রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করার জন্য যেসব অজুহাতের আশ্রয় নিতো তার মধ্যে এটিও একটি। তারা বলতো, আরবী ভাষা মুহাম্মাদ সা.-এর মাতৃভাষা। সুতরাং কুরআন যে, সে নিজে রচনা করেনি, তা-ই বা কে বলবে। সে যদি অন্য কোনো ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতো এবং সে রকম কোনো ভাষায় কুরআন নাযিল হতো, তাহলেই এটাকে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যেতো। কুরআন-বিরোধীদের এ হঠকারিতার জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, এদের নিজের ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়াতে তাদের আপত্তি হলো একজন আরবীভাষী মানুষের মাধ্যমে আরবদের জন্য আরবী ভাষায় কেনো কুরআনকে নাযিল করা হলো ? কিন্তু কোনো অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করা হলে এ লোকেরাই তখন বলতো যে, একজন আরবীভাষী লোককে আরবদের জন্য নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে ; কিন্তু এ কেমন কথা, তার প্রতি এমন ভাষায় কিতাব নাযিল করা হয়েছে যে ভাষা রাসূল বা তার জাতি কেউই বুঝতে সক্ষম নয়।

৫৯. এ আয়াতে কুরআন মাজীদের দু'টো গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত বা পথ প্রদর্শক। দুই. কুরআন নিরাময় দানকারী। কুফর, শিরক, নিফাক, অহংকার, হিংসা ও লোভ-লালসা ইত্যাদি মানসিক রোগের নিরাময়কারী যে কুরআন তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন মাজীদ বাহ্যিক ও শারীরিক রোগের নিরাময়কারী। অনেক দৈহিক রোগ কুরআনী দোয়া দ্বারা নিরাময় হয়ে যায়।

৬০. আরবদের কথার একটি 'মিসাল' বা দৃষ্টান্ত হলো, যে লোক কথা বুঝতে পারে না, তাকে তারা বলে–اَنْتَ تُنَادٰى مِنْ بَعِيْدٍ অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। আর যে লোক কথা বুঝে তাঁকে তাঁরা বলে, مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনেছো।

কাফিররা যেহেতু কুরআন মাজীদের নির্দেশাবলী শোনার ও বুঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেনো বধির এবং চোখ যেনো অন্ধ। তাদেরকে হিদায়াত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে, ফলে তার কানে ডাকের আওয়ায পৌঁছে না, আর তাই সে সাড়া দিতে পারে না।

৫ম রুকূ' (৩৩-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার মতো উত্তম কথা দুনিয়াতে আর কোনো কথা হতে পারে না। সুতরাং উল্লেখিত উত্তম কথা যে বলে সে-ও উত্তম মানুষ।

২. উত্তম কথা যে বলবে অর্থাৎ যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, তাকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পুরোপুরি অনুগত হতে হবে।

৩. ভালো কাজ ও মন্দ কাজ কখনো সমান হতে পারে না। আর মন্দ কাজকে মন্দ কাজ দিয়ে কখনো প্রতিহত করা যায় না। অতএব আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য নির্দেশ হলো, এ কাজে অসদাচরণের মুকাবিলা করতে হবে সদাচার দিয়ে।

৪. সদাচারের ফলে অতি বড় শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মু'মিনদের বড় হাতিয়ার হলো শত্রুদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

৫. বিরোধীদের অসদাচরণের কারণে শয়তানের প্ররোচনায় মনে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তখনই আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় চাইতে হবে।

৬. রাত-দিনের আবর্তন ও সূর্য-চন্দ্র আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের নিদর্শন। এগুলো সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটাকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

৭. দুনিয়ার মানুষ যদি আল্লাহকে অমান্য করে তাতে আল্লাহর অণু পরিমাণও ক্ষতি নেই। আল্লাহর বিধান মানা এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করা তথা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য অগণিত ফেরেশতা মজুদ রয়েছে। তাঁরা এ কাজে কখনো ক্লান্ত হয় না।

৮. আমাদেরকে নিজেদের কল্যাণেই আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে।

৯. বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শুষ্ক ও মৃত যমীন সবুজ শস্য-শ্যামল করে তোলা আল্লাহর তাওহীদের অপর একটি নিদর্শন। আমাদেরকে আল্লাহর এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

১০. বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এসব সম্পর্কে চিন্তা করলে তাওহীদের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আমাদের ঈমান মজবুত হবে।

১১. আল কুরআনকে কোনো বাতিল শক্তি প্রকাশ্যে বা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দগত বা অর্থগত পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা রাখে না ; কারণ এর হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন।

১২. কোনো অপরাধী বা পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া বা শাস্তি দানের একক মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর আগেকার নবী-রাসূলদের কাছেও একথাই বলা হয়েছিলো।

১৩. 'আল কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে কেনো'—এ অজুহাত তুলে এটিকে অমান্য করা কুফরী কাজ। কোনো অজুহাতেই কুরআনকে অমান্য করা কোনো মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

১৪. আল কুরআন মু'মিনদের জন্য আত্মিক রোগ তথা কুফর, শিরক, নিফাক, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে বাঁচার একমাত্র মাধ্যম এবং দৈহিক রোগের নিরাময়কারী।

১৫. যারা কুরআন মাজীদকে পথ নির্দেশক ও রোগ নিরাময়কারী হিসেবে মানতে অস্বীকার করে, তারাই মূলত বধির ও অন্ধ।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

৪৫. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব অতঃপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিলো[৬১], তবে যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বিষয় আগেই ফায়সালা না হয়ে থাকতো

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

তাহলে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়ে যেতো[৬২], আর তারা নিশ্চয়ই তা (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তকারী সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে[৬৩]। ৪৬. যে ব্যক্তি নেক কাজ করে

৪৫ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-নিঃসন্দেহে আমি দিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; فَاخْتُلِفَ-(ف+اختلف)-অতঃপর মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিলো ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-তবে ; لَوْلَا-যদি ; كَلِمَةٌ-একটি বিষয় ; سَبَقَتْ-আগেই ফায়সালা হয়ে থাকতো ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَقُضِيَ-তাহলে অবশ্যই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়ে যেতো ; بَيْنَهُمْ-তাদের ব্যাপারে ; وَ-আর ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা নিশ্চয়ই ; لَفِيْ شَكٍّ-সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে ; مِنْهُ-তা (কুরআন) সম্পর্কে ; مُرِيْبٍ-বিভ্রান্তকারী। ৪৬ مَنْ-যে ব্যক্তি ; عَمِلَ-করে ; صَالِحًا-নেক কাজ ;

৬১. অর্থাৎ মূসা আ.-কে প্রদত্ত কিতাব-ও কিছুসংখ্যক লোক মেনে নিয়েছিলো, আর কিছুসংখ্যক লোক তাতে মতভেদ সৃষ্টি করে কিতাবের বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগেছিলো।

৬২. অর্থাৎ মানুষকে নিজেদের সংশোধনের জন্য দুনিয়াতে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে এবং আখিরাতেই সকল মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করা হবে—আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত যদি আগেই না থাকতো, তাহলে এসব আল্লাহর দুশমনদেরকে তাদের হঠকারিতার ফলে তাৎক্ষণিক ধ্বংস করে দেয়া হতো।

৬৩. অর্থাৎ কাফিরদের মনের অবস্থা এমন ছিলো যে, একদিকে ছিলো তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও অজ্ঞতা, আর অপরদিকে ছিলো তাদের বিবেকের সাক্ষ্য। এ দোটানার মধ্যে পড়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো এবং কুরআনকে আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো। তাদের এ অস্বীকৃতি কুফরীর প্রতি তাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের স্বার্থচিন্তা ও বিবেকের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো।

فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

তবে সে তা নিজের (কল্যাণের) জন্যই করে, এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে তবে তার মন্দ পরিণাম তার ওপরই বর্তায় ; আর আপনার প্রতিপালক (তাঁর) বান্দাহদের প্রতি যালিম নন[৬৪]।

۝٤٧ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا

৪৭. কিয়ামতের[৬৫] জ্ঞান একমাত্র তাঁর (আল্লাহর) প্রতিই ন্যস্ত রয়েছে;[৬৬] আর কোনো ফলই তার আবরণ থেকে বের হয় না,

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ

আর কোনো নারীই গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না[৬৭] তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানের বাইরে ; আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'কোথায়

فَلِنَفْسِهٖ-(ف+ل+نفس+ه)-তবে সে তা নিজের (কল্যাণের) জন্যই করে ; وَ-এবং ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; اَسَاۤءَ-মন্দ কাজ করে ; فَعَلَيْهَا-(ف+على+ها)-তবে তার মন্দ পরিণাম তার ওপরই বর্তায় ; وَ-আর ; مَا-নন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; بِظَلَّامٍ-যালিম ; لِّلْعَبِيْدِ-(তাঁর) বান্দাহদের প্রতি। ৪৭ اِلَيْهِ-তাঁর (আল্লাহর) প্রতিই ; يُرَدُّ-ন্যস্ত রয়েছে ; عِلْمُ-জ্ঞান ; السَّاعَةِ-কিয়ামতের ; وَ-আর ; مَا تَخْرُجُ-বের হয় না ; مِنْ-কোনো ; ثَمَرٰتٍ-ফল ; مِنْ-থেকে ; اَكْمَامِهَا-(اكمام+ها)-তার আচরণ ; وَ-আর; مَا تَحْمِلُ-গর্ভধারণ করে না ; مِنْ-কোনো ; اُنْثٰى-নারীই ; وَ-এবং ; لَا تَضَعُ-সন্তানও প্রসব করে না ; اِلَّا-বাইরে ; بِعِلْمِهٖ-(ب+علم+ه)-তাঁর জ্ঞানের ; وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; يُنَادِيْهِمْ-(ينادى+هم)-তাদেরকে ডেকে বলবেন ; اَيْنَ-কোথায় ;

তাদের স্বার্থচিন্তা ও প্রবৃত্তির দাবী হলো—

(১) কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর বিরোধিতা চালিয়ে যেতে হবে।

(২) মুহাম্মাদ সা. মিথ্যাবাদী। (নাউযুবিল্লাহ)।

(৩) মুহাম্মাদ সা. পাগল (নাউযুবিল্লাহ)।

(৪) মুহাম্মাদ সা. নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য এসব করছেন।

অপরদিকে ভেতর থেকে তাদের বিবেক বলে উঠে যে, কুরআন ও মুহাম্মাদের বিরোধিতা তোমরা কেনো করবে ? কুরআন তো এক নজীরবিহীন বাণী। কোনো কবি এমন কথা রচনা করতে পারে না। কোনো পাগলও এমন মহান কথা বলতে পারে না।

شُرَكَآءِىْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ

আমার শরীকরা ?' তারা জবাব দেবে, 'আমরা তো আপনার সামনে নিবেদন করছি, আমাদের মধ্যে (এর) কোনো সাক্ষী নেই[৬৮]। ৪৮. আর উধাও হয়ে যাবে তারা, (সেসব উপাস্যরা) যাদেরকে এরা ডাকতো

شُرَكَآءِىْ-(شركاء+ى)-আমার শরীকরা ; قَالُوْٓا-তারা জবাব দেবে ; اٰذَنّٰكَ-(اذنى+ك)-আমরা তো আপনার সামনে নিবেদন করছি ; مَا-নেই ; مِنَّا-আমাদের মধ্যে (এর) ; مِنْ-কোনো ; شَهِيْد-সাক্ষী। ⑷⑻ وَ-আর ; ضَلَّ عَنْهُمْ-উধাও হয়ে যাবে তারা (সেসব উপাস্যরা) ; مَّا-যাদেরকে ; كَانُوْا يَدْعُوْنَ-এরা ডাকতো ;

আল্লাহর ভয়, সৎকাজ ও পবিত্রতার এমন শিক্ষা কোনো শয়তান দিতে পারে না। মুহাম্মাদ সা.-এর মতো মহৎ চরিত্রের মানুষ কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে না। এমন মানুষ স্বার্থপর বা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে উদ্যোগী হতে পারে না।

৬৪. অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দার প্রতি এমন যুলুম কখনো করতে পারেন না যে, বান্দাহর সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেবেন এবং দুষ্কৃতকারী বান্দাহকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবেন।

৬৫. 'আস সাআহ' অর্থ কিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানে কিয়ামতের সেই নির্ধারিত সময়েই আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাহর বিরুদ্ধে কৃত দুষ্কর্মের শাস্তি দুষ্কৃতকারীদেরকে অবশ্যই দেবেন।

৬৬. এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে একটি অনুল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাদের প্রশ্ন ছিলো—"তুমি যে আযাবের ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা কখন আসবে ?" এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে—"তোমাদের ওপর সেই আযাব আসবে কিয়ামতের দিন। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন ; অন্য কেউ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না।"

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের সংঘটন-সময় তো জানেন-ই। এ ছাড়াও তিনি সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। তাছাড়া তিনি সকল খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও ভালোভাবে অবগত। এমন কি কোনো নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে না। অতএব তাঁকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু করাও সম্ভব নয়।

৬৮. অর্থাৎ আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, রাসূলগণ যা বলেছিলেন তা সত্য ছিলো এবং আমরা ছিলাম ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন যেহেতু আমাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই আপনার সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার থাকার কথা আমাদের মধ্যে কেউ-ই বিশ্বাস করে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে বারবার জিজ্ঞেস করবেন, 'দুনিয়াতে তো তোমরা নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে অমান্য করেছিলে, এখন বলো, তোমরাই সঠিক পথে ছিলে, না-কি নবী-

مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْئَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ز

এর আগে (দুনিয়াতে)[৬৯] এবং তারা ধারণা করতে সক্ষম হবে যে, তাদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নেই। ৪৯. কল্যাণের দোয়া থেকে মানুষ ক্লান্ত হয় না[৭০];

وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ

আর যদি তাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ-অসহায় হয়ে পড়ে। ৫০. আর যদি আমি তাকে আমার দয়া অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই—সেই কষ্ট-কাঠিন্যের পর

مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ وَلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيْ

যা তাকে স্পর্শ করেছে, তখন সে অবশ্যই বলে থাকে—"এটাতো আমার জন্যই[৭১], এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত নিশ্চিত সংঘটিতব্য আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তীতই হই—

مِنْ قَبْلُ-এর আগে (দুনিয়াতে) ; وَ-এবং ; ظَنُّوْا-তারা ধারণা করতে সক্ষম হবে যে; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنْ-কোনো ; مَّحِيْصٍ-মুক্তির উপায়। ﴿৪৯﴾ لَا يَسْئَمُ- ক্লান্ত হয় না ; الْإِنْسَانُ-মানুষ ; مِنْ-থেকে ; دُعَاءِ-দোয়া ; الْخَيْرِ-কল্যাণের ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; مَسَّهُ-(مس+ه)-তাকে স্পর্শ করে ; الشَّرُّ-কোনো অকল্যাণ ; فَيَئُوْسٌ-(ف+يئوس)-তখন সে হয়ে পড়ে হতাশ ; قَنُوْطٌ-অসহায়। ﴿৫০﴾ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; أَذَقْنٰهُ-(اذقنا+ه)-আমি তাকে স্বাদ-আস্বাদন করাই ; رَحْمَةً-দয়া-অনুগ্রহের ; مِّنَّا-আমার ; مِنْ بَعْدِ-পর ; ضَرَّاءَ-সেই কষ্ট-কাঠিন্যের ; مَسَّتْهُ-(مست+ه)-যা তাকে স্পর্শ করেছে; لَيَقُوْلَنَّ-তখন সে অবশ্যই বলে থাকে ; هٰذَا-এটি তো ; لِيْ-আমার জন্যই; وَ-আর ; مَا أَظُنُّ-আমি মনে করি না যে ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; قَائِمَةً- নিশ্চিত সংঘটিতব্য ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; رُّجِعْتُ-প্রত্যাবর্তীতই হই ; إِلٰى-নিকট ; رَبِّيْ- আমার প্রতিপালকের ;

রাসূলগণ সঠিক পথে ছিলেন ? কাফিররা তখন উত্তর দেবে যে, 'আমরাই ভুলের ওপর ছিলাম। নবী-রাসূলগণই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

৬৯. অর্থাৎ কাফিররা সারা জীবন যাদের নির্দেশ মেনে চলতো, সেসব উপাস্য দেব-দেবী ও বাতিল নেতা-নেতৃদের কাউকেই কিয়ামতের দিনের কঠিন পরিস্থিতিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাফিররা তাদের না দেখে নিরাশ হয়ে পড়বে।

৭০. অর্থাৎ কল্যাণ তথা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণ সম্পর্কে মানুষ আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করে, কিন্তু সুখ-সমৃদ্ধি আসলে আল্লাহকে ভুলে যায়। এটি একটি মানবিক দুর্বলতা। তবে এ মানবিক দুর্বলতা থেকে

إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم

(তাহলে) অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য রয়েছে নিশ্চিত কল্যাণ ; অতঃপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি অবশ্য-অবশ্যই সে সম্পর্কে অবহিত করবো, যা তারা করেছে এবং অবশ্য-অবশ্যই আমি তাদেরকে মজা ভোগ করাবো

مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥١﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا

কঠোর আযাবের। ৫১. আর যখন মানুষের প্রতি আমি নিয়ামত বর্ষণ করি। সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পার্শ্বের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে[৭২] ; আর যখন

مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ

তাকে কোনো বিপদ-মসীবত স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দোয়ার অধিকারী হয়ে যায়[৭৩]। ৫২. আপনি বলুন, 'তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি যদি এটি (কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তারপর

إِنَّ-(তা হলে) অবশ্যই ; لِي-আমার জন্য ; عِندَهُ-তার কাছে রয়েছে ; لَلْحُسْنَىٰ-নিশ্চিত মঙ্গল ; فَلَنُنَبِّئَنَّ-(ف+لننبئن)-অতঃপর আমি অবশ্য-অবশ্যই অবহিত করবো; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; عَمِلُوا-তারা করেছে ; وَ-এবং ; لَنُذِيقَنَّهُمْ-(لنذيقن+هم)-অবশ্য-অবশ্যই আমি তাদেরকে মজা ভোগ করাবো ; مِنْ عَذَابٍ-আযাবের ; غَلِيظٍ-কঠোর। ﴿٥١﴾ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; أَنْعَمْنَا-আমি নিয়ামত বর্ষণ করি ; عَلَى-প্রতি ; الْإِنسَانِ-মানুষের ; أَعْرَضَ-সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; نَأَ-মুখ ঘুরিয়ে থাকে ; بِجَانِبِهِ-(ب+جانب+ه)-তার পার্শ্বের দিকে ; وَ-আর ; إِذَا-যখন ; مَسَّهُ-(مس+ه)-তাকে স্পর্শ করে ; الشَّرُّ-বিপদ-মসীবত ; فَذُو-তখন সে অধিকারী হয়ে যায় ; دُعَاءٍ-দোয়ার ; عَرِيضٍ-লম্বা-চওড়া। ﴿٥٢﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; أَرَأَيْتُمْ-তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি ; إِنْ-যদি ; كَانَ-এটি (কুরআন) হয় ; مِنْ-থেকে ; عِندِ-পক্ষ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; ثُمَّ-তারপর ;

নবী-রাসূল ও নেক বান্দাহগণ ব্যতিক্রম। তাঁরা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন।

৭১. অর্থাৎ এটি আমার ন্যায্য পাওনা বা অধিকার, কারণ আমার যোগ্যতা বলেই আমি এসব লাভ করেছি।

৭২. অর্থাৎ আমার আনুগত্য না করে আমার সৃষ্টির আনুগত্য করে। আমার রাসূলের কথা মেনে চলাকে তারা নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করে।

৭৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারা ধন-সম্পদ, ইয্যত-সম্মান ও নিরাপত্তা

كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ

তোমরা তো প্রত্যাখ্যান করো, তবে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে, যে সুদূর বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে[৭৪] ? ৫৩. শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবো (তাদের) আশেপাশে

وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যাতে করে তাদের কাছে সুস্পষ্টই হয়ে যায় যে, তা (কুরআন) অবশ্যই সত্য[৭৫] ; আপনার প্রতিপালকের সম্পর্কে এটি কি যথেষ্ট নয় যে,

كَفَرْتُمْ-তোমরা প্রত্যাখ্যান করো ; بِهٖ-তা ; مَنْ-তবে আর কে হবে ; اَضَلُّ- অধিক পথভ্রষ্ট ; مِمَّنْ-তার চেয়ে ; هُوَ-যে ; فِىْ-মধ্যে ; شِقَاقٍ-বিরোধিতার ; بَعِيْدٍ-সুদূর। ﴿٥٣﴾ سَنُرِيْهِمْ-(سنرى+هم)-শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেবো ; اٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী ; فِى الْاٰفَاقِ-(তাদের) আশেপাশে ; وَ-এবং ; فِىْٓ-মধ্যেও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; حَتّٰى-যাতে করে ; يَتَبَيَّنَ-সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; اَنَّهُ-তা (কুরআন) অবশ্যই ; الْحَقُّ-সত্য ; اَوَلَمْ يَكْفِ-এটি কি যথেষ্ট নয় যে, بِرَبِّكَ-(ب+رب+ك)-আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে ;

পেলে তারা এমনভাবে তাতে বিভোর হয়ে যায় যে, আল্লাহর কথা বে-মালুম ভুলে গিয়ে আরও দূরে চলে যায় এবং তাদের অহংকার উদাসীনতা বেড়ে যায়।

অন্যদিকে কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে আল্লাহর কাছে দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতে থাকে। 'আরীদ' শব্দ দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করার কথা বুঝানো হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থেকে জানা যায় যে, কাকুতি-মিনতি করে দীর্ঘ সময় দোয়া করা একটি উত্তম কাজ। কিন্তু এখানে কাফিরদের দীর্ঘ সময়ের দোয়ার নিন্দা করা হয়েছে। এর কারণ হলো, তাদের সামগ্রিক জীবন আল্লাহর বিরোধিতায় ভরপুর। বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে দীর্ঘ সময় দোয়া করা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা প্রকাশ করা।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং দুঃখ-যাতনায় আল্লাহকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ডাকা মানুষের জাতিগত দুর্বলতা। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত স্থানসমূহেও আলোচনা এসেছে। সূরা ইউনুস-এর ১২ আয়াত ; সূরা হূদ-এর ৯ ও ১০ আয়াত ; সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৩ আয়াত ; সূরা আয যুমার ৮, ৯ ও ৪৯ আয়াত; সূরা রূমের ৩৩ থেকে ৩৬ আয়াত।

৭৪. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুমান অনুযায়ী কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের পরিণাম ও যারা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে

أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ

নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সাক্ষী[৭৬] ? ৫৪. জেনে রেখো ! তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে রয়েছে[৭৭] ;

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

জেনে রেখো ! তিনি (অবশ্যই) প্রত্যেক জিনিসকে পরিবেষ্টনকারী ।[৭৮]

أَنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلَىٰ-ওপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; شَهِيدٌ-সাক্ষী । ﴿৫৪﴾ أَلَا-জেনে রেখো ; إِنَّهُمْ-নিশ্চিত তারা ; فِي-মধ্যে রয়েছে ; مِرْيَةٍ-সন্দেহের ; مِّنْ-ব্যাপারে ; لِّقَاءِ-সাক্ষাতের ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; أَلَا -জেনে রেখো ! إِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; بِكُلِّ شَيْءٍ-প্রত্যেক জিনিসকে ; مُّحِيطٌ-পরিবেষ্টনকারী ।

মানে, তাদের পরিণাম একই হয়ে যাবে, অর্থাৎ মান্যকারী এবং অমান্যকারী উভয় পক্ষই মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাবে। এরপর আর কোনো জীবন থাকবে না, যেখানে কুফর-এর শাস্তি ও ঈমানের পুরস্কার দেয়া হবে। তবে তোমাদের ধারণা যেমন সত্য হতে পারে তেমনি ভ্রান্তও হতে পারে। উভয় সম্ভাবনা সমান সমান। কারণ তোমাদের ধারণাই যে সঠিক তার কোনো প্রমাণ তো তোমাদের কাছে নেই। সুতরাং যদি তোমাদের ধারণা ভ্রান্ত হয়, তাহলে তোমাদের এ চরম বিরোধিতার ফলাফল সম্পর্কে তোমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। অতএব তোমরা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাক, তবে এ কুরআনের বিরোধিতায় এখনই এতদূর অগ্রসর না হয়ে বরং একবার ভেবে দেখো, কোন্ পন্থা অবলম্বন তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

৭৫. অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখিয়ে দেবো যা বিশ্ব-জগতের সর্বত্র প্রতিনিয়ত বর্তমান রয়েছে। আর এমন নিদর্শনও দেখাবো যা তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও বর্তমান রয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত 'আফা-ক' শব্দটি 'উফুক' শব্দের বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব-জগতের ছোট-বড় সৃষ্টি এবং আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং তাঁর এককত্বের সাক্ষ্য দেয়। তারচেয়ে আরও নিকটবর্তী নিদর্শন হলো মানুষের দেহ ও প্রাণ। এর একটি অঙ্গ এবং তাতে সক্রিয় সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে মানুষের আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করে তৈরী করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও এগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। একইভাবে মানব দেহের গ্রন্থিসমূহ, চামড়া, হাতের চামড়া এবং হাতে অঙ্কিত রেখাসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একজন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির মানুষও

এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, অবশ্যই এসব কিছুর একজন স্রষ্টা ও পরিচালক আছেন, যিনি অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর কোনো সমকক্ষ হতে পারে না।

এ আয়াতের অর্থ এটিও হতে পারে যে, আজ তাদেরকে যে কিতাবের প্রতি দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার সত্যতার নিদর্শন তারা অচিরেই দেখতে পাবে। তারা দেখতে পাবে যে, এ কিতাব কিভাবে মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আশে-পাশের সকল দেশেই এ কিতাবের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে এবং তাদের নিজেদের মাথাও তার বিধানের সামনে নত হয়ে গেছে। আসমান-যমীনের দিগন্তরাজী বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এবং মানুষের আপন সত্তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এতো অসংখ্য নিদর্শন রেখেছেন যে, মানুষ তা পূর্ণরূপে তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আনতে অতীতেও সক্ষম হয়নি, তেমিন ভবিষ্যতেও তা পুরোপুরি জানতে সক্ষম হবে না। প্রত্যেক যুগেই মানুষ এ সবের মধ্যে নতুন নতুন নিদর্শন খুঁজে পাবে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৭৬. মানুষের সাবধান ও সতর্ক হওয়ার জন্য আল্লাহর এ বাণীই যথেষ্ট যে, কুরআনের বিরোধিতায় যারা যা কিছু করছে, তাদের এ সকল তৎপরতার চাক্ষুষ সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা। তিনি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও আচরণ লক্ষ্য করছেন।

৭৭. অর্থাৎ মানুষের আল্লাহ-রাসূল বিরোধী আচরণের মৌলিক কারণ হলো, তারা আখিরাত তথা আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া এবং নিজের কাজ-কর্মের জবাবদিহি করা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে না।

৭৮. অর্থাৎ তাঁর আওতা থেকে পালিয়ে কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় নেই ; আর না তাঁর রেকর্ড সংরক্ষণ কাজে কোনো দুর্বলতা আছে যে, তাদের কোনো কোনো আচরণ ও তৎপরতা রেকর্ড হওয়া থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৪৫-৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে তাকে অমান্য করলে আল্লাহ তার শাস্তি তাৎক্ষণিক দিতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তা না করে মানুষকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। এ অবকাশে নিজেদের সংশোধন করে নেয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

২. কুরআন মাজীদের বিধানসমূহকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে হবে ; যার বিশ্বাস যতো দৃঢ় হবে তার কাজও ততোই আখিরাতমুখী হবে ; ফলে আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে আল্লাহ নাজাত দান করবেন।

৩. আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সন্দেহ-ই মানুষের কর্মকাণ্ডকে বিপথে পরিচালিত করে। আখিরাত-বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য আখিরাতের জীবন থাকার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে হবে।

৪. মানুষের ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা যেমন তার নিজেরই কল্যাণ সাধিত হয়, তেমনি তার মন্দ কাজের অশুভ পরিণামও তাকেই ভোগ করতে হবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত যেমন অযোগ্য লোককে দান করেন না, তেমনি নিয়ামতের যোগ্য লোককেও তা থেকে বঞ্চিত করেন না।

৬. আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল মু'মিনের সৎকর্ম যেমন বিনষ্ট করেন না, তেমনি কাফির-মুশরিকদের পাপাচারের শাস্তি থেকেও তাদেরকে রেহাই দেবেন না।

৭. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, সেই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে। নবী-রাসূল বা ফেরেশতা কেউ এ সম্পর্কে কিছু জানে না। এটিই আমাদের ঈমান।

৮. আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাতে বিশ্ব-জগতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো ঘটনাই ঘটে না। সুতরাং আল কুরআন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিরোধীদের সকল তৎপরতা সম্পর্কে তিনি অবহিত। অতএব তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

৯. শেষ বিচারের দিন সকল কাফির-মুশরিক তাদের নিজেদের ভ্রান্তি এবং নবী-রাসূলদের দাওয়াতের সত্যতা স্বীকার করবে, কিন্তু সেই স্বীকৃতি কোনো কাজে আসবে না।

১০. হাশরের দিনে কাফির-মুশরিকদের পথভ্রষ্টকারী নেতা-নেতৃদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসবে না। অবশেষে তাদের দুনিয়ার অনুসারীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, তাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই।

১১. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, আর দুঃখ দৈন্যতায় আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে সুদীর্ঘ সময় দোয়া করা কোনো সৎকর্মশীল মু'মিনের কাজ হতে পারে না। মু'মিনকে সকল অবস্থায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত হতে হবে।

১২. কষ্ট-কাঠিন্যের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আগমনও আল্লাহরই দান। মানুষের নিজের কোনো যোগ্যতার বলেই মানুষ এটি লাভ করতে পারে না। সুতরাং সুখ-দুঃখ উভয়কেই আল্লাহ প্রদত্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

১৩. দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে থাকা আখিরাতে আরাম-আয়েশে থাকার প্রমাণ নয়। খাঁটি ঈমান ও সৎকর্মই আখিরাতে আরাম-আয়েশে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যদি এ দু'টো সম্বল নিয়ে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করা যায়।

১৪. কাফির-মুশরিকরা তাদের কাজের অশুভ পরিণাম অবশ্যই ভোগ করবে। এটি আল্লাহর ওয়াদা—আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। এতে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

১৫. বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী হলো, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে কুরআন মাজীদের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা ; কারণ এটিই সবচেয়ে নিরাপদ জীবনব্যবস্থা।

১৬. কুরআন মাজীদকে অবিশ্বাস করে তার বিরোধিতা করে চলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি বিদ্যমান। এতো বড় ঝুঁকি গ্রহণ করা সবচেয়ে বড় বোকামীর পরিচায়ক।

১৭. বিশ্ব-জগতের প্রতিটি বস্তু এবং মানুষের নিজ দেহের মধ্যে আল্লাহর একক স্রষ্টা হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এসব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই মানুষের সামনে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৮. সৃষ্টিজগত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যতোই গবেষণা চলবে ততোই মানুষের সামনে এর জ্ঞান স্পষ্ট হতে থাকবে।

১৯. সৃষ্টিজগতের রহস্যাবলী যতোই মানুষের সামনে স্পষ্ট হতে থাকবে, ততোই আল কুরআনের সত্যতাও মানুষের নিকট সুস্পষ্ট হতে থাকবে।

২০. আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাতে দুনিয়ার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে না—এ বিশ্বাসই মানুষের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যদি সে বিশ্বাস হয় দৃঢ় ও মজবুত।

❖

নামকরণ

সূরার ৩৮ আয়াতে উল্লেখিত 'শূরা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যাতে 'শূরা' শব্দটি উল্লেখিত রয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা হা-মীম আস সাজদাহর বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে চিন্তা করলে এটিই ভালোভাবে বুঝা যায় যে, এ সূরাটি সূরা হা-মীম আস সাজদার পরপরই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষের হিদায়াতের জন্য মানব জাতির মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির ওপর ওহী নাযিল করা এবং তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করা কোনো নতুন বিষয় নয়। পৃথিবীতে মানব জাতির সূচনাকাল থেকে এ ধারাই প্রচলিত আছে। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আসমান-যমীনের মালিককে একমাত্র উপাস্য ও শাসক মেনে নিতে হবে—এটিই তো স্বাভাবিক কথা। তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁরই সৃষ্ট কোনো সত্তাকে শাসক মেনে নেয়াটাই বরং অস্বাভাবিক ব্যাপার। অতঃপর বিরোধী শক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সত্যের প্রতি যিনি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁর ওপর তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়া এমন মহাঅপরাধ যে, এর ফলে তোমাদের ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়াও অসম্ভব নয়। তোমাদের এ হঠকারিতা দেখে ফেরেশতারাও আতংকিত এই ভেবে যে, না জানি অতীত জাতিগুলোর মতো তোমাদের ওপর কখন আল্লাহর আযাব এসে পড়ে।

অতঃপর মানুষকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পাঠানোর অর্থ এটি নয় যে, তাঁকে মানুষের ভাগ্য-বিধাতা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তিনি তো শুধু গাফিল মানুষদেরকে সতর্ক করে দিতে এবং পথহারাদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে এসেছেন। তারপর আল্লাহ-ই তাঁর কথা অমান্যকারীদের নিকট থেকে তাদের কাজের কৈফিয়ত তলব করবেন। কেউ যদি তাঁর কথা অমান্য করে তবে তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়ার কোনো ক্ষমতাও কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। নবী-রাসূলগণ তোমাদের কল্যাণকামী। তাই তাঁদের দায়িত্ব হলো, তোমরা যে পথে চলছো, তার পরিণাম যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস, সেকথা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়াই তাঁর দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষকে ইচ্ছা শক্তি ব্যয় করার স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ মানুষের জন্য অপার রহমতের সুযোগ করে দিয়েছেন। ইচ্ছা শক্তি ব্যয় করার স্বাধীনতাবিহীন কোনো সৃষ্টির জন্য এ সুযোগ নেই। আর এ জন্যই আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে বাধ্যতামূলক সুপথগামী করে সৃষ্টি করেননি। এটি এজন্য করেছেন, যাতে করে মানুষ নিজের ইচ্ছা শক্তিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে আল্লাহকেই নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ রহমতের ভাগীদার হয়। কারণ আল্লাহ-ই সৃষ্টিজগতের একমাত্র অভিভাবক। তাঁকে অভিভাবক মেনে নিয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের চূড়ান্ত সফলতা নির্ভরশীল।

তারপর মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি হলো এ বিশ্বাস যে, বিশ্ব-জগত ও এর মধ্যকার যাবতীয় সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক ও অবিভাবক যেহেতু আল্লাহ, তাই শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই আছে। মানুষের জন্য কোনো আইন-বিধান রচনা করার অধিকারও তিনি ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। আইন রচনার সার্বভৌম ক্ষমতাও তাঁর। এ ক্ষমতা মানুষ বা অন্য কোনো সত্তার থাকতে পারে না। আল্লাহর এ সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে না নিলে তাঁর প্রাকৃতিক সার্বভৌম ক্ষমতা মানার কোনো অর্থ হয় না। কেননা সৃষ্টিজগত প্রকৃতিতে বিরাজিত আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নিতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা এজন্যই মানুষের জন্য আইন-বিধান তৈরী করে দিয়েছেন। আর সেটাই হলো রাসূল সা. কর্তৃক আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা।

প্রত্যেক নবী-রাসূল একই দীন বা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন। নবী-রাসূলগণ দীনের মৌখিক প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং দীনকে প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী পন্থা অনুসরণ করেছেন। মানব জাতির আদি ও মৌলিক দীন এটিই ছিলো। কিন্তু মানুষ নবী-রাসূলদের অবর্তমানে স্বেচ্ছাচারিতা ও গর্ব-অহংকারে মত্ত হয়ে সেই মৌলিক দীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সত্য দীনকে বিকৃত করেই এসব ধর্ম বিকাশ লাভ করেছে।

মুহাম্মাদ সা.-কে এজন্য পাঠানো হয়েছে, তিনি যেনো মানুষের দ্বারা বিকৃত ধর্মসমূহের পরিবর্তে সত্য দীনকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং এ সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলেন। মানুষের কর্তব্য হলো, তাঁর মাধ্যমে সত্য দীনের সন্ধান পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর সার্বিক সহায়তা দান করা। তা না করে যদি তাঁর বিরোধিতা করা হয়, তবে তা হবে মানুষের চরম অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য মুহাম্মাদ সা. তাঁর প্রতি নির্দেশিত কাজ থেকে বিরত থাকবেন না। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও জাহেলী রীতিনীতি মানব সমাজে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে ঢুকে পড়েছে এবং সত্য দীনকে সেসব আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে সেসব অপসংস্কৃতি তিনি অবশ্যই দূর করতে প্রচেষ্টা চালাবেন। এ কাজ থেকে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হবে না।

যারা আল্লাহর দীনকে বিকৃত করে নিজেদের বানানো দীন মানব সমাজে চালু করেছে এবং যারা এসব বিকৃত দীন অনুসরণ করেছে, এদের অপরাধ অত্যন্ত মারাত্মক। এরা শির্কে লিপ্ত হয়েছে। এসব কাজের জন্য এদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।

সত্য দীনের পরিচয় পেশ করার পর বলা হয়েছে যে, সত্য দীনের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের সামনে তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাব তোমাদের বুঝার জন্য তোমাদের নিজেদের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাছাড়া তোমাদের রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে রয়েছে। তাঁদেরকে দেখেও তোমরা বুঝতে পারো যে, এ কিতাব মেনে চলার ফলে এক সময়ের খারাপ মানুষগুলো কেমন ভালো মানুষে পরিণত হয়েছে। এরপরও যদি তোমরা নিজেদেরকে শুধরে নিতে না পারো, তাহলে তা হবে তোমাদের দুর্ভাগ্য এবং তোমরা চরম একটি পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো।

এসব বিষয় আলোচনার ধারাবাহিকতার মাঝে মাঝে তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ পেশ করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আখিরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফিরদের আখিরাত অবিশ্বাসের ফলে যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তার সমালোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—

এক ঃ নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত রাসূল জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি ? তারপর হঠাৎ এসব বিষয়ে মানুষের সামনে কথা বলা তাঁর নবুওয়াত লাভের একটি বড় প্রমাণ।

দুই ঃ তিনি যা পেশ করছেন, তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করা দ্বারা তিনি এ দাবী করেননি যে, তাঁর সাথে আল্লাহর সরাসরি সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়ে থাকে। অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো, তাঁর কাছেও তিনটি উপায়ে আল্লাহর বাণী এসেছে। আর তা হলো—(ক) ওহী, (খ) পর্দার আড়াল থেকে আসা শব্দের মাধ্যমে এবং (গ) ফেরেশতার নিয়ে আসা পয়গামের মাধ্যমে। এটি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এজন্য যাতে বিরোধীরা কোনো অভিযোগ তুলতে না পারে এবং বিশ্বাসীরা আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে আসার মাধ্যম সম্পর্কে জানতে পারে।

❑

রুকূ'-৬ — ৪২. সূরা আশ শূরা-মাক্কী — আয়াত-৫৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ

১. হা-মীম। ২. 'আই-ন সী-ন, ক্ব-ফ। ৩. এভাবেই আপনার কাছে এবং যারা ছিলো আপনার আগে তাদের কাছে ওহী পাঠান, আল্লাহ—

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

(যিনি) পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়[১]। ৪. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমিনে তা সবই তাঁর ; এবং তিনি সমুন্নত

①حٰمٓ-হা-মীম। ②عٓسٓقٓ-আই-ন সী-ন ক্ব-ফ (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই ভালো জানেন)। ③كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يُوْحِيْٓ-ওহী পাঠান ; اِلَيْكَ-আপনার কাছে ; وَ-এবং ; اِلَى-কাছে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; مِنْ قَبْلِكَ-ছিলো আপনার আগে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْعَزِيْزُ-(যিনি) পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ④لَهٗ-তা সবই তাঁর ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْاَرْضِ-যমিনে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَلِيُّ-সমুন্নত ;

১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতী কার্যক্রম এবং কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তৎকালীন বিরোধী শক্তি কাফিরদের আলাপ-আলোচনা এবং তাদের মনের সন্দেহ-সংশয়ের জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

কাফিররা বলতো, এ লোকটি যা বলছে তা তো একেবারে নতুন কথা। আমরা কখনো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে শুনিনি বা এমন হতেও কখনো দেখিনি। আমরা শত শত বছর ধরে ধর্ম-অনুসরণ করে আসছি, তাকে এ লোক ভুল বলে আখ্যায়িত করছে। সে তার প্রচারিত ধর্মকেই সঠিক বলে আখ্যায়িত করছে। সে আরো বলছে যে, তার প্রচারিত কথাগুলো নাকি আল্লাহর বাণী। তাহলে আল্লাহ কি তার কাছে আসেন, না-কি সে আল্লাহর কাছে যায় ? এর কোনোটাই তো সম্ভব নয়। কাফিরদের এসব কথাবার্তা ও সন্দেহের জবাবে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সা.-কে উদ্দেশ করে মূলত কাফিরদেরকে শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা-ই এসব কথা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে বলেছেন এবং অতীতেও এভাবেই নবীদের কাছে এরূপ ওহী আসতো।

الْعَظِيمُ ⑤ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ

সুমহান[২]। ৫. আসমান তাদের ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়,[৩] আর ফেরেশতারা পবিত্রতা মহিমা বর্ণনারত

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ

তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ এবং তারা দুনিয়াতে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা রত[৪] ; জেনে রেখো ! আল্লাহ্—নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল

الْعَظِيْمُ-সুমহান। ⑤تَكَادُ-উপক্রম হয় ; السَّمٰوٰتُ-আসমান ; يَتَفَطَّرْنَ-ভেঙ্গে পড়ার ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِهِنَّ-তাদের ওপর ; وَ-আর ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতারা ; يُسَبِّحُوْنَ-পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনারত; بِحَمْدِ-প্রশংসাসহ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের; وَ-এবং ; يَسْتَغْفِرُوْنَ-তারা ক্ষমা প্রার্থনারত ; لِمَنْ-তাদের জন্য যারা ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে আছে ; أَلَآ-জেনে রেখো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি ; الْغَفُوْرُ-পরম ক্ষমাশীল ;

'ওহী' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দ্রুত বোধগম্য ইংগিত' যা ইংগীতকারী ও যার প্রতি ইংগীত করা হয় এ দু'জনই জানতে ও বুঝতে পারে। আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোনো বান্দাহর প্রতি বান্দাহর অন্তরে বিদ্যুৎ চমকের মতো দ্রুত নিক্ষেপ করে দেয়া। আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বাছাই করা বান্দাহর নিকট কোনো কিছু জানাতে চান, তখন বান্দাহর কাছে তাঁর যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না, বা বান্দাহরও তাঁর সামনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি মহাপরাক্রমের অধিকারী জ্ঞানময় সত্তা।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন সমুন্নত ও সুমহান যে, সমগ্র বিশ্ব-জগত এবং তার মধ্যকার সবকিছুর মালিক একমাত্র তিনি। তাঁর একক মালিকানায় অন্য কারো সামান্যতম অধিকার নেই। কেননা, অন্য সবই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সমকক্ষ কেউ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যরা শরীক হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ মুশরিকরা এমন সব জঘন্য কাজে লিপ্ত যা আল্লাহর বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা এবং এর ফলে আসমান তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়লেও তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তারা আল্লাহর বংশধারা সাব্যস্ত করে, তারা তাঁর সৃষ্ট মানুষকে বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে অভাব পূরণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, সবার কথা শ্রবণকারী মনে করে। এমনকি কাউকে আদেশ-নিষেধকারী এবং হালাল-হারাম করার অধিকারী মনে করে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী যেসব কাজ করছে, সেজন্য তারা তাৎক্ষণিক আল্লাহর গযবে আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। মানুষ আল্লাহর

الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَ

পরম দয়ালু[৫]। ৬. আর যারা গ্রহণ করে নিয়েছে তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে[৬], তাদের ওপর হিফাযতকারীও আল্লাহ ; আর

مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ

আপনি তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নন[৭]। ৭. আর এরূপেই আমি আপনার নিকট কুরআনকে আরবি ভাষায় ওহী রূপে নাযিল করেছি[৮], যেনো আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন

الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু।৬-وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; اتَّخَذُوا-গ্রহণ করে নিয়েছে ; مِنْ دُونِهِ-তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্যকে ; أَوْلِيَاءَ-অভিভাবক হিসেবে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; حَفِيظٌ-হিফাযতকারীও ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; وَ-আর ; مَا-নন ; أَنتَ-আপনি ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; بِوَكِيلٍ-তত্ত্বাবধায়ক।৭-وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এরূপেই ; أَوْحَيْنَا-আমি ওহীরূপে নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-আপনার নিকট ; قُرْآنًا-কুরআনকে ; عَرَبِيًّا-আরবি ভাষায় ; لِّتُنذِرَ-যেনো আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন ;

মূল সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করছে। এসব অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেনো তাৎক্ষণিক আযাব না দিয়ে মানুষকে সংশোধনের জন্য আরো কিছু অবকাশ দেন। সেজন্য ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য দোয়া করতে থাকে।

৫. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাশীলতা ও উদারতা এতোই ব্যাপক যে, কুফর, শিরক, নাস্তিকতা ও চরম যুলুমে লিপ্ত ব্যক্তিরাও বছরের পর বছর ধরে আল্লাহর দেয়া অবকাশ ভোগ করছে। এসব অপরাধে লিপ্ত সমাজ ও জাতির লোকেরাও শত শত বছর পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে আসছে। তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করা হচ্ছে না। তারা আল্লাহর নিকট থেকে যথারীতি রিযিক পাচ্ছে। তাছাড়া তারা বৈষয়িক দিক থেকেও এমন উন্নতি লাভ করছে, যা দেখে অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা মনে করে থাকে যে, সম্ভবত এ বিশ্ব-জগতের কোনো মালিক নেই।

৬. 'অলী' শব্দের বহুবচন 'আওলিয়া'। 'অলী' শব্দের সাধারণ অর্থ অভিভাবক। তবে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ (১) আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী ; (২) সঠিক পথ প্রদর্শক ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষাকারী ; (৩) দুনিয়া ও আখিরাতে গুরুতর অপরাধের কুফল থেকে রক্ষাকারী ; (৪) এমন সত্তা যাকে মানুষ মনে করে যে, তিনি অলৌকিকভাবে তাদেরকে বিপদে সাহায্য করেন, রুযী-রোযগার দান করেন, সন্তান-সন্ততি দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজন পূরণ করতে তিনি সক্ষম।

'অলী' শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদে উপরোক্ত সব ক'টি অর্থ এক সাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবে যেকোনো একটি অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ

কেন্দ্রীয় জনপদবাসীদেরকে (মক্কাবাসী) এবং যারা তার আশেপাশে আছে[৯] ; এবং সতর্ক করে দিতে পারেন একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে[১০]—যার (সংঘটন) সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নেই ; (সেদিন) একদল থাকবে জান্নাতে

أُمَّ الْقُرٰى-কেন্দ্রীয় জনপদবাসীদেরকে (মক্কাবাসী) ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা ; حَوْلَهَا-(حول+ها)-তার আশেপাশে আছে ; وَ-এবং ; تُنْذِرَ-সতর্ক করে দিতে পারেন ; يَوْمَ الْجَمْعِ-(يوم+ال+جمع)-একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ; لَا-নেই ; رَيْبَ-কোনই সন্দেহ ; فِيهِ-যার (সংঘটন) সম্পর্কে ; فَرِيقٌ-(সেদিন) একদল থাকবে ; فِي الْجَنَّةِ-জান্নাতে ;

৭. অর্থাৎ আপনাকে মানুষের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা আপনি নন। এ দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত বাণী মানুষকে জানিয়ে দেবেন। তারা যদি তা মেনে চলে তবে তা তাদেরই কল্যাণে মেনে চলবে। আর যদি তা অমান্য করে তবে তার জন্য জবাবদিহি আমার কাছেই তাদেরকে করতে হবে।

বাহ্যত নবী সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হলেও মূলত এর উদ্দেশ্য হলো কাফিরদেরকে শুনিয়ে দেয়া। কেননা নবী সা. কখনো নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক বলে দাবী করেননি, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করার প্রয়োজন হয়েছে।

৮. অর্থাৎ এ কুরআন তোমাদের জন্য দুর্বোধ্য কোনো ভাষায় নাযিল না করে তোমাদের নিজেদের ভাষা আরবীতেই নাযিল করা হয়েছে, যাতে করে তোমাদের জন্য এটি বুঝা সহজ হয়। তোমরা চিন্তা করলে এটি বুঝতে পারবে যে, এ পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হিদায়াতের গ্রন্থ অন্য কারো থেকে আসতে পারে না।

৯. অর্থাৎ যাতে করে আপনি মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দিতে পারেন যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে তারা যে ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করছে তা তাদের জন্য পরিণামে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না।

এখানে 'উম্মুল কুরা' অর্থ সকল জনপদের মূল বা কেন্দ্র তথা মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। 'মক্কা' নগরীকে এ নামকরণের কারণ হলো—এ শহরটি বিশ্বের সমগ্র শহর-জনপদ এমন কি বিশ্বের বাকী সমগ্র অঞ্চল থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ।

১০. অর্থাৎ আপনি যেনো তাদেরকে এ মর্মেও সতর্ক করে দিতে পারেন যে, এ দুনিয়ার জীবন নিতান্ত স্বল্প সময়ের জন্য। সবাইকে নির্ধারিত একটি দিনে আল্লাহর সামনে একত্রিত হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের কাজ-কর্মের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। কেউ যদি দুনিয়াতে তার মন্দ কাজের পরিণাম ভোগ থেকে বেঁচেও যায়, সেদিন কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তার বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। আর যে ব্যক্তি

وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ

আর (অপর) একদল থাকবে জাহান্নামে। ৮. আর আল্লাহ যদি চাইতেন অবশ্যই তাদের সকলকে একটি উম্মতভুক্ত করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি দাখিল করে নেন

مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ

যাকে চান তাঁর রহমতের মধ্যে ; আর যালিমদের—তাদের জন্য নেই কোনো অভিভাবক, আর না কোনো সাহায্যকারী[১১]। ৯. তবে কি

وَ-আর ; فَرِيقٌ-(অপর) একদল থাকবে ; فِي السَّعِيرِ-জাহান্নামে।(৮) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَجَعَلَهُمْ-তাদের সকলকে অবশ্যই করে দিতে পারতেন ; أُمَّةً-উম্মতভুক্ত ; وَاحِدَةً-একটি ; وَلَٰكِنْ-কিন্তু ; يُدْخِلُ-তিনি দাখিল করে নেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; فِي-মধ্যে ; رَحْمَتِهِ-তাঁর রহমতের মধ্যে ; وَ-আর ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা—; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنْ-কোনো ; وَلِيٍّ-অভিভাবক ; وَ-আর ; لَا-না ; نَصِيرٍ-কোনো সাহায্যকারী।(৯) أَمِ-তবে কি ;

দুনিয়াতেও দুর্ভাগা হয়ে থাকলো এবং সেই একত্রিত হওয়ার দিনও দুর্ভাগ্যের শিকার হলো, সে-ই চরম দুর্ভাগা।

১১. অর্থাৎ নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাটি, গাছ-গাছালী ও জীবজন্তু যেমন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য, তাঁর হুকুমের বিপরীত কিছু তারা করতে পারে না। তেমনি মানুষকেও সেরূপ অনুগত করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়। আল্লাহর ইচ্ছা হলো, মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও চলার পথ নির্বাচন করে নেয়ার স্বাধীনতা দান করা, যাতে সে চাইলে হিদায়াত লাভ করে সত্যের পথে চলতে পারে। অথবা সে চাইলে হিদায়াত গ্রহণ না করে অসত্যের পথেও চলতে পারে। এর অর্থ সে যেদিকে চলতে চায় সেদিকেই সে যেতে পারবে। এটি যদি আল্লাহর ইচ্ছা না হতো তাহলে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আল্লাহ প্রকৃতিগতভাবে মানুষকে আল্লাহর অনুগত করে সৃষ্টি করতেন এবং সব মানুষই আল্লাহর নির্দেশ পালন করে চলতে বাধ্য হতো।

আল্লাহ আয়াতে তাঁর রাসূল সা.-কে উপরোক্ত বিষয় অবগত করানোর সাথে সাথে মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দান করেছেন। এ আয়াত দ্বারা সেসব লোকের বিভ্রান্তিও দূর করেছেন, যারা মনে করে যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহর ইচ্ছায় করছি, সুতরাং আমাদের ন্যায়-অন্যায় কাজের জন্য আমরা দায়ী নই।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেসব ঈমানদার লোকদেরকেও তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তবতা বুঝাতে চেয়েছেন, যারা দীনের প্রচার ও আল্লাহর বান্দাহদের হিদায়াতমূলক

اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

তারা গ্রহণ করে নিয়েছে তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে ? অথচ আল্লাহ—তিনিই একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতদেরকে ;

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১২]

اتَّخَذُوا-তারা গ্রহণ করে নিয়েছে ; مِنْ دُوْنِهِ-তাঁকে (আল্লাহ) ছেড়ে অন্যদেরকে ; أَوْلِيَاءَ-অভিভাবক হিসেবে ; فَاللَّهُ-(فَ+اللّٰه)-অথচ আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الْوَلِيُّ - একমাত্র অভিভাবক ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনিই ; يُحْيِ-জীবিত করেন ; الْمَوْتَىٰ - মৃতদেরকে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-সর্ব বিষয়ে ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান।

কাজে বিপদ-মসীবত দেখে, মানুষের সত্য-অসত্য পথ বাছাই করার ক্ষমতা থাকায় তাদের স্বভাব-চরিত্র ও কর্মপন্থার বিভিন্নতা দেখে এবং মানুষের হিদায়াত গ্রহণের মন্থর গতি দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে। এসব ঈমানদার মানুষ চায় যে, আল্লাহর এমন কিছু 'কারামত' ও 'মুজিযা' মানুষের সামনে তুলে ধরুক যা দেখে মানুষ তাৎক্ষণিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারা আবেগ-উত্তেজনার বশে দীনের প্রচার ও সমাজ সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনে অবৈধ উপায় অবলম্বন করারও পক্ষপাতি।

ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানসমূহেও উল্লিখিত হয়েছে ঃ সূরা আল আনআম ৩৫, ৩৬, ১০৭, ১১২, ১৩৮, ১৪৮ ও ১৪৯ আয়াত ; সূরা ইউনুস ৯৯ আয়াত ; সূরা হূদ ১১৮ আয়াত ; সূরা আন নহল ৯, ৩৬, ৩৭ এবং ৯০-৯৩ আয়াত ; সূরা আর রা'আদ ৩১ আয়াত।

এ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর খেলাফত এবং আখিরাতে তাঁর পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত লাভ করা আল্লাহর সাধারণ রহমতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকূলের জন্য সাধারণভাবে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। এটি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার রহমত। এর জন্য ফেরেশতাদেরকেও উপযুক্ত মনে করা হয়নি। আর এটি দান করার অধিকারও আল্লাহর নিজের জন্য সংরক্ষিত। তিনি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ মহান রহমত দান করেন।

১২. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, যাকে তারা অভিভাবক মেনে নিচ্ছে, তার মধ্যে এ দায়িত্বের যোগ্যতা আছে কিনা। মানুষের অভিভাবক তো তিনি হতে পারেন, যিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং জীবিতকে মৃতে পরিণত করতে সক্ষম। এ ক্ষমতা তো একমাত্র আল্লাহর-ই আছে। এরপর যারা অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে নেয়, তাদেরকে নির্বোধ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে ?

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সূচনা থেকেই মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করা মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়ে তাঁদেরকে নবী হিসেবে দায়িত্ব দান করেছেন। সুতরাং শেষ নবীও মানুষই ছিলেন।

২. মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টি উপযোগী নয় এবং কাউকে নবী হিসেবে নির্বাচন করে ওহী নাযিল করার ক্ষমতা ও জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে, যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৩. বিশ্ব-জগত এবং তার মধ্যকার সবকিছুর মালিকানাও একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সমুন্নত-সুমহান, তাই ওহীর দায়িত্ব বহনে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনও তিনি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারেন না।

৪. আল্লাহর নির্বাচিত রাসূলকে অমান্য করা এমন জঘন্য অপরাধ যার ফলে সেই অপরাধে অপরাধীদের জন্য ফেরেশতারা অতীত জাতিসমূহের মতো তাদের ওপর আসমানী আযাব এসে পড়ার আশংকা করেন।

৫. মানুষের আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী বিশ্বাস ও কর্মের জন্য ফেরেশতারাও আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে। যেনো মানুষকে নিজেদের সংশোধনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়।

৬. মানুষের কর্তব্য নিজেদের অপরাধ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ যেহেতু সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তাই তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

৭. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের অভিভাবক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ অন্য কারো অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা নেই।

৮. মৃতকে জীবিত করা এবং জীবিতকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। আর এটিই হলো অভিভাবকত্বের যোগ্যতা।

৯. নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাননি। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন।

১০. পবিত্র মক্কা নগরী পৃথিবীর কেন্দ্রীয় জনপদ। শেষ নবীকে কেন্দ্রীয় নগরীতে পাঠানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভাষা আরবিতে কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে, যাতে কেন্দ্র থেকে দীনের দাওয়াত পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

১১. শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর সতর্কবাণী অনুযায়ী কিয়ামত তথা একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে পৃথিবীর সকল মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১২. শেষ নবীর সতর্কবাণী অনুসারে যারা জীবন গড়বে, তারা অবশ্যই জান্নাতে স্থান পাবে। আর যারা নিজেদের মনগড়া নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন যাপন করবে, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।

১৩. মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদেরকে তাঁর রহমতের আওতায় নিয়ে আসতে চান।

১৪. শেষ নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের স্থানও হবে জাহান্নামে।

১৫. অভিভাবকত্বের যোগ্যতা—জীবিতকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করানো এবং মৃতকে জীবিত করা। এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো সত্তা অভিভাবক হতে পারে না।

❖

⑩وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

১০. আর তাতে তোমরা[১৩] কোনো বিষয়ে যে মতভেদ করছো তার ফায়সালা তো আল্লাহর নিকট রয়েছে[১৪] ; তিনিই আল্লাহ আমার প্রতিপালক[১৫], তাঁর ওপরই আমি ভরসা রাখি ;

⑩وَ-আর ; مَا-যে ; اخْتَلَفْتُمْ-মতভেদ করছো ; فِيهِ-তাতে ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে; فَحُكْمُهُ-(ف+حكم+ه)-তার ফায়সালা তো রয়েছে ; إِلَى-নিকট ; اللّهِ - আল্লাহর ; ذَٰلِكُمُ-তিনিই ; اللّهُ-আল্লাহ ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; عَلَيْهِ -তাঁর ওপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা রাখি ;

১৩. এখান থেকে কথাগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে লোকদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন ; এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আল্লাহ তা'আলা 'আপনি বলুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন আবার কোথাও উক্ত শব্দ উল্লেখ না করেই বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বাক্যের ধারাবাহিকতা দ্বারা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লাহর কোন্ বাণীর বক্তা রাসূল সা. আর কোন্ বাণীর বক্তা ঈমানদারগণ।

১৪. অর্থাৎ তোমাদের সকল বিবাদ মতানৈক্য সম্পর্কে ফায়সালা দানের একক ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এতে এটি মনে করার কোনোই অবকাশ নেই যে, আল্লাহর উক্ত ক্ষমতা ও অধিকার আখিরাতের জন্য নির্দিষ্ট, অথবা তা শুধুমাত্র কতিপয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যেমন 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' তথা 'প্রতিদান দিবসের মালিক' তেমনি তিনি 'আহকামুল হাকিমীন' অর্থাৎ 'সব শাসকের বড় শাসক'। বিশ্বাস ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত দানের মালিক আল্লাহ তা'আলা, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের মালিক যেমন আল্লাহ তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সকল বিধি-নিষেধের মালিকও আল্লাহ তা'আলা। আর আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ এসেছে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের সূরা আন নিসার ৫৯ আয়াতে ইসলামী আইনের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফায়সালার অধিকারী ; অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতভেদ পোষণ করো, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক—এটিই সর্বোত্তম ও পরিণামে কল্যাণকর।"

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١١﴾ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ

এবং তাঁর নিকটই আমি ফিরে যাই[১৬]। ১১. তিনিই সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের ; তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য

وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁর নিকটই ; اُنِيْبُ-আমি ফিরে যাই। ﴿١١﴾ فَاطِرُ-তিনিই সৃষ্টিকর্তা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমিনের ; جَعَلَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَنْفُسِكُمْ-তোমাদের নিজেদের ;

সূরা আল আ'রাফের ৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা অনুসরণ করো তার, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক মেনে নিয়ে অনুসরণ করো না। তোমরা তো উপদেশ খুব কমই গ্রহণ করে থাকো।"

সূরা আল আহযাবের ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "কোনো মু'মিন বা মু'মিনা"র জন্য এ সুযোগ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন সে তার নিজস্ব ইচ্ছা সে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে ; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যে অমান্য করে, সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।"

উপরোক্ত আয়াত থেকে যা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট তা হলো—সকল মতবিরোধ-মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দানের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং এটি মানা বা না মানার ওপর ব্যক্তির শুধুমাত্র মু'মিন বা কাফির হাওয়া-ই নির্ভরশীল নয় ; বরং তার চূড়ান্ত কল্যাণ বা অকল্যাণও নির্ভরশীল।

১৫. 'হুকুম' অর্থ কোনো বিষয়ে ফায়সালা দান করা। আর এ হুকুম দানের অধিকার 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই'। কুরআনে তাই বলা হয়েছে, 'ইনিল হুকমু ইল্লাহ লিল্লাহি'—আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। তাঁদের সকল 'হুকুম' কুরআন ও সুন্নাহতে বর্তমান আছে। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম মেনে চলা-ই হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলা। অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্ত দানকারী আল্লাহ-ই আমার প্রতিপালক। অতএব আমার জন্য অন্য কারো সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৬. অর্থাৎ সকল সিদ্ধান্তের একক ক্ষমতা ও অধিকার যে আল্লাহর আমার সকল নির্ভরতা তাঁর ওপর। কারণ তিনি ছাড়া নির্ভর করার মতো কোনো সত্তা আর নেই। আর তাই আমার জীবনে যা-ই ঘটে, তার জন্য আমি তাঁরই শরণাপন্ন হই। আমার সকল দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মসীবত, ভয়-শংকা অথবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সকল অবস্থাতে আমি তাঁরই কাছে ফিরে যাই। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই, তাঁরই কাছে মনের আকুতি পেশ করি, তাঁরই নিরাপত্তা কামনা করি, তাঁরই দিক নির্দেশনার মুখাপেক্ষী থাকি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করি।

أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ

জোড়া এবং চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের (তাদের নিজেদের) মধ্য থেকেও জোড়া (সৃষ্টি করে দিয়েছেন); এর মাধ্যমেই তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার ঘটান ; কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়[১৭] ; এবং তিনিই

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑪ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা[১৮]। ১২. তাঁরই আয়ত্ত্বে রয়েছে আসমান ও যমীনের চাবিকাঠি ; যাকে তিনি চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন

وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا

এবং (যাকে ইচ্ছা) সীমিত করে দেন ; নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ[১৯]। ১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেসব বিধি-বিধানই নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে,

أَزْوَاجًا-জোড়া ; وَ-এবং ; مِنَ-মধ্য থেকেও ; الْأَنْعَامِ-চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের (তাদের নিজেদের) ; أَزْوَاجًا-জোড়া (সৃষ্টি করে দিয়েছেন) ; يَذْرَؤُكُمْ-তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন ; فِيهِ-এর মাধ্যমেই ; لَيْسَ-নয় ; كَمِثْلِهِ-(ك+مثل+ه)-তাঁর মতো ; شَيْءٌ-কোনো কিছুই ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْبَصِيرُ-সর্বদ্রষ্টা। ⑫ لَهُ-তাঁরই আয়ত্ত্বে রয়েছে ; مَقَالِيدُ-চাবিকাঠি ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; يَبْسُطُ-তিনি প্রশস্ত করে দেন ; الرِّزْقَ-রিযিক ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-(যাকে ইচ্ছা) সীমিত করে দেন ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; بِكُلِّ-প্রত্যেকটি সম্পর্কে ; شَيْءٍ-বিষয় ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। ⑬ شَرَعَ-তিনি বিধি-বিধানই নির্ধারণ করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنَ الدِّينِ-দীনের ; مَا-সেসব ; وَصَّىٰ-নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন ; بِهِ-যার ; نُوحًا-নূহকে ;

১৭. অর্থাৎ আল্লাহর মতো কোনো কিছু থাকা তো দূরের কথা ; যদি তাঁর মতো কোনো জিনিস আছে বলে ধরেও নেয়া হয়, তাহলে সেই সদৃশ্যের মতোও কিছু থাকতো না। এখানে 'কামিসলিহী' শব্দ থেকে মুফাস্সিরগণ উপরোক্ত অর্থ পেশ করেছেন।

১৮. অর্থাৎ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সবকিছুই তাঁর দেখা-শোনার মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। এর অর্থ তাঁর নিকট অতীত বা ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই, সবই বর্তমান।

১৯. অর্থাৎ আমাদেরকে আল্লাহকেই অভিভাবক মানতে হবে, তাঁর ওপরেই ভরসা করতে হবে, তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ; কারণ আসমান-যমীনের ভাণ্ডারের সব চাবিকাঠি তাঁর হাতে, রিযিক কম-বেশী করার ক্ষমতা তাঁর কাছে এবং তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞ।

وَالَّذِىٓ اَوۡحَيۡنَآ اِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهٖٓ اِبۡرٰهِيۡمَ وَمُوۡسٰى وَعِيۡسٰٓى

এবং (হে মুহাম্মাদ) যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। আর সেসবও যার আদেশ আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে

اَنۡ اَقِيۡمُوا الدِّيۡنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوۡا فِيۡهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الۡمُشۡرِكِيۡنَ مَا تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَيۡهِ ؕ

(তা এই) যে, তোমরা এ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে (প্রতিষ্ঠার কাজে) পরস্পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না[২০] ; (হে নবী) মুশরিকদের নিকট তা অত্যন্ত অসহনীয় যেদিকে আপনি তাদেরকে ডাকছেন ;

وَ-এবং (হে মুহাম্মাদ) ; الَّذِىٓ-যা ; اَوۡحَيۡنَآ-আমি ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি ; اِلَيۡكَ-আপনার নিকট ; وَ-আর ; مَا-যার ; وَصَّيۡنَا-আদেশ আমি দিয়েছিলাম ; بِهٖ-সেসবও; اِبۡرٰهِيۡمَ-ইবরাহীম ; وَ-ও ; مُوۡسٰى-মূসা ; وَ-এবং ; عِيۡسٰٓى-ঈসাকে ; اَنۡ-(তা এই) যে, اَقِيۡمُوا-তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো ; الدِّيۡنَ-এ দীনকে ; وَ-এবং ; لَا تَتَفَرَّقُوۡا-পরস্পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না ; فِيۡهِ-তাতে (প্রতিষ্ঠার কাজে) ; كَبُرَ-(হে নবী) অত্যন্ত অসহনীয় ; عَلَى-নিকট ; الۡمُشۡرِكِيۡنَ-মুশরিকদের ; مَا-তা ; تَدۡعُوۡهُمۡ-আপনি তাদেরকে ডাকছেন ; اِلَيۡهِ-সেদিকে ;

২০. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. যে দীন বা জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, অতীতের সকল নবী-রাসূলও একই জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন। আর সকল নবী-রাসূলকে 'দীন' ব্যবস্থা দিয়ে বলে দেয় হয়েছিলো যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত 'দীন' কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করো এবং এ ব্যাপারে দলে উপদলে বিভক্ত হয়ো না। অগণিত নবীর মধ্যে এ আয়াতে শুধুমাত্র পাঁচজন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, উক্ত নির্দেশ শুধুমাত্র উল্লেখিত পাঁচজন নবীকে দেয়া হয়েছিলো। এ পাঁচজন ছাড়া বাকীদের নাম উল্লেখ না করার কারণ হলো—হযরত আদম আ. থেকে নূহ আ.-এর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিলো না। নূহ আ.-এর আমল থেকেই কুফর-শিরক-এর সাথে তাওহীদী দীনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরম্ভ হয়েছে। তাই নূহ আ. থেকে নবীদের আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে ইবরাহীম আ.-এর নাম এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফরী করা সত্ত্বেও আরববাসীরা ইবরাহীম আ.-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করতো। আর মূসা আ. ও ঈসা আ.-এর নাম এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন নাযিলের সময়কালে ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা বর্তমান ছিলো। সর্বশেষ মুহাম্মাদ সা.-এর নাম শেষ নবী হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। এ পাঁচজন প্রধান নবীর নাম উল্লেখ করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে যতো নবী-রাসূল এসেছেন, সবাইকে একই দীন তথা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কোনো নবী-ই কোনো নতুন দীন বা জীবনব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন না।

'দীন' কায়েম করা বা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের শরীয়ত তথা বিধি-বিধান পরিপূর্ণ রূপে পালন করতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের বিধি-বিধান যারা অনুসরণ করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করে। কারণ 'দীন' অর্থই হলো 'কারো নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা'। অতএব আল্লাহর 'দীন' মানতে অস্বীকার করার অর্থ 'তাঁর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা'। সুতরাং 'দীন প্রতিষ্ঠা করা' দ্বারা শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করাকেই বুঝানো হয়নি, বরং দীনের সমস্ত বিধি-বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে কার্যকর করার কথাই বুঝানো হয়েছে। তবে এ পর্যায়ে প্রাথমিক কাজ হলো দাওয়াত ও তাবলীগ এতে কোনো সন্দেহ নেই। দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে দাওয়াত ও তাবলীগ-এর মাধ্যমেই এগিয়ে যেতে হবে। এদিক থেকে দাওয়াত ও তাবলীগ মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো দীনকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। আর এটিই হলো আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নবী-রাসূলদের মূল কাজ।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল নবী-রাসূলের মূল 'দীন' একই থাকলেও তাদের মধ্যে শরীয়ত তথা আইন-কানুনগত পার্থক্য ছিলো। একথাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—আমি তোমাদের প্রত্যেক (নবীর) উম্মতের জন্য আলাদা আলাদা শরীয়ত ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি। শেষ নবীর উম্মতদের জন্য যেমন নামায ও যাকাত ফরয করে দেয়া হয়েছে, তেমনি অন্যসব নবীর উম্মতদের জন্যও নামায ও যাকাত ফরয ছিলো। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত, রাক'আত, কিবলা ইত্যাদিতে পার্থক্য ছিলো। একইভাবে যাকাতের নিসাব ও হারে অবশ্যই পার্থক্য ছিলো।

ইসলামী শরীয়তের সকল বিধি-বিধান সেই দীনের অন্তর্ভুক্ত যে দীনকে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার কথা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং শরীয়তের বিধি-বিধানকে অমান্য করে 'দীন' প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগ নেই।

শেষ নবীর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের পুরোটাই দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সফল আদর্শ আন্দোলন। সুতরাং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না। এ মতভেদ সৃষ্টি বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন—দীনের মধ্যে নেই এমন জিনিস শামিল করে দেয়া, অথবা দীনের অকাট্য বিধানগুলো সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস এবং নতুন-নতুন আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা অথবা উক্তি রদবদল করে বা বিকৃত ব্যাখ্যা দান করে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে গুরুত্বহীন করে দেয়া। যেমন ফরয-ওয়াজিবকে মোবাহর পর্যায়ে এবং কোনো মোবাহ বিধানকে ফরয-ওয়াজিবের মতো পালনীয় বলে চালিয়ে দেয়া।

তবে দীনের বিধি-বিধান বুঝা এবং অকাট্য উক্তিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদ ও ইমামদের মধ্যে সৃষ্ট স্বাভাবিক

اَللّٰهُ يَجْتَبِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا

আল্লাহ তার (দীনের) প্রতি আকৃষ্ট করেন যাকে চান এবং তার (দীনের) দিকে পথ দেখান তাদেরকে যারা (তার দীনের) অভিমুখী হয়[২১]। ১৪. আর তারা দল-উপদলে বিভক্ত হয়নি—

اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

এ (কারণ) ছাড়া যে, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর[২২] তারা পরস্পর-বিদ্বেষীহয়ে গেছে[২৩]; আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগেই একটি কথা স্থির করে রাখা না থাকতো—

اَللّٰهُ-আল্লাহ ; يَجْتَبِىٓ-আকৃষ্ট করেন ; اِلَيْهِ-তার (দীনের) প্রতি ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِىٓ-পথ দেখান ; اِلَيْهِ-তার (দীনের) দিকে ; مَنْ-যারা ; يُّنِيْبُ-(তার দীনের) অভিমুখী হয়। ⑭ وَ-আর ; مَا تَفَرَّقُوْٓا-তারা দল-উপদলে বিভক্ত হয়নি ; اِلَّا-এ (কারণ) ছাড়া যে, مِنْۢ بَعْدِ-পর ; مَا جَآءَهُمُ-তাদের কাছে আমার ; الْعِلْمُ-জ্ঞান; بَغْيًۢا-বিদ্বেষী হয়ে গেছে ; بَيْنَهُمْ-তারা পরস্পর ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لَا-না থাকতো ; كَلِمَةٌ-একটি কথা ; سَبَقَتْ-আগেই স্থির করে রাখা ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ;

মতভেদ আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশের আওতায় পড়ে না। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে ভাষার বাগধারা, অভিধানগত ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বৈধ ও যুক্তিগ্রাহ্য যে মত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে তাকেও এ আয়াতের উদ্দিষ্ট মতভেদের সমার্থক মনে করা যাবে না। কারণ এ উভয় মতভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক নয়।

২১. অর্থাৎ আপনি তো সবাইকেই দীনের দিকে ডাকছেন, দীনের রাজপথ সবার সামনে সুস্পষ্ট কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাদেরকেই দীনের রাজপথে চলার সৌভাগ্য দান করেন, যারা নিজেরা সে পথে চলতে উদ্যোগী হয়। আর দুর্ভাগা কাফিররা তাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট রাজপথ দেখেও সে পথে চলার পরিবর্তে নিজেদের অসন্তোষ-অনীহা প্রকাশ করছে।

২২. অর্থাৎ তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হিদায়াতের দিক-নির্দেশনা দিয়ে ওহীর জ্ঞান এসে পৌঁছার পরও তারা নিজেরা নিজেদের আবিষ্কৃত চিন্তা, মত ও পথের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ফেরকায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা ধর্মীয় দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তারা যদি তাদের কাছে আসা ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো, তাহলে তাদের মধ্যে এতো মত ও পথের উদ্ভব ঘটতো না। তাদের এ অবস্থার জন্য তারা নিজেরা দায়ী—আল্লাহ দায়ী নন।

২৩. অর্থাৎ তাদের পরস্পর মতপার্থক্য ও মতবিরোধের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন দলে-উপদলের মধ্যে নিজেদের নাম, যশ, সম্পদ ও মর্যাদা লাভ করার চিন্তা তাদেরকে

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ

একটি নির্ধারিত মেয়াদকাল পর্যন্ত অবকাশের, তবে তাদের মধ্যকার (বিপদের) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো[২৪], আর নিশ্চয়ই তাদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ

তারাও সে (কিতাব) সম্পর্কে অস্বস্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে[২৫]। ১৫. অতএব আপনি এর (কুরআনের) দিকে দাওয়াত দিতে থাকুন আর আপনি যেভাবে নির্দেশিত তার প্রতি অবিচল থাকুন এবং অনুসরণ করবেন না

اِلٰى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ-একটি মেয়াদকাল অবকাশের ; مُسَمًّى-নির্ধারিত ; لَقُضِىَ-তবে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যকার (বিবাদের) ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اُوْرِثُوا-উত্তরাধিকারী করা হয়েছে ; الْكِتٰبَ-কিতাবের; مِنْ بَعْدِهِمْ-তাদের পরে ; لَفِىْ شَكٍّ-সন্দেহে পড়ে আছে ; مِنْهُ-সে সম্পর্কে ; مُرِيْبٍ-অস্বস্তিকর। ⑮ فَلِذٰلِكَ-অতএব এর (কুরআনের) দিকেই ; فَادْعُ-আপনি দাওয়াত দিতে থাকুন ; وَ-আর ; اسْتَقِمْ-আপনি অবিচল থাকুন ; كَمَا-তার প্রতি যেভাবে ; اُمِرْتَ-আপনি নির্দেশিত ; وَ-এবং ; لَاتَتَّبِعْ-অনুসরণ করবেন না ;

হঠকারী ও একগুয়ে করে দিয়েছে, যার ফলে বিরোধ ও তিক্ততা পরস্পরের রক্তপাত করার ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির পরীক্ষার জন্য মানুষকে তার মৃত্যু এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার আগেই যদি নির্দিষ্ট করে না রাখতেন, তাহলে এসব হঠকারী বিদ্রোহীদের কাজের কুফল তাৎক্ষণিক দিয়ে দিতেন। তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে বা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ফলাফল দিয়ে দিলে পরীক্ষার কোনো অর্থ থাকতো না।

২৫. অর্থাৎ নবীদের সমসাময়িককাল অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী প্রজন্মের উম্মতেরা তাদের কিতাবকে সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে গ্রহণ করেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব মূল ভাষায় ও নাযিলকালীন সংকলিত অবস্থায় পৌঁছেনি। বরং তা পৌঁছেছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক তথ্যাবলী, জনশ্রুতিমূলক কথাবার্তা এবং তৎকালীন শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনার সাথে মিশ্রিত অবস্থায়। কুরআন নাযিলের অব্যবহিত আগে এ সময়কার দু'টো আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব সংস্করণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়, তা পাঠ করলে উপরোক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া এ কিতাব দু'টোর যেসব কপি বর্তমানে পাওয়া যায়, তা সবই

أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ

তাদের খেয়াল-খুশীর[২৬] ; আর আপনি বলুন, 'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি[২৭] ; এবং আমি নির্দেশিত হয়েছি, যেনো আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি[২৮];

أَهْوَاءَهُمْ-তাদের খেয়াল খুশীর ; وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলুন ; اٰمَنْتُ-আমি ঈমান এনেছি ; بِمَآ-তার ওপর যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ كِتٰبٍ-যে কিতাব ; وَ-এবং ; اُمِرْتُ-আমি নির্দেশিত হয়েছি ; لِاَعْدِلَ-যেনো আমি ন্যায়বিচার করি ; بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যে ;

অনুবাদ। মূলগ্রন্থ কবে কোথায় হারিয়ে গেছে তার কোনো সঠিক তথ্য তার অনুসারীদের কাছে নেই। তাদের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণও আল্লাহর কিতাবের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণ থেকে মূসা ও ঈসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাবকে আলাদা করতে কোনোমতেই সক্ষম হবেন না। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মনে এ কিতাব দু'টো সম্পর্কে অস্বস্তিকর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

২৬. সূরা আশ শূরার আলোচ্য ১৫ আয়াতে দশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের প্রদত্ত বিধানগুলোর ১নং বিধান হলো, অতএব আপনি এ কুরআনের দিকে দাওয়াত দিতে থাকুন, বিরোধিদের কাছে তা যতো কঠিন মনে হোক না কেনো, কখনো এ দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করবেন না। ২নং বিধান হলো, আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেমতে অবিচল থাকুন। অর্থাৎ আপনাকে নির্দেশিত বিষয়ে কোনো ছাড় দেবেন না। ৩নং বিধান হলো, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। অর্থাৎ তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের মধ্যে কোনো রদ-বদল বা হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে দীনের গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য তাদের কুসংস্কার, গোঁড়ামী ও জাহেলী আচার-আচরণকে দীনের মধ্যে স্থান দিবেন না।

২৭. আলোচ্য আয়াতের বিধানগুলোর ৪নং বিধান হলো, আপনি ঘোষণা করে দিন, আল্লাহ যতো কিতাব নাযিল করেছেন আমি সেসব কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখি।

২৮. আয়াতে বর্ণিত ৫নং বিধান হলো, আপনি বলে দিন যে, আমাকে তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যকার সকল প্রকার দলাদলি থেকে যেনো মুক্ত থাকি। আমাকে যে সত্যের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তাতে যেনো আপন-পর, বড়-ছোট, ধনী-গরীব ও উচ্চ-নীচ সবার সাথে সাম্য নীতি অনুসরণ করি। আর তোমাদের সমাজে যে বে-ইনসাফ রয়েছে তা ধ্বংস করে ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশও আমাকে দেয়া হয়েছে।

হিজরতের পর মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিচারক হিসেবে ন্যায় বিচারের আদর্শ স্থাপন করাও এ আয়াতের নির্দেশের আলোকে হতে পারে।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ

আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ; আমাদের জন্যই আমাদের কাজ এবং তোমাদের কাজও তোমাদের জন্যই[২৯], আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই[৩০] ;

اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑯ وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ

আল্লাহ-ই আমাদের সবাইকে একত্র করবেন ; এবং তাঁর নিকট-ই (আমাদের) প্রত্যাবর্তন। ১৬. আর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়—

مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

যখন তাঁকে স্বীকার করে নেয়া হয়, তার পরে[৩১], তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের বিতর্ক বাতিল এবং তাদের ওপর (আল্লাহর) গযব

اَللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; وَ-এবং ; رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; لَنَا-আমাদের জন্যই ; اَعْمَالُنَا-(اعمال+نا)-আমাদের কাজ ; وَ-এবং ; لَكُمْ-তোমাদের জন্যই ; اَعْمَالُكُمْ-তোমাদের কাজ; لَا-নাই ; حُجَّةَ-কোনো ঝগড়া-বিবাদ; بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; اَللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَجْمَعُ-একত্র করবেন ; بَيْنَنَا-আমাদের সবাইকে ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁর নিকটই ; الْمَصِيْرُ-(আমাদের) প্রত্যাবর্তন। ⑯ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُحَاجُّوْنَ-বিতর্কে লিপ্ত হয় ; فِي-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مِنْۢ بَعْدِ-তারপরে ; مَا-যখন ; اسْتُجِيْبَ-স্বীকার করে নেয়া হয় ; لَهٗ-তাকে ; حُجَّتُهُمْ-তাদের বিতর্ক ; دَاحِضَةٌ-বাতিল ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; غَضَبٌ-(আল্লাহর) গযব ;

২৯. আয়াতে বর্ণিত ৬নং বিধান হলো, আল্লাহ-ই আমাদের সকলের প্রতিপালক। তিনি যেমন আমাদের প্রতিপালক, তেমনি তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক।

আয়াতের ৭নং বিধান হলো, আমাদের কাজকর্ম আমাদেরই কাজে আসবে, তাতে তোমাদের কোনো লাভ-ক্ষতি নেই এবং তোমাদের কাজ-কর্মের ফল তোমরাই ভোগ করবে, তাতে আমাদের কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।

৩০. আয়াতে বর্ণিত ৮নং বিধান হলো, সত্যকে যুক্তিসঙ্গত করে তোমাদের নিকট উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব ছিলো, তা আমি করেছি ; এখন মানা না-মানার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে না। আমি তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত নই।

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِىٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ؕ

আর তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে কঠোর আযাব। ১৭. তিনিই আল্লাহ যিনি নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব ও মীযান[৩২] বা ইনসাফের তুলাদণ্ড

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٨﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ

কিসে আপনাকে জানাবে যে, হয়তো কিয়ামত অতি নিকটবর্তী[৩৩]। ১৮. তারাই সে সম্পর্কে তাড়াহুড়া করে, যারা তার (আসা) সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না ;

وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য (আখেরাতে) রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; شَدِيدٌ-কঠোর। (১৭) اَللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِىٓ-তিনিই, যিনি ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; بِالْحَقِّ-সত্যসহ ; وَ-ও ; الْمِيزَانَ-মীযান বা ইনসাফের তুলাদণ্ড ; وَ-আর ; مَا-কিসে ; يُدْرِيكَ-(يدر+ك)-আপনাকে জানাবে যে ; لَعَلَّ-হয়ত ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; قَرِيبٌ-অতি নিকটবর্তী। (১৮) يَسْتَعْجِلُ-তাড়াহুড়ো করে ; بِهَا-সে সম্পর্কে ; الَّذِينَ-তারাই যারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-বিশ্বাস রাখে না ; بِهَا-তার (আসা) সম্পর্কে ;

আয়াতের ৯নং বিধান হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দেবেন।

আয়াতের ১০নং বিধান হলো, আমাদের সকলকে অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন সকল বিষয় সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

৩১. অর্থাৎ সকল নবী-রাসূল একই দীনের প্রতি যেহেতু দাওয়াত দিয়েছেন আর মুহাম্মাদ সা.-ও সেই দীনের প্রতিই দাওয়াত দিচ্ছেন, সুতরাং এ সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। তারপরও যারা এ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করছে, তাদের সকল যুক্তি-তর্কই আল্লাহর নিকট বাতিল ; আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন আযাব তৈরী করে রাখা আছে। এ সময় মক্কার অবস্থা ছিলো যে, কাফির কুরাইশরা কোনো লোকের ইসলাম গ্রহণ করার কথা জানতে পারলে, তার পেছনে মরিয়া হয়ে উঠেপড়ে লাগতো এবং তাকে কোথাও শান্তিতে থাকতে দিতো না। সে যেখানেই যেতো, তাকে বিতর্কের বিরামহীন ঝড়ে নিস্তনাবুদ করে ছাড়তো। তাদের অপতৎপরতার উদ্দেশ্য থাকতো যে লোক তাদের অনুসৃত জাহেলী ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদ সা.-এর প্রচারিত সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যেতো, তাকে যে কোনোভাবে সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে আনা।

৩২. আলোচ্য আয়াতে 'কিতাব' দ্বারা সমস্ত আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। 'হক' দ্বারা আগেকার নবীদের প্রচারিত সত্য দীনকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মীযান' দ্বারা আল্লাহর শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে যা দাঁড়িপাল্লার মতো ওযন করে ভুল ও শুদ্ধ,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ

কিন্তু যারা (কিয়ামতের আগমনকে) বিশ্বাস করে, তারা তার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তারা জানে, তা নিশ্চিত সত্য ; জেনে রেখো! অবশ্যই যারা

يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ

কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিতর্ক করে, তারা নিশ্চিত সুদূর গুমরাহীতে পড়ে আছে। ১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান[৩৪], তিনি রিযিক দান করেন

مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

যাকে চান[৩৫] এবং তিনি মহাশক্তির অধিকারী, মহাপরাক্রমশালী[৩৬]।

وَ-কিন্তু ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-বিশ্বাস করে (কিয়ামতের আগমনকে) ; مُشْفِقُوْنَ - তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ; مِنْهَا-তার ব্যাপারে ; وَ-এবং ; يَعْلَمُوْنَ-তারা জানে ; اَنَّهَا-তা নিশ্চিত ; الْحَقُّ-সত্য ; اَلَا-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُمَارُوْنَ - সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিতর্ক করে ; فِى-সম্পর্কে ; السَّاعَةِ-কিয়ামত ; لَفِىْ-নিশ্চিত গুমরাহীতে পড়ে আছে ; ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ-সুদূর। ⑲ اَللّٰهُ-আল্লাহ ; لَطِيْفٌ-অত্যন্ত দয়াবান ; بِعِبَادِهٖ-তাঁর বান্দাহদের প্রতি ; يَرْزُقُ-তিনি রিযিক দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْقَوِيُّ-মহাশক্তির অধিকারী ; الْعَزِيْزُ - মহাপরাক্রমশালী।

হক ও বাতিল, যুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। বলা হয়েছে যে, সকল নবীর প্রচারিত কিতাবসমূহের সার সত্য দীন নিয়ে 'মীযান' তথা হক ও বাতিলের মানদণ্ড স্বরূপ ইসলাম এসে গেছে। যার সাহায্যে মানব জীবনের সর্বস্তরে ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ কিয়ামত তথা ফায়সালার দিনকে দূরে মনে করে নিজেদের সংশোধন করতে গড়িমসি করা কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে নিশ্বাস মানুষ ফেলছে, তা আবার টেনে নিতে পারবে এমন নিশ্চয়তা কারো জন্য নেই। প্রত্যেকটি নিশ্বাস এমন হতে পারে সম্ভাবনাও রয়েছে।

৩৪. 'লাতীফুন' শব্দ দ্বারা অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ অর্থ যেমন বুঝায় তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী অর্থও বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত ও বিদ্রোহী সকল বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং সকল বান্দাহর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনের প্রতিও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রাখেন এবং তা পূরণ করেন। বান্দাহ নিজেও বুঝতে পারে না যে, তার প্রয়োজন কোথা থেকে কিভাবে পূরণ হয়ে গেছে।

৩৫. আল্লাহ তাঁর নিজ ভাণ্ডার থেকে তাঁর বান্দাহদেরকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যে রিযিক দান করছেন, তা সম্পূর্ণই তাঁর ইচ্ছার ব্যাপার। তিনি কাউকে প্রচুর রিযিক দিচ্ছেন, আবার কাউকে সংকীর্ণ রিযিক দান করছেন। কাউকে কোনো একটি জিনিস অঢেল দিচ্ছেন তো অন্য একজনকে আরেক দিক থেকে প্রাচুর্য দান করেছেন।

৩৬. অর্থাৎ তিনি এক মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী সত্তা। তাঁর রিযিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কেউ তাঁর ওপর শক্তি প্রয়োগ করে রিযিক ছিনিয়ে নিতে সক্ষম নয়। তেমনি কাউকে রিযিক প্রদানে তাকে বিরত রাখতেও সক্ষম নয়।

২য় রুকূ' (১০-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের জীবনে ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয়জীবন পর্যন্ত সকল মতবিরোধ ও সকল সংকটের সুষ্ঠু সমাধান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহতে রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে সকল অবস্থাতে এ দু'টোর শরণাপন্ন হতে হবে।

২. আল্লাহ যেহেতু আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তাই আমাদেরকে তাঁর ওপরই সার্বক্ষণিক ভরসা রাখতে হবে এবং তাঁর নিকটেই আমাদের সকল আরজি পেশ করতে হবে।

৩. আল্লাহ আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি আমাদের এবং অন্য সব প্রাণীর জোড়া সৃষ্টি করে সকল প্রাণীর বংশ বিস্তারের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

৪. আল্লাহর শ্রবণশক্তির এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তির বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত হতে পারে না ; কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তাঁর সদৃশ কিছু কল্পনা করা শিরক ; আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম।

৫. আসমান-যমীনের সকল ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁরই আয়ত্বাধীন। তিনি যাকে চান প্রচুর রিযিক দেন এবং যাকে চান সংকীর্ণ রিযিক দেন। তবে যাকে যতটুকু দেন সেটাই ন্যায্য, কেননা তিনি সর্বজ্ঞ।

৬. সকল নবী-রাসূলের দীন বা জীবনব্যবস্থা ছিলো ইসলাম। তবে শরয়ী বা আইনের বিধি-বিধানে পার্থক্য ছিলো। আর এটা থাকাই স্বাভাবিক।

৭. শেষ নবীর পর যেহেতু আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না, তাই ইসলামই হবে দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত মানব জাতির জীবনব্যবস্থা। তবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত রায় ও কিয়াসের মাধ্যমে মানব জীবন পরিচালিত হবে।

৮. হযতর নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্সালাম এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর নাম উল্লেখ করে জানা-অজানা সকল নবীর কথা বুঝিয়েছেন।

৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ সব নবীকেই দেয়া হয়েছিলো। শেষ নবীর প্রতিও একই নির্দেশ ছিলো ; আর শেষ নবীর অবর্তমানে অনাগত কালের সকল মানুষের প্রতি একই নির্দেশ থাকবে।

১০. আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর বাহক শেষ নবীর সুন্নাহকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে সকল মতপার্থক্য ভুলে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ মুসলমানদের সামনে খোলা নেই।

১১. আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামের বিরোধিদের সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে দীন কায়েমের সংগ্রামে কাজ করে যেতে হবে। দীন কায়েমের সংগ্রামে তারাই আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারে, যারা স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে এ পথে এগিয়ে যায়।

১২. আমরা যে যেখানেই থাকি না কেনো দীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজস্ব পরিমণ্ডলে থেকেই এ কাজ করে যেতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে যখন ইসলামের শরয়ী বা আইনের বিধান কার্যকর হবে তখনই দীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা যাবে।

১৩. আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাঁর জান্নাতের যোগ্য উত্তরাধিকারীদেরকে বাছাই করে নেবেন।

১৪. কিয়ামত পর্যন্তই দীন কায়েমের সংগ্রাম জারী থাকবে। মনে রাখতে হবে সংগ্রাম-ই মু'মিনের জীবন। মু'মিনকে দীন কায়েমের সংগ্রাম করতে হবে প্রথমত নিজের ব্যক্তিগত জীবনে, এরপর স্বীয় পরিবার, নিজের সমাজে এবং অবশেষে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে।

১৫. আল্লাহ চাইলে সকল বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে দীনকে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহ বিরোধিদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার সিদ্ধান্ত আগেই করে রেখেছেন।

১৬. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা নিজেরাই তাদের কিতাব সম্পর্কে সন্দিহান। এর কারণ হলো, তাদের মূল কিতাবের আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই এ কিতাব দু'টো নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে।

১৭. শেষ নবীর আবির্ভাবের পর থেকে সঠিক হিদায়াত লাভ করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীকে আল কুরআনকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে সকল অবস্থাতেই আল কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে, আর অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর রাসূলের জীবনকে।

১৮. কাফির-মুশরিকদের কোনো কথা ও কাজকে অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে না। বিশ্বে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর সুন্নাহর অনুসরণের বিকল্প নেই।

১৯. আল কুরআনের বিরোধিদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সমিচিন নয় ; কারণ বিতর্কের দ্বারা কারো মতের পরিবর্তন করা যায় না।

২০. আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের ওপর দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের বহিপ্রকাশ ঘটে ; আর আখিরাতে তো কঠিন আযাব তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২১. সকল নবী-রাসূল-এর আনীত কিতাব ও তাঁদের প্রচারিত দীন এবং অবশেষে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড আল কুরআন আল্লাহই নাযিল করেছেন।

২২. কিয়ামতে অবিশ্বাসী লোকেরাই কিয়ামতের ত্বরিত সংঘটন কামনা করে। কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাস নিশ্চিত কুফরী।

২৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিদ্রোহী ও অনুগত সকল বান্দাহর রিযিক দান করেন। তিনি সকল প্রাণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনের প্রতিও সূক্ষ্ম ও দয়ার দৃষ্টি দান করে থাকেন। প্রাণীর রিযিক বণ্টনে আল্লাহর সিদ্ধান্তে বাধ সাধার সাধ্য কারো নেই ; কেননা তিনি মহাশক্তিধর-মহাপরাক্রম।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১০

⑳ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ

২০. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি ; আর যে ব্যক্তি কামনা করে

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ㉑ اَمْ لَهُمْ

দুনিয়ার ফসল, আমি তাকে তা থেকে কিছুটা দেই কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না[৩৭]। ২১. তবে কি তাদের জন্য রয়েছে

⑳ مَنْ-যে ব্যক্তি ; كَانَ يُرِيْدُ-কামনা করে ; حَرْثَ-ফসল ; الْاٰخِرَةِ-আখেরাতের ; نَزِدْ-আমি প্রবৃদ্ধি দান করি ; لَهٗ- তার জন্য ; فِيْ حَرْثِهٖ-তার ফসলে ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; كَانَ يُرِيْدُ-কামনা করে ; حَرْثَ-ফসল ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; نُؤْتِهٖ-(نؤت+ه)-আমি তাকে দেই ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে কিছুটা ; وَ-কিন্তু ; مَا-থাকবে না ; لَهٗ-তার জন্য ; فِي الْاٰخِرَةِ-আখেরাতে ; مِنْ-কোনো ; نَصِيْبٍ-অংশ। ㉑ اَمْ-তবে কি ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ;

৩৭. অর্থাৎ আখিরাত-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির রিযিক ও দুনিয়া-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির রিযিকে পার্থক্য রয়েছে। আখিরাত-আকাঙ্ক্ষী ও দুনিয়া-আকাঙ্ক্ষী মানুষকে কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উভয় কৃষকের কর্মক্ষেত্র দুনিয়া ; কিন্তু তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য তাদের কর্ম-পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে, ফলে ফসল লাভের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে কৃষক আখিরাতের ফসলের বীজ বপন করে, তার ফসলে তার আশার অতিরিক্ত ফসল বাড়িয়ে দেয়া হবে। দুনিয়াতে তো সে অবশ্যই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পাবেই। যেমন দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শত্রু-মিত্র সবাইকে সাধারণভাবে রিযিক দিয়ে থাকেন। আখিরাত-আকাঙ্ক্ষী কৃষকের ফসলে প্রবৃদ্ধি দানের অনেক উপায় হতে পারে, যেমন—তাকে আখিরাতের কাজে তার আশার অতিরিক্ত অগ্রগতি দান করা হবে ; আখিরাতের কাজ করার জন্য তার মন-মানসিকতা ও উপায়-উপকরণ সহজ লভ্য করে দেয়া হবে ; সর্বোপরি আখিরাতের জন্য তার সামান্য কাজকেও কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে প্রতিদান

شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ

(আল্লাহর) এমন কোনো অংশীদার, যারা তাদের জন্য দীনের এমন কোনো বিধান দিয়েছে যে সম্পর্কে অনুমতি আল্লাহ দেননি[৩৮] ; আর যদি না ফায়সালার কথা নির্ধারিত থাকতো

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ

তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে (বিবাদের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো[৩৯] ; আর নিশ্চয় যালিমরা—তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ২২. আপনি (সেদিন) যালিমদেরকে দেখবেন ভীত সন্ত্রস্ত—

شُرَكٰٓؤُا-(আল্লাহর) এমন কোনো অংশীদার ; شَرَعُوْا-এমন কোনো বিধান দিয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنَ الدِّيْنِ-দীনের ; مَا-যে ; لَمْ يَاْذَنْ-অনুমতি দেননি ; بِهِ-সম্পর্কে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না নির্ধারিত থাকতো ; كَلِمَةُ-কথা ; الْفَصْلِ-ফায়সালার ; لَقُضِيَ-তাহলে অবশ্যই (বিবাদের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো। بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমরা ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٢٢﴾ تَرَى-আপনি দেখবেন (সেদিন) ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদেরকে ; مُشْفِقِيْنَ-ভীত সন্ত্রস্ত ;

দেয়া হবে। আর বেশী প্রতিদানের তো কোনো সীমা-ই নেই—আল্লাহ চাইলে হাজার বা লক্ষগুণ অথবা তারও বেশী বাড়তি প্রতিদান দিয়ে দিবেন।

অপরদিকে যে কৃষক শুধুমাত্র দুনিয়ার ফসল লাভের উদ্দেশ্যে বীজ বপন করে অর্থাৎ সে আখিরাত চায়না দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই তার সব চেষ্টা-সাধনা সে ব্যয় করে ; আল্লাহ তা'আলা তার চেষ্টার দু'টো ফলের কথা ঘোষণা করেছেন—এক. দুনিয়ার জন্য সে যতো প্রচেষ্টা-ই করুক না কেনো সে তার চাহিদার পুরোটা পাবে না ; বরং সে তার একটা অংশমাত্র পাবে। দুই. সে তার প্রচেষ্টার কোনো ফসলই আখেরাতে পাবে না, যা কিছু পাবে তা এ দুনিয়াতেই। আখিরাতে তার কোনো অংশই থাকবে না।

৩৮. অর্থাৎ যেসব মানুষকে আদেশ-নিষেধ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে তোলে ; ব্যক্তি জীবনে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিচারালয়সমূহে যাদের রচিত আইন-কানুন কার্যকর করে, তাদেরকেই আল্লাহর শরীক বানানো হয়। কারণ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে আল্লাহর শরীয়ত তথা আইন-কানুন কার্যকর করার পরিবর্তে তারা সেসব মানুষের রচিত আইন-কানুন কার্যকর করেছে।

৩৯. অর্থাৎ চূড়ান্ত ফায়সালার ব্যাপারটি যদি আল্লাহ আগেই কিয়ামত পর্যন্ত মূলতবী করে না রাখতেন, তাহলে আল্লাহর যে বান্দাহরা মানুষের রচিত দীন ও শরীয়ত তথা

مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ

সেজন্য, যা তারা কামাই করেছে, আর তা (অপকর্মের শাস্তি) তাদের ওপর আপতিত হবেই ; আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা (থাকবে) বাগানসমূহে—

الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ

জান্নাতের ; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে সেসব কিছু যা তারা চাইবে তাদের প্রতিপালকের কাছে ; এটাই তো সেই মহাঅনুগ্রহ। ২৩. এটাই তা যার

يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

সুসংবাদ আল্লাহ দেন তাঁর সেসব বান্দাহকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে ; আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য চাই না

اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ

কোনো প্রতিদান[৪০]—আত্মীয়তার ভালোবাসা ছাড়া[৪১] ; আর যে কেউ কল্যাণ কামাই করবে, আমি তার জন্য তাতে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবো ;

مِمَّا-সেজন্য যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে ; وَ-আর ; هُوَ-তা (অপকর্মের শাস্তি); وَاقِعٌ-আপতিত হবেই ; بِهِمْ-তাদের ওপর ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; فِيْ رَوْضٰتِ-তারা (থাকবে) বাগানসমূহে ; الْجَنّٰتِ-জান্নাতের ; لَهُمْ-(সেখানে) তাদের জন্য রয়েছে ; مَا-সেসব কিছু যা ; يَشَآءُوْنَ-তারা চাইবে ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهِمْ-প্রতিপালকের ; ذٰلِكَ -এটাই তো; هُوَ-সেই ; الْفَضْلُ-অনুগ্রহ ; الْكَبِيْرُ-মহা। ﴿٢٣﴾ذٰلِكَ-এটাই ; الَّذِيْ-তা যার ; يُبَشِّرُ-সুসংবাদ দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عِبَادَهُ-তাঁর বান্দাহকে ; الَّذِيْنَ-সেসব যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; قُلْ -আপনি বলুন ; لَّآ اَسْئَلُكُمْ-আমি তোমাদের কাছে চাই না ; عَلَيْهِ-এর জন্য ; اَجْرًا -কোনো প্রতিদান ; اِلَّا-ছাড়া ; الْمَوَدَّةَ-ভালোবাসা ; فِي الْقُرْبٰى-আত্মীয়তার ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَّقْتَرِفْ-কামাই করবে ; حَسَنَةً-কল্যাণ ; نَّزِدْ-আমি বাড়িয়ে দেবো ; لَهٗ-তার জন্য ; فِيْهَا-তাতে ; حُسْنًا-সৌন্দর্য ;

আইন-কানুন ও আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহর দুনিয়াতে চালু করছে, তাদের সবাইকে এ জঘন্য অপরাধের শাস্তি তাৎক্ষণিক দিয়ে দিতেন। আইন-কানুন রচনাকারী ও সে আইন-কানুনের অনুসরণকারী কেউ এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতো না।

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, নেক কাজের মর্যাদাদানকারী[৪২]। ২৪. তবে কি তারা বলে (আপনার সম্বন্ধে)- "সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করেছে[৪৩] ?" তাহলে আল্লাহ যদি চাইতেন, মোহর এঁটে দিতেন[৪৪]

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-পরম ক্ষমাশীল ; شَكُورٌ-নেক কাজের মর্যাদা দানকারী।(২৪) أَمْ-তবে কি ; يَقُولُونَ-তারা বলে (আপনার সম্বন্ধে) ; افْتَرَىٰ-সে রচনা করেছে ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; كَذِبًا-মিথ্যা কথা ; فَإِن-তাহলে যদি ; يَشَإِ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَخْتِمْ-মোহর এঁটে দিতেন ;

৪০. অর্থাৎ মানুষকে আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানো এবং জান্নাত লাভের উপযুক্ত বানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সা. যে চেষ্টা-সাধনা করছেন, তার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান তিনি চাচ্ছেন না।

৪১. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের জন্য যে সময়, শ্রম ও মেধা খরচ করছি, তার জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না। তবে তোমাদের ওপর আমার একটি অধিকার অবশ্যই আছে। আর তা হলো আত্মীয়তার অধিকার। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়কে ভালোবাসবে—এটাই তো নিয়ম। আমি তোমাদের কাছে সেই ভালোবাসা লাভের অধিকার অবশ্যই রাখি। তোমাদের সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। তদুপরি রয়েছে তোমাদের সাথে আমার মানবিক সম্পর্ক। এসব সম্পর্ককে তোমরা অস্বীকার করতে পারো না। তোমাদের উচিত আমার কথা ভেবে দেখা, আমার কথা তোমাদের নিকট যদি অসংগত মনে হয়, তাহলে আমার কথা মানবে না। কিন্তু আমি তো তোমাদের আত্মীয়, আর তোমরাও আমার আত্মীয়, অন্ততপক্ষে সেই আত্মীয়তার সুবাদে গোটা আরবের মধ্যে সর্বপ্রথম তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করবে না, এ আশা করার অধিকার তো অন্তত আমার থাকবে।

সারকথা এই যে, আত্মীয়-বাৎসল্য বাস্তবে কোনো পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি তোমাদের কাছে এ ছাড়া আর কিছু চাই না।

সকল নবী-রাসূলের মতো শেষ নবীও তাঁর স্বজাতির কাছে বলেছেন যে, আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তার জন্য কোনো পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলা-ই দেবেন।

রাসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক করতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, 'দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের নিকট থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমি চাই আত্মীয়তার খাতিরে তোমাদের মধ্যে অবাধে আমাকে থাকতে দেবে এবং আমার হিফাযত করবে।' (রুহুল মায়ানী)

عَلٰى قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

আপনার দিলের ওপর ; আর আল্লাহ বাতিলকে মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করে দেখান তাঁর নিজের কথা দিয়ে[৪৫] ; নিশ্চয়ই তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত মনের গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে[৪৬]

عَلٰى-ওপর ; قَلْبِكَ-(قلب+ك)-আপনার দিলের ; وَ-আর ; يَمْحُ-মিটিয়ে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْبَاطِلَ-বাতিলকে ; وَ-এবং ; يُحِقُّ-সত্য বলে প্রমাণ করে দেখান ; الْحَقَّ-সত্যকে ; بِكَلِمٰتِهٖ-(ب+كلمت+ه)-নিজের কথা দিয়ে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلِيْمٌ-বিশেষভাবে জ্ঞাত ; بِذَاتِ-(ب+ذات)-গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে ; الصُّدُوْرِ-মনের।

৪২. অর্থাৎ তিনি জ্ঞানপাপীদের সাথে যেমন আচরণ করেন, নেককাজে প্রচেষ্টাকারী বান্দাহর সাথে তাঁর আচরণ সেরূপ নয়। তারা নেক কাজে যতোটুকু অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে দেন। তারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেলে অথবা নেক কাজ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোনো গুনাহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন। তাদের সামান্য পরিমাণ নেককাজের পুঁজিকেও আল্লাহ অধিক মর্যাদা দিয়ে অধিক পুরস্কার দান করেন।

৪৩. অর্থাৎ তারা আপনার বিরুদ্ধে এমন একটি মিথ্যা অভিযোগ তুলতে কিভাবে সাহস করলো, এদের অন্তরে এ ঘৃণিত অভিযোগ তুলতে একটুও ভীতি সৃষ্টি হলো না ? তাদের অভিযোগ এ কুরআন আপনি নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

৪৪. অর্থাৎ এসব মিথ্যা অভিযোগকারীদের দিলের ওপর আল্লাহ যেমন মোহর এঁটে দিয়েছেন, তেমনি আপনাকেও তাদের দলে শামিল করে দিতেন ; কিন্তু তিনি আপনার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আপনাকে তাদের দল থেকে আলাদা রেখেছেন। এ মিথ্যা অভিযোগকারীরা আপনাকেও তাদের মতো মনে করে নিয়েছে। স্বার্থ হাসিলের জন্য যেমন তারা মিথ্যা কথা সাজাতে পারে, তেমনি বুঝি আপনিও এ কুরআন রচনা করে আল্লাহর সাথে তাকে সম্পর্কিত করছেন। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি তাদের মতো আপনার দিলের ওপর মোহর এঁটে দেননি।

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ম হলো বাতিলকে তিনি মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রমাণিত করে দেন। অতএব হে নবী, আপনি বাতিলের মিথ্যা অভিযোগে হতোদ্যম হবেন না, আপনি আপনার কাজ করে যান, এক সময় দেখা যাবে যে, বাতিল ধূলিকণার মতো উড়ে গেছে, আর আপনার প্রচারিত সত্য সত্য হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৪৬. অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে তারা যেসব অভিযোগ তুলছে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত আছে, সে সম্পর্কেও তিনি ভালোভাবে অবহিত।

㉕ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২৫. আর তিনি সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাহদের থেকে 'তাওবা' কবুল করেন এবং গুনাহগুলো মাফ করে দেন, আর তোমরা যা করে থাকো তা সবই তিনি জানেন[৪৭]।

㉖ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ

২৬. আর তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন, যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, আর তাদের জন্য নিজ দয়ার দান থেকে বাড়িয়ে দেন ;

㉕ وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি; يَقْبَلُ-কবুল করেন ; التَّوْبَةَ-তাওবা; عَنْ-থেকে ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-নিজ বান্দাহদের ; وَ-এবং ; يَعْفُوْا-মাফ করে দেন ; عَنِ السَّيِّاٰتِ-গুনাহগুলো ; وَ-আর ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-তা সবই যা ; تَفْعَلُوْنَ-তোমরা করে থাকো। ㉖ وَ-আর ; يَسْتَجِيْبُ-তিনি দোয়া কবুল করেন ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; وَ-আর ; يَزِيْدُهُمْ-তাদের জন্য বাড়িয়ে দেন ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهٖ-নিজ দয়ার দান ;

৪৭. অর্থাৎ গুনাহের জন্য অনুশোচনা সহকারে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের সেই তাওবা কবুল করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব তোমরা যারা সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত থেকে নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিয়েছো, তোমরা যদি এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা সহকারে ক্ষমা চাও তাহলে তিনি তোমাদের অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

তাওবার শাব্দিক অর্থ 'ফিরে আসা'। শরয়ী পরিভাষায় কোনো গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে 'তাওবা' বলে। তাওবা বিশুদ্ধ ও কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে—

এক ঃ বর্তমানে লিপ্ত গুনাহ অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে।

দুই ঃ অতীতের কৃত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

তিন ঃ ভবিষ্যতে সেই গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

কোনো ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। আর গুনাহ যদি কোনো বান্দাহর বৈষয়িক হক বা অধিকার সম্পর্কিত হয় তবে শর্ত হলো হকদার জীবিত থাকলে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবে, অথবা মাফ করিয়ে নেবে। হকদার জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোনো ওয়ারিশ না থাকলে তা বায়তুল মালে জমা দেবে। তা যদি না থাকে, তাহলে হকদারের নামে সাদকা করে দেবে। আর যদি বান্দাহর বৈষয়িক হক সম্পর্কিত না হয়, যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে

وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا

আর কাফিররা—তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ২৭. আর আল্লাহ্ যদি তাঁর সকল বান্দাহকে প্রচুর রিযিক দান করতেন, তবে অবশ্যই তারা সবাই বিদ্রোহ করে বসতো

فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ

দুনিয়াতে, কিন্তু তিনি নাযিল করেন এমন পরিমাণে যা তিনি চান ; তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে বিশেষ খবরদার, বিশেষ দৃষ্টিদানকারী[৪৮]। ২৮. আর তিনিই

وَ-আর ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; شَدِيْدٌ-কঠিন। ﴿২৭﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; بَسَطَ-প্রচুর দান করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الرِّزْقَ-রিযিক ; لِعِبَادِهٖ-(ل+عباد+ه)-তাঁর সকল বান্দাহকে ; لَبَغَوْا-তবে অবশ্যই তারা বিদ্রোহ করে বসতো ; فِي الْاَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; يُنَزِّلُ-তিনি নাযিল করেন; بِقَدَرٍ-এমন পরিমাণে ; مَا-যা ; يَشَآءُ-তিনি চান ; اِنَّهٗ-তিনি অবশ্যই ; بِعِبَادِهٖ-(ب+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে ; خَبِيْرٌ-বিশেষ খবরদার ; بَصِيْرٌ-বিশেষ দৃষ্টিদানকারী। ﴿২৮﴾ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ;

কষ্ট দিয়ে থাকলে, গালি দিলে, অথবা কারো গীবত করলে সম্ভাব্য সকল উপায় প্রয়োগ করে হলেও তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

তাওবার উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। কোনো কারণে গুনাহ থেকে ফিরে আসা বা বৈষয়িক কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে 'তাওবা' বলা যাবে না।

৪৮. অত্র আয়াতে আল্লাহ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় তাঁর জারীকৃত একটি অর্থনৈতিক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। পূর্বেকার আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ মু'মিনের ইবাদাত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন জাগে যে, মুসলমানরা পার্থিব উদ্দেশ্যে দোয়া করলে অনেক সময় তা হাসিল হতে দেখা যায় না। এমন প্রায়ই হতে দেখা যায়। এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব ২৭ আয়াতে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যদি দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক সমভাবে দান করতেন, তাহলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই অচল হয়ে পড়তো। (তাফসীরে কাবীর)

আলোচ্য আয়াতের সারকথা হলো, দুনিয়ার সব মানুষকে প্রচুর পরিমাণে সব রকম রিযিক ও নিয়ামত দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানীর সীমা ছাড়িয়ে যেতো। কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারো মুখাপেক্ষী থাকতো না এবং কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করতো না। ধনাঢ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতোই বাড়তে থাকে তার সাথে সাথে লোভ-লালসাও বাড়তে থাকে, যার ফলে একে অপরের

ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ

সেই সত্তা যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তারপর যখন তারা (মানুষ) নিরাশ হয়ে যায় এবং নিজ দয়া প্রসারিত করে দেন ; আর তিনি একমাত্র স্বপ্রশংসিত অভিভাবক[৪৯]।

㉙ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ

২৯. আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং সেসব বিচরণশীল প্রাণী যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন[৫০] ; আর তিনি

عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ

যখন চাইবেন তখন এসব (প্রাণী)-কে একত্র করতেও সক্ষম[৫১]।

الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; يُنَزِّلُ-বর্ষণ করেন ; الْغَيْثَ-বৃষ্টি ; مِنْ بَعْدِ-তারপর ; مَا - যখন ; قَنَطُوْا-তারা (মানুষ) নিরাশ হয়ে যায় ; وَ-এবং ; يَنْشُرُ-প্রসারিত করে দেন ; رَحْمَتَهُ-নিজ দয়া ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الْوَلِىُّ-একমাত্র অভিভাবক ; الْحَمِيْدُ-স্বপ্রশংসিত। ㉙ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِهٖ-তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনাবলীর ; خَلْقُ-সৃষ্টি ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-সেসব যা ; بَثَّ-তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ; فِيْهِمَا-এতদুভয়ের মধ্যে ; مِنْ دَابَّةٍ-বিচরণশীল প্রাণী ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; عَلٰى جَمْعِهِمْ-(على+جمع+هم)-এসব (প্রাণী)-কে একত্র ; اِذَا - যখন ; يَشَاءُ-তিনি চাইবেন ; قَدِيْرٌ-সক্ষম।

সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য পরস্পর শক্তি প্রয়োগ করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে। এতে করে দুনিয়া মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য অপকর্মের আখড়ায় পরিণত হয়ে যেতো।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন প্রশংসিত অভিভাবক যিনি নিজের তৈরী সকল সৃষ্টির সর্বদিকের অভিভাবক—যিনি বান্দাহদের সকল প্রয়োজন ও অভাব পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৫০. আসমান-যমীন উভয় স্থানেই এবং অন্যান্য গ্রহে বিচরণশীল প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, এ আয়াত দ্বারা তার ইংগিত পাওয়া যায়।

৫১. অর্থাৎ এসব প্রাণীকে তিনি যেমন আসমান-যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি তিনি এসব প্রাণীকে একত্র করতেও সক্ষম। এ থেকেই তাদের ধারণা মিথ্যা হয়ে যায়, যারা মনে করে যে, কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না এবং আগে-পরের সকল মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব নয়।

৩য় রুকূ' (২০-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাতের জীবন-ই হলো প্রকৃত জীবন ; সুতরাং আমাদেরকে আখিরাতের লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

২. আখেরাতকে বাদ রেখে শুধু দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো মু'মিন কাজ করতে পারে না। এমন লোক মু'মিন হতে পারে না।

৩. আখিরাত চাইলে দুনিয়াতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই আসবে। আর শুধু দুনিয়া চাইলে দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া গেলেও আখিরাতে কোনো অংশই থাকবে না।

৪. দুনিয়াতে আল্লাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে কোনো মানুষের তৈরী শরীয়ত তথা আইন-বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ পরিচালনা করা আল্লাহর সাথে শরীক করার শামিল।

৫. আল্লাহ তা'আলা যদি অপরাধের শাস্তি দানকে বিচার দিবস পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে না রাখতেন, তাহলে মানুষের রচিত শরীয়ত অনুসরণকারীদের শাস্তির তাৎক্ষণিক ফায়সালা দিয়ে দিতেন।

৬. যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের রচিত আইন অনুসারে নিজেরা চলে এবং অন্যকে চালায় তারা যালিম—এ যালিমদের জন্য রয়েছে আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭. আল্লাহর আইনের পরিবর্তে আইন রচনাকারী, অনুসরণকারী যালিম অপরাধীরা হাশরের দিন নিজেদের অপকর্মের অশুভ পরিণামের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

৮. যারা আল্লাহর কিতাবের ওপর ঈমান এনে তার উল্লেখিত আইন অনুসারে সৎভাবে জীবন যাপন করেছে, তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মনোরম উদ্যান—জান্নাত।

৯. জান্নাতের বাসিন্দারা সেখানে যা চাইবে তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাবে। এটিই চরম সাফল্য, এ সাফল্যের সুসংবাদ নবী-রাসূলগণ মানুষকে দিয়েছেন।

১০. মানুষকে তাদের নিজেদের কল্যাণের পথ দেখিয়ে নবী-রাসূলগণ কোনো পার্থিব প্রতিদান চাননি—এ কাজের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে।

১১. দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্রকে ব্যবহার করা হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আত্মীয়তার ভালোবাসাকেও দীনী দাওয়াতের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে।

১২. নেক কাজে যারা অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাদেরকে তাদের চেষ্টার অধিক সেপথে এগিয়ে দেন এবং তাদের সামান্য নেক কাজের পুঁজিকেও অধিক মর্যাদা দিয়ে অধিক পুরস্কার দেন।

১৩. আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের সৎকর্মকে ত্রুটিমুক্ত করে গ্রহণ করে নেন।

১৪. বাতিল কখনো চূড়ান্তভাবে সফলতা লাভ করতে পারে না। বাতিল অবশেষে নির্মূল হয়ে যায় এবং সত্যই সত্য হিসেবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫. বাতিলপন্থীদের সকল কূট-কৌশল সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। সুতরাং সত্যের সৈনিকদের বাতিলের শক্তি দেখে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১৬. কোনো কাফির-মুশরিকও যদি সঠিক অর্থে তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় রাখা যাবে না।

১৭. আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে আল্লাহ যে অবস্থায়ই রাখেন তাকেই আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের দান মনে করতে হবে।

১৮. আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যদি সকল মানুষকে প্রচুর রিযিক দিয়ে অভাবমুক্ত করে দিতেন, তাহলে দুনিয়াতে সীমাহীন বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি হতো।

২০. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিবেচনা অনুসারে যেভাবে রিযিক বন্টন করেন সেটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করতে হবে।

২১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর সব খবর রাখেন এবং বান্দাহর প্রয়োজনের প্রতি নযর রাখেন, সুতরাং যাকে যতোটুকু দেন সেটাই তার জন্য কল্যাণকর।

২২. আল্লাহ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রয়োজনে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা অনাবৃষ্টির কারণে মানুষের মনে সৃষ্ট হতাশা দূর করেন। কারণ, তিনিই একমাত্র দয়াদ্র অভিভাবক।

২৩. আল্লাহ আসমান-যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে তাতে বিচরণশীল প্রাণী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন—এ থেকে ভিন্ন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের ইংগীত পাওয়া যায়।

২৪. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের সকল প্রাণীকে একত্র করতে সক্ষম, অতএব মানব জাতিকে রোজ হাশরে একত্র করতে অবশ্যই সক্ষম।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১৪

৩০ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۝٣١ وَمَآ أَنتُم

৩০. আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের ওপর আপতিত হয় সেসব তার-ই ফল, যা তোমাদের হাত কামাই করেছে এবং অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন[৫২]। ৩১. আর তোমরা তো নও

৩০ وَ-আর ; مَآ-যেসব ; أَصَابَكُمْ-(اصاب+كم)-তোমাদের ওপর আপতিত হয় ; مِنْ مُصِيْبَةٍ-বিপদ-আপদ ; فَبِمَا-(ف+ب+ما)-সেসব তার-ই ফল যা ; كَسَبَتْ - কামাই করেছে ; أَيْدِيْكُمْ-তোমাদের হাত ; وَ-এবং ; يَعْفُوا-তিনি ক্ষমা করে দেন ; عَنْ كَثِيْرٍ-অনেক অপরাধ তো। ৩১ وَ-আর ; مَآ-নও ; أَنْتُمْ-তোমরা তো ;

৫২. এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য হলো—তৎকালীন মক্কা-মুয়ায্যামাতে কুফর, শির্ক ও অন্যান্য নাফরমানীতে লিপ্ত কাফির মুশরিকরা। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, তোমাদের অনেক অপরাধ তো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এরপরও যা কিছু বিপদ-মসীবত তোমাদের ওপর আসে, তা তোমাদের নিজ হাতের কামাই করা। আল্লাহ তোমাদের সব অপরাধ ধরে যদি শাস্তি দিতেন, তাহলে দুনিয়াতে তোমাদের জীবিত থাকার কোনো অবকাশই থাকতো না।

মনে রাখতে হবে যে, এখানে সব মানুষের ওপর আপতিত সব রকম বিপদ-মসীবতের কারণ বলা উদ্দেশ্য নয় ; বরং কাফির-মুশরিকদের সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। যাতে তারা তাদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতা থেকে ফিরে আসে এবং নিজেদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে যে আচরণ তারা করছে সে সম্পর্কে যেনো চিন্তা করে দেখে যে শক্তিমান স্রষ্টার সাথে তারা এ আচরণ করছে, তাঁর কাছে তারা কত অসহায়। তারা যাদের শক্তির ওপর ভরসা করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, সময়ে তারা ওদের কোনো কাজে আসবে না।

তবে মু'মিনদের জন্য তাদের ওপর আপতিত বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্যতার ভিন্ন বিধান রয়েছে। তাদের ওপর আপতিত কষ্ট-ক্লেশ রোগ-শোক বা যে কোনো প্রকার বিপদ-মসীবত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ-খাতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "কোনো মুসলমানের ওপর যে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও কষ্ট-ক্লেশ আপতিত হয় এমনকি তাদের শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কষ্টও আল্লাহ তা'আলা তার কোনো না কোনো গুনাহর কাফ্ফারা বানিয়ে দেন।"

بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

দুনিয়াতে তাঁকে অক্ষম করে দিতে সমর্থ এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের নেই কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী।

٣٢ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٣٣ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ

৩২. আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে সাগরে চলমান পাহাড়ের মতো জাহাযসমূহ। ৩৩. তিনি যদি চান তাহলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, তখন সেগুলো হয়ে পড়বে—

رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ٣٤ أَوْ يُوْبِقْهُنَّ

স্থির তার (সমুদ্রের) উপরিভাগে ; নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দাহর জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে[৫৩]। ৩৪. অথবা তিনি সেগুলোকে (নৌযানগুলোকে) ধ্বংস করে দিতে পারেন

بِمُعْجِزِيْنَ-(তাঁকে) অক্ষম করে দিতে সমর্থ ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِّنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مِنْ-কোনো ; وَلِيٍّ-অভিভাবক ; وَّ-আর ; لَا-না ; نَصِيْرٍ-কোনো সাহায্যকারী। ৩২ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِهِ-তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের ; الْجَوَارِ-চলমান জাহাযসমূহ ; فِي-সাগরে ; الْبَحْرِ-; كَالْأَعْلَامِ-পাহাড়ের মতো। ৩৩ إِنْ-যদি ; يَّشَأْ-তিনি চান ; يُسْكِنِ-থামিয়ে দিতে পারেন ; الرِّيْحَ-বাতাসকে ; فَيَظْلَلْنَ-(ف+يظللن)-তখন সেগুলো হয়ে পড়বে ; رَوَاكِدَ-স্থির ; عَلٰى ظَهْرِهٖ-(على+ظهر+ه)-তার (সাগরের) উপরিভাগে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন; لِّكُلِّ-প্রত্যেক, জন্য ; صَبَّارٍ-ধৈর্যশীল; شَكُوْرٍ-কৃতজ্ঞ বান্দাহর। ৩৪ أَوْ-অথবা ; يُوْبِقْهُنَّ-(يوبق+هن)-তিনি সেগুলোকে (নৌযানগুলোকে) ধ্বংস করে দিতে পারেন ;

আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে এবং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার সংগ্রামে মু'মিনদের ওপর যে বিপদ-মসীবত আসে, তার দ্বারা শুধু গুনাহ-ই মিটে যায় না, আল্লাহর দরবারে মু'মিন বান্দাহর মর্যাদাও উন্নত হয়।

৫৩. এখানে ধৈর্যশীল বলতে এমন বান্দাহকে বুঝানো হয়েছে, যে নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অনুকূল বা প্রতিকূল সকল অবস্থায়ই আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল ও দৃঢ়পদ থাকে। সুদিনে যেমন তারা বিদ্রোহী ও আল্লাহর বান্দাহদের ওপর অত্যাচারী হয়ে ওঠে না। তেমনি দুর্দিনেও তারা মর্যাদাবোধ হারিয়ে জঘন্য আচরণে মেতে ওঠে না।

بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ

সেই কারণে, যা তারা কামাই করেছে এবং তিনি (তাদের অপরাধের) অনেকটাই ক্ষমা করে দেন। ৩৫. আর যারা আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তারা জানতে পারবে—নেই তাদের জন্য

مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

কোনো আশ্রয় লাভের জায়গা[৫৪]। ৩৬. অতএব (জেনে রেখো) কোনো বস্তুর যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা তো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র[৫৫], আর যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে

بِمَا-সেই কারণে যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে ; وَ-এবং ; يَعْفُ-তিনি ক্ষমা করে দেন ; عَنْ كَثِيْرٍ-(তাদের অপরাধের) অনেকটাই। ﴿٣٥﴾ وَ-আর ; يَعْلَمَ-জানতে পারবে; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; يُجَادِلُوْنَ-বিতর্কে লিপ্ত হয় ; فِيْٓ اٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنْ-কোনো ; مَّحِيْصٍ-আশ্রয় লাভের জায়গা। ﴿٣٦﴾ فَمَآ-অতএব (জেনে রেখো) যা কিছু ; اُوْتِيْتُمْ-তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে ; مِّنْ شَيْءٍ-কোনো বস্তুর ; فَمَتَاعُ-তা তো ভোগ্য সামগ্রী মাত্র ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু রয়েছে তা ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

আর কৃতজ্ঞ বলে এমন বান্দাহকে বুঝানো হয়েছে যাকে আল্লাহ-প্রদত্ত সৌভাগ্যে অনেক উচ্চাসনে বসানোর পরও সে এটাকে নিজের যোগ্যতা নয়, আল্লাহর দয়ার দান মনে করে এবং তাকে যতো নীচেই নিক্ষেপ করা হোক না কেনো, সে তাকে বঞ্চনা মনে না করে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় তার ওপর বর্ষিত নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায়ই তার মুখ ও অন্তর আল্লাহর আনুগত্যের ওপর বহাল থাকে।

৫৪. অর্থাৎ তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে একথা সহজেই বুঝতে সক্ষম যে, তাদের আশ্রয় লাভের কোনো জায়গা নেই। কুরাইশদেরকে তাদের পণ্য-সামগ্রী নিয়ে নৌপথে আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হতো। এ সাগরের তলদেশে অনেক ডুবো-পাহাড় রয়েছে। এসব পাহাড়ের সাথে নৌযান ধাক্কা খেলে অনিবার্য ধ্বংস। আল্লাহ তা'আলার তুলে ধরা পরিস্থিতি যেমন তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তেমনি তাদের আশ্রয়স্থল না থাকার ব্যাপারটা বুঝতে তারা অক্ষম নয়।

৫৫. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে যেসব ভোগ্য সামগ্রী আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন তা নিতান্ত অল্প সময়ের জন্য ও নগণ্য। এ সামান্য ও অস্থায়ী সম্পদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করার কোনো কারণ নেই। কারণ এসব সম্পদ ছেড়ে তাকে দুনিয়া ত্যাগ করে

خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ

তা উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য[৫৬] যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে[৫৭]। ৩৭. আর যারা বেঁচে থাকে

كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا

বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কার্যাবলী থেকে[৫৮] এবং যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা মাফ করে দেয়[৫৯]। ৩৮. আর যারা সাড়া দেয়

خَيْرٌ-উৎকৃষ্ট ; وَ-ও ; اَبْقٰى-চিরস্থায়ী ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَلٰى-ওপর ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; يَتَوَكَّلُوْنَ-ভরসা রাখে। ৩৭ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَجْتَنِبُوْنَ-বেঁচে থাকে ; كَبٰٓئِرَ-বড় বড় ; الْاِثْمِ-গুনাহ ; وَ-ও; الْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কার্যাবলী থেকে ; وَ-এবং ; اِذَا مَا-যখন ; غَضِبُوْا-তারা রাগান্বিত হয় ; هُمْ-তখন তারা ; يَغْفِرُوْنَ-মাফ করে দেয়। ৩৮ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اسْتَجَابُوْا -সাড়া দেয় ;

চলে যেতে হবে। আর সম্পদের পরিমাণ যত বেশী-ই হোক না কেনো, তার একেবারে ক্ষুদ্র অংশই ব্যক্তি নিজে ভোগ করতে পারে।

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহর নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা যেমন উত্তম, তেমনি চিরস্থায়ী। দুনিয়া যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি দুনিয়ার সম্পদও ক্ষণস্থায়ী আর আল্লাহ চিরস্থায়ী তাঁর সম্পদও তেমনি উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।

৫৭. অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখে, তাদের জন্য আখেরাতের সামগ্রী-ই উত্তম ও চিরস্থায়ী। আল্লাহর ওপর তাদের ভরসা এমন যে, আল্লাহর প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান, নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, জীবনব্যবস্থার যে বিধি-নিষেধ দিয়েছেন সেটাকেই তারা একমাত্র নির্ভুল ও মানুষের জন্য কল্যাণকর মনে করে। তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার জন্য একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপরই ভরসা রাখে। এজন্য তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে না। ঈমান ও নেক কাজের পক্ষ অবলম্বনকারী এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামী বান্দাহর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখাও ঈমান ও তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং আখেরাতের সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর যথার্থ তাওয়াক্কুল রাখা অপরিহার্য। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছাড়া ঈমান সাধারণভাবে মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। আর এ জাতীয় ঈমান দ্বারা আখেরাতের সাফল্য সম্ভব নয়। এটি মু'মিনের প্রথম গুণ।

لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

তাদের প্রতিপালকের ডাকে[৬০] এবং কায়েম করে নামায, আর তাদের কাজকর্ম (সম্পাদিত) হয় তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে[৬১] ; আর আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তারা খরচ করে[৬২]

لِرَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ডাকে ; وَ-এবং ; اَقَامُوا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায; وَ-আর ; اَمْرُهُمْ-(امر+هم)-তাদের কাজকর্ম (সম্পাদিত হয়); شُوْرٰى-পরামর্শের ভিত্তিতে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের পারস্পরিক ; وَ-আর ; مِمَّا-তা থেকে যে ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; يُنْفِقُوْنَ-তারা খরচ করে।

৫৮. 'কবীরা গুনাহ' অর্থ মহাপাপ, আর 'ফাহিশা' অর্থ অশ্লীল বা লজ্জাহীনতার কাজ। অশ্লীলতা বা লজ্জাহীনতা জঘন্যগুনাহ। কবীরা গুনাহ্ থেকে একে আলাদা করে উল্লেখ করার তৎপর্য হলো, অশ্লীলতা কবীরা গুনাহ থেকে তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির মতো প্রভাবশীল। এর দ্বারা অন্যেরাও প্রভাবিত হয়। যেমন যিনা-ব্যভিচার ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী-তৎপরতাসমূহ ফাহিশা কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যেসব অপকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলো-ও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসব কাজের কু-প্রভাব যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে। মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা মু'মিন ও সৎকর্মশীল মানুষের দ্বিতীয় গুণ।

৫৯. অর্থাৎ তারা কারো প্রতি রাগান্বিত হলেও ক্ষমা করে দেয়। এর অর্থ তারা রুক্ষ মেজাজের হয় না, তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাহদের সাথে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করে এবং কোনো কারণে কারো আক্রমণাত্মক আচরণে নিজের রাগ উঠলে তা হযম করে।

সাধারণত দেখা যায়, কারো প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা অথবা কারো প্রতি রাগ যখন প্রবল হয়, তখন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষও অন্ধ ও বধিরের মতো হয়ে যায়। সে তখন বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা এবং নিজের কাজের পরিণতির চিন্তা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। রেগে গেলে সে সাধ্যমত নিজের মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও এমতাবস্থায় শুধু নিজেরা ধৈর্য-ই ধরে না, বরং বিপক্ষকে ক্ষমাও করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দীন কায়েমের সংগ্রামে সফলতা লাভের বড় বড় কারণগুলোর মধ্যে কুরআন মাজীদে এটাকে গণ্য করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে উম্মুল মু'মিন হযরত আয়েশা রা. বলেন : "রাসূলুল্লাহ সা. ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে সীমা অতিক্রম করা ছাড়া।" এটা তাদের তৃতীয় গুণ।

৬০. অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করার জন্য নির্দ্বিধায় প্রস্তুত হয়ে যায়। সে আদেশ তার ইচ্ছার

অনুকূল বা প্রতিকূল যা-ই হোক না কেনো। এর ফলে তার পক্ষে ইসলামের সকল ফরয কাজ পালন এবং হারাম ও মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। ফরয কাজসমূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাই নামাযের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। নামায বিশুদ্ধরূপে আদায় করলে অন্যান্য ফরয কাজ এবং হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হয়। এটি মু'মিন ও সৎকর্মশীল মানুষের চতুর্থ গুণ।

৬১. অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য এটি সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'আমর' শব্দ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানো হয়েছে। এটি পারিবারিক যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে পারে, হতে পারে সামাজিক যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। অথবা এটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারও হতে পারে। মোটকথা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে অথবা তাদের প্রতিনিধির সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনটি কারণে এ পরামর্শের নির্দেশ দেয়া হয়েছে—

এক ঃ যে দুই বা ততোধিক লোকের স্বার্থ এ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত, তাদের মতামত না নেয়া তাদের ওপর যুলুম।

দুই ঃ যৌথ ব্যাপারে নিজের স্বার্থে একক সিদ্ধান্ত নেয়া এবং নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যদের নগণ্য মনে করা একটি নীচ প্রকৃতির কাজ।

তিন ঃ যৌথ বিষয়ে অন্যদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোনো দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি এ ধরনের বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

নৈতিক দিক থেকেও পরামর্শ এড়িয়ে গিয়ে নিজে নিজে কোনো যৌথ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া নীতিহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ জাতীয় কাজের অনুমোদন দিতে পারে না। বিষয়টি পারিবারিক হলে স্বামী-স্ত্রী ও বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতে হবে। খান্দান, গোত্র বা বংশের সাথে জড়িত বিষয় হলে তাদের মধ্যে সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি যদি জাতীয় হয় তাহলে জাতির সর্বস্তরের লোকদের আস্থাভাজন লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এটি মু'মিন সৎকর্মশীল লোকদের পঞ্চম গুণ।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক তথা হালাল উপায়ে যে রুযী-রোজগার দেন তারা তা থেকে খরচ করে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কোনো হারাম উপায় অবলম্বন করে না এবং হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থও কৃপণতা হেতু সঞ্চয় করে রাখে না, বরং খরচ করে। আর খরচও সবটা শুধুমাত্র নিজের জন্যই করে না, বরং আল্লাহর নির্দেশিত কাজেও খরচ করে। এর মধ্যে ফরয যাকাত এবং নফল দান-সাদ্কা সবই শামিল। এটি মু'মিন সৎকর্মশীল লোকের ষষ্ঠ গুণ।

উল্লেখ্য কুরআন মাজীদে 'খরচ করা' দ্বারা শুধু নিজের জন্য খরচ করাকে বুঝানো হয়নি, বরং আল্লাহর পথে খরচ করাকে বুঝানো হয়েছে।

৩৯ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ৪০ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج

৩৯. আর যখন তারা যুলুমের শিকার হয় (তখন) তারা সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে[৬৩]।
৪০. আর মন্দের[৬৪] প্রতিফল তার মতই মন্দ ;[৬৫]

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ৪১ وَلَمَنِ انْتَصَرَ

কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-মীমাংসা করে তবে তার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে[৬৬] ;
তিনি কখনো যালিমদেরকে—পছন্দ করেন না[৬৭]। ৪১. আর যে ব্যক্তি সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে

৩৯ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اِذَآ-যখন ; اَصَابَهُمُ-(اصاب+هم)-তারা শিকার হয় ; الْبَغْيُ-যুলুমের ; هُمْ-(তখন) তারা ; يَنْتَصِرُوْنَ-সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ৪০ وَ-আর ; جَزٰٓؤُا-প্রতিফল ; سَيِّئَةٍ-মন্দের ; سَيِّئَةٌ-মন্দ ; مِّثْلُهَا-(مثل+ها)-তার মতই ; فَمَنْ-কিন্তু যে ; عَفَا-ক্ষমা করে দেয় ; وَ-এবং ; اَصْلَحَ-আপোষ মীমাংসা করে ; فَاَجْرُهٗ-(ف+اجر+ه)-তবে তার পুরস্কার তো ; عَلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّهٗ-তিনি কখনো ; لَا يُحِبُّ-পছন্দ করেন না ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদেরকে। ৪১ وَ-আর ; لَمَنِ-যে ব্যক্তি ; انْتَصَرَ-সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে ;

৬৩. অর্থাৎ কোনো অত্যাচার-যুলুমের জবাবে যদি দেখা যায় যে, সেখানে ক্ষমা করলে ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করে অত্যাচারী তার অত্যাচার বাড়িয়ে দেবে, তখন তারা তার মুকাবিলাও করে। তবে এক্ষেত্রেও তারা তাদের ওপর কৃত অত্যাচারের সমান বদলা-ই নেয়, এর অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি করে না।

এর অর্থ হলো, তারা বিজয়ী হলে বিজিতদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হলে তা না করে মাফ করে দেয় এবং অধীনস্ত কোনো দুর্বল ব্যক্তি যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে তখন তা এড়িয়ে যায় ; কিন্তু কোনো অহংকারী শক্তিশালী যালিম যদি তার ওপর অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তারা তার থেকে সমপরিমাণ প্রতিশোধই গ্রহণ করে। কোনোক্রমেই তারা সীমা ছাড়িয়ে যায় না। এটি মু'মিন সৎকর্মশীল লোকদের সপ্তম গুণ।

৬৪. পূর্ববর্তী ৩৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ৪০ থেকে ৪৩ আয়াতে।

৬৫. অর্থাৎ মাযলুমের ওপর যতটুকু যুলুম করা হয়েছে সে সেই পরিমাণ প্রতিশোধ-ই যালিম থেকে গ্রহণ করার অধিকার রাখে। তার চেয়ে অধিক অন্যায় করার অধিকার তার নেই। এটি প্রতিশোধ বিধানের প্রথম ধারা।

এখানে একটি শর্ত আছে, আর তা হলো প্রতিশোধমূলক কাজটি পাপ কাজ হতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি কাউকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়, তবে

بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ

তার ওপর যুলুমের পর। তবে ওরাই তারা, যাদের ওপর নেই কোনো অভিযোগ। ৪২. অভিযোগ তো শুধুমাত্র তাদের ওপর যারা যুলুম করে

النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

মানুষের ওপর এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে ; ওরাই—ওদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

﴿٤٣﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

৪৩. আর যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয়ই এটি (তার এ কাজ) দৃঢ়-সংকল্পপূর্ণ কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

بَعْدَ-পর ; ظُلْمِهٖ-(ظلم+ه)-তার ওপর যুলুমের ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তবে ওরাই তারা ; مَا-নেই ; عَلَيْهِمْ-যাদের ওপর ; مِّنْ-কোনো ; سَبِيْلٍ-অভিযোগ। ﴿٤٢﴾ اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; السَّبِيْلُ-অভিযোগ তো ; عَلَى-ওপর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَظْلِمُوْنَ-যুলুম করে ; النَّاسَ-মানুষের ওপর ; وَ-এবং ; يَبْغُوْنَ-বাড়াবাড়ি করে ; فِى الْاَرْضِ-দুনিয়াতে ; بِغَيْرِ الْحَقِّ-অন্যায়ভাবে ; اُولٰٓئِكَ-ওরাই ; لَهُمْ-ওদের জন্যই রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٤٣﴾ وَ-আর ; لَمَنْ-যে ব্যক্তি ; صَبَرَ-ধৈর্য অবলম্বন করে ; وَ-এবং ; غَفَرَ-ক্ষমা করে দেয় ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكَ-এটা (তার এ কাজ); لَمِنْ-অন্তর্ভুক্ত ; عَزْمِ-দৃঢ়সংকল্পপূর্ণ ; الْاُمُوْرِ-কাজগুলোর।

এ কাজের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে ব্যক্তিকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়া এ ব্যক্তির পক্ষে বৈধ হবে না।

৬৬. আয়াতে যদিও সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দান করা হয়েছে, কিন্তু পরে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। এতে এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম ব্যবস্থা।

৬৭. এখানে সতর্ক করা হয়েছে, যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে কেউ যেনো নিজেই যালিম হয়ে না যায়। কেউ যদি কাউকে একটি চড় দেয়, তাহলে এ ব্যক্তির তাকে একটি চড় দেয়ারই অধিকার সৃষ্টি হয়। চড়ের সাথে লাথি বা ঘুষি মারার অধিকার তার নেই।

আবার গুনাহের কাজের প্রতিশোধও গুনাহর কাজ দ্বারা নেয়া বৈধ নয়। যেমন, কেউ যদি কারো পুত্রকে হত্যা করে তবে প্রতিশোধে হত্যাকারীর পুত্রকে হত্যা করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কারো কন্যার সাথে ব্যভিচার করে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ব্যভিচারীর কন্যার সাথে ব্যভিচার করা যাবে না।

৬৮. অর্থাৎ ক্ষমা-ই সর্বোত্তম কাজ। প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা যদিও দেয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষমা-ই সর্বোত্তম ব্যবস্থা তার বাস্তবতাও রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালে কাফির-মুশরিকরা স্বচোক্ষে দেখেছে। আল্লাহ এভাবে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, দুনিয়ার অল্প দিনের ভোগ সামগ্রী লাভ করার জন্য তারা যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেগুলো প্রকৃত-সামগ্রী নয় ; আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করে যে উন্নত নৈতিক জীবন গঠন করা যায়, সেটিই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান সম্পদ, যে সম্পদ অর্জন করতে পারলে অনন্ত জীবনে চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব হবে।

৪র্থ রুকূ (৩০-৪৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষের ওপর যে দুর্যোগ, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মসীবত আসে সেসব মানুষের নিজের হাতে কৃত অপরাধের ফলেই আসে।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের সকল অপরাধকে ধর্তব্যে আনেন না, অনেক অপরাধকে ক্ষমা করে দেন।

৩. কাফির-মুশরিকদের ওপর আপতিত বিপদ-মসীবত দ্বারা তাদের গুরুতর পাপ কুফর ও শিরক থেকে ফিরে আসার জন্য সতর্ক করা হয়।

৪. মু'মিনদের জন্য তাদের ওপর আপতিত বড় বড় বিপদ থেকে নিয়ে ছোটখাটো দুঃখ-কষ্টও তাদের কোনো না কোনো গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

৫. অপরাধের শাস্তিদানে অথবা কাউকে ক্ষমা করে দেয়ার কাজে আল্লাহকে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই।

৬. অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া বা মুক্তি লাভে সাহায্য দান করার মতো অভিভাবক বা সাহায্যকারীও একমাত্র আল্লাহ।

৭. সাগর-মহাসাগরে চলমান বিশাল বিশাল জাহাযগুলোর চলাচল ক্ষমতাও আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

৮. বাতাসের গতি রুদ্ধ করে দিয়ে আল্লাহ নৌযানগুলো চলাচল করার পথ বন্ধ করে দিতে সক্ষম।

৯. প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনাবলী থেকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাহরাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১০. আল্লাহ যদি মানুষের সকল অপরাধ ধরে দুনিয়াতেই তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান করতেন তাহলে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে সক্ষম হতো না।

১১. আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ককারীদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই। কারণ তারা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

১২. দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রীগুলো নিতান্তই কমমূল্যের ও ক্ষণস্থায়ী।

১৩. আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলার ফলে আখেরাতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা-ই একমাত্র উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।

১৪. আখেরাতে উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী সম্পদ লাভের জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান মেনে চলতে হবে।

১৫. আখেরাতের উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী সম্পদ যেসব মু'মিন লাভ করবে, তাদের বৈশিষ্ট্য ৭টি–

এক ঃ আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান ও পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল।

দুই ঃ বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা।

তিন ঃ নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এবং তার প্রতি অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেয়া।

চার ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ডাকে সাড়া দেয়া তথা আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নামায কায়েম করা।

পাঁচ ঃ নিজেদের সকল কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদন করা।

ছয় ঃ আল্লাহর দেয়া সম্পদ হালাল পথে উপার্জন করা এবং হালাল উপার্জন থেকে নিজেদের জন্যে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা।

সাত ঃ অন্যায়-যুলুমের শিকার হলে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে বাধ্য হলে বাড়াবাড়ি না করে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

১৬. সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপোষ মীমাংসা সর্বোত্তম উপায়। এজন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে।

১৭. যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করাও যুলুমের শামিল। সুতরাং এমন কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম ব্যবস্থা।

১৮. যুলুমের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ ; তবে সীমালংঘন করলে শাস্তি পেতে হবে।

১৯. যালিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো পছন্দ করেন না। মু'মিনদের অবশ্যই আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২০. সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ক্ষমা ও আপোষ-মীমাংসা আর সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤٤﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا

৪৪. আর যাকে আল্লাহ গুমরাহ করেন, তবে তার জন্য কোনো অভিভাবক নেই তিনি ছাড়া[৬৯]; আর আপনি যালিমদেরকে দেখবেন, যখন তারা (সামনে) দেখতে পাবে

الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٥﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا

আযাবকে—তারা বলছে, আছে কি (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার কোনো রাস্তা[৭০] ? ৪৫. আর আপনি দেখবেন তাদেরকে (যাদেরকে) উপস্থিত করা হচ্ছে তার (জাহান্নামের) সামনে—

৪৪ وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يُضْلِلِ-গুমরাহ করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَمَا-তবে নেই ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ-কোনো ; وَلِيٍّ-অভিভাবক ; مِّنْۢ بَعْدِهٖ-(من+بعد+ه)-তিনি ছাড়া ; وَ-আর ; تَرَى-আপনি দেখবেন ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদেরকে ; لَمَّا-যখন ; رَاَوُا-তারা (সামনে) দেখতে পাবে ; الْعَذَابَ-আযাবকে ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলছে ; هَلْ-আছে কি ? اِلٰى مَرَدٍّ-(পৃথিবীতে) ফিরে যাবার ; مِنْ-কোনো ; سَبِيْلٍ-রাস্তা। ৪৫ وَ-আর ; تَرٰىهُمْ-(ترى+هم)-আপনি দেখবেন তাদেরকে ; يُعْرَضُوْنَ-(যাদেরকে) উপস্থিত করা হচ্ছে ; عَلَيْهَا-তার (জাহান্নামের) সামনে ;

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজীদের মতো কিতাব পাঠিয়েছেন, ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন। মুহাম্মাদ সা.-এর মতো শ্রেষ্ঠ নবী তাদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন। এরপরও তারা যদি সঠিক পথ খুঁজে না পায়। তাহলে তাদের পথ খুঁজে পাওয়ার আর কোনো পথ নেই। এমন লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেন, যেখান থেকে তাদের ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ থাকে না। আর আল্লাহ-ই যখন তাঁর দরজা থেকে এদের দূরে ঠেলে দেন তখন তাদের পথ দেখানোর দায়িত্ব আর কে নিতে পারে।

৭০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ; কিন্তু কাল কিয়ামতের মাঠে যখন কোনো সুযোগ থাকবে না, তখন তারা ফেরার রাস্তা তথা সংশোধনের কোন্ সুযোগ খুঁজে বেড়াবে।

خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ

অপমানে লাঞ্ছিত অবস্থায় তারা আনত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে[৭১] ; আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত

الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ

তারাই, যারা কিয়ামতের দিন ক্ষতিসাধন করেছে তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের ; জেনে রেখো অবশ্যই যালিমরা

فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٦﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ

চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে (পড়ে থাকবে)। ৪৬. আর তাদের জন্য থাকবে না এমন কোনো অভিভাবক যারা আল্লাহকে ডিঙ্গিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে ;

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٧﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

আর আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন তার জন্য নেই কোনো পথ। ৪৭. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও, এসে পড়ার আগেই—

خٰشِعِيْنَ-লাঞ্ছিত অবস্থায় ; مِنَ الذُّلِّ-অপমানে ; يَنْظُرُوْنَ-তারা তাকাচ্ছে ; مِنْ طَرْفٍ-দৃষ্টিতে ; خَفِيٍّ-আনত ; وَ-আর ; قَالَ-বলবে ; الَّذِيْنَ-যারা, তারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত ; الَّذِيْنَ-তারাই, যারা ; خَسِرُوْٓا-ক্ষতিসাধন করেছে ; اَنْفُسَهُمْ-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; اَهْلِيْهِمْ-(اهلى+هم)-তাদের পরিবার-পরিজনের ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমরা ; فِيْ-মধ্যে (পড়ে থাকবে) ; عَذَابٍ-আযাবের ; مُّقِيْمٍ-চিরস্থায়ী। ৪৬ وَ-আর ; مَا كَانَ-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنْ-কোনো ; اَوْلِيَآءَ-এমন অভিভাবক ; يَنْصُرُوْنَهُمْ-(ينصرونهم)-যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে ; مِنْ دُوْنِ-ডিঙ্গিয়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يُّضْلِلِ-গুমরাহ করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَمَا-নেই ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ-কোনো ; سَبِيْلٍ-পথ। ৪৭ اِسْتَجِيْبُوْا-তোমরা ডাকে সাড়া দাও ; لِرَبِّكُمْ-(ل+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; اَنْ يَّاْتِيَ-এসে পড়ার ;

৭১. অর্থাৎ জাহান্নামের সামনে উপস্থিত অপরাধীরা জাহান্নামের ভয়ানক দৃশ্য দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে নেবে, একটু পর সে আনত দৃষ্টিতে একটু একটু করে তথা ভয়ার্ত

يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ○

সেই দিনটির, যাকে ফিরিয়ে দেয়ার আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেই[৭২], সেদিন তোমাদের থাকবে না কোনো আশ্রয়স্থল এবং তোমাদের জন্য থাকবেন না কোনো প্রতিরোধকারী[৭৩]।

ⓐ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا

৪৮. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে নবী) আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠাইনি।[৭৪] (দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আপনার কোনো দায়িত্ব নেই ; আর আমি যখন

أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

মানুষকে আমার পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, তাতে সে আনন্দিত হয় ; আর যখন তাদের ওপর এমন কোনো মসীবত এসে পড়ে যা আগেই করে রেখেছে

يَوْمٌ-সেই দিনটির ; لَا-নেই ; مَرَدٌّ-ফিরিয়ে দেয়ার কোনো ব্যবস্থা ; لَهُ-যাকে ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللَّه-আল্লাহর ; مَا-থাকবে না ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِنْ-কোনো ; مَلْجَإٍ-আশ্রয়স্থল ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; وَ-এবং ; مَا-থাকবে না ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْ-কোনো ; نَكِيرٍ-প্রতিরোধকারী। ⑭ فَإِنْ-অতপর যদি ; أَعْرَضُوا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; فَمَا أَرْسَلْنَكَ-(ف+ما ارسلنا+ك)-তবে (হে নবী) আমি তো আপনাকে পাঠাইনি; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; حَفِيظًا-রক্ষাকারী হিসেবে ; إِنْ-নেই ; عَلَيْكَ-আপনার কোনো দায়িত্ব ; إِلَّا-ছাড়া ; الْبَلَغُ-(দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দেয়া ; وَ-আর ; إِنَّا-আমি ; إِذَا-যখন ; أَذَقْنَا-স্বাদ আস্বাদন করাই ; الْإِنْسَانَ-মানুষকে ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; رَحْمَةً-কোনো অনুগ্রহের ; فَرِحَ-সে আনন্দিত হয় ; بِهَا-তাতে ; وَ-আর ; إِنْ-যখন ; تُصِبْهُمْ-তাদের ওপর এসে পড়বে ; سَيِّئَةٌ-এমন কোনো মসীবত ; بِمَا-যা ; قَدَّمَتْ-আগেই করে রেখেছে ;

চোখে জাহান্নামের দিকে তাকাবে। জাহান্নামীদের তাতে প্রবেশের তাৎক্ষণিক আগের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটিকে আল্লাহ তো তার নির্ধারিত সময় থেকে এদিক-সেদিক করবেন না ; অপরদিকে অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষেও তা করা সম্ভব হবে না।

৭৩. 'নাকীর' অর্থ আযাব থেকে বাঁচাতে সাহায্যকারী, অথবা আযাবকে প্রতিরোধকারী। অপরাধের অস্বীকৃতি, ছদ্মবেশ ধারণও এর অর্থ হতে পারে।

اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا

তাদের হাত, তখন মানুষ অবশ্যই চরম অকৃতজ্ঞ (হয়ে পড়ে)।[৭৫] ৪৯. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর[৭৬] ; তিনি সৃষ্টি করেন তা, যা

يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ

তিনি চান ; তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে তিনি চান পুত্র সন্তান দান করেন। ৫০. অথবা (যাদের চান) জোড়ায় জোড়ায় তাদেরকে দেন

اَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; فَاِنَّ-তখন অবশ্যই ; الْاِنْسَانَ-মানুষ ; كَفُوْرٌ-চরম অকৃতজ্ঞ (হয়ে পড়ে)। ﴿৪৯﴾ لِلّٰهِ-একমাত্র আল্লাহর ; مُلْكُ-সর্বময় কর্তৃত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেন ; مَا-তা যা ; يَشَاءُ-তিনি চান ; يَهَبُ-তিনি দান করেন ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; اِنَاثًا-কন্যা সন্তান ; وَ-এবং ; يَهَبُ-দান করেন ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ; الذُّكُوْرَ-পুত্র সন্তান। ﴿৫০﴾ اَوْ-অথবা ; يُزَوِّجُهُمْ-(يزوج+هم)-(যাদের চান) তাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ;

৭৪. অর্থাৎ আপনাকে তো এজন্য পাঠাইনি যে, তাদেরকে যেভাবেই হোক হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে হবে, অন্যথায় আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫. এখানে সেসব মানুষের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়েছে, যারা সংকীর্ণ নীচ প্রকৃতির। এ জাতীয় লোক দুনিয়াবী কিছু সম্পদের মালিক হলে অহংকারী হয়ে উঠে। এদেরকে কোনো মহৎ কাজে ডাক দিলে তারা তাতে কর্ণপাত করে না। এদেরকে বুঝিয়ে হিদায়াতের পথে আনা যায় না। আবার এ জাতীয় লোকদের যদি কখনো কোনো কারণে দুর্ভাগ্য এসে পড়ে, তখন নিজের ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইতিপূর্বে তাকে যে নিয়ামত দান করেছিলেন এবং তখনও তার প্রতি যেসব নিয়ামত দিয়ে আসছেন সবই সে ভুলে যায়। তার দুর্ভাগ্যের জন্য তার যেসব দোষ-ত্রুটি কাজ করেছে সেগুলো সে বুঝতে চেষ্টা করে না।

একথাগুলো যদিও উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, কিন্তু দীন প্রচারের কৌশল হিসেবে তাদেরকে 'তোমাদের অবস্থা এই যে,' না বলে বলা হয়েছে, 'মানুষের অবস্থা তো এমন' তথা তৃতীয় পুরুষে বলা হয়েছে। যাতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে আসার চিন্তা-ফিকির করতে পারে।

৭৬. অর্থাৎ এসব অকৃতজ্ঞ মানুষ যারা কুফর ও শির্কের অন্ধকার গহ্বরে ডুবে আছে, তারা যদি সত্যকে মানতে না চায় তবে না মানুক ; আসমান-যমীনের কর্তৃত্ব তাদের হাতে বা তাদের স্বৈরাচারী নেতাদের হাতে নেই যে, তারা অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে। আল্লাহ-ই এর একক মালিক। কোনো নবী-রাসূল বা দেব-দেবীর হাতেও এ

ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ

পুত্র ও কন্যা ; আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন ; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।[৭৭]

৫১. আর কোনো[৭৮] মানুষের এমন অবস্থান নেই

أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ

যাতে তার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলতে পারেন ওহী ছাড়া[৭৯] অথবা পর্দার আড়াল থেকে[৮০] অথবা তিনি কোনো বার্তাবাহক পাঠান, তখন সে পৌঁছে দেয়

ذُكْرَانًا-পুত্র ; وَ-ও ; اِنَاثًا-কন্যা ; وَ-আর; يَجْعَلُ-করে দেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاءُ-চান; عَقِيْمًا-বন্ধ্যা ; اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ৫১ وَ-আর ; مَاكَانَ-নেই এমন অবস্থান ; لِبَشَرٍ-কোনো মানুষের ; اَنْ يُّكَلِّمَهُ-(ان يكلم+ه)-যাতে তার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; وَحْيًا-ওহী ; اَوْ-অথবা ; مِنْ-থেকে; وَّرَآئِ-আড়াল ; حِجَابٍ-পর্দার ; اَوْ-অথবা ; يُرْسِلَ-তিনি পাঠান; رَسُوْلًا-কোনো বার্তাবাহক ; فَيُوْحِيَ-(ف+يوحي)-তখন সে পৌঁছে দেয় ;

ক্ষমতা দেয়া হয়নি। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ নিজের শক্তিতে বিজয়ী হতে পারে না। আর না কোনো শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ তো নিজের বোকামীর জন্য এসব শক্তিকে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অংশীদার মনে করে বসে আছে।

৭৭. অর্থাৎ কাউকে পুত্র-সন্তান দেয়া বা কাউকে কন্যা সন্তান দেয়া অথবা কাউকে কোনো সন্তান-ই না দেয়া আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোনো পীর-ফকীর তথা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী অথবা কোনো পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী বা শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব নয়—কাউকে একটি পুত্র সন্তান বা একটি কন্যা সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা দান করা। এক বা একাধিক পুত্র সন্তানের অধিকারীকে একটি কন্যা সন্তান লাভের ব্যবস্থা করা অথবা এক বা একাধিক কন্যা সন্তানের অধিকারীকে একটি পুত্র-সন্তান লাভের ব্যবস্থা করা অথবা একজন বন্ধ্যা নারীর গর্ভে সন্তান গর্ভধারণের ব্যবস্থা করা দুনিয়ার কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়।

৭৮. এ সূরার শুরুতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে শেষ দিকে এসে আবার সেদিকেই আলোচনার মোড় ফিরেছে। অতএব প্রথম আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকা পুনরায় দেখে নিলে আলোচনা বুঝতে সহায়ক হবে।

৭৯. এখানে 'ওহী' পাঠানোর অর্থ 'ইলকা' বা 'ইলহাম' অর্থাৎ মনের মধ্যে কোনো কথা ঢেলে দেয়া, অথবা স্বপ্নে কোনো কিছু দেখানোর মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দেয়া। যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখানো হয়েছিলো।

بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ

তাঁর হুকুমে তা, যা তিনি চান[৮১] ; তিনি অবশ্যই সুউচ্চ মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময়[৮২]। ৫২. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ' (কুরআন)-কে ;[৮৩]

بِإِذْنِهِ-(ب+اذن+ه)-তাঁর হুকুমে ; مَا-তা, যা ; يَشَاءُ-তিনি চান ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلِيٌّ-সুউচ্চ মর্যাদাবান ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৫২ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; أَوْحَيْنَا-আমি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; رُوحًا-'রূহ' (কুরআন)-কে ; مِنْ-থেকে ; أَمْرِنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশ ;

৮০. এটি ওহী পাঠানোর দ্বিতীয় উপায়। অর্থাৎ পর্দার আড়াল থেকে জাগ্রত অবস্থায় কোনো কথা শোনা। যেমন মূসা আ. তূর পর্বতের পাদদেশে একটি গাছের ওপর থেকে কথা আসতে শুনেছিলেন ; কিন্তু বক্তাকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। বক্তা দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে গেলেন।

৮১. এটিই ওহীর সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে নবী-রাসূলদের নিকট আসমানী কিতাব এসেছে। আর এ পদ্ধতিতে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণভাবে আখেরী নবীর ওপর নাযিল হয়েছে। ফেরেশতা জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। ফেরেশতার মাধ্যমে ওহীও দু'ভাবে এসেছে। কখনো ফেরেশতা তার আসল আকৃতিতে এসেছে, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসেছে।

৮২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, মানুষের সামনে সরাসরি কথাবার্তা বলা তাঁর মর্যাদার অনুকূল নয়। তবে তাঁর বান্দাহদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছানোর জন্য সরাসরি কথাবার্তা না বলে অন্য পদ্ধতি বা কৌশলও তাঁর অজানা নয়, কেননা তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী।

৮৩. অর্থাৎ উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলা আখেরী নবীর নিকট 'রূহ' তথা ওহী, অথবা নবী সা.-কে প্রদত্ত শিক্ষাসমূহ নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা.-কে ৫১ আয়াতে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতিতে হিদায়াত দান করা হয়েছে—

এক ঃ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ওহী আসার সূচনা হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। এটি পরবর্তী সময়েও চালু ছিলো। তাই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনেক স্বপ্নের কথা উল্লেখিত। নবীদের স্বপ্নও ওহী। তারা যা স্বপ্নে দেখেন তা সত্য। কেননা শয়তান তাঁদের কাছে আসতে পারে না। কুরআন মাজীদের সূরা আল ফাতাহর ২৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কতিপয় হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অন্তরে কোনো কিছু জাগিয়ে দেয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, 'আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে'

مَاكُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ

আপনি তো জানতেন না 'কিতাব' কি ? আর না (আপনি জানতেন) ঈমান কি ?[৮৪] ; কিন্তু আমি তাকে (কুরআনকে) করেছি একটি অত্যুজ্জ্বল আলো, যার সাহায্যে আমি পথ দেখিয়ে থাকি

مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ

যাকে আমি চাই আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে ; আর অবশ্যই আপনি (এর সাহায্যে) দেখান নিশ্চিত সরল-সঠিক পথের সন্ধান। ৫৩. সেই আল্লাহর পথ যার

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

মালিকানায় রয়েছে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে ; জেনে রেখো, যাবতীয় বিষয় ফিরে যায় আল্লাহর দিকেই।[৮৫]

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ-আপনি তো জানতেন না ; مَا-কি ; الْكِتٰبُ-কিতাব ; وَ-আর ; لَا-না (আপনি জানতেন) ; الْإِيْمَانُ-ঈমান (কি ?); وَلٰكِنْ-কিন্তু ; جَعَلْنٰهُ-আমি তাকে (কুরআনকে) করেছি ; نُوْرًا-একটি অত্যুজ্জ্বল আলো ; نَهْدِيْ-আমি পথ দেখিয়ে থাকি ; بِهٖ-যার সাহায্যে ; مَنْ-যাকে ; نَشَاءُ-আমি চাই ; مِنْ-থেকে ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের ; وَ-আর ; إِنَّكَ-অবশ্যই আপনি ; لَتَهْدِيْ-আপনি দেখান (এর সাহায্যে) ; إِلٰى-সন্ধান ; صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيْمٍ-নিশ্চিত সরল সঠিক।﴿٥٢﴾ صِرَاطِ-পথ ; اللّٰهِ-সেই আল্লাহর ; الَّذِيْ-যার ; لَهٗ-মালিকানায় রয়েছে ; مَا-যা কিছু আছে; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; أَلَا-জেনে রেখো ; إِلَى-দিকেই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَصِيْرُ-ফিরে যায় ; الْأُمُوْرُ-যাবতীয় বিষয়।

অথবা 'আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে' এসব পদ্ধতি-ই ওহীর প্রথম প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত।

দুই ঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি মি'রাজে দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ হয়েছে যেমন হযরত মূসা আ.-এর সাথে 'তূর' পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ সা. এ পদ্ধতিতেই লাভ করেছিলেন বলে হাদীস থেকে জানা যায়।

তিন ঃ আর কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণরূপে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে তৃতীয় পদ্ধতিতেই নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদেই-এর সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে। সূরা আল বাকারার ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশে

আপনার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছেন।' সূরা শুআরার ১৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল একে নাযিল করেছেন।

৮৪. অর্থাৎ আপনার নিকট ওহী পৌঁছার আগে আসমানী কিতাব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। আপনি জানতেন না মানুষকে কি কি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছিলো। তাছাড়া ফেরেশতা, নবুওয়াতের দায়িত্ব, আসমানী কিতাব এবং আখেরাত সম্পর্কেও আপনার কোনো ধারণা ছিলো না। এসব বিষয় সম্পর্কে জানার প্রয়োজনও আপনি উপলব্ধি করেননি।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বয়স চল্লিশে পৌঁছার আগে কেউ কোনোদিন তাঁর মুখে আল্লাহর কিতাবের কথা কিংবা মানুষের ঈমান আনার বিষয়গুলোর কথা শোনেনি। কেউ কোনোদিন তাঁর মুখে 'কিতাব' 'ঈমান', শব্দাবলী উচ্চারিত হতেও শোনেনি।

৮৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে সংঘটিত সব ব্যাপার-ই আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে। সেখানেই সব ব্যাপারগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা হবে। রাসূলের দাওয়াতকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণাম ফলও তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

৫ম রুকূ' (৪৪-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যে মানুষ কিছুতেই হিদায়াত লাভে আগ্রহী হয় না, আল্লাহ তাঁকে গুমরাহীর মধ্যেই রেখে দেন এবং সেটাকেই তার জন্য সহজ করে দেন। তখন আর তার হিদায়াত লাভের পথ থাকে না।

২. কাফির-মুশরিকরা শেষ-বিচার দিনে দুনিয়াতে ফিরে আসার উপায় তালাশ করবে, যাতে ঈমান ও সৎকর্ম করে মুক্তি অর্জন করা যায় ; কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হবে না।

৩. কাফির-মুশরিকদের জাহান্নামের সামনে নেয়া হলে, ভয় ও লজ্জায় তাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে, ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। পলকমাত্র চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলবে।

৪. যারা দুনিয়াতে ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণ করেনি এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও ইসলামের শিক্ষা দান করেনি, তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরিবার-পরিজনদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৫. আল্লাহর দীনের বিরোধী বিদ্রোহী যালিমদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। তাদেরকে সে শাস্তি থেকে উদ্ধার করার মতো কোনো শক্তি থাকবে না।

৬. উল্লেখিত যালিমরা নিজেরাই গুমরাহীতে থাকতে চেয়েছে তাই আল্লাহও তাদেরকে গুমরাহ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেন তাদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই।

৭. দুনিয়াতে শান্তি, আখেরাতে মুক্তি চাইলে এখন থেকেই ইসলামী জীবনবিধান মেনে জীবন যাপন করতে হবে। কারণ মৃত্যু এসে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ রাখেননি।

৮. আল্লাহর দীন মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ছিলো। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বিশ্ববাসীকে পৌঁছানোর দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর।

৯. সুখে-সম্পদে অহংকার করা এবং দুঃখ-দৈন্যতায় নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা নীচ

প্রকৃতির মানুষের কাজ। মু'মিন সুখে-সম্পদে যেমন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে দুঃখ-দৈন্যতায়ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত থাকে।

১০. আসমান-যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তার অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে আছে। সেগুলো শিক্ষা লাভ করাই জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী।

১১. কাউকে কন্যা বা পুত্র সন্তান দান অথবা পুত্র-কন্যা উভয় প্রকার সন্তান অথবা কাউকে কোনো সন্তানই না দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

১২. কোনো ডাক্তার-কবিরাজ, বিজ্ঞানী, কোনো পীর-ফকীর, কোনো নবী-রাসূল বা ফেরেশতা কাউকে সন্তান দানের কোনো ক্ষমতাই আল্লাহ দেননি।

১৩. দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে কোনো মানুষের সরাসরি কথা বলার কোনো ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই। কেননা মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই এতে অক্ষম।

১৪. তিনটি পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহদের সাথে কথা বলেন—এক ঃ ইংগীতে তথা 'ইলকা' বা 'ইলহামের' মাধ্যমে ; দুই ঃ পর্দার অন্তরাল থেকে শব্দ প্রেরণের মাধ্যমে এবং তিন ঃ ফেরেশতা তথা প্রতিনিধি পাঠানোর মাধ্যমে।

১৫. শেষ নবীর নিকটে উক্ত তিনটি উপায়ে ওহী পাঠানো হয়েছে। তবে আল কুরআন সম্পূর্ণই জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে তৃতীয় পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে।

১৬. মানুষকে অবশেষে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। অতএব ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর দেখানো পথেই আমাদেরকে সেদিকে অগ্রসর হতে হবে।

❖

সূরা আয যুখরুফ-মাক্কী
আয়াত ঃ ৮৯
রুকূ' ঃ ৭

নামকরণ

'যুখরুফ' শব্দের অর্থ সাজ, ভূষণ, শোভা ইত্যাদি। সূরার ৩৫ আয়াতে 'যুখরুফ' শব্দের উল্লেখ আছে। আর তা দিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'যুখরুফ' শব্দটি রয়েছে। এ শব্দ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু স্বর্ণ-রৌপ্যকে ভূষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

নাযিলের সময়কাল

যদিও কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরা নাযিলের সুনির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে অনুমিত হয় সূরাটি মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে। আবার মাক্কী জীবনেরও সেই সময়ে নাযিল হয়েছে, যখন কাফিররা রাসূলুল্লাহ সা.-কে হত্যা করতে সংকল্প করে এবং বিভিন্ন পরামর্শ সভা করে তাঁর ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাঁর ওপর আক্রমণও করে। এ সময়কালে সূরা আল মু'মিন, হা-মীম আস সাজদা এবং আশ শূরাও নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদের মধ্যে বিদ্যমান অন্ধ-বিশ্বাস, গোড়ামী ও কুসংস্কারের যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস ও কার্যাবলীতে সংশোধন আনয়ন করা। যাতে করে তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা এ ব্যাপারে সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনা করে হিদায়াতের পথে অগ্রসর হতে পারে।

সূরার শুরুতে কুরআনের শপথ করে বলা হয়েছে যে, এটি অত্যন্ত উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী এবং সত্য পথের জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাব। অতীতেও এরূপ কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কোনো দুষ্কৃতকারীর অনিচ্ছাতেই কিতাব নাযিল করার কাজ অতীতেও যেমন কখনো বন্ধ হয়নি, এখনও তা বন্ধ হয়ে যাবে না বরং বিরোধীরা অতীতে যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, বর্তমান কালের বিরোধীরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সা.-কে যারা হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো তাদেরকে শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি জীবিত থাকুন বা মৃত্যুবরণ করুন, আমি এ যালিমদেরকে শাস্তি দেবো-ই।

অতঃপর কাফিরদের ভ্রান্ত ধর্মের পক্ষে পেশকৃত তাদের খোঁড়া যুক্তিসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। এসব কাফির-মুশরিক আল্লাহকে আসমান-যমীন ও তাদের উপাস্যসমূহের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করেও তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে। তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করে এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে প্রচার করে ; অথচ মেয়ে-সন্তানের জনক হওয়াকে তারা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করে। তারা

ফেরেশতাদেরকে মেয়ে সাব্যস্ত করে তাদের কল্পিত মূর্তি বানিয়ে পূজা করে। কাফিরদের এসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের কারণে তাদের কর্মও ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বলা হয়েছে যে, তাদের ভ্রষ্টতার কারণ হলো তাদের অজ্ঞতা। আর এ অজ্ঞতার জন্যই তারা মনে করে যে, আল্লাহ তাদের দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ পছন্দ করেন। না হয় এসব করার ক্ষমতা তাদেরকে কেনো দেন ? এ অজ্ঞদের জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তারা বুঝতে পারতো যে, আল্লাহর ইচ্ছা-অনুমতি ও তাঁর সন্তুষ্টি এক কথা নয়। আল্লাহর ইচ্ছা তাদেরকে যে কাজের ক্ষমতা দিয়েছে, সে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে কি নেই তা জানার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর কিতাব। দুনিয়াতে যেসব যুলুম ও পাপকাজ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে, সেসব কাজ আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমোদনের বাইরে হতে পারে না ; কিন্তু এসব কাজে তাঁর সন্তুষ্টি নেই, তাই এসব কাজ বৈধ হতে পারে না।

তারপর তাদের ভ্রান্ত ধর্মের সপক্ষে তাদের প্রদত্ত অন্য একটি যুক্তির সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, তারা মনে করে তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যেহেতু তাদের ধর্মের নিয়ম-কানুন চলে আসছে, তাই তাদের ধর্ম সত্য। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর উত্তর পুরুষ হওয়ার দাবী করে, সেই ইবরাহীম আ. তাঁর পিতার মুশরিকী ধর্মকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ মুশরিকরা যদি পূর্বপুরুষের ধর্মের অনুসরণ করতে চায়, তাহলে তো ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর ধর্মই অনুসরণ করতে হয়। তাঁদের ধর্ম বাদ দিয়ে নিজেদের অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট বাপ-দাদাদের ধর্মের অনুসরণ করা তাদের মূর্খতার পরিচয়-ই প্রকাশ করে। আরও বলা হয়েছে যে, এ মূর্খরা নিজেদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে খৃস্টানদের ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর উপাসনা করার ব্যাপারকে দলীল হিসেবে পেশ করে। অথচ ঈসা আ. খৃস্টানদেরকে একথা বলে যাননি যে, "আমি আল্লাহর পুত্র, তোমরা আমার উপাসনা করো।" তাঁর শিক্ষা তা-ই ছিলো যা সকল নবী-রাসূলের শিক্ষা ছিলো। সকল নবীর দাওয়াত একটাই ছিলো আর তাহলো, "আমার ও তোমাদের প্রতিপালক এক আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদাত বা দাসত্ব করো।"

অবশেষে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে অনিচ্ছুক এজন্য যে, তাঁর ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। তাদের কথা হলো, আল্লাহ নবী পাঠাতে চাইলে আমাদের মধ্যকার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই করতেন তাহলে আমরাও তা মেনে নিতাম ; কিন্তু মুহাম্মাদ সা.-এর মতো ইয়াতীম ও নিঃসম্বলকে কিভাবে নবী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন ?

উপসংহারে বলা হয়েছে, উপরোক্ত মুশরিক ধারণা-অনুমানমূলক বিশ্বাস ও কর্ম সবই নিষ্ফল। আল্লাহ সন্তান গ্রহণের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর নিকট সুপারিশ কেবল সেই ব্যক্তি-ই করতে পারেন, যিনি নিজে সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং যাকে আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। আর সুপারিশও শুধুমাত্র তাদের জন্যই করতে পারবেন যারা দুনিয়াতে সত্য পথের অনুসরণ করেছিলো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সুপারিশ করার কাউকে অনুমতি দেবেন।

①حٰمٓ ②وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ④وَاِنَّهٗ

১. হা-মীম। ২. কসম সুস্পষ্ট কিতাবের। ৩. আমি অবশ্যই তাকে কুরআন রূপে বানিয়েছি আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[১] ৪. আর নিশ্চয়ই তা

فِیْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِیٌّ حَكِيْمٌ ⑤اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا

আমার কাছে (লিপিবদ্ধ) আছে মূল কিতাবের মধ্যে[২] ; তা নিশ্চিত অত্যন্ত মর্যাদাশীল জ্ঞানগর্ভ (গ্রন্থ)[৩]। ৫. তবে কি আমি তোমাদের প্রতি এ উপদেশপূর্ণ কিতাব (পাঠানো) এ অভিযোগে পরিত্যাগ করবো

①حٰمٓ-হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ-ই ভালো জানেন)।②وَ-কসম ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; الْمُبِيْنِ-সুস্পষ্ট।③اِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنٰهُ-(جعلن+ه)-তাকে বানিয়েছি ; قُرْءٰنًا-কুরআন রূপে ; عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَعْقِلُوْنَ-বুঝতে পারো।④وَ-আর ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তা ; فِیْٓ-মধ্যে (লিপিবদ্ধ) আছে ; اُمِّ-মূল ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; لَدَيْنَا-আমার কাছে ; لَعَلِیٌّ-তা নিশ্চিত অত্যন্ত মর্যাদাশীল ; حَكِيْمٌ-জ্ঞানগর্ভ (গ্রন্থ)।⑤اَفَنَضْرِبُ-(ا+ف+نضرب)-তবে কি আমি পরিত্যাগ করবো; عَنْكُمُ-তোমাদের প্রতি ; الذِّكْرَ-এ উপদেশপূর্ণ কিতাব (পাঠানো); صَفْحًا-এ অভিযোগ ;

১. অর্থাৎ এ কুরআন মাজীদের কসম, যা সুস্পষ্ট কিতাবরূপে তোমাদের সামনে আছে—এ কিতাবকে তোমাদের নিজেদের ভাষা আরবীতে আমি-ই রচনা করে পাঠিয়েছি। এটা মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত নয়। এটাকে তোমাদের ভাষায় নাযিল না করে অন্য কোনো অনারব ভাষায় নাযিল করলে তখন তোমরা এটাকে বুঝতে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করতে। 'কিতাবুম মুবীন' তথা 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলে ইংগীত করা হয়েছে যে, কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। উপদেশ গ্রহণের জন্য যে, কুরআন মাজীদকে সহজ করে দেয়া হয়েছে একথা কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের ৫৪ সূরা আল ক্বামার-এ বলা হয়েছে, "নিঃসন্দেহে আমি কুরআন মাজীদকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?" এ একটি আয়াত একই সূরায় ৪ বার উল্লেখিত হয়েছে।

২. 'উম্মুল কিতাব' অর্থ মূল কিতাব। যেখান থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি কিতাবসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। সূরা আল ওয়াকিয়ায় এটাকে 'কিতাবুম মাকনূন' তথা 'গোপন ও

أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَأْتِيْهِمْ

যে, তোমরা হচ্ছো সীমা লংঘনকারী কাওম[৪] ? ৬. আর আমি আগেকার লোকদের মধ্যে কতো নবীই তো পাঠিয়েছি। ৭. আর তাদের কাছে আসেনি

اَنْ-যে ; كُنْتُمْ-তোমরা হচ্ছো ; قَوْمًا-কাওম ; مُسْرِفِيْنَ-সীমা লংঘনকারী।⑥ وَ-আর; كَمْ-কতো ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; مِنْ نَّبِيٍّ-নবীই তো ; فِيْ-মধ্যে ; الْاَوَّلِيْنَ-আগেকার লোকদের।⑦ وَ-আর ; مَايَاْتِيْهِمْ-(مايأتى+هم)-তাদের কাছে আসেনি ;

সুরক্ষিত কিতাব' বলা হয়েছে। আবার সূরা বুরুজে এটাকে 'লাওহে মাহফুয' তথা এমন 'সংরক্ষিত ফলক' বলা হয়েছে। যার লেখা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ এমন একটি কিতাব যা আল্লাহর নিকট একটি সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে, যাতে কম-বেশী করার সাধ্য কারো নেই। তাছাড়া এর দ্বারা এ সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভাষায় যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছে সেসব কিতাব-ও একই উৎস থেকে এসেছে। আর সে জন্যই সকল আসমানী কিতাব একই দীনের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে। যদিও প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে সেসব কিতাব বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন নবীর ওপর ও বিভিন্ন ভাষায় নাযিল হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ কিতাব এমন কিতাব যার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও কেউ যদি নিজের অজ্ঞতার কারণে এ কিতাবের উচ্চ মর্যাদা ও অতুলনীয় জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার নিজেরই দুর্ভাগ্য। সে তার নিজের হীনমন্যতার জন্যই এ কিতাব থেকে নিজের জীবনের আলো সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।

৪. অর্থাৎ তোমাদের সীমা লংঘনের কারণে আল্লাহর বাণী পাঠানো স্থগিত হবে না। তোমরা তো শত শত বছর ধরে চরম অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও অধঃপতনের মধ্যে ডুবেছিলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছে—আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবীকে তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন তোমাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যাতে তোমাদেরকে জাহেলিয়াতের পঙ্কিল আবর্ত থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যকার স্বার্থপর ও নির্বোধ গোত্রপতি ও সরদারদের বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, আল্লাহর প্রেরিত রাসূলকে হত্যার চক্রান্ত এবং সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ায় তোমাদের অযোগ্যতার কারণে আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে না। উপদেশ দানের এ ধারাবাহিকতা এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা কখনো বন্ধ হয়ে যাবে না। তবে যারা এ থেকে উপকৃত হবে তারা হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা আল্লাহর এ অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার পরিণতির কথা তাদের ভেবে দেখা কর্তব্য।

مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ

এমন কোনো নবীই যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি[৫]। ৮. অতঃপর যারা ছিলো তাদের চেয়ে অধিকতর কঠোর শক্তি-ক্ষমতার দিক থেকে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, আর অতীত হয়ে গেছে

مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

আগেকার লোকদের দৃষ্টান্ত[৬]। ৯. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; 'আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে ?' তবে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে ঃ

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا

এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানময় সত্তা (আল্লাহ)[৭]। ১০. যিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানাস্বরূপ এবং তাতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য

مِنْ-এমন কোনো ; نَبِيٍّ-নবী-ই ; إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ-যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ﴿৮﴾ فَأَهْلَكْنَا-অতঃপর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; أَشَدَّ-যারা ছিলো অধিকতর কঠোর ; مِنْهُمْ-তাদের চেয়ে ; بَطْشًا-শক্তি-ক্ষমতার দিক থেকে ; وَ-আর; مَضَىٰ-অতীত হয়ে গেছে ; مَثَلُ-দৃষ্টান্ত ; الْأَوَّلِينَ-আগেকার লোকদের। ﴿৯﴾ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سالت+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; مَنْ-কে ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছে ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; لَيَقُولُنَّ-তবে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে ; خَلَقَهُنَّ-(خلق+هن)-এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ; الْعَزِيزُ-মহাপরাক্রমশালী ; الْعَلِيمُ-মহাজ্ঞানময় সত্তা (আল্লাহ)। ﴿১০﴾ الَّذِي-যিনি ; جَعَلَ-করে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; مَهْدًا-বিছানাস্বরূপ ; وَ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করে দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيهَا-তাতে ;

৫. অর্থাৎ অতীতের সব নবীর সাথেই এমন ব্যবহারই করা হয়েছে। এমন একজন নবীকেও পাওয়া যাবে না যার সাথে তোমাদের মতো আচরণ করা হয়নি ; কিন্তু তাই বলে নবী আসার ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে যায়নি, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসাও বন্ধ হয়ে যায়নি।

৬. অর্থাৎ জাতিসমূহের মধ্যকার কিছু কিছু বিশিষ্ট লোকের হঠকারিতার ফলে গোটা মানব জাতিকে নবুওয়াত ও আসমানী কিতাবের হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা অতীতের কোনো উম্মতের বেলায় ঘটেনি। বরং যারাই নবী-রাসূলদের দাওয়াতী তথা সংস্কারের কাজের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালিয়েছে, তাদেরকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কুরাইশদের যেসব ছোট সরদার-নেতা শেষ নবীর সংস্কার

سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١١﴾ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرْنَا بِهِ

চলাচলের রাস্তা,[৮] যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও[৯]। ১১. আর যিনি পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে[১০], তারপর আমি সঞ্জীবিত করি তার সাহায্যে

سُبُلًا-চলাচলের রাস্তা ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَهْتَدُوْنَ-সঠিক পথের সন্ধান পাও। ﴿١١﴾ وَ-আর ; الَّذِيْ-যিনি ; نَزَّلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; بِقَدَرٍ-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ; فَأَنْشَرْنَا-তারপর আমি সঞ্জীবিত করি ; بِهِ-তার সাহায্যে ;

কাজের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান নেতা-নেতৃরাও দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

৭. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও এসবের পরিচালক-ব্যবস্থাপক হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কথা বলা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহকে স্বীকার করতে বাধ্য।

৮. অর্থাৎ মহাশূন্যে ভাসমান এবং সন্তরণশীল এ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য আরামের বিছানাস্বরূপ করেছেন। 'মাহ্দুন' শব্দের অর্থ 'দোলনা'-ও হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে, পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য দোলনার মত আরামদায়ক করে সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ঘন্টায় এক হাজার মাইল তথা ১৬১০ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে এবং ঘন্টায় ৬৬,৬০০ মাইল তথা এক লক্ষ সাতহাজার দুইশত ছাব্বিশ কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলছে। পৃথিবীর ভূগর্ভে রয়েছে এমন আগুন যা পাথরকে গলিয়ে লাভা আকারে ভূগর্ভের বাইরে বের করে দেয়। এতদসত্ত্বেও মানুষ কিছুই টের করতে পারে না ; বরং আরামের সাথে ভূ-পৃষ্ঠে চলাচল করে, ইচ্ছামতো ভূমি ব্যবহার করে, একে খনন করে। বিভিন্ন প্রকার ফল-ফসল উৎপাদন করে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করে। কখনো কখনো যদি সামান্য ভূমিকম্প দেখা দেয়, তখন তার ভয়াবহতা আঁচ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের চলাচলের জন্য পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়েও গিরিপথ এবং পাহাড় ও সমতল ভূমিতে নদ-নদী সৃষ্টি করে মানুষের জন্য প্রাকৃতিক পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পাহাড়-পর্বতকে যদি নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মতো করে সৃষ্টি করতেন এবং নদ-নদী সৃষ্টি করে না দিতেন তাহলে মানুষ এত সহজেই চলাচল করতে সক্ষম হতো না, বরং যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকতো। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ভূ-পৃষ্ঠকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানুষ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং বিভিন্ন অঞ্চল চিনে রাখতে পারে। বিশাল মরু অঞ্চলে অথবা বিরাট সমুদ্রে যাওয়ার সুযোগ হলে ভূ-পৃষ্ঠের

بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑪ وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ

মৃত ভূমিকে ; তোমাদেরকেও এভাবেই বের করে আনা হবে[১১]। ১২. আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুর জোড়া[১২] এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন

بَلْدَةً-ভূমিকে ; مَّيْتًا-মৃত ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; تُخْرَجُوْنَ-তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। ⑫ وَ-আর ; الَّذِیْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্ট করেছেন ; الْاَزْوَاجَ-জোড়া ; كُلَّهَا -তার সবকিছুর ; وَ-এবং ; جَعَلَ-তিনিই সৃষ্টি করেছেন ;

পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সক্ষম হয়। সেখানে এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয় যে, সামনে কোন্ দিকে যেতে হবে বা গন্তব্যস্থল কোন্ দিকে তা-ও বুঝা সম্ভব হয় না। আর তখনই আল্লাহর সৃষ্ট ভূ-প্রকৃতি স্বরূপ নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে।

৯. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, সমতলভূমি ও নদ-নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে তোমরা তোমাদের চলাচলের রাস্তা চিনে নিতে পার। সাথে সাথে তোমরা এ হিদায়াত লাভ করতে পারে যে, এসব কিছু আপনা আপনি-ই সৃষ্টি হয়ে যায়নি এবং বহু সংখ্যক খোদার পক্ষেও এসব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় ; বরং মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, অত্যন্ত দয়াময় এক মহান সত্তা এসব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দুনিয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দান করেছেন যাতে মানুষ তার সাহায্যে নিজেদের চলাচলের পথ চিনে নিতে সক্ষম হয়।

১০. অর্থাৎ আসমান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি বর্ষণ করাও আল্লাহর জ্ঞান, কুদরত ও কুশলতার পরিচায়ক। তিনি মৌসুমের বিভিন্ন সময়ে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজনে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো অঞ্চলকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে তিনি মরু অঞ্চল বানিয়ে দেন, আবার কোনো কোনো অঞ্চলকে বৃষ্টি দিয়ে সুজলা-সুফলা করে তোলেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি এর ব্যতিক্রমে অক্ষম।

১১. অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টির সাহায্যে যেমন ভূমি সজীব হয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয়, তেমনি মৃত্যুর পর মানুষকেও পুনর্জীবন দান করা হবে এবং এ কাজে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, কুদরত ও কুশলতা-ই কার্যকর। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আল্লাহর এ কাজে শরীক নয়।

১২. 'আযওয়াজ' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 'যাওজ' অর্থাৎ 'জোড়া'। এখানে শুধুমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জোড়ার কথাই বলা হয়নি ; বরং আল্লাহর সৃষ্ট অনেক পদার্থের জোড়া সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে, যেসব পদার্থের পারস্পরিক সংমিশ্রণ-সম্মেলনের মাধ্যমে দুনিয়াতে অনেক নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়। যেমন পৃথিবীর উন্নয়নের পেছনে যে বিদ্যুৎ শক্তি কার্যকর, তার ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negetive) বিদ্যুৎ একটি অপরটির জোড়া। এ ধরনের অগণিত জিনিসের জোড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই এ সাক্ষ্য দেয় যে, এ

لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا

তোমাদের জন্য কতেক নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ করো। ১৩. যেনো তোমরা তার পিঠের ওপর আসন পেতে বসতে পারো, তারপর স্মরণ করো,

نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا

তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতকে, যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বস এবং বলো ঃ 'পবিত্র-মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ

আর আমরা তো তাকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না[১৩]। ১৪. আর আমরা তো অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী[১৪]। ১৫. আর তারা বানিয়ে নিয়েছে তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে (কোনো কোনো বান্দাহকে) তাঁর

جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

অংশ[১৫] ; নিশ্চয়ই মানুষ সুস্পষ্টরূপে নিশ্চিত অকৃতজ্ঞ।

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنَ-কতেক ; الْفُلْكِ-নৌযান ; وَ-ও ; الْأَنْعَامِ-চতুষ্পদ জন্তু ; مَا-যাতে ; تَرْكَبُوْنَ-তোমরা আরোহণ করো। (১৩) لِتَسْتَوٗا-যেনো তোমরা আসন পেতে বসতে পারো ; عَلٰى-ওপর ; ظُهُوْرِهٖ-তার পিঠের ; ثُمَّ-তারপর ; تَذْكُرُوْا-স্মরণ করো ; نِعْمَةَ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; إِذَا-যখন ; اسْتَوَيْتُمْ- তোমরা স্থির হয়ে বস ; عَلَيْهِ-তার ওপর ; وَ-এবং ; تَقُوْلُوْا-বলো ; سُبْحٰنَ-পবিত্র মহান ; الَّذِيْ-তিনি, যিনি ; سَخَّرَ-বশীভূত করে দিয়েছেন ; لَنَا-আমাদের ; هٰذَا-একে ; وَ- আর ; مَا كُنَّا-আমরা তো সমর্থ ছিলাম না ; لَهٗ-তাকে ; مُقْرِنِيْنَ-বশীভূত করতে। (১৪) وَ-আর ; إِنَّا-আমরা তো অবশ্যই ; إِلٰى-নিকট ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; لَمُنْقَلِبُوْنَ-নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী। (১৫) وَ-আর ; جَعَلُوْا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; لَهٗ- তাঁর ; مِنْ-থেকে (কোনো কোনো বান্দাহকে) ; عِبَادِهٖ-তাঁর বান্দাহদের ; جُزْءًا-অংশ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْإِنْسَانَ-মানুষ ; لَكَفُوْرٌ-নিশ্চিত অকৃতজ্ঞ ; مُبِيْنٌ-সুস্পষ্টরূপে।

বিশ্বের যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এক মহাজ্ঞানবান, মহাক্ষমতাশালী আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তা হতে পারে না। আর এর মধ্যে তিনি ছাড়া একাধিক সত্তার অংশীদার হওয়ারও তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই।

১৩. অর্থাৎ সেই মহান সত্তা-ই তোমাদের জন্য দু'প্রকার যানবাহন-এর ব্যবস্থা করেছেন। এক প্রকার যানবাহন যা তাঁর দেয়া উপায়-উপাদানকে রূপান্তর করে তোমরা তৈরি করে নাও ; যেমন জলপথের নৌকা-জাহাজ ; স্থল পথের ট্রেন, বাস, মোটরগাড়ী এবং আকাশ পথের উড়োজাহাজ ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার বাহন হলো ভারবাহী জন্তু-জানোয়ার যার সৃষ্টিতে মানুষের কোনো শিল্প-কৌশলের হাত নেই। এসব উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের এসব যানবাহন সবই আল্লাহ তা'আলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এমন সব জন্তুও আছে যেগুলো মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একটি ছোট্ট বালকও এগুলোর লাগাম বা নাকের রশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্প কৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত বাহ্যত মানুষই নির্মাণ করে ; কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ ছাড়া আর কে শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, আল্লাহর তৈরি উপাদান লোহাকেও মোমের মতো গলিয়ে তার দ্বারা তারা ইচ্ছা ও চাহিদা মতো বাহন তৈরী করে নেয়। মূলত মানুষ মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা মৌলিক পদার্থকে রূপান্তর করে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য এই যে, উল্লেখিত নিয়ামতের জন্য তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। মানুষ যখন এসব নিয়ামত ভোগ করবে তখন সে বলবে যে, এসব নিয়ামত আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের অবদান। তিনি অতিশয় পবিত্র ও মহান সত্তা যিনি এসব জিনিসকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া এসবকে আমাদের আয়ত্তে আনার শক্তি আমাদের ছিলো না। একদিন আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

সৃষ্টি-জগতের নিয়ামতসমূহ কাফির ও মু'মিন উভয়েই ব্যবহার করে ; কিন্তু কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির ব্যক্তি আল্লাহর এসব নিয়ামতকে চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে, আর মু'মিন আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে চিন্তা-চেতনা সজাগ রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেয়ার সময় সবর ও শোকর-এর বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে চলা-ফেরা ও উঠা-বসায় সেসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকটি বৈধ কাজই ইবাদাতে পরিণত হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতটিও (সুবহানাল্লাযী থেকে নিয়ে লামুনকালিবুন পর্যন্ত) যানবাহনে আরোহণের একটি দোয়া।

১৪. অর্থাৎ আমাদের পার্থিব এ সফরই শেষ নয়, আমাদেরকে অবশ্যই শেষ সফরে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। এতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায়

সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোনো যানবাহনই কাজে আসবে না।

১৫. এখানে 'অংশ' বলে সন্তান বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 'আল্লাহর কন্যা সন্তান' আখ্যা দিতো। আবার খৃস্টানরাও ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। এখানে 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলার মাধ্যমে মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকলে সে আল্লাহর অংশ হবে। কেননা পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তির দাবী এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজ অংশের মুখাপেক্ষী থাকে, অথচ আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। তাছাড়া কাউকে আল্লাহর অংশ বানানোর অপর রূপ হলো আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে তাঁর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে শরীক করা। আর এটি সরাসরি শির্‌ক।

১ম রুকূ' (১-১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের কসম করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

২. আল কুরআন সবার জন্য উন্মুক্ত সুস্পষ্ট উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ। যে কেউ এ কিতাব পাঠ করে এ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুষ্ঠু-সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।

৩. আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার নিকট সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এ কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা বিয়োজন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৪. আল কুরআনের উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞান-গরিমা উপলব্ধি করতে অক্ষম ব্যক্তি-ই দুনিয়াতে সবচেয়ে দুর্ভাগা এবং আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

৫. ঔদ্ধত্য ও অহংকারী মানুষদের বিরোধিতা ও সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপে কুরআনের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে না—যেতে পারে না ; কেননা এর সার্বিক দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।

৬. আল্লাহর দীনের দাওয়াত কোনো না কোনো জাতির মাধ্যমে চলতেই থাকবে, তবে যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদেরই নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। এ ব্যাপারে অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষী।

৭. আসমান-যমীনের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার করার সাধ্য পৃথিবীতে অতি বড় নাস্তিকের-ও নেই।

৮. আল্লাহ তা'আলাই ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের চলাচল উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা নিজেদের গন্তব্যে সহজে পৌঁছতে পারে।

৯. বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যেমন শুষ্ক ও মৃত ভূমিকে সজীব করে তোলেন, তেমনিভাবে মানুষকেও জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন।

১০. আল্লাহই জলপথকে নৌযান চলাচলের উপযোগী করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তারা তা থেকে উপযোগিতা লাভ করতে পারে।

১১. স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে চলাচলকারী যানবাহনগুলো মানুষ তৈরী করলেও তার পেছনে রয়েছে আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা এবং এসব তৈরির মৌলিক উপাদান।

১২. কোনো মৌলিক পদার্থ মানুষ তৈরি করতে পারে না। আল্লাহর দেয়া মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানাতে পারে।

১৩. সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে রূপান্তর করে মানুষ কোনো জিনিসের নির্মাণকারী হতে পারে—স্রষ্টা হতে পারে না।

১৪. দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে সার্বক্ষণিক ডুবে আছে সুতরাং সকল কাজেকর্মে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করা মানুষের কর্তব্য।

১৫. মানুষ যখন সফরে বের হয়, তখন যানবাহনে আরোহণকালীন নিম্নের দোয়া পড়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

১৬. যানবাহনে আরোহণকালীন দোয়া ঃ

"সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্‌রিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন।"

❖

⑯ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَٰتٍ وَأَصْفَٰكُم بِٱلْبَنِينَ ⑰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم

১৬. তবে কি তিনি (আল্লাহ) যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে কন্যা (নিজের জন্য) গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন পুত্র সন্তানের জন্য ? ১৭. অথচ তাদের কাউকে যখন সুসংবাদ দেয়া হয়

بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ⑱ أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟

সে সম্পর্কে যার দৃষ্টান্ত সে বর্ণনা করে দয়াময় আল্লাহর জন্য, তখন তার মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে[১৬]। ১৮. তবে কি (সে আল্লাহর অংশ হতে পারে ?) যে লালিত-পালিত হয়

فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑲ وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ

অলংকারাদির মধ্যে[১৭] এবং সে বিতর্কে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ[১৮] ? ১৯. আর তারা সাব্যস্ত করেছে ফেরেশতাদেরকে—যারা

⑯ أَمْ-তবে কি ; اتَّخَذَ-তিনি (আল্লাহ) গ্রহণ করে নিয়েছেন ; مِمَّا-তার মধ্য থেকে যা ; يَخْلُقُ-তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন ; بَنَٰتٍ-কন্যা ; وَ-এবং ; أَصْفَٰكُمْ-তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন ; بِالْبَنِينَ-পুত্র-সন্তানের জন্য। ⑰ وَ-অথচ ; إِذَا-যখন ; بُشِّرَ-সুসংবাদ দেয়া হয় ; أَحَدُهُمْ-(احد+هم)-তাদের কাউকে ; بِمَا-সে সম্পর্কে ; ضَرَبَ-সে বর্ণনা করে ; لِلرَّحْمَٰنِ-দয়াময় আল্লাহর জন্য ; مَثَلًا-দৃষ্টান্ত ; ظَلَّ-তখন হয়ে যায় ; وَجْهُهُ-তার মুখমণ্ডল ; مُسْوَدًّا-কালিমা লিপ্ত ; وَ-এবং ; هُوَ-সে; كَظِيمٌ-দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ⑱ أَوَ-তবে কি (সে আল্লাহর অংশ হতে পারে?); مَنْ-যে ; يُنَشَّؤُا-লালিত-পালিত হয় ; فِى-মধ্যে ; الْحِلْيَةِ-অলংকারাদির ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; فِى الْخِصَامِ-বিতর্কে ; غَيْرُ مُبِينٍ-স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ। ⑲ وَ-আর ; جَعَلُوا-তারা সাব্যস্ত করেছে ; الْمَلَٰٓئِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; الَّذِينَ هُمْ-যারা ;

১৬. এখানে মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারা আল্লাহকে জানে ও মানে এভাবে যে, তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা, তিনি মানুষের জন্য যমীনকে বিছানা বা দোলনা স্বরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রাণীকূল ও উদ্ভিদের

عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ⑳ وَقَالُوا۟

দয়াময় আল্লাহর বান্দাহ[১৯]—নারী ; তারা কি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের (ফেরেশতাদের) সৃষ্টি[২০] ? অবিলম্বেই তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং তাদেরকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ২০. আর তারা বলে—

عِبَادُ-বান্দাহ; الرَّحْمَٰنِ-দয়াময় আল্লাহ; اِنَاثًا-নারী ; اَشَهِدُوْا-তারা কি প্রত্যক্ষ করেছে? خَلْقَهُمْ-(خلق+هم)-তাদের (ফেরেশতাদের) সৃষ্টি ; سَتُكْتَبُ-অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে ; شَهَادَتُهُمْ-(شهادت+هم)-তাদের দাবী ; وَ-এবং ; يُسْئَلُوْنَ-তাদেরকে (সম্পর্কে) জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে। ⑳ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ;

জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তিনিই নৌযান চলাচলের পথ ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। মুশরিকরা এতসব জানার পরও আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করে। অথচ কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য পসন্দ করে না। তাদের কাউকে কন্যা-সন্তান জন্মের খবর দেয়া হলে ঘৃণা ও লজ্জায় তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং অপমানবোধে তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা এমন কাজও করে যে, কখনো কখনো কন্যা-সন্তান জন্মলাভ করলে তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলে। আর তারা আল্লাহর জন্য সেই কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে রাখে।

১৭. অর্থাৎ যারা দুর্বল ও অবলা, অলংকার ও সাজ-সজ্জা করে থাকতে ভালোবাসে তাদেরকে তোমরা আল্লাহর ভাগে দিয়েছো। আর পুত্র-সন্তানদেরকে তোমাদের ভাগে রেখেছো।

এ আয়াত থেকে নারীর জন্য সাজ-সজ্জা করা এবং অলংকারাদি পরিধান করা বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশ কিছু মশহুর হাদীস থেকেও মেয়েদের অলংকার পরিধান ও সাজ-সজ্জা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে ইজমা' তথা ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তবে বর্ণনা ভঙ্গি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সারা দিন মান অলংকারাদি পরে সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে ব্যস্ত থাকাও সমিচীন নয়। এটি বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ।

১৮. অর্থাৎ অধিকাংশ নারী নিজেদের মনের ভাব জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পুরুষের সমান দক্ষ নয়। আর তাই কোনো বিতর্কে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করা ও বিপক্ষের দাবী যুক্তি সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, এমন নারীও আছে, যার বাকপটুতার নিকট অনেক পুরুষও হার মানে। মূলতঃ অধিকাংশ নারী-ই নিজের মনের কথা সুস্পষ্ট করে বলতে সমর্থ হয় না।

১৯. অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে ফেরেশতারা নারীও নয়, আবার তাদের ধারণার বিপরীত ফেরেশতারা পুরুষও নয়। বক্তব্যের ধরন থেকে এমনটিই বুঝা যায়। বিশেষভাবে বর্ণনা

لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের পূজা না করি) তবে আমরা তাদের পূজা করতাম না[২১] ? এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ; তারা তো শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর কথা বলে।

㉑ أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ㉒ بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ

২১. আমি কি তাদেরকে ইতিপূর্বে (তাদের ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) কোনো কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তারা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে[২২] ? ২২. বরং তারা বলে, আমরা তো পেয়েছি

لَوْ-যদি ; شَآءَ-চাইতেন (যে আমরা তাদের পূজা না করি); الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ; مَا عَبَدْنٰهُمْ-(ما عبدن+هم)-তবে আমরা তাদের পূজা করতাম না ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; بِذٰلِكَ-এ সম্পর্কে ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞান ; إِنْ هُمْ-তারা তো ; إِلَّا-শুধুমাত্র ; يَخْرُصُوْنَ-অনুমান-নির্ভর কথা বলে। ㉑ أَمْ آتَيْنٰهُمْ-(ام+ اتينا+هم)-আমি কি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; كِتٰبًا-কোনো কিতাব ; مِنْ قَبْلِهٖ-ইতিপূর্বে ; فَهُمْ-(ف+هم)-অতএব তারা ; بِهٖ-তা ; مُسْتَمْسِكُوْنَ-দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। ㉒ بَلْ-বরং ; قَالُوْٓا-তারা বলে ; إِنَّا-আমরা তো ; وَجَدْنَآ-পেয়েছি ;

অনুসারে ফেরেশতারা নূর দ্বারা সৃষ্ট আল্লাহর মাখলুক। তারা নারীও নয় পুরুষও নয়। তারা পানাহার করে না। তারা প্রয়োজনে বিভিন্ন অবয়ব ধারণ করতে পারে।

২০. এ আয়াতের দু'টো অর্থ হতে পারে—এক, ফেরেশতাদের সৃষ্টিকার্য কি তারা দেখেছে ? দুই, তারা কি ফেরেশতাদের দৈহিক গঠন কি দেখেছে ? অর্থাৎ ফেশেতারা নারী না কি পুরুষ এরা কিভাবে বলছে ? তারা তো ফেরেশতাদের সৃষ্টি করার সময় উপস্থিত ছিলো না। আর না তারা ফেরেশতাদের দৈহিক গঠন দেখে বলছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা।

২১. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের পূজা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেহেতু এটিই বলা যায় যে, তিনি আমাদের এ কাজ অপসন্দ করেন না। তিনি যদি অপসন্দ করতেন, তাহলে আমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতেন। এটিই হলো অপরাধীদের পথভ্রষ্টতার পক্ষে তাকদীর থেকে প্রমাণ পেশ করার চিরকালীন অভ্যাস। আল্লাহ চাইলে তো আমাদের ওপর আযাব দিয়ে তাঁর অপসন্দের কথা জানিয়ে দিতে পারতেন। তা যখন করেননি, তখন বুঝা যায় যে, তিনি এ কাজ পসন্দ করেন।

২২. অর্থাৎ মুশরিকরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মনে করে যে, আল্লাহ যখন আমাদেরকে ফেরেশতাদের পূজা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তখন তিনি অবশ্যই এ কাজ

اٰبَاءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি পন্থার ওপর এবং আমরা তো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাত্র[২৩]। ২৩. আর একইভাবে আমি পাঠাইনি আপনার আগে

فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا

কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী যার সচ্ছল লোকেরা বলেনি, "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি একটি পথের ওপর এবং আমরা তো

عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ ؕ

তাদের পদাঙ্কই অনুসরণকারী[২৪]।" ২৪. তিনি বলতেন, "আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়েও উত্তম পদ্ধতি নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছো (তবুও কি তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করবে) ?"

اٰبَاءَنَا-আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ; عَلٰٓى-ওপর ; اُمَّةٍ-একটি পন্থার ; وَّ-এবং ; اِنَّا-আমরা তো ; عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ-তাদের পদাঙ্ক ; مُّهْتَدُوْنَ-অনুসরণকারী মাত্র। (২৩)-وَ-আর ; كَذٰلِكَ-একইভাবে ; مَآ اَرْسَلْنَا-আমি পাঠাইনি ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ; فِىْ قَرْيَةٍ-কোনো জনপদে ; مِّنْ-কোনো ; نَّذِيْرٍ-সতর্ককারী ; اِلَّا قَالَ-বলেনি ; مُتْرَفُوْهَا-যার সচ্ছল লোকেরা ; اِنَّا-আমরা ; وَجَدْنَآ- পেয়েছি ; اٰبَاءَنَا-আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; عَلٰٓى-ওপর ; اُمَّةٍ-একটি পথের ; وَّ-এবং ; اِنَّا-আমরা তো ; عَلٰٓى ; اٰثٰرِهِمْ-তাদের পদাঙ্কই ; مُّقْتَدُوْنَ-অনুসরণকারী। (২৪)-قٰلَ-তিনি বলতেন ; اَوَلَوْ-যদি ; جِئْتُكُمْ-তোমাদের জন্য আমি আসি ; بِاَهْدٰى-উত্তম পদ্ধতি নিয়ে ; مِمَّا-তার চেয়েও ; وَجَدْتُّمْ-তোমরা পেয়েছো ; عَلَيْهِ-যার ওপর ; اٰبَاءَكُمْ-তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে (তবুও কি তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করবে) ?

পসন্দ করেন। তাদের এ ধারণা যদি সঠিক হয়, তবে বলতে হয় যে, দুনিয়াতে শিরক ছাড়া আরো যেসব অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলোও আল্লাহ পসন্দ করেন ; যেমন চুরি. ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, ধর্ষণ, ওয়াদা খেলাপী ইত্যাদি। অথচ দুনিয়াতে কোনো লোকই এসব কাজকে ভালো কাজ হিসেবে মনে করে না। আল্লাহর পসন্দ-অপসন্দ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নাযিল করা কিতাবে বলে দেয়া হয়েছে। অতীতে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিলো সেগুলোতেও তা লিপিবদ্ধ ছিলো। এখন মুশরিকরা তাদের শিরককে আল্লাহর পসন্দ বলে যে দাবী করছে তা কোন্ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে—এমন কোনো কিতাব যদি তাদের কাছে থাকে তবে তা দেখাতে পারলেই তাদের কথার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন কিতাব তাদের নিকট আদৌ নেই, তারা যা বলে তা কেবল অনুমানের ওপর নির্ভর করেই বলে।

قَالُوٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

তারা বলতো, "তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো, আমরা অবশ্যই তার অমান্যকারী। ২৫. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি ; অতএব আপনি দেখুন কেমন হয়েছিলো

عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

মিথ্যাচারীদের পরিণাম।[২৫]

قَالُوٓا-তারা বলতো ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; بِمَآ-যা নিয়ে ; اُرْسِلْتُمْ-তোমরা প্রেরিত হয়েছো ; بِهٖ-তার ; كٰفِرُوْنَ-অমান্যকারী। ﴿٢٥﴾ فَانْتَقَمْنَا-অতঃপর আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি ; مِنْهُمْ-তাদের থেকে ; فَانْظُرْ-অতএব আপনি দেখুন ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যাচারীদের।

২৩, অর্থাৎ তাদের দাবীর সপক্ষে বলার মতো কথা একটাই—আর তা হলো, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেখেছি আমরা তাই অনুসরণ করে চলছি।' এটি ছাড়া তাদের শির্ক করার পক্ষে কোনো কিতাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

২৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলদের প্রচারিত দীনে হকের বিরোধিতায় সংশ্লিষ্ট জাতির সচ্ছল লোকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এরাই বাপ-দাদাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় নিয়ম-পদ্ধতির ধূয়া তুলে সেটাই বহাল রাখতে চায় ; কারণ সেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তারা সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে তারা নিজেদেরকে জড়াতে চায় না। এসব ধনিক গোষ্ঠী মনে করে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হবে। সুতরাং ধর্ম যেটা আগে থেকে চলে আসছে সেটিই থাকুক। দীনে হকের দাওয়াতের বিরোধিতা তারা দুই কারণে করে থাকে—এক, দীনে হক প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হবে। দুই, তারা নেতৃত্বের আসন থেকে সরে পড়তে বাধ্য হবে। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারে যে, এটা সত্য দীন ; এ দীনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাদের পতন অনিবার্য এতে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, হারাম উপার্জনের সুযোগ এবং হারাম কাজের সুযোগ সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২৫. 'আকিবাত' শব্দের অর্থ পরিণাম ফল। এর শাব্দিক অর্থ পেছনে আগমন করা। তবে শেষ পরিণাম অর্থেই এর ব্যবহার চলে আসছে। ইমাম রাগিবের মতে শব্দটির প্রয়োগ শুভ পরিণাম অর্থেই হয়ে থাকে। তবে বিদ্রূপাত্মক অশুভ পরিণাম অর্থেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

২য় রুকূ' (১৬-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর সাথে পুত্র-কন্যার সম্বন্ধ ধারণা করা সরাসরি শির্‌ক। শির্‌ক সবচেয়ে বড় যুলুম।

২. আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করার মাধ্যমে শির্‌কে লিপ্ত ছিলো। আর বর্তমান খৃষ্টান জাতি ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র দাবী করে শির্‌কে লিপ্ত রয়েছে।

৩. নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই যে দুর্বল, এ আয়াতে সেদিকে ইংগিত রয়েছে।

৪. সাজ-সজ্জা ও অলংকার পরিধান করা নারীদের জন্য বৈধ, ১৮ আয়াতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫. ফেরেশতারা নূরের তৈরি আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তারা নারীও নয়, পুরুষও নয়। তাদের পানাহার করার প্রয়োজন হয় না, তারা যে কোনো অবয়ব ধারণ করতে পারে।

৬. বিশ্বের যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থাপনা আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারাই করে থাকে।

৭. শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে এবং দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৮. শির্‌কের ভিত্তি সম্পূর্ণই ধারণা-অনুমানের ওপর স্থাপিত। কোনো আসমানী কিতাবেই শির্‌কের পক্ষে কোনো কথা নেই।

৯. সর্বযুগেই সমাজের স্বার্থান্বেষী ধনিক শ্রেণীই সত্য দীনের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য একাজের বিরোধিতা করেছে।

১০. ধনিক শ্রেণীই বাতিল ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ; কারণ সেই ধর্মই তাদের স্বার্থ হাসিল ও তা টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

১১. পূর্ব-পুরুষদের অনুসৃত হওয়াই কোনো ধর্মের সত্যতার প্রমাণ নয়।

১২. কোনো ধর্মের সত্য বা অসত্য হওয়ার আসল মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বা পদ্ধতি।

১৩. আল্লাহর পসন্দনীয় বা অপসন্দনীয় কাজ একমাত্র তা-ই যা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

১৪. পূর্ব-পুরুষদের আচরিত আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর আলোকে বিচার করতে হবে

১৫. আল্লাহর দীন অস্বীকারের পরিণাম ফল অবশ্যই অস্বীকারকারীকে ভোগ করতে হবে।

﴿٢٦﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾ إِلَّا الَّذِي

২৬. আর (স্মরণীয়) ইবরাহীম যখন তার পিতাকে ও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন[২৬], তোমরা যাদের পূজা করো, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ২৭. তবে তাঁর থেকে নয় যিনি

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি-ই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন[২৭]। ২৮. আর তিনি (ইবরাহীম) রেখে গেছেন তা (একথা)[২৮] তার পরবর্তীদের মধ্যে স্থায়ী বাণীরূপে যেনো তারা ফিরে আসে (আল্লাহর দিকে)[২৯]

(২৬) وَ-আর ; إِذْ-(স্মরণীয়) যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; إِبْرٰهِيمُ-ইবরাহীম ; لِأَبِيهِ-তাঁর পিতাকে ; وَ-ও ; قَوْمِهِ-তাঁর জাতিকে ; إِنَّنِي-নিশ্চয়ই আমি ; بَرَاءٌ-সম্পূর্ণ মুক্ত ; مِمَّا-তা থেকে যাদের ; تَعْبُدُونَ-তোমরা পূজা করো। (২৭) إِلَّا-তবে নয় ; الَّذِي-তার থেকে যিনি ; فَطَرَنِي-(فطر+نى)-আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; فَإِنَّهُ-এবং তিনিই ; سَيَهْدِينِ-আমাকে পথ দেখাবেন। (২৮) وَ-আর ; جَعَلَهَا-(جعل+ها)-তিনি রেখে গেছেন তা (একথা) ; كَلِمَةً-বাণীরূপে ; بَاقِيَةً-স্থায়ী ; فِي-মধ্যে ; عَقِبِهِ-(عقب+ه)-তার পরবর্তীদের ; لَعَلَّهُمْ-যেনো তারা ; يَرْجِعُونَ-তারা ফিরে আসে (আল্লাহর দিকে)।

২৬. ইতিপূর্বেকার আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ করা ছাড়া শির্কের পক্ষে যুক্তিভিত্তিক কোনো দলীল নেই। সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি শির্কের বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইংগীত করা হয়েছে যে, যদি পূর্ব-পুরুষদের অনুকরণ-অনুসরণ করতেই হয় তবে, ইবরাহীম আ.-এর অনুসরণ করো না কেনো ? তিনি তো তোমাদের সবচেয়ে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষ, যার সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে করে থাকো। তাঁর কর্মপন্থা প্রমাণ করে যে, সুস্পষ্ট যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের অন্যসব উপাস্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ হচ্ছে, তারা কিছু সৃষ্টিও করতে সক্ষম নয়, আর না তারা সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম। আর এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কারণ হচ্ছে, তিনি-ই সবকিছুর স্রষ্টা এবং মানুষকে পথ দেখাতে সক্ষম এবং পথ দেখান।

㉙ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

২৯. বরং আমি ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদেরকে-জীবন উপভোগের উপকরণ দিয়েছিলাম, অবশেষে তাদের নিকট আসলো সত্য দীন এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল[৩০]।

㉚ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ㉛ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ

৩০. আর যখন তাদের কাছে সত্য (কুরআন) এসে পৌছলো তখন তারা বলতে শুরু করলো, "এটাতো যাদু[৩১] এবং আমরা তো এটার অমান্যকারী।" ৩১. আরো তারা বললো, "কেনো নাযিল করা হলো না

㉙ بَلْ-বরং ; مَتَّعْتُ-আমি জীবন উপভোগের উপকরণ দিয়েছিলাম; هٰٓؤُلَآءِ-ওদেরকে; وَ-ও ; اٰبَآءَهُمْ-ওদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ; حَتّٰى-অবশেষে ; جَآءَهُمُ-তাদের নিকট আসলো ; الْحَقُّ-সত্য দীন ; وَ-এবং ; رَسُوْلٌ-রাসূল ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। ㉚ وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; جَآءَهُمُ-তাদের কাছে এসে পৌছলো ; الْحَقُّ-সত্য (কুরআন) ; قَالُوْا-তখন তারা বলতে শুরু করলো ; هٰذَا-এটা তো ; سِحْرٌ-যাদু ; وَّ-এবং ; اِنَّا-আমরা তো ; بِهٖ-এটার ; كٰفِرُوْنَ-অমান্যকারী। ㉛ وَ-আরও ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَوْ-কেনো ; لَانُزِّلَ-নাযিল করা হলো না ;

২৮. সেই কথাটি হলো—"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় এবং যোগ্য হওয়ার অধিকারও রাখে না।"

২৯. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. তাঁর আকীদা-বিশ্বাসকে নিজের মধ্যেই সীমিত রাখেননি। তাঁর বংশধরকেও তাঁর বিশ্বাস ও কর্ম অনুসরণের ওসীয়ত করে গেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক মানুষ তাওহীদপন্থী ছিলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাবকালীন সময়েও অনেক সুস্থমনা মানুষ বিদ্যমান ছিলো যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও ইবরাহীম আ.-এর মূল ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

৩০. অর্থাৎ এমন রাসূল যিনি মুশরিকদের বিশ্বাস ও কর্মের ভ্রান্তি এবং আল্লাহর একত্বের বাণীকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অথবা, এমন রাসূল যার রিসালাতের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং যার নবুওয়াতপূর্ব জীবন ও নবুওয়াত-পরবর্তী জীবন সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

৩১. অর্থাৎ মুশরিকদের সামনে যখন রাসূল আল্লাহর বাণী পাঠ করতেন তখন তারা সরাসরি অস্বীকার করতে পারতো না এবং আল্লাহর কালামের প্রভাব তাদের অন্তরেও রেখাপাত করতো। তাই এ কালাম থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর লক্ষে তারা একে 'যাদু' বলে আখ্যায়িত করতো। এসব কথা তারা গোপনে বলতো। মানুষকে এ বলে ধোঁকা দিতো যে, এ লোকের নিকট যাওয়া এবং তার কথা শোনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝٣١ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এ কুরআন দু' জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর।[৩২] ৩২. আপনার প্রতিপালকের রহমত কি তারা বণ্টন করে ?

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

আমিই তো বণ্টন করে রেখেছি তাদের মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনের জীবন-জীবিকা এবং তাদের কতেককে কতেকের ওপর বেশী দান করেছি

دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

মর্যাদা, যাতে করে তাদের একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে[৩৩] ; আর তারা যা জমা করে তা থেকে আপনার প্রতিপালকের রহমত উত্তম[৩৪]।

هٰذَا-এ ; الْقُرْاٰنُ-কুরআন ; عَلٰى-ওপর ; رَجُلٍ-কোনো ব্যক্তির ; مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ-দু' জনপদের ; عَظِيْمٍ-প্রধান। ৩২ اَهُمْ-(ا+هم)-তারা কি ; يَقْسِمُوْنَ-বণ্টন করে ; رَحْمَتَ-রহমত ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; نَحْنُ-আমি-ই তো ; قَسَمْنَا-বণ্টন করে রেখেছি ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; مَّعِيْشَتَهُمْ-(معيشة+هم)-তাদের জীবন-জীবিকা ; فِي الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-পার্থিব ; وَ-এবং ; رَفَعْنَا-দান করেছি ; بَعْضَهُمْ-(بعض+هم)-তাদের কতককে ; فَوْقَ-ওপর ; بَعْضٍ-কতকের ; دَرَجٰتٍ-অনেক বেশী মর্যাদা ; لِّيَتَّخِذَ-যাতে করে গ্রহণ করতে পারে ; بَعْضُهُمْ-তাদের একজন ; بَعْضًا-অপরজনকে ; سُخْرِيًّا-সেবক হিসেবে ; وَ-আর ; رَحْمَتُ-রহমত ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; خَيْرٌ-উত্তম ; مِّمَّا-তা থেকে যা ; يَجْمَعُوْنَ-তারা জমা করে।

তারা এসব কথা গোপনে বলতো এ কারণে যে, মুসলমানরা এটা শুনে ফেললে তাদের দুর্বলতা জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

৩২. কাফির ও মুশরিকদের আপত্তি হলো—প্রথমত মানুষ কেমন করে নবী হতে পারে। এ জবাব আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতে দিয়েছেন যে, অতীতের সকল নবী-রাসূল-ই মানুষ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাদের আপত্তি হলো, আল্লাহ যদি কোনো মানুষকে নবী হিসেবে পাঠাতে চাইতেন, তাহলে আমাদের দু'টো প্রধান প্রধান শহর মক্কা ও তায়েফে অনেক জ্ঞানী, সম্পদশালী এবং সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ও সর্বজন পরিচিত গোত্রপতিদের মধ্য থেকে বাছাই করে একজনকে নবী হিসেবে নিয়োগ দিতেন তাহলে আমরা সবাই তা মেনে নিতাম ; কিন্তু তার পরিবর্তে একজন ইয়াতিম, নিঃস্ব ও সাধারণ মানুষকে নবী করে পাঠিয়েছেন এটা কেমন করে মেনে নেয়া যায় ?

㉝ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ

৩৩. আর যদি সব মানুষ এক জাতি হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, তবে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে, আমি করে দিতাম

لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ㉞ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا

তাদের ঘরসমূহের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের ছাদ এবং সিঁড়িসমূহও যার ওপর তারা আরোহণ করে। ৩৪. আর তাদের ঘরসমূহের জন্য দরজাসমূহ

(৩৩)وَ-আর ; لَوْلَآ-যদি না ; اَنْ يَّكُوْنَ-হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকতো ; النَّاسُ-সব মানুষ ; اُمَّةً-জাতি ; وَّاحِدَةً-এক ; لَّجَعَلْنَا-তবে আমি করে দিতাম ; لِمَنْ-তাদের যারা ; يَّكْفُرُ-কুফরী করে ; بِالرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর সাথে ; لِبُيُوْتِهِمْ-(ل+بيوت+هم)-তাদের ঘরসমূহের জন্য ; سُقُفًا-ছাদ ; مِّنْ فِضَّةٍ-স্বর্ণ ; وَّ-এবং ; مَعَارِجَ-সিঁড়িসমূহও ; عَلَيْهَا-যার ওপর ; يَظْهَرُوْنَ-তারা আরোহণ করে। (৩৪)وَ-আর ; لِبُيُوْتِهِمْ-তাদের ঘরসমূহের জন্য ; اَبْوَابًا-দরজাসমূহ ;

৩৩. এখানে কাফির-মুশরিকদের আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে। তারা প্রথমত কোনো মানুষকে নবী মানতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ জবাবে বলেছেন যে, অতীতের সকল নবী-ই মানুষ ছিলেন। তারপর তারা আপত্তি তুলেছে যে, মানুষকে যদি নবী করতেই হয়, তাহলে তাদের বড় বড় শহর মক্কা ও তায়েফের ধনাঢ্য শিক্ষিত, প্রভাবশালী ও সুপরিচিত ব্যক্তিদের থেকে একজনকে নবী করে পাঠানো হলো না কেনো ? এ পর্যায়ে তারা মক্কার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীআ এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমরা সকফী বা কেনান ইবনে আবদে ইয়ালীল প্রমুখের নাম পেশ করেছিলো। (রুহুল মা আনী)

তাদের এ আবদারের জবাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহর রহমত বন্টনের দায়িত্ব তো তাদের নয়। কাকে তাঁর রহমতের কতটুকু দান করবেন, কাকে বেশী দেবেন এবং কাকে পরিমিত দান করবেন তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র আপনার প্রতিপালকের। এখানে রহমত দ্বারা 'আম বা সাধারণ রহমত বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নবুওয়াত' রূপ রহমত দানের ব্যাপার তো অনেক বড় ব্যাপার। দুনিয়াতে প্রয়োজনীয় জীবন-জীবিকা দানের ব্যাপারও আল্লাহ কারো হাতে দেননি—নিজের হাতে রেখেছেন। কারণ এ কাজের যোগ্যতা কোনো মানুষের নেই। এ ক্ষুদ্র বিষয় তথা তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা-ই যেখানে তোমাদের নেই সেখানে নবুওয়াতের মতো বিশাল একটি দায়িত্ব বন্টনের যোগ্যতা তোমাদের কিভাবে থাকবে ?

وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ

এবং পালঙ্কসমূহও—যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো—৩৫. আর (এগুলোকে) স্বর্ণ দিয়েও (করে দিতাম)[৩৫] ; আর এ সবই তো ভোগ্য সামগ্রী মাত্র

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

দুনিয়ার জীবনের ; আর আপনার প্রতিপালকের নিকট আখেরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে।

وَ-এবং ; سُرُرًا-পালঙ্কসমূহও— ; عَلَيْهَا-যার ওপর ; يَتَّكِئُونَ-তারা বসতো। ৩৫ وَ-আর (এগুলোকে) ; زُخْرُفًا-স্বর্ণ দিয়ে (করে দিতাম) ; وَ-আর ; اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ-এ সবই তো ; لَمَّا مَتَاعُ-ভোগ্য সামগ্রী মাত্র ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; الْاٰخِرَةُ-আখেরাত ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لِلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের জন্য।

৩৪. অর্থাৎ এসব কাফির-মুশরিকের সরদাররা পার্থিব যেসব সম্পদ অর্জন করেছে, তার চেয়ে আপনার প্রতিপালকের রহমত তথা নবুওয়াত অনেক অনেক উত্তম ও মূল্যবান। এদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অপেক্ষা নবুওয়াতের দায়িত্ব অনেক উৎকৃষ্ট। অবশ্য উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার জন্যই তারা নবুওয়াতের মূল্য সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম নয়।

৩৫. কাফিররা আপত্তি করেছিলো যে, মক্কা বা তায়েফের কোনো ধনাঢ্য গোত্রপতিকে নবী করা হলো না কেনো ? এখানে তাদের সেই আপত্তির দ্বিতীয় জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নবুওয়াতের জন্যও নিঃসন্দেহে কিছু যোগ্যতা ও পূর্বশর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়াত দেয়া যায় না। কেননা ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট এতোই নিকৃষ্ট যে, সব মানুষ কাফিরদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুফরী অবলম্বন করার আশংকা না থাকলে তিনি সব কাফিরের ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। কাফিরদের বাড়িঘর ও আসবাবপত্র সবই স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা নির্মাণ করে দিতেন। তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর নিকট দুনিয়া যদি একটি মশার পাখার সমানও মূল্য থাকতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না।"

এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং সম্পদহীনতাও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার চিহ্ন নয়। তবে নবুওয়াতের জন্য যেসব উচ্চস্তরের গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলো মুহাম্মাদ সা.-এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিলো। সুতরাং কাফিরদের আপত্তি একেবারেই বাতিল।

আর সব মানুষের কাফির হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো কাফিরদের পার্থিব প্রাচুর্য দেখে অধিকাংশ লোকই কুফরীর প্রতি ঝুঁকে পড়তো। তারা ধারণা করতো যে, কুফরী গ্রহণ করলেই ধন-সম্পদ অর্জিত হবে। আজও অনেক লোককে অর্থলোভে খৃস্টান হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে এবং শোনা যায়।

৩য় রুকূ' (২৬-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম আ. যেমন তার পিতাসহ জাতির লোকদের কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তার বিরুদ্ধে এককভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একজন মুসলমানকে ঠিক একইভাবে কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সঠিক পথের নির্দেশনা তাঁর নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

৩. ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুসলমান হিসেবে দুনিয়াতে রেখে যেতে চাইলে এবং আখেরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে চাইলে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকটই তাঁর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়ে নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলেন। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-কে এককভাবে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদ সা. তাঁর সমসাময়িককালের মানুষের জন্যই নবী ছিলেন না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, সকলের জন্য তিনিই একক নবী।

৫. মুহাম্মদ সা.-এর আনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা ছাড়া বিকল্প এমন কোনো জীবনব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৬. প্রত্যেক যুগেই কাফির-মুশরিকরা সে যুগের নবীদের ওপর নাযিলকৃত ওহীকে 'যাদু' বলে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছে।

৭. নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করার যোগ্য পাত্র নির্বাচন করার একক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

৮. মানুষের জীবন-জীবিকা বন্টন করার দায়িত্বও আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর দান করেননি। কাকে কতটুকু রিযিক দেয়া হবে এ সিদ্ধান্তও একমাত্র তাঁর।

৯. ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যেমন নবুওয়াত লাভের যোগ্যতা নয়, তেমনি দীনের মুবাল্লিগেরও যোগ্যতা নয়। দীনের সঠিক জ্ঞান ও তদনুযায়ী নিষ্ঠাপূর্ণ আমলই দীনের মুবাল্লিগ হওয়ার যোগ্যতা।

১০. দুনিয়ার সকল মানুষকে সমান জীবিকা দেয়া হলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে পড়তো এবং কেউ কাউকে মানতো না। একের ওপর অপরের নির্ভরশীলতাই সমাজ জীবনকে কার্যকর রেখেছে। তা না হলে সমাজ অচল হয়ে পড়তো এবং সমাজে বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো।

১১. দীনের জ্ঞান ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান দুনিয়ার সকল সম্পদের চেয়ে মূল্যবান।

১২. আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের মূল্য মশার একটি ডানার সমানও নেই। যদি তা থাকতো, তাহলে কাফির-মুশরিকদেরকে এক ঢোক পানিও আল্লাহ দিতেন না।

১৩. সব মানুষের কুফরীর প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশংকা না থাকলে আল্লাহ দুনিয়ার সব সম্পদ কাফিরদেরকে দিয়ে দিতেন। ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো মতবাদ গ্রহণ করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

১৪. আখেরাতের চিরস্থায়ী সব সম্পদ একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং আমাদেরকে চিরস্থায়ী সম্পদের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১০

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَّﻌْﺶُ ﻋَﻦْ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﻧُﻘَﻴِّﺾْ ﻟَﻪٗ ﺷَﻴْﻄٰﻨًﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﻟَﻪٗ ﻗَﺮِﻳْﻦٌ ﴿٣٦﴾ ﻭَﺇِﻧَّﻬُﻢْ

৩৬. আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, ফলে সে তার বন্ধু হয়ে যায়।[৩৬] ৩৭. আর তারাই (শয়তানরাই)

ﻟَﻴَﺼُﺪُّﻭْﻧَﻬُﻢْ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴْﻞِ ﻭَﻳَﺤْﺴَﺒُﻮْﻥَ ﺃَﻧَّﻬُﻢْ ﻣُّﻬْﺘَﺪُﻭْﻥَ ﴿٣٧﴾ ﺣَﺘّٰﻰٓ ﺇِﺫَﺍ

তাদের (মানুষের)-কে বাধা দেয় সঠিকপথে চলতে, অথচ তারা (মানুষরা) মনে করে যে, তারা সঠিক পথের অনুসারী[৩৭] ৩৮. এমন কি যখন

ﺟَﺎٓﺀَﻧَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻳٰﻠَﻴْﺖَ ﺑَﻴْﻨِﻲْ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻚَ ﺑُﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻗَﻴْﻦِ ﻓَﺒِﺌْﺲَ ﺍﻟْﻘَﺮِﻳْﻦُ ○

সে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে—বলবে (শয়তানকে), হায়! তোমার মাঝে ও আমার মাঝে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো, অতএব কতোই না নিকৃষ্ট সাথী (সে)

৩৬-وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَعْشُ-গাফিল হয়ে যায় ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় ; نُقَيِّضْ-আমি নিয়োজিত করে দেই ; لَهٗ-তার জন্য ; شَيْطٰنًا-এক শয়তান ; فَهُوَ-ফলে সে হয়ে যায় ; لَهٗ-তার ; قَرِيْنٌ-বন্ধু। ৩৭-وَ-আর ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারাই (শয়তানরাই) ; لَيَصُدُّوْنَهُمْ-(ليصدون+هم)-তাদের (মানুষদের)-কে বাধা দেয় ; عَنِ السَّبِيْلِ-সঠিক পথে চলতে ; وَ-অথচ ; يَحْسَبُوْنَ-তারা (মানুষেরা) মনে করে ; اَنَّهُمْ-যে, তারা ; مُّهْتَدُوْنَ-সঠিক পথেরই অনুসারী। ৩৮-حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; جَآءَنَا-(جاء+نا)-আমার কাছে আসবে ; قَالَ-বলবে (শয়তানকে) ; يٰلَيْتَ-হায়! ; بَيْنِيْ-আমার মাঝে ; وَ-ও ; بَيْنَكَ-তোমার মাঝে থাকতো ; بُعْدَ-ব্যবধান ; الْمَشْرِقَيْنِ-পূর্ব-পশ্চিমের ; فَبِئْسَ-(ف+بئس)-অতএব কতোই না নিকৃষ্ট ; الْقَرِيْنُ-সাথী (সে)।

৩৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ, তাঁর উপদেশবাণী ও কুরআন মাজীদ থেকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বিমুখ হয়ে থাকে, আল্লাহ তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেন। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সাথে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

﴿٣٩﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَفَاَنْتَ

৩৯. আর (তাদের বলা হবে) আজ এসব (কথা) তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না—যখন তোমরা যুলুম করেছো। তোমরা নিশ্চিত শাস্তিতে সমানভাবে শরীক[৩৮]। ৪০. তবে কি আপনি

تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤١﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ

শোনাতে পারবেন বধিরকে, অথবা সঠিক পথ দেখাতে পারবেন অন্ধকে এবং যে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে তাকে[৩৯]। ৪১. অতএব আমি যদি আপনাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে যাই

فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

তবুও আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই। ৪২. অথবা আপনাকে দেখাই তা (সেই আযাব) যার ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি, তবে আমি অবশ্যই তাদের ওপর ক্ষমতাবান[৪০]।

(৩৯) وَ-আর (তাদের বলা হবে) ; لَنْ يَّنْفَعَكُمْ-(لن ينفع+كم)-তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না ; الْيَوْمَ-আজ (এসব কথা) ; اِذْ-যখন ; ظَلَمْتُمْ-তোমরা যুলুম করেছো ; اَنَّكُمْ-তোমরা নিশ্চিত ; فِي الْعَذَابِ-শাস্তিতে ; مُشْتَرِكُوْنَ- সমানভাবে শরীক। (৪০) اَفَاَنْتَ-(ا+ف+انت)-তবে কি আপনি ; تُسْمِعُ-শোনাতে পারবেন ; الصُّمَّ-বধিরকে ; اَوْ-অথবা ; تَهْدِي-সঠিক পথ দেখাতে পারবেন ; الْعُمْيَ-অন্ধকে ; وَ-এবং ; مَنْ-যে, তাকে ; كَانَ-পড়ে আছে ; فِيْ ضَلٰلٍ-গুমরাহীর মধ্যে ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। (৪১) فَاِمَّا-অতএব যদি ; نَذْهَبَنَّ-আমি উঠিয়ে নিয়ে যাই ; بِكَ-আপনাকে ; فَاِنَّا-তবুও আমি ; مِنْهُمْ-তাদের নিকট থেকে ; مُّنْتَقِمُوْنَ-প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই। (৪২) اَوْ-অথবা; نُرِيَنَّكَ-(نرين+ك)-আপনাকে দেখাই ; الَّذِيْ-তা (সেই আযাব) যার ; وَعَدْنٰهُمْ-(وعدن+هم)-ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি ; فَاِنَّا-তবে আমি অবশ্যই ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; مُّقْتَدِرُوْنَ-ক্ষমতাবান।

৩৭. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার শাস্তি দুনিয়াতেই এতোটুকু পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ শয়তান এবং জিন-শয়তান তাকে সৎকাজ থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকাজের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, আর মনে করে যে, খুব ভালো কাজ করছে। (কুরতুবী)

৩৮. অর্থাৎ তোমাদের অপরাধ যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন আখেরাতে তোমাদের এ আফসোস—'হায়, শয়তান যদি আমার থেকে দূরে থাকতো'—কোনো কাজে আসবে না। তখন তোমরা সবই আযাবে শরীক থাকবে।

۞ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৪৩. অতএব আপনি অটল থাকুন তার ওপর যা ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি, নিশ্চয়ই আপনি সরল-সঠিক পথের ওপর আছেন।[৪১]

۞ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۞ وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا

৪৪. আর অবশ্যই তা (কুরআন) আপনার জন্য ও আপনার জাতির জন্য মর্যাদার প্রতিক এবং অচিরেই আপনারা (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবেন[৪২]। ৪৫. আর আপনি জিজ্ঞেস করুন তাদেরকে, যাদেরকে আমি পাঠিয়েছি

(৪৩) فَاسْتَمْسِكْ-অতএব আপনি অটল থাকুন ; بِالَّذِيْ-তার ওপর যা ; أُوْحِيَ-ওহী করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; إِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি ; عَلَى-ওপর আছেন ; صِرَاطٍ-পথের ; مُسْتَقِيْمٍ-সরল সঠিক। (৪৪) وَ-আর ; إِنَّهُ-অবশ্যই তা (কুরআন); لَذِكْرٌ-মর্যাদার প্রতীক ; لَكَ-আপনার জন্য ; وَ-ও ; لِقَوْمِكَ-আপনার জাতির জন্য ; وَ-এবং; سَوْفَ تُسْئَلُوْنَ-অচিরেই আপনারা (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) وَسْئَلْ-আর আপনি জিজ্ঞেস করুন ; مَنْ-তাদেরকে, যাদেরকে ; أَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ;

অথবা এর অর্থ—তোমাদেরকে পথভ্রষ্টকারী শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়ার কারণে তোমাদের জন্য কোনো মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করবে না। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধের শাস্তি নিজেই ভোগ করবে। শয়তানরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে অপরাধী হলে, তোমরাও সে পথে চলার অপরাধে অপরাধী।

৩৯. অর্থাৎ যারা আপনার কথা শুনতে আগ্রহী তাদেরকে আপনার কথা শোনানোর চেষ্টা করুন। আপনি তাদেরকে শোনাতে পারেন না, যারা সত্যের কথা শোনার ব্যাপারে নিজের কানকে বধির করে রেখেছে। আর আপনি তাদেরকেও সঠিক পথ দেখাতে পারেন না যারা সত্য পথ দেখার ব্যাপারে নিজেদের চোখ বন্ধ রেখে অন্ধ হয়ে আছে।

৪০. এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন যে, আপনি দুনিয়াতে থাকুন বা না থাকুন এ হঠকারী কাফির-মুশরিকদের ওপর তাদের অশুভ কর্মফল তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। আপনি বেঁচে থাকলে দুনিয়াতেই এদের করুণ পরিণতি দেখবেন ; আর আপনি না থাকলেও এরা তা থেকে রক্ষা পাবে না। কেননা আমি তাদের শাস্তি দিতে ক্ষমতাবান। নবীকে হত্যার কাফিরদের ষড়যন্ত্রের জবাবে একথাগুলো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

৪১. অর্থাৎ এ কাফিরদের পরিণতি আপনার বর্তমানে হোক বা আপনার অবর্তমানে হোক এবং আপনার প্রচারিত দীন আপনার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত হোক বা আপনার তিরোধানের পরে হোক সে চিন্তা করার আপনার প্রয়োজন নেই ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُوْنَ ○

আপনার আগে আমার রাসূলগণের মধ্য থেকে ; আমি কি এমন কোনো উপাস্য স্থির করেছি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া, যাদের উপাসনা করা যায় ?[৪৩]

مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; رُسُلِنَا-আমার রাসূলগণের ; اَجَعَلْنَا-(ا+جعلنا)-আমি কি স্থির করেছি ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহ ; اٰلِهَةً-এমন কোনো উপাস্য ; يُعْبَدُوْنَ-যাদের উপাসনা করা যায় ?

কেননা আপনি ন্যায় ও সত্যের ওপর আছেন, আপনি সে পথের ওপরই আছেন, যে পথে চলার নির্দেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে।

৪২. অর্থাৎ এ কুরআন আপনার সুখ্যাতি ও মর্যাদার প্রতীক ; এর বদৌলতেই আপনার খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা দুনিয়াতে বর্তমান থাকবে। কোনো ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ওহী বা কিতাব নাযিলের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

অপরদিকে এ কুরআন আপনার জাতির জন্য আরব জাতির জন্যও মর্যাদার প্রতীক। কেননা তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা ব্যক্তির ওপর তাদের ভাষায় আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবীর মতে 'কাওম' দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর জন্য এ কুরআন মর্যাদার প্রতীক। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বময় তাঁর বাণীর বাহক হিসেবে দায়িত্ব দান করে তাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন। তবে এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ অতীতের নবী-রাসূলদের ওপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহের শিক্ষার মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখুন এবং সেসব কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনা লাভের যোগ্য অন্য কোনো সত্তার কথা কেউ বলে কিনা।

৪র্থ রুকূ' (৩৫-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ তার হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল ও কিতাব দিয়েছেন, তাকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন এবং তা প্রয়োগের ক্ষমতাও দিয়েছেন। সে তা প্রয়োগ করে হিদায়াতের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

২. মানুষ যখন স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে আল্লাহর কিতাব থেকে গাফিল হয়ে থাকে এবং গুমরাহীর পথে এগিয়ে যেতে চায়, তখন তার সে পথে চলার সহায়ক হিসেবে একটি শয়তানকে আল্লাহ তার বন্ধু হিসেবে নিয়োজিত করেন।

৩. নিয়োজিত শয়তান সেই ব্যক্তিকে সৎপথে চলতে বাধা দান করে। তাকে সত্যকথা বলতে, সৎকাজ করতে এবং সৎচিন্তা করতে বাধা প্রদান করে এবং মন্দ কাজে তাকে উৎসাহিত করে ও মন্দ কাজকে তার জন্য সহজ করে দেয়।

৪. নিয়োজিত এ শয়তান তার জীবনকালে তার বন্ধু হয়ে তাকে গুমরাহ করেছে। আর কিয়ামতের দিনও সে তার সাথে থাকবে এবং উভয়ে একই সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৫. মানুষের সাথে এ শয়তান সাথী হওয়ার কারণ হলো—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা ও আগ্রহ। সে ইচ্ছা করেই আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়ে থাকতে চেয়েছিলো, তাই আল্লাহও তাকে সে পথে চলতে সহায়তা করেছেন। কারণ আল্লাহ কাউকে সৎকর্মশীল হতে বাধ্য করেন না।

৬. শেষ বিচারের দিন গুমরাহ ব্যক্তি তার শয়তান বন্ধু থেকে সম্পর্কচ্ছিন্নতা কামনা করবে এবং তাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করবে। শেষ বিচারের দিনের অনুশোচনা ও আক্ষেপ কোনো কাজে আসবে না এবং শয়তানকে দোষারোপ করা দ্বারাও পরিণাম ফলে কোনো হেরফের হবে না। কারণ সে ব্যক্তি নিজেই ভ্রান্তপথে চলতে আগ্রহী ছিলো।

৭. আল কুরআনের দাওয়াত সেসব লোকের পক্ষেই ফলপ্রসূ হতে পারে, যারা তা আগ্রহ সহকারে শোনে। আর তাদেরকেই হিদায়াতের পথে আনা যেতে পারে, যারা চোখ খুলে হিদায়াতের রাজ পথে চলতে চায়। যারা কান দিয়ে আল্লাহর বাণী শুনতে আগ্রহী নয় এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখেও অন্ধ সেজে থাকে তাদেরকে শোনানো ও হিদায়াতের পথ দেখানোর দায়িত্ব দীনের দায়ীদের নয়।

৮. শুনেও না শোনার এবং দেখেও না দেখার ভানকারী যালিমদের হঠকারিতা ও গাফলতির পরিণাম অবশ্যই ভুগতে হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল, কিতাব ও রাসূলের শিক্ষার প্রতি অনীহা-অনাগ্রহ দেখানোর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে হতে পারে, অথবা শুধুমাত্র আখেরাতে হতে পারে ; তবে এর ব্যতিক্রম কখনো হবে না।

১০. আল্লাহ তা'আলা বাতিলপন্থীদের নিকট থেকে তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম, এতে কোনো সংশয় পোষণ করা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক ; সুতরাং আল্লাহর কিতাবের ওপর কোনোক্রমেই সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করা যাবে না।

১১. আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শের ওপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। এটিই এ রুকূ'র মৌলিক শিক্ষা।

১২. আল কুরআন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আত্মমর্যাদার এক উজ্জ্বল প্রতীক। আমাদের সৌভাগ্য যে, বিশ্ব-মানবতাকে দীনের পথে আহ্বানের এ মহান কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের ওপর দিয়েছেন। এ গুরুদায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অবহেলা-অনীহা দেখালে অথবা যথাযথ গুরুত্ব না দিলে, তার জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

১৩. সকল আসমানী কিতাব ও সকল নবী-রাসূল একই দাওয়াত দিয়েছেন। আর তা হলো—আল্লাহ ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১১

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর নিঃসন্দেহে আমি[৪৪] পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ[৪৫] ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই একজন রাসূল

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ

বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের। ৪৭. অতঃপর তিনি যখন আমার নিদর্শনাবলী সহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। ৪৮. আর আমি তাদেরকে দেখাইনি

৪৬ وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; مُوسَىٰ-মূসাকে ; بِآيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী সহ ; إِلَىٰ-কাছে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; مَلَئِهِ-(ملاء+ه)-তার সভাসদদের ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বলেছিলেন ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; رَسُولُ-একজন রাসূল ; رَبِّ-প্রতিপালকের ; الْعَالَمِينَ-বিশ্ব-জগতের। ৪৭ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতঃপর যখন ; جَاءَهُمْ-তিনি তাদের কাছে আসলেন ; بِآيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী সহ ; إِذَا هُمْ-তখন তারা ; مِنْهَا-তা নিয়ে ; يَضْحَكُونَ-ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করলো। ৪৮ وَ-আর ; مَا نُرِيهِمْ-(ما نرى+هم)-আমি তাদেরকে দেখাইনি ;

৪৪. হযরত মূসা আ. ও ফিরআউনের ঘটনা কুরআন মাজীদে বার বার বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সূরা আল আ'রাফের এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তিনটি উদ্দেশ্যে ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমত, কোনো জাতির প্রতি নবী পাঠানো সেই জাতির প্রতি বিরাট অনুগ্রহ স্বরূপ। কিন্তু সে জাতি তার মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে যদি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের মতো আচরণ নবীর সাথে দেখায় এটি তাদের নিরেট নির্বুদ্ধিতা।

দ্বিতীয়ত, মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মাদ সা.-কে যেমন হীন ও নগণ্য মনে করে তাঁর সাথে অমর্যাদাকর আচরণ করছে, তেমনি ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ও মূসা আ.-এর সাথে ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে অন্ধ হয়ে একই আচরণ করেছিলো। যার ফলে মহান আল্লাহ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কে হীন ও নগণ্য।

তৃতীয়ত, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে নিজের শক্তিমত্তা দেখিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۡ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

এমন কোনো নিদর্শন, যা তার আগেরটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় ; এবং আমি তাদেরকে আযাবে লিপ্ত করলাম, যাতে তারা (হঠকারিতা থেকে) ফিরে আসে।[৪৬]

⑭٩ وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯. আর তারা বলেছিলো, 'হে যাদুকর ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সে বিষয়ে দোয়া করো যার ওয়াদা তিনি তোমার সাথে করেছেন ; অবশ্যই আমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়ে যাবো।

مِنْ-এমন কোনো ; اٰيَةٍ-নিদর্শন ; اِلَّا-নয় ; هِيَ-যা ; اَكْبَرُ-শ্রেষ্ঠ ; مِنْ-চেয়ে ; اُخْتِهَا-তার আগেরটার ; وَ-এবং ; اَخَذْنٰهُمْ-(اخذنا+هم)-আমি তাদেরকে লিপ্ত করলাম ; بِالْعَذَابِ-(ب+ال+عذاب)-আযাবে ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَرْجِعُوْنَ-(হঠকারিতা থেকে) ফিরে আসে। ④৯ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলেছিলো ; يٰۤاَيُّهَ-হে ; السّٰحِرُ-যাদুকর ; ادْعُ-দোয়া করো ; لَنَا-আমাদের জন্য ; رَبَّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের কাছে ; بِمَا-সে বিষয়ে যার ; عَهِدَ-ওয়াদা তিনি করেছেন ; عِنْدَكَ-(عند+ك)-তোমার সাথে ; اِنَّنَا-(ان+نا)-অবশ্যই আমরা ; لَمُهْتَدُوْنَ-সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়ে যাবো।

মারাত্মক ব্যাপার। অতীতে যারা এমন ব্যবহার করেছে, তাদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

৪৫. মূসা আ.-এর সাথে প্রদত্ত আল্লাহর প্রাথমিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে ছিলো লাঠি ও আলোকজ্জ্বল হাত। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪৬. এখানে যেসব নিদর্শনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো হলো আল্লাহ মূসা আ.-এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে যেসব নিদর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যেমন—

এক ঃ ফিরআউনের নিয়োজিত যাদুকরদের সাথে জনসমাবেশে মুকাবিলায় যাদুকরদের পরাজয় এবং তাদের ঈমান গ্রহণ।

দুই ঃ হযরত মূসা আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মিসরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হওয়া এবং মূসা আ.-এর দোয়ায় তার নিরসন হওয়া।

তিন ঃ মূসা আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেদেশে ভয়াবহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, প্রবল ঝড়-তুফান সংঘটিত হওয়া এবং তাঁর দোয়ায় তা থেকে মিসরবাসীর উদ্ধার পাওয়া।

চার ঃ মূসা আ.-এর কথা অনুসারে সারাদেশে পঙ্গপালের আবির্ভাব এবং তাঁর দোয়ায় সেগুলোর দূরীভূত হওয়া।

۞فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ

৫০. তারপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তাৎক্ষণিক তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে শুরু করলো।[৪৭] ৫১. আর (একদা) ফিরআউন তার কাওমের মধ্যে ঘোষণা করলো,[৪৮]

(৫০) فَلَمَّا-তারপর যখন ; كَشَفْنَا-আমি সরিয়ে নিলাম ; عَنْهُمُ-তাদের থেকে ; الْعَذَابَ-আযাব ; إِذَا-তাৎক্ষণিক ; هُمْ-তারা ; يَنْكُثُونَ-ওয়াদা ভঙ্গ করতে শুরু করলো। (৫১) وَ-আর (একদা) ; نَادَى-ঘোষণা করলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; فِي-মধ্যে ; قَوْمِهِ-তার কাওমের ;

পাঁচ ঃ মূসা আ.-এর ঘোষণা অনুসারে সারাদেশে উকুন এবং অনুজীবের প্রাবল্য। এতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, এর ফলে গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং মূসা আ.-এর দোয়ায় তা থেকে মুক্তিলাভ।

ছয় ঃ মূসা আ.-এর সতর্কবাণী অনুসারে সারাদেশে প্রচুর ব্যাঙের উৎপাত ; যার ফলে মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট, অবশেষে মূসা আ.-এর দোয়ায় তা থেকে মুক্তি লাভ।

সাত ঃ মূসা আ.-এর ঘোষণা অনুসারে মিসরের নদীনালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, কূপ-হাউজ ইত্যাদির সব পানি রক্তে পরিবর্তীত হয়ে যায় ; সমস্ত মাছ মরে যায় ; পানি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। বিশুদ্ধ পানির জন্য মানুষের মধ্যে হাহাকার চলতে থাকে। মূসা আ.-এর দোয়ায় এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া।

উল্লেখ যে, এসব নিদর্শনাবলীর উল্লেখ বাইবেলেও আছে, তবে সেখানে আল্লাহর বাণীর সাথে মানুষের কথা মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। ফলে বাইবেল পাঠ করে বুঝা সম্ভব নয় যে, কোন্‌টা আল্লাহর বাণী। আর কোন্‌টা মানুষের রচিত।

৪৭. ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের হঠকারিতার মাত্রা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বারবার তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আযাব আসার পরও তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করে। তারা আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মূসা আ.-এর নিকট এসে আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানানোর দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, তারা এটি যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হচ্ছে তা ভালোভাবেই বুঝতো ; কিন্তু হঠকারিতা বশতঃ তারা মূসা আ.-কে নবী হিসেবে প্রকাশ্যে স্বীকার করতো না। তাই তারা মূসা আ.-কে নবী হিসেবে সম্বোধন না করে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করতো। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাদের এ হঠকারিতা প্রদর্শন সত্ত্বেও মূসা আ. তাদেরকে উল্লিখিত আযাবসমূহ থেকে মুক্তি দানের জন্য দোয়া করতেন কেনো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মূসা আ. এটি এজন্য করেছেন, যেনো তাদের প্রতি চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করার পূর্বে তাদেরকে বারবার সুযোগ দিয়ে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পূর্ণতা দান করেন। তারা ভালোভাবেই বুঝতো যে, এ আযাব কোথা থেকে আসে। কেননা তারা তা থেকে মুক্তি

قَالَ يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۚ

সে বললো—'হে আমার কাওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলোও প্রবাহিত হচ্ছে আমার অধীনে,

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞

তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না[৪৯]। ৫২. বরং আমি তো এ (ব্যক্তি) থেকে উত্তম, যে হীন-নগণ্য[৫০] এবং (নিজের কথা) স্পষ্ট করে বলতে সমর্থ নয়।[৫১]

قَالَ-সে বললো—; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; أَلَيْسَ-(ا+ليس)-নয় কি ; لِي-আমার ; مُلْكُ-রাজত্ব ; مِصْرَ-মিশরের ; وَ-আর ; هٰذِهِ-এই ; الْأَنْهٰرُ-নদীগুলোও ; تَجْرِي-প্রবাহিত হচ্ছে ; مِنْ تَحْتِي-(من+تحت+ى)-আমার অধীনে ; أَفَلَا تُبْصِرُونَ-(ا+ف+لاتبصرون)-তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না।(৫২) أَمْ-বরং ; أَنَا-আমি তো ; خَيْرٌ-উত্তম; مِنْ-থেকে ; هٰذَا-এ (ব্যক্তি) ; الَّذِي هُوَ-যে ব্যক্তি ; مَهِينٌ-হীন-নগণ্য ; وَ-এবং ; لَا يَكَادُ-সমর্থ নয় ; يُبِينُ-(নিজের কথা) স্পষ্ট করে বলতে।

লাভের জন্য মূসা আ.-কে-ই আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানাতো। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, তারা জেনে-বুঝেই আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতো। যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবেই নির্মূল করে দেন।

৪৮. ফিরআউন তার রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সামনেই যথাসম্ভব এ ঘোষণা দিয়েছিলো এবং বিভিন্ন ঘোষকের মাধ্যমে তা রাজ্যময় প্রচার করা হয়েছিলো। কারণ এখনকার মতো প্রচার মাধ্যম তখন ছিলো না।

৪৯. অর্থাৎ "মিসরের শাসন-ক্ষমতা আমার হাতে। দেশে প্রবাহিত নদ-নদীর ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যার মাধ্যমে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কারবার নির্ভরশীল। অথচ তোমরা এ নিঃসম্বল দরিদ্র মূসা'র কথায় এসব ভুলে গিয়ে তার ওপর বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছো।" ফিরআউনের একথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সে সময় মূসা আ.-এর অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। যার ফলে ফিরআউন তার রাজত্ব হারানোর ভয়ে ভীত হয়েই এমন কথা বলেছিলো।

৫০. অর্থাৎ মূসা'র হাতে নেই কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ; আর না আছে তার কোনো অর্থ-সম্পদ। সুতরাং সে হীন ও নগণ্য। অপরদিকে রাজক্ষমতা, বিত্ত-বৈভব সবই আমার হাতে আছে সুতরাং আমি তার চেয়ে উত্তম—এটি ছিলো ফিরআউনের বিশ্বাস।

৫১. মূসা আ.-এর বাল্যকাল থেকে কথা বলায় যে জড়তা ছিলো তা নবুওয়াতের মর্যাদা লাভের সময় তাঁর দোয়ায় দূর হয়ে গিয়েছিলো। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এই বলে—'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন

﴿فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ ٥٣

৫৩. তবে তাকে স্বর্ণের বালা কেনো দেয়া হলো না ? অথবা তার সাথে ফেরেশতারা সঙ্গী-সাথী হিসেবে কেনো আসলো না ?[৫২]

﴿فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ﴾ ٥٤ ﴿فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا﴾

৫৪. এভাবে সে তার কাওমকে বোকা বানিয়ে দিলো এবং তারাও তার আনুগত্য মেনে নিলো ; নিশ্চয়ই তারা ছিলো একটি পাপাচারী জাতি[৫৩]। ৫৫. অতপর যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো—

﴿ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٥٥ ﴿فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ﴾ ٥٦

(তখন) আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। ৫৬. অতপর তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রেখে দিলাম।[৫৪]

৫৩ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ-(ف+لو+لا+القى)-তবে কেনো দেয়া হলো না ; عَلَيْهِ-তাঁকে ; أَسْوِرَةٌ-বালা ; مِّن ذَهَبٍ-স্বর্ণের ; أَوْ-অথবা ; جَآءَ-আসলো না ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; الْمَلَٰٓئِكَةُ-ফেরেশতারা ; مُقْتَرِنِينَ-সঙ্গী-সাথী হিসেবে। ৫৪ فَاسْتَخَفَّ-এভাবে সে বোকা বানিয়ে দিলো ; قَوْمَهُ-তার কাওমকে ; فَأَطَاعُوهُ-(ف+اطاعو+ه)-এবং তারাও তার আনুগত্য মেনে নিলো ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা; كَانُوا-ছিলো ; قَوْمًا-একটি জাতি; فَاسِقِينَ-পাপাচারী। ৫৫ فَلَمَّآ-অতঃপর যখন ; آسَفُونَا-(اسفوا+نا)-তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো ; انتَقَمْنَا-আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম ; مِنْهُمْ-তাদের থেকে ; فَأَغْرَقْنَاهُمْ-(ف+اغرقنا+هم)-ডুবিয়ে দিলাম ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ৫৬ فَجَعَلْنَاهُمْ-(ف+جعلنا+هم)-অতঃপর তাদেরকে করে রেখে দিলাম ; سَلَفًا-অতীত ইতিহাস ; وَ-ও ; مَثَلًا-দৃষ্টান্ত ; لِّلْآخِرِينَ-পরবর্তীদের জন্য।

এবং আমার কাজকে সহজ করে দিন। আর আমার কথার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"(ত্বা-হা ঃ ২৫-২৮) সুতরাং ফিরআউনের আপত্তির কারণ তাঁর কথার জড়তা ছিলো না। তার আপত্তি ছিলো—'এ লোক যেসব কথাবার্তা বলছে তা ইতিপূর্বে আমরা শুনিনি, এসব কথা আমাদের বোধগম্য নয়।'

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাঁকে দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠাতেন, তাহলে রীতি অনুসারে জাঁকজমক সহকারে পাঠাতেন। তাঁর সাথে ফেরেশতাদের একটি দল থাকতো, তাঁর হাতে স্বর্ণের কংকন থাকতো। আল্লাহর দূত হিসেবে তাঁর শান-শওকত মানুষের দূতের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকতো তা যখন নেই তখন এমন নিঃস্ব লোকটিকে আল্লাহ তাঁর দূত হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

৫৩. অর্থাৎ স্বৈরাচারী শাসকের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তা সবই ফিরআউনের মধ্যে ছিলো। সে তার বক্তৃতা দ্বারা তাদেরকে বোকা বানিয়ে তার অনুগত দাসে পরিণত করে রেখেছিলো। ফিরআউনের পক্ষে এটি করা এজন্য সম্ভব ছিলো যে, তার অনুগত এ লোকগুলো-ও ছিলো পাপাচারী। হক ও বাতিল এবং ইনসাফ ও যুলুম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা-চেতনা ছিলো না। তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য ফিরআউনের মতো স্বৈরাচারী ও যালিম শাসককেও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলো। সত্যের আওয়াজকে স্তব্দ করে দেয়ার জন্য বাতিলকে গ্রহণ করতে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-সংকোচ ছিলো না।

৫৪. অর্থাৎ যাতে করে পরবর্তী লোকেরা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। ফিরআউনের মতো স্বৈরাচারী যালিম শাসককে সহযোগিতা না করে বরং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকে।

৫ম রুকূ' (৪৬-৫৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট সুযোগ লাভ করা। সুতরাং এ সুযোগকে অবহেলায় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে কল্যাণময় করার চেষ্টা করতে হবে।

২. ফিরআউন ও তার জাতির ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সত্যের বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৩. সত্যের পথের পথিকরাই দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদার পাত্র। অপরদিকে সত্য-বিরোধিরাই হেয় ও নগণ্য। ফিরআউন মূসা আ.-এর ঘটনা থেকে এ শিক্ষা-ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ফিরআউন ও তার জাতির করুণ পরিণাম তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

৫. কুফর, শির্ক ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত থেকেও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া অবকাশ স্বরূপ। এ অবকাশকে গণীমত মনে করে নিজেদের জীবনকে উল্লেখিত অপরাধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য কাজ করতে হবে।

৬. ফিরআউনের মতো স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হযরত মূসা আ.-এর মতো ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো মতেই এমন শাসকের পক্ষাবলম্বন করা যাবে না।

৭. স্বৈরাচারের যুলুম-নির্যাতনের পরওয়া না করে সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সদা-সর্বদা সত্যের পক্ষেই আছেন।

৮. সত্যের পক্ষে কথা না বলা মিথ্যাকে সমর্থন করার নামান্তর। সুতরাং সত্যের পক্ষে কথা বলা-ই ঈমানের দাবী। এ দাবী পূরণে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে।

৯. যারা স্বৈরাচারের পক্ষাবলম্বন করে তারা পাপাচারী। এমন কাজ আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে, যার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

১০. স্বৈরাচারের অপতৎপরতাকে সমর্থন দ্বারা নিজেদের ধ্বংসকে ডেকে আনার নামান্তর। ফিরআউনের জাতির ইতিহাস-ই এর সুস্পষ্ট নযীর।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১১

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا

৫৭. আর যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসার উদাহরণ পেশ করা হয়, তখনই আপনার কাওম তাতে শোরগোল শুরু করে দেয় ৫৮. এবং তারা বলে—'আমাদের উপাস্যরা কি

خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ○

উত্তম, না-কি সে[৫৫] ? তারা আপনার সামনে ঝগড়া করা ছাড়া (অন্য কোনো উদ্দেশ্যে) তার উদাহরণ পেশ করেনি ; বরং তারা একটি ঝগড়াটে কাওম।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ

৫৯. তিনি (ঈসা) একজন বান্দাহ ছাড়া কিছু নন, যার ওপর আমি নিয়ামত বর্ষণ করেছিলাম এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্য (আমার কুদরতের) একটি নমুনা বানিয়েছিলাম[৫৬]। ৬০. আর যদি

(৫৭) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; ضُرِبَ-পেশ করা হয় ; ابْنُ مَرْيَمَ-মারইয়াম-পুত্র ঈসার ; مَثَلًا-উদাহরণ ; إِذَا-তখনই ; قَوْمُكَ-আপনার কাওম ; مِنْهُ-তাতে ; يَصِدُّونَ-শোরগোল শুরু করে দেয়। (৫৮) وَ-এবং ; قَالُوا-তারা বলে ; ءَ اٰلِهَتُنَا-(ءَ+الهة+نا)-আমাদের উপাস্যরা কি ; خَيْرٌ-উত্তম ; أَمْ-না কি ; هُوَ-সে ; مَا ضَرَبُوهُ-(ماضرب+ه)-তারা তার উদাহরণ পেশ করেনি ; لَكَ-আপনার সামনে ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কোনো উদ্দেশ্যে) ; جَدَلًا-ঝগড়া করা ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; قَوْمٌ-একটি কাওম ; خَصِمُونَ-ঝগড়াটে। (৫৯) إِنْ-নন কিছু ; هُوَ-তিনি (ঈসা) ; إِلَّا-ছাড়া ; عَبْدٌ-একজন বান্দাহ ; أَنْعَمْنَا-আমি নিয়ামত বর্ষণ করেছিলাম ; عَلَيْهِ-যার ওপর ; وَ-এবং ; جَعَلْنَاهُ-তাকে বানিয়েছিলাম ; مَثَلًا-(আমার কুদরতের) একটি নমুনা ; لِبَنِي إِسْرَائِيلَ-বনী ইসরাঈলের জন্য। (৬০) وَ-আর ; لَوْ-যদি ;

৫৫. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কিরাম তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তবে সব রেওয়ায়াতেরই মূলকথা হলো মক্কার কুরাইশ-কাফিরদের এ আপত্তি যে, খৃস্টানরা ঈসা আ.-কে উপাসনা করে এবং ইয়াহুদীরা হযরত ওযায়ের আ.-এর পূজা করে। সুতরাং আমরাও আমাদের দেবদেবীর উপাসনা করি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া অপরের ইবাদাত মন্দ কিছু নয়। তাদের এসব বিতর্কের জবাবে

نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰٓئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ

আমি চাইতাম তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যমীনে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতাম[৫৭] যারা (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হতো। ৬১. আর অবশ্যই তিনি (ঈসা) একটি নিদর্শন

لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ

কিয়ামতের[৫৮] ; সুতরাং তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহ করো না এবং আমার অনুসরণ করো ; এটিই সরল সঠিক পথ। ৬২. আর কখনো যেনো তোমাদেরকে (তা থেকে) বিরত রাখতে না পারে

نَشَاءُ-আমি চাইতাম ; لَجَعَلْنَا-তাহলে সৃষ্টি করে দিতাম ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; مَلٰٓئِكَةً-ফেরেশতা ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; يَخْلُفُوْنَ-যারা (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হতো। ﴿٦١﴾ وَ-আর ; اِنَّهُ-অবশ্যই তিনি (ঈসা) ; لَعِلْمٌ-একটি নিদর্শন ; لِّلسَّاعَةِ-কিয়ামতের ; فَلَا تَمْتَرُنَّ-সুতরাং তোমরা সন্দেহ করো না; بِهَا-সে সম্পর্কে; وَ-এবং ; اتَّبِعُوْنِ-আমার অনুসরণ করো ; هٰذَا-এটিই ; صِرَاطٌ-পথ ; مُّسْتَقِيْمٌ -সরল-সঠিক। ﴿٦٢﴾ وَ-আর ; لَا يَصُدَّنَّكُمْ-(لا يصدن+كم)-কখনো যেনো তোমাদেরকে বিরত রাখতে না পারে ;

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব কাফির ঈসা আ.-এর সম্পর্কে অনর্থক বিতর্ক তুলছে। ঈসা আ. আমার বান্দাহ ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না। এরা আসলেই ঝগড়াটে লোক।

৫৬. অর্থাৎ ঈসা আ.-এর জন্ম আল্লাহর কুদরতের একটি বিরল নমুনা। তাছাড়া তাঁকে সেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছে, সেসব মু'জিযা তাঁর পূর্বেও কাউকে দেয়া হয়নি। আর না তাঁর পরে কাউকে দেয়া হয়েছে। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে সক্ষম ছিলেন। কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যেতো ; মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে তিনি তাতে ফুঁ দিতেন, অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে যেতো ; এমনকি তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করতে পারতেন। এসব অসাধারণ মু'জিযা এবং অসাধারণ জন্ম সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর একজন বান্দাহ বা দাসের উর্ধ্বে কিছু ছিলেন না। তাঁকে প্রদত্ত এসব নিয়ামত আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেজন্য তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে অভিহিত করা বা আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বলে বিশ্বাস করা নিতান্তই ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

৫৭. আয়াতটির অর্থ এটিও হতে পারে যে, "আমি যদি চাইতাম তাহলে তোমাদের স্থলে ফেরেশতা বানিয়ে দিতে পারতাম, যারা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতো। অর্থাৎ তোমরা ঈসা আ.-এর জন্ম নিয়ে আশ্চর্য হচ্ছো কেনো ? আমি তো আদমকে মাতা-পিতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি করেছি ; আমি স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক কাজই করতে পারি। দুনিয়াতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে; আবার তোমাদের

الشَّيْطٰنُ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ

শয়তান[৫৭] ; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩. অতঃপর ঈসা যখন নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলেন, তিনি বললেন,

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ

"নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য করছো তার কিছু বিষয় তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিতে ;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

অতএব ভয় করো আল্লাহকে এবং মেনে নাও আমার কথা ৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁরই ইবাদাত করো ; এটিই সরল সঠিক পথ।[৬০]

الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই সে ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَدُوٌّ-শত্রু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑥৩ وَ-অতঃপর ; لَمَّا-যখন; جَآءَ-আসলেন ; عِيْسٰى-ঈসা ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)- নিদর্শনাবলী নিয়ে ; قَالَ-তিনি বললেন ; قَدْ جِئْتُكُمْ-(قد+جئت+كم)-নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে এসেছি ; بِالْحِكْمَةِ-(ب+ال+حكمة)-জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে ; وَ-এবং ; لِأُبَيِّنَ-সুস্পষ্ট করে দিতে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; بَعْضَ-কিছু বিষয় ; الَّذِىْ -যেসব বিষয়ে ; تَخْتَلِفُوْنَ-তোমরা মতানৈক্য করছো ; فِيْهِ-তার ; فَاتَّقُوا-(ف+تتقوا)- অতএব ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيْعُوْنِ-মেনে নাও আমার কথা। ⑥৪ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ— ; هُوَ-তিনি ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমারও প্রতিপালক ; وَ- এবং ; رَبُّكُمْ-তোমাদেরও প্রতিপালক ; فَاعْبُدُوْهُ-(ف+اعبدوا+ه)-অতএব তাঁরই ইবাদাত করো ; هٰذَا-এটিই ; صِرَاطٌ-পথ ; مُّسْتَقِيْمٌ-সরল-সঠিক।

ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করে দিতে পারতাম এবং তোমাদের পরিবর্তে সবই ফেরেশতা সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠাতে পারতাম, এ সবই আমার কুদরত বা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

৫৮. অর্থাৎ ঈসা আ. এ অর্থেই কিয়ামতের আলামত যে, তিনি স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে জন্মলাভ করেছেন ; তিনি মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে যেতো ; তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান বানিয়ে দিতে পারতেন; তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন। এসব ক্ষমতা একজন নবীকে যে আল্লাহ দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই দুনিয়ার আগে ও পরের সব মানুষকে পুনরায় জীবন দান করে বিচার করতে সক্ষম। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না।

৬৫ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

৬৫. অতঃপর মতভেদ শুরু করলো তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল[৬১] ; সুতরাং যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মতভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৬৬ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ৬৭ الْأَخِلَّاءُ

৬৬. তবে কি তারা শুধুমাত্র কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, তা তাদের ওপর হঠাৎ এসে পড়ুক এবং তারা টেরও না পাক। ৬৭. বন্ধু-বান্ধবরা

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

তাদের একে অপরের জন্য সেদিন হয়ে যাবে শত্রু—মুত্তাকীরা ছাড়া[৬২]।

৬৫ فَاخْتَلَفَ-(ف+اختلف)-অতঃপর মতভেদ শুরু করলো ; الْأَحْزَابُ-বিভিন্ন দল ; مِنْ-থেকে ; بَيْنِهِمْ-তাদের মধ্য ; فَوَيْلٌ-সুতরাং দুর্ভোগ ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; ظَلَمُوا-(মতভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছে ; مِنْ عَذَابِ-আযাবের ; يَوْمٍ-দিনের ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ৬৬ هَلْ-তবে কি ; يَنظُرُونَ-তারা অপেক্ষা করছে ; إِلَّا-শুধুমাত্র ; السَّاعَةَ-কিয়ামতেরই ; أَنْ-যে ; تَأْتِيَهُمْ-(تاتى+هم)-তাদের ওপর এসে পড়ুক ; بَغْتَةً-হঠাৎ ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُونَ-টেরও না পাক। ৬৭ الْأَخِلَّاءُ-বন্ধু-বান্ধবরা ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; بَعْضُهُمْ-তাদের একে ; لِبَعْضٍ-অপরের জন্য ; عَدُوٌّ-(হয়ে যাবে) শত্রু ; إِلَّا-ছাড়া ; الْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীরা।

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ.-কে কিয়ামতের আলামত হিসেবে নির্ধারণ করার পর—এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকার পরও শয়তানের ধোঁকায় যেনো তোমরা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে না বস।

৬০. এটি হযরত ঈসা আ.-এর কথা। এখানে তিনি বলছেন যে, তোমরা সেই সত্তার ইবাদাত করো যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক—এটিই সঠিক পথ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনো এমন কথা বলেননি যে, "তোমরা আমার ইবাদাত করো, আমি আল্লাহ বা আমি আল্লাহর পুত্র। অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের মতো তিনিও এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত-ই দিয়েছিলেন। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-ও সে একই দাওয়াতই দিচ্ছেন।

৬১. অর্থাৎ ঈসা আ.-কে নিয়ে বিভিন্ন দল ও মতের সৃষ্টি হলো। একদল ঈসা আ.-কে মেনে নিতে অস্বীকার করলো এবং তাঁর প্রতি অবৈধ জন্মলাভের অপবাদ দিতে

লাগলো। অপরদিকে অন্যদল তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাঁকে আল্লাহর মর্যাদায় আসীন করে ছাড়লো। মানুষকে আল্লাহর স্থানে বসানোর কারণে তাদের মধ্যে এমন জটিলতা সৃষ্টি হলো যে, বিভিন্ন ছোট ছোট অনেক দল-উপদল সৃষ্টি হলো।

৬২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ভয় ও সৎকর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব ছাড়া আর সকল বন্ধুত্বই পারস্পরিক শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। আজ যারা আল্লাহদ্রোহিতায়, যুলুম-অত্যাচার ও পাপকাজে একে অপরের সহযোগিতা করে যাচ্ছে, কাল কিয়ামতের দিন তারা একে অপরকে নিজের করুণ পরিণতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করবে।

হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী রা.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, দুই মু'মিন বন্ধু এবং দুই কাফির বন্ধু ছিলো। মু'মিন বন্ধু দু'জনের একজন মৃত্যু বরণ করলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হলো। সে তখন তার জীবিত বন্ধুর কথা স্মরণ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলো যে—'হে আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতো, সৎকাজ করার জন্য আমাকে উৎসাহ দিতো। অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আপনার সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। সুতরাং হিদায়াত লাভের পর তাকে আপনি-পথভ্রষ্ট করবেন না। সে-ও যাতে জান্নাতের এসব দৃশ্য দেখতে পায়, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আমার প্রতি আপনি যেমন সন্তুষ্ট তার প্রতিও আপনি তেমনই সন্তুষ্ট থাকুন।' এ দোয়ার জবাবে তাকে বলা হবে, যাও তোমার বন্ধুর জন্য যা রাখা হয়েছে, তা যখন তুমি দেখবে তখন তুমি কাঁদবে কম, হাসবে বেশী। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হলে উভয়ের রূহ একত্র হবে এবং একে অপরের প্রশংসা করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে—'হে উত্তম ভাই, উত্তম সাথী এবং উত্তম বন্ধু।'

অপর দিকে দুই কাফির বন্ধুর একজনের মৃত্যু হলে তাকে তার জাহান্নামের ঠিকানা দেখানো হবে। তখন তার জীবিত কাফির বন্ধুর কথা মনে পড়বে। তখন সে তার জন্য বদ দোয়া করে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করা থেকে বাধা দিতো। সে আমাকে বলতো যে, আমাকে কখনো আপনার সামনে হাজির হতে হবে না। কাজেই আমার পরে আপনি তাকে হিদায়াতের পথ দেখাবেন না, যাতে সে-ও জাহান্নামের এ দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনই অসন্তুষ্ট থাকুন। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয় বন্ধুর রূহ একত্র হয়ে পরিণতির জন্য একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে—বলতে থাকবে, 'হে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সাথী ও নিকৃষ্ট বন্ধু'।

অতএব পরস্পর বন্ধুত্ব হবে আল্লাহর জন্য। যে দু'জন বন্ধুর সম্পর্ক হবে আল্লাহর জন্য, তারা হাশরের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫৭-৬৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ঈসা আ. ছিলেন আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতার এক অনুপম নিদর্শন। তাঁর জন্মই ছিলো সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ চাইলে আমাদের সামনে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারেন।

২. জগতে দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সকল পদার্থের প্রকৃতির স্রষ্টাও আল্লাহ। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতি বা স্বভাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সবকিছুর প্রকৃতির স্রষ্টাও যে আল্লাহ এ বিশ্বাসও ঈমানের অংশ।

৩. ঈসা আ.-এর জন্ম ও আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল-এর বাইরে 'আল্লাহর পুত্র' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা শিরক। যারা এরূপ ভাবে তারা অবশ্যই মুশরিক।

৪. ঈসা আ.-কে যেসব মু'জিযা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন সেসব মু'জিযা তার আগেও কাউকে দেননি আর না তার পরে কাউকে দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলার এসব কুদরত-ক্ষমতা দেখার পর কিয়ামত তথা আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলাই একমাত্র সরল-সঠিক পথ। এ পথের বিকল্প নেই।

৭. আখিরাতের বিশ্বাস থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করা শয়তানের অন্যতম কাজ। কারণ মানুষকে এ বিশ্বাস থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই অন্য অপরাধে লিপ্ত করা সহজ হয়ে যায়।

৮. দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুন্দর করতে হলে, দুনিয়াতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হলে সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে আখিরাত বিশ্বাসে মজবুত থাকতে হবে।

৯. শয়তানের যাবতীয় চক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা শয়তান-ই মানুষের চরম ও প্রকাশ্য শত্রু।

১০. বনী ইসরাঈলের চরম হঠকারিতা এবং দীনের বিধানাবলী পরিবর্তন করে ফেলার পরই ঈসা আ. নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

১১. বনী ইসরাঈলের বিকৃত দীনী বিধানগুলোর স্বরূপ তুলে ধরার জন্যই ঈসা আ.-এর আগমন হয়েছে। কিন্তু তারা এতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

১২. সকল দলাদলি ও মতানৈক্য থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সা. কর্তৃক আনীত দীনের ওপর আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

১৩. আল্লাহর দীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দলাদলিতে লিপ্ত হওয়া এক বিরাট যুলুম। এসব যালিমদের জন্য আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত রয়েছে।

১৪. আমাদের বিশ্বাস ও কর্মকে শুধরে নেয়ার সঠিক সময় এখনই। কেননা আমাদের অবকাশের মেয়াদকাল সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

১৫. মৃত্যুর পর দুনিয়ার কোনো বন্ধুত্বই টিকে থাকবে না, একমাত্র মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু লোকদের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব ছাড়া।

১৬. মু'মিন-মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব অনন্তকাল পর্যন্ত অম্লান থাকবে। দুনিয়ার সৎকাজে তারা যেমন একে অপরের সহযোগী তেমনি আখিরাতে জান্নাতের সুখ-সম্ভোগেও তারা একে অপরের সহযোগী থাকবে।

১৭. কাফির-মুশরিক ও গুনাহের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব আখিরাতে শত্রুতায় পর্যবসিত হবে এবং তখন এসব বন্ধুরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে।

১৮. মু'মিন বন্ধুরা পরস্পরের জন্য নেক দোয়া করবে অর্থাৎ জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করবে। অপরদিকে কাফির-মুশরিক ও পাপিষ্ট বন্ধুরা পরস্পরের জন্য ধ্বংসের দোয়া করতে থাকবে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-২২

⑥⑧ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ⑥⑨ الَّذِينَ اٰمَنُوا

৬৮. "হে আমার বান্দাহগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না"— ৬৯. (বলা হবে) যারা ঈমান এনেছিলো

بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ⑦⓪ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

আমার আয়াতসমূহের প্রতি এবং তারা আত্মসমর্পণকারী ছিলো। ৭০. (আরো বলা হবে)— 'তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা[৬৩] জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে খুশী করে দেয়া হবে।"

⑦① يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ

৭১. তাদের সামনে স্বর্ণের বরতনসমূহ ও পানপাত্রসমূহ আনা-নেয়া করানো হবে ; আর সেখানে থাকবে সেসব কিছু যা মন চাইবে

وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ⑦② وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا

এবং চক্ষুসমূহ পরিতৃপ্ত হবে ; আর (বলা হবে) সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে— ৭২. আর এটা সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে

⑥⑧ يٰعِبَادِ-হে আমার বান্দাহগণ ; لَا-নেই ; خَوْفٌ-কোনো ভয় ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের ; الْيَوْمَ-আজ ; وَ-আর ; لَآ-না ; أَنْتُمْ-তোমরা ; تَحْزَنُونَ-তোমরা দুঃখিত হবে। ⑥⑨ الَّذِينَ-(বলা হবে) যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছিলো ; بِاٰيٰتِنَا-আমার আয়াতসমূহের প্রতি ; وَ-এবং ; كَانُوا-তারা ছিলো ; مُسْلِمِينَ-আত্মসমর্পণকারী। ⑦⓪ اُدْخُلُوا-(বলা হবে) প্রবেশ করো ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; أَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; أَزْوَاجُكُمْ-তোমাদের স্ত্রীরা ; تُحْبَرُونَ-তোমাদেরকে খুশী করে দেয়া হবে। ⑦① يُطَافُ-আনা-নেয়া করানো হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; بِصِحَافٍ-বরতনসমূহ; مِّنْ ذَهَبٍ-স্বর্ণের ; وَّ-ও ; أَكْوَابٍ-পানপাত্রসমূহ; وَ-আর ; فِيهَا-সেখানে থাকবে ; مَا-সেসব কিছু যা ; تَشْتَهِيهِ-চাইবে ; الْأَنْفُسُ-মন ; وَ-এবং ; تَلَذُّ-পরিতৃপ্ত হবে ; الْأَعْيُنُ-চক্ষুসমূহ ; وَ-আর (বলা হবে) ; أَنْتُمْ-তোমরা ; فِيهَا-সেখানে থাকবে; خٰلِدُونَ-চিরদিন। ⑦② وَ-আর ; تِلْكَ-এটা ; الْجَنَّةُ-সেই জান্নাত; الَّتِيٓ-যার ; أُورِثْتُمُوهَا-উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে ;

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ

তার বিনিময়ে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করেছো। ৭৩. তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে প্রচুর ফল-ফলাদি, তা থেকে তোমরা খাবে। ৭৪. নিশ্চয়ই

الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ

অপরাধিরা জাহান্নামের আযাবে চিরস্থায়ী থাকবে। ৭৫. তা (সেই আযাব) তাদের থেকে (কখনো) লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে পড়ে থাকবে

مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ

নিরাশ অবস্থায়। ৭৬. আর আমি তো তাদের প্রতি অবিচার করিনি বরং তারা নিজেরাই ছিলো (নিজেদের প্রতি) অনাচারী। ৭৭. আর তারা (জাহান্নামের রক্ষীকে) চিৎকার করে ডেকে বলবে—"হে মালিক[৩৪], যেনো শেষ করে দেন

عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ

তোমার প্রতিপালক আমাদের ব্যাপার" সে (মালিক) বলবে—"তোমরা অবশ্যই এ অবস্থায়ই চিরদিন অবস্থানকারী"। ৭৮. (আল্লাহ বলবেন) "নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো

بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করেছো। ৭৩ لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيهَا-সেখানে রয়েছে ; فَاكِهَةٌ-ফল-ফলাদি ; كَثِيرَةٌ-প্রচুর ; مِنْهَا-তা থেকে ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খাবে। ৭৪ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُجْرِمِينَ-অপরাধিরা ; فِي ; عَذَابِ-আযাবে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خَالِدُونَ-চিরস্থায়ী থাকবে। ৭৫ لَا يُفَتَّرُ-তা সেই আযাব কখনো লাঘব করা হবে না ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; فِيهِ-সেখানে পড়ে থাকবে ; مُبْلِسُونَ-নিরাময় অবস্থায়। ৭৬ وَ-আর ; مَا ظَلَمْنَاهُمْ-আমি তো তাদের প্রতি অবিচার করিনি ; وَلَٰكِنْ-বরং ; كَانُوا-তারা ছিলো ; هُمُ-নিজেরাই ; الظَّالِمِينَ-(নিজেদের প্রতি) অনাচারী। ৭৭ وَ-আর ; نَادَوْا-তারা (জাহান্নামের রক্ষীকে) চিৎকার করে ডেকে বলবে ; يَا مَالِكُ-হে মালিক ; لِيَقْضِ-যেনো শেষ করে দেন ; عَلَيْنَا-আমাদের ব্যাপার ; رَبُّكَ-তোমার প্রতিপালক ; قَالَ-সে (মালিক) বলবে ; إِنَّكُمْ-তোমরা অবশ্যই ; مَاكِثُونَ-এ অবস্থায় চিরদিন অবস্থানকারী। ৭৮ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ-(আল্লাহ বলবেন) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট গিয়েছিলাম ; بِالْحَقِّ-সত্য নিয়ে ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَكُمْ-তোমাদের অধিকাংশই ছিলো ;

لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ

সত্যের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী[৬৫]। ৭৯. তারা তবে কি কোনো বিষয় চূড়ান্ত করেছে?[৬৬] তাহলে (তাদের জানা উচিত যে,) আমিই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী। ৮০. তারা তবে কি মনে করে যে,

اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ

আমি শুনতে পাই না তাদের গুপ্তভেদ ও তাদের গোপন পরামর্শ ; হাঁ (আমি সবই শুনি), এবং আমার ফেরেশতারা তাদের নিকটেই আছে—তারা (সব) লিখে রাখছে। ৮১. আপনি বলুন—

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

'যদি দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকতো, তবে আমিই হতাম (তার) মধ্যে ইবাদাতকারীদের প্রথম।'[৬৭] ৮২. পবিত্র-মহান প্রতিপালক আসমান

لِلْحَقِّ-সত্যের প্রতি ; كٰرِهُوْنَ-ঘৃণা পোষণকারী। ﴿٧٩﴾ اَمْ-তবে কি ; اَبْرَمُوْٓا-তারা চূড়ান্ত করেছে ; اَمْرًا-কোনো বিষয় ; فَاِنَّا-তাহলে (তাদের জানা উচিত যে,) আমিই ; مُبْرِمُوْنَ-চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী। ﴿٨٠﴾ اَمْ-তবে কি ; يَحْسَبُوْنَ-তারা মনে করে যে, اَنَّا-আমি ; لَا نَسْمَعُ-আমি শুনতে পাই না ; سِرَّهُمْ-তাদের গুপ্তভেদ ; وَ-ও ; نَجْوٰىهُمْ-তাদের গোপন পরামর্শ ; بَلٰى-হাঁ (আমি সবই শুনি) ; وَ-এবং ; رُسُلُنَا-আমার ফেরেশতারা ; لَدَيْهِمْ-তাদের নিকটেই আছে ; يَكْتُبُوْنَ-তারা (সব) লিখে রাখছে। ﴿٨١﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; اِنْ-যদি ; كَانَ-থাকতো ; لِلرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; وَلَدٌ-কোনো সন্তান ; فَاَنَا-তবে আমিই হতাম ; اَوَّلُ-(তার) প্রথম ; الْعٰبِدِيْنَ-ইবাদাতকারীদের মধ্যে। ﴿٨٢﴾ سُبْحٰنَ-পবিত্র-মহান ; رَبِّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ;

৬৩. 'আযওয়াজ' শব্দের অর্থ যেমন স্ত্রীগণ হতে পারে তেমনি একই পথের যাত্রী সমমনা বন্ধু ও সহপাঠিও হতে পারে। এতে বুঝানো হয়েছে যে, সৎকর্মশীল মু'মিনদের মু'মিনা স্ত্রী এবং মু'মিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

৬৪. 'হে মালিক' বলে এখানে জাহান্নামের ব্যবস্থাপককে বুঝানো হয়েছে। জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের নাম 'মালিক'। (লুগাতুল কুরআন)

৬৫. আলোচ্য আয়াতের "তোমরা এ অবস্থায়ই চিরদিন অবস্থানকারী" কথাটি জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের উক্তি। আর ৭৮ আয়াতের কথাটি স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি তো তোমাদের সামনে আমার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলাম, কিন্তু তোমরা

وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا

ও যমীনের, অধিপতি আরশ আযীমের—তা থেকে যা তারা (তাঁর প্রতি) আরোপ করে। ৮৩. অতএব আপনি তাদেরকে (এভাবে) থাকতে দিন, তারা বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকুক এবং খেল-তামাশায় মেতে থাকুক

حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ

যতোদিন না তারা সে দিনের মুখোমুখী হয়, যে দিনের ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ৮৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমানেও

اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ

'ইলাহ' এবং যমীনেও 'ইলাহ' ; আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ[৬৮]। ৮৫. আর তিনি বরকতময় সেই সত্তা যার

وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; رَبِّ-অধিপতি ; الْعَرْشِ-আরশে আযীমের—; عَمَّا-তা থেকে যা ; يَصِفُوْنَ-তারা (তাঁর প্রতি) আরোপ করে। ⑧৩ فَذَرْهُمْ-(فذر+هم)-অতএব আপনি তাদেরকে (এভাবে) থাকতে দিন ; يَخُوْضُوْا-তারা বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকুক ; وَ-এবং ; يَلْعَبُوْا-খেল-তামাশায় মেতে থাকুক ; حَتّٰى-যতদিন না ; يُلٰقُوْا-তারা মুখোমুখী হয় ; يَوْمَهُمُ-তাদের দিনের ; الَّذِىْ-যে দিনের ; يُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ⑧৪ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; فِى السَّمَآءِ-আসমানেও ; اِلٰهٌ-ইলাহ ; وَ-এবং ; فِى الْاَرْضِ-যমীনেও ; اِلٰهٌ-ইলাহ ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْحَكِيْمُ-মহাপ্রজ্ঞাময় ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ। ⑧৫ وَ-আর ; تَبٰرَكَ-তিনি বরকতময় ; الَّذِىْ-সেই সত্তা ; لَهٗ-যার ;

তা শুনতে পসন্দ করতে না। তোমাদের এ পরিণামের জন্য দায়ী তোমাদের নির্বুদ্ধিতামূলক পসন্দ। সুতরাং এখন শোরগোল করে কোনো লাভ হবে না।

৬৬. অর্থাৎ কাফিররা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও গোপন পরামর্শ করতো, এখানে সেসব ষড়যন্ত্র ও গোপন পরামর্শের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। মক্কার কুরাইশ কাফিররা তাদের বিভিন্ন গোপন পরামর্শ সভায় এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো।

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান থাকার তোমাদের দাবীর কোনো বাস্তবতা আদৌ নেই। কেননা, যদি তোমাদের দাবী সত্য হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যেতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে আমি-ই সর্বাগ্রে মেনে নিতাম। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমি কোনো শত্রুতা ও হঠকারিতার বশে তোমাদের এ বিশ্বাসকে অস্বীকার করছি না, বরং

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ

মালিকানায় রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীন এবং সেসব কিছু যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে[৬৯]; এবং তাঁর নিকটই আছে কিয়ামতের জ্ঞান ; আর তাঁরই নিকট

تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ

তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে[৭০]। ৮৬. আর তারা সুপারিশ করার কোনো অধিকার রাখে না, যাদেরকে তারা তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে ডাকে, তবে তারা, যারা

مُلْكُ-মালিকানায় রয়েছে ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং; مَا-সেসব কিছু যা ; بَيْنَهُمَا-এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে ; وَ-এবং ; عِنْدَهٗ-তাঁর নিকট-ই আছে ; عِلْمُ-জ্ঞান ; السَّاعَةِ-কিয়ামতের ; وَ-আর ; اِلَيْهِ-তাঁরই নিকট ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ﴿٨٦﴾ وَ-আর ; لَا يَمْلِكُ-কোনো অধিকার রাখে না ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِهِ-বাদ দিয়ে তাঁকে (আল্লাহকে) ; الشَّفَاعَةَ-সুপারিশ করার ; اِلَّا-তবে ; مَنْ-যারা ;

বাস্তব প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা তোমাদের দাবী প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম ; কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল-প্রমাণ তোমাদের এ বিশ্বাসের বিপক্ষে।

মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্ককালে নিজের সত্যবাদিতার পক্ষে এমন কথা বলার বৈধতা এ আয়াত থেকে পাওয়া যায় যে, 'তোমাদের দাবীর সত্যতা পাওয়া গেলে আমি তা মেনে নিতাম'। কেননা এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়।

৬৮. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেমন আসমানের ইলাহ, তেমনি যমীনের ইলাহও তিনি। আর তিনি এমন ইলাহ যিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী এবং তিনি এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের সার্বক্ষণিক খবর রাখেন।

৬৯. অর্থাৎ মহান আল্লাহ এমন বরকতময় সত্তা, আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর ওপর রয়েছে তাঁর নিরংকুশ মালিকানা ও কর্তৃত্ব। আসমান ও যমীনের যত মাখলুক রয়েছে তারা সবাই তাঁর বান্দাহ বা তাঁর হুকুমের অনুগত দাস। তাঁর নিরংকুশ মালিকানার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ থাকা থেকে তাঁর অবস্থান অনেক উচ্চে।

৭০. অর্থাৎ অবশেষে তোমাদের সকলের গন্তব্যস্থল হবে আল্লাহর দরবার। তোমাদের সকল কাজের জবাবদিহি তাঁর কাছেই করতে হবে। দুনিয়াতে যাদেরকে তোমাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে রেখেছো, সেখানে তাদের কোনো অবস্থান থাকবে না।

شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑧٦ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং তারা (তার) জ্ঞান রাখে[৭১]। ৮৭. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, (তবে) তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'[৭২]

شَهِدَ-সাক্ষ্য দেয় ; بِالْحَقِّ-সত্যের ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; يَعْلَمُونَ-(তার) জ্ঞান রাখে। ⑧٧ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سالت+هم)-আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; مَنْ-কে ; خَلَقَهُمْ-তাদেরকে সৃষ্টি করছে ; لَيَقُولُنَّ-(তবে) তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে ; اللَّهُ-'আল্লাহ' ;

৭১. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা উপাস্য হিসেবে ডাকে তারা কেউ আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য কোনো প্রকার সুপারিশ করার অধিকার রাখে না। কেননা তারা নিজেরাই সেখানে অপরাধী হিসেবে হাজির হবে। তবে যারা জেনে বুঝে দুনিয়াতে সত্যের সাক্ষ্য দান করেছিলো, তাদের কথা আলাদা।

এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, শাফায়াত করার ক্ষমতা-ইখতিয়ার তারাই পেতে পারে, যারা দুনিয়াতে জেনে বুঝে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করেছে। যারা দুনিয়াতে ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, অথবা না বুঝে-শুনে সত্যের সাক্ষ্য তথা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' বলে সাক্ষ্যও দিয়েছে, সাথে সাথে অন্য উপাস্যদের উপাসনা-ও করেছে। তারা নিজেরাও শাফায়াত করবে না এবং তারা তার অনুমতিও পাবে না।

অথবা, এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে বলে কেউ মনে করলে, সে অবশ্যই ভ্রান্তবিশ্বাস করে। আল্লাহর কাছে এমন মর্যাদা কারো নেই। এমন বিশ্বাস যারা করে তারা নিজেদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তোলে। এরূপ করা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ন্যায় ও সত্যের জ্ঞান ছাড়া সত্যের সাক্ষ্য দুনিয়ার আদালতে গৃহীত হলেও আল্লাহর আদালতে গৃহীত হবে না। অর্থ না বুঝে মুখে দুনিয়াতে কেউ সত্যের সাক্ষ্যবাণী কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করলে আমাদের কাছে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং যতক্ষণ না সে প্রকাশ্য কুফরী না করে আমরা তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করবো ; কিন্তু আল্লাহর দরবারে সেই ব্যক্তি-ই মু'মিন হিসেবে স্বীকৃত হবে, যে তার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জেনে বুঝে সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করে এবং সে তার স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, নচেৎ সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ

فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝ وَقِيلِهِ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

তাহলে কিভাবে তাদেরকে প্রতারিত করা হচ্ছে? ৮৮. কসম তাঁর (রাসূলের) একথার—'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই এরা এমন এক জাতি এরা তো ঈমান আনছে না।'[৭৩]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

৮৯. (আল্লাহ জানেন এবং তাঁকে বলবেন) 'অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন, 'সালাম'[৭৪]; তারা অচিরেই জানতে পারবে।

فَأَنَّىٰ-তাহলে কিভাবে ; يُؤْفَكُونَ-তাদেরকে প্রতারিত করা হচ্ছে। ⑧⑧ وَ-কসম ; قِيلِهِ-(قيل+ه)-তাঁর (রাসূলের) একথার; يَٰرَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; إِنَّ-নিশ্চয়ই; هَٰٓؤُلَآءِ-এরা ; قَوْمٌ-এমন এক জাতি ; لَّا يُؤْمِنُونَ-এরা তো ঈমান আনছে না। ⑧⑨ فَاصْفَحْ-(ف+اصفح)-(আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁকে বলবেন)-অতএব আপনি উপেক্ষা করুন ; عَنْهُمْ-তাদেরকে ; وَ-এবং ; قُلْ-বলুন ; سَلَٰمٌ-সালাম ; فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ-(ف+سوف يعلمون)-তারা অচিরেই জানতে পারবে।

সা. কোনো সাক্ষীকে বলেছিলেন ঃ "তুমি সূর্যকে যেমন দেখছো, ঘটনাটি তেমনি যদি দেখে থাকো, তবে সাক্ষ্য দাও তা না হলে দিও না।"

৭২. এখানে 'মান খালাকাহুম' অর্থ তাদেরকে সৃষ্টি করেছে 'তাদেরকে' বলতে কাফিরদের নিজেদেরকে অথবা তাদের উপাস্যদেরকে উভয় অর্থই নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ কাফিরদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের নিজেদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে জবাবে তারা আল্লাহর কথাই বলবে। আর যদি তাদের উপাস্যদের কে সৃষ্টি করেছে জানতে চাওয়া হয়, তখনও তারা একই জবাব দেবে। অর্থাৎ স্রষ্টা হিসেবে তারা আল্লাহকেই মানে।

৭৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ করুণ আর্তির কসম করে কাফিরদের হঠকারিতাকে তুলে ধরেছেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ সা. স্বয়ং তাদের হঠকারিতা সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতকে উপেক্ষা করেই যাচ্ছে। তাই আল্লাহর দরবারে তাঁর এ করুণ আর্তি।

রাসূল সা.-এর এ বাণীর কসম করার উদ্দেশ্য হলো, কাফিরদের হঠকারিতার সত্যতা প্রকাশ করা। তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুযায়ী-ই তাদের হঠকারী আচরণ অযৌক্তিক। কারণ তারা নিজেদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকেই মানে, তারপরও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্টির উপাসনায় হঠকারিতা দেখাচ্ছে। এমন

আচরণ কেবল তারাই করতে পারে, যারা ঈমান না আনার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলের বক্তব্যের কসম করে রাসূলের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ রাসূল যথার্থই বলেছেন, এরা আসলেই এমন কাওম—যারা ঈমান আনার পাত্র নয়।

৭৪. অর্থাৎ বিরোধীদের সাথে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করুন ; তবে যদি অসংগত আচরণ দেখায়, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা সমাপ্ত করুন এবং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাবে তাদের জন্য বদ দোয়া করবেন না এবং তাদেরকে কঠোর কথা বলবেন না। 'সালাম' বলে তাদের নিকট থেকে সরে আসুন। 'সালাম' বলার অর্থ এখানে তাদেরকে "আসসালামু আলাইকুম" বলা নয়, কারণ কাফিরদেরকে সালাম দেয়া বৈধ নয়। 'সালাম' বলা অর্থ একথা বলা যে, তোমরা তোমাদের মতে থাকো, আমি আমার মতের ওপর আছি।

৭ম রুকূ' (৬৮-৮৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী মানুষগণ আখিরাতে কখনো ভীত সন্ত্রস্ত হবে না এবং কোনো দুঃখও ভোগ করবে না।

২. সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ চিরসুখময় স্থান জান্নাতে অত্যন্ত আনন্দ-ঘন পরিবেশে নিজেদের সাথী-সঙ্গীনী সহকারে আখিরাতের জীবন কাটাবে।

৩. জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে অফুরন্ত সুস্বাদু পানাহারের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়াও তারা সেখানে যা চাইবে তা-ই তাদেরকে সরবরাহ করা হবে।

৪. জান্নাতবাসীদের এ সুখ-সম্পদ দুনিয়াতে তাদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়স্বরূপ হবে। সুতরাং ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া জান্নাত লাভ করার কোনো অবকাশ নেই।

৫. জান্নাতে থাকবে প্রচুর ফল-ফলাদি। জান্নাতী ব্যক্তি তার ইচ্ছামত সেসব ফল-ফলাদি খাবে—এসব ফল ফলাদির স্বাদ কখনো বিস্বাদ হবে না এবং তার সরবরাহ বন্ধ হবে না।

৬. কাফির-মুশরিক ও জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং আযাব কখনো হালকা হবে না।

৭. চিরস্থায়ী আযাব ভোগরত অপরাধিরা তা থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে। এতে করে তাদের দুঃখ-কষ্ট চরমভাবে অনুভূত হবে।

৮. জাহান্নামীরা জাহান্নামের ব্যবস্থাপক 'মালিক'-কে ডেকে আল্লাহর কাছে তাদের মৃত্যু দানের আবেদন পেশ করবে, কিন্তু তাদের আবেদন গৃহীত হবে না এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী আযাবের সংবাদ জানানো হবে।

৯. আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবে বলা হবে যে, তোমাদের সত্যদীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো ; কিন্তু তোমরা সত্যদীনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলে ; তাই তোমাদের এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

১০. আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি অসন্তুষ্ট ; তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানকারী আল্লাহদ্রোহী শক্তির সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না—আল্লাহর কৌশলের নিকট সেসব শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

১১. বাতিলের সকল গোপন পরামর্শ এবং তাদের অন্তরের যাবতীয় গুপ্ত ভেদ সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত—তিনি সবই শোনেন, সবই জানেন।

১২. আল্লাহর ফেরেশতারা বিরোধীদের সকল তৎপরতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষণ করছে। তাদের প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহর ফেরেশতারা বিরাজমান আছে।

১৩. আল্লাহর সাথে কাফির-মুশরিকরা যেসব শির্কী বিশ্বাস ও শির্কী আচরণ করে, আল্লাহ তা'আলা সেসব কিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

১৪. আল্লাহর দীনের বিরোধীদের সাথে অনর্থক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া মু'মিনদের জন্য সমিচীন নয়—তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই উচিত।

১৫. আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যেসব সৃষ্টি আছে সেসব কিছুর 'ইলাহ' একমাত্র আল্লাহ, যেহেতু তিনিই একমাত্র মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী ও সর্বজ্ঞ সত্তা।

১৬. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে—সেদিন আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তাঁর মুখোমুখী হওয়ার জন্য তাঁর রাসূলের দেখানো নিয়মে আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৭. নবী, অলী, ফেরেশতা কারো কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে কারো জন্য কোনো প্রকার সুপারিশ করার।

১৮. দুনিয়াতে যারা জেনে-বুঝে কথায় ও কাজে সত্যের সাক্ষ্য দান করেছে, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সুপারিশ করার অনুমতি দান করতে পারেন।

১৯. সত্যের জ্ঞানহীন ব্যক্তির সত্যের সাক্ষ্যবাণীর মৌখিক উচ্চারণ দ্বারা দুনিয়াতে মানব সমাজে 'মুমিন' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ও সুবিধা ভোগ করতে সুযোগ পাওয়া গেলেও আল্লাহর দরবারে সেই সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার নিশ্চিত কোনো দলীল নেই।

২০. আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় মৌলিক পদার্থের স্রষ্টা যে একমাত্র আল্লাহ, একথা দুনিয়ার সব মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু এ স্বীকৃতি ঈমান হিসেবে গৃহীত হবে না।

২১. জেনে-বুঝে সাক্ষ্যবাণীর মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস এবং কর্মতৎপরতার বাস্তব সাক্ষী আল্লাহর রাসূলের সত্যায়ন সহ আল্লাহর দরবারে প্রেরিত হলেই তা গৃহীত হওয়ার আশা করা যায়।

২২. যারা অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হতে আগ্রহী তাদের থেকে কৌশলে সরে আসা এবং তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা মু'মিনের কর্তব্য।

❖

নামকরণ

'দুখান' শব্দটি সূরার ১০ম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সে শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'দুখান' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা 'যুখরুফ' এবং তার আগের কয়েকটি সূরা নাযিলের অল্প কিছুকাল পরেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে বিষয়বস্তুর আলোকে ধারণা করা হয়।

মক্কায় কাফির-মুশরিকদের শত্রুতা যখন ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! ইউসুফ আ.-এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মতো এদের ওপর দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। তাঁর ধারণা ছিলো—বিপদ আসলে মানুষের মন নরম হয়, তখন তারা আল্লাহর দীনের দাওয়াতের কথা শুনবে এবং তা গ্রহণ করে নেবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করেন এবং মক্কাবাসীদের ওপর কঠিন দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। যার ফলে আবু সুফিয়ানসহ কতিপয় কুরাইশ নেতা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর থেকে দুর্ভিক্ষ সরিয়ে দেন। এমন একটি সময়ে আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সূরার প্রথম দিকে কাফিরদেরকে উপদেশ দান ও সতর্ক করতে গিয়ে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা। যেমন—

১. কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ কর্তৃক রচিত, এটি কোনো মানুষের রচিত বাণী নয়, তা তার নিজ সত্তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং তোমরা এ কিতাবকে মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত মনে করা নিতান্তই বোকামী।

২. আল্লাহ তা'আলা এক কল্যাণময় মুহূর্তে তোমাদের প্রতি তাঁর কিতাব ও রাসূল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন অথচ তোমরা এ কিতাব ও রাসূল সা.-কে তোমাদের জন্য এক মহাবিপদ বলে মনে করছো। তোমরা এ কিতাবের মর্যাদা উপলব্ধি করতে ভুল করছো।

৩. আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এতো দুর্বল নয় যে, তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে। তিনি এক বিশেষ মুহূর্তে এ কিতাব পাঠানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর সেই মুহূর্তটি ছিলো মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মুহূর্ত। সুতরাং তোমরা এ কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে বিজয়ী হওয়ার ভুল

ধারণায় পড়ে আছো। আল্লাহর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত এতো দুর্বল নয় যে, যে কেউ মন চাইলেই তা পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাছাড়া তাতে এমন কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনাও নেই ; কেননা তাঁর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা কোনো প্রকার অজ্ঞতা-প্রসূত বিষয় নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক।

৪. তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছো, অথচ আল্লাহকে আসমান-যমীন ও বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে মৌখিকভাবে স্বীকার করো। তোমাদের যুক্তি হলো—তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে এমন করতে দেখেছো। তাহলে কি তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের অজ্ঞতা ও বোকামীকে তোমরা চোখ বন্ধ করে স্বীকার করে নেবে ? যারা আল্লাহকে স্রষ্টা, শাসক, প্রতিপালক ও জীবন-মৃত্যুর মালিক বলে স্বীকার করে, তারা তো এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরও প্রতিপালক ছিলেন এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। তাঁর ইবাদাত করা তোমাদের যেমন কর্তব্য, তেমনি তাদেরও কর্তব্য ছিলো।

৫. আল্লাহ তা'আলা সকলের প্রতিপালক। তাঁর রহমতের দাবী হলো, তিনি যেমন সকলের রিযিক-এর ব্যবস্থা করেন, তেমনি সকলের পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থাও তিনি করবেন। আর তাই তিনি রাসূলের মাধ্যমে কিতাব পাঠিয়েছেন।

অতঃপর মক্কাবাসীদের ওপর আপতিত দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার কাফির-মুশরিকদের ক্রমাগত দীনী দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের কারণে তাদের মন-মানসিকতাকে হিদায়াতের অনুকূলে আনার জন্য আল্লাহর নিকট দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করার আবেদন কবুল করে মক্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষের ফলে তারা কিছুটা নরম হয়েছিলো বলে লক্ষণও দেখা গিয়েছে। কারণ, তখন সত্যের দুশমনদের নেতা পর্যায়ের লোকেরা-ও বলতে শুরু করেছিলো যে, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর থেকে এ দুর্ভিক্ষের বিপদ দূর করে দিন, আমরা ঈমান আনবো। কিন্তু আল্লাহ তো জানেন যে, তাদের এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা। কেননা মুহাম্মাদ সা.-এর চরিত্র, কাজকর্ম, কথাবার্তা এক কথায় তাঁর জীবনযাত্রা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছিলো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। এটা দেখেও যারা হঠকারিতা থেকে ফিরে আসেনি, তাদের ওপর সামান্য ছোটখাটো বিপদ আসলেও তারা ঈমান আনবে না। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে যেমন একথা অবহিত করেছেন, অনুরূপভাবে কাফিরদেরকেও বলেছেন যে, তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা। এখন তোমাদের ওপর থেকে দুর্ভিক্ষের বিপদটা সরিয়ে দিলেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আসলে তোমরা একটি চরম ধ্বংসের মুখোমুখী হওয়া কামনা করছো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফিরআউন তার সম্প্রদায়-এর উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় মূসা আ.-কে মেনে নিতে হঠকারিতা দেখিয়েছিলো। এমনকি তারা মূসা আ.-কে হত্যা করার চেষ্টাও চালিয়েছিলো। বর্তমান কুরাইশদের মতো তারাও বিপদের সম্মুখীন হলে ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিতো, কিন্তু বিপদ সরে গেলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো। মূসা আ. তাঁর সত্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের সামনে

পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের জিদ ও হঠকারিতা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে চরম ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। তাদের পরিণাম চিরদিনের জন্য শিক্ষণীয় ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

কাফিরদের তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনার পর তাদের আখেরাত অস্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের কথা ছিল মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই। যদি তা থেকে থাকে তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে তা প্রমাণ করো। কাফিরদের একথার জবাবে দুটো কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় আখিরাত অবিশ্বাসের কারণেই ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তা। তিনি এ বিশ্ব-জাহান খেলার ছলে সৃষ্টি করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেননি। কারণ মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার কোনো কাজই অর্থহীন হতে পারে না। আর মৃত্যুর পর আখিরাত না থাকার অর্থ হলো বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন কাজ বলে প্রমাণিত হওয়া। অথচ এটা একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে, তাহলো, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে ফিরিয়ে আনার দাবী পূরণের ব্যাপারটা প্রতিদিন এক একজনের দাবী অনুযায়ী হবে না। এটা হবে পৃথিবীর শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য যুগপত একই সাথে। আল্লাহ তা'আলা সেজন্য একটি সময় নির্ধারণ করেই রেখেছেন। কেউ যদি তার জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তার জন্য উপযুক্ত সময় এখনই। কারণ সে সময় যখন এসে পড়বে, তখন শক্তি-ক্ষমতার জোরে তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর না তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে।

তারপর আল্লাহর আদালতে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত লোকদের শাস্তি এবং সেই আদালতে সফলতা লাভকারী লোকদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন তোমাদের বুঝার জন্য তোমাদের নিজস্ব ভাষায় সহজ-সরল ভঙ্গিতে নাযিল করা হয়েছে। এভাবে তোমাদের বুঝানোর পরও যদি তোমরা বুঝার জন্য এগিয়ে না আসো এবং পরিণতি দেখার জন্য জিদ ধরে বসে থাকো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো, যথাসময়ে এ হঠকারিতার পরিণাম তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।

حٰمٓ ① وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا

১. হা মীম। ২. কসম সুস্পষ্ট কিতাবের। ৩. অবশ্যই আমি তা এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম

مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا

সতর্ককারী[১]। ৪. প্রত্যেকটি বিজ্ঞতাপূর্ণ বিষয়[২] তাতে (সেই রাতে) সিদ্ধান্ত করা হয়[৩]—৫. আমার পক্ষ থেকে নির্দেশক্রমে ; নিশ্চয়ই আমি হলাম

① حٰمٓ-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। ② وَ-কসম ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; الْمُبِيْنِ-সুস্পষ্ট। ③ اِنَّآ-আমি অবশ্যই ; اَنْزَلْنٰهُ-তা নাযিল করেছি ; فِيْ لَيْلَةٍ-এক রাতে ; مُّبٰرَكَةٍ-বরকতময় ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; كُنَّا-ছিলাম ; مُنْذِرِيْنَ-সতর্ককারী। ④ فِيْهَا-তাতে (সেই রাতে) ; يُفْرَقُ-সিদ্ধান্ত করা হয় ; كُلُّ-প্রত্যেকটি ; اَمْرٍ-বিষয় ; حَكِيْمٍ-বিজ্ঞতাপূর্ণ। ⑤ اَمْرًا-নির্দেশক্রমে ; مِّنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-আমার পক্ষ ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; كُنَّا-হলাম ;

১. 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা এখানে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের কসম করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, এ কিতাবের রচয়িতা মুহাম্মাদ সা. নন, আমি নিজেই এর রচয়িতা। স্বয়ং কুরআন মাজীদ-ই একথার প্রমাণ। কেননা এ কিতাবের ছোট্ট একটি সূরার মতো সূরাও কেউ রচনা করতে সক্ষম নয়। এ কুরআন যে রাতে নাযিল হয়েছে সে রাতটি ছিলো অত্যন্ত বরকতময়। গাফিল মানুষকে সতর্ক করার জন্যই এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে। নির্বোধ লোকেরাই এ কিতাবকে বিপজ্জনক বলে ভাবতে পারে। অথচ এ কিতাবের নাযিল-মুহূর্তটি গোটা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যময়।

সেই রাতকে সূরা আল কাদরে 'লাইলাতুল কদর' বা 'সৌভাগ্য রজনী' বলা হয়েছে। আর তা ছিলো রমযান মাসেরই একটি রাত। এ রাতেই সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ 'লাওহে মাহফুয' তথা সংরক্ষিত স্থান থেকে ওহীর ধারক-বাহক ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুসারে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ২৩ বছরের জীবনে প্রয়োজন মতো তা দুনিয়াতে পাঠানো হয়।

مُرۡسِلِينَ ۞ رَحۡمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

রাসূল প্রেরণকারী—৬. আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ[৪] ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৫]। ৭.—(তিনি) প্রতিপালক আসমান

وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِ

ও যমীন এবং সেসব কিছুর যা আছে এতদুভয়ের মধ্যে ; যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাকো[৬]। ৮. তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,[৭] তিনিই জীবন দান করেন

مُرۡسِلِينَ-রাসূল প্রেরণকারী।৬ رَحۡمَةً-রহমত স্বরূপ ; مِنۡ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الۡعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ।৭ رَبِّ-(তিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الۡاَرۡضِ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-সেসব কিছুর যা আছে ; بَيۡنَهُمَا-এতদুভয়ের মধ্যে ; اِنۡ-যদি ; كُنۡتُمۡ-তোমরা হয়ে থাকো ; مُوۡقِنِيۡنَ-নিশ্চিত বিশ্বাসী।৮ لَا-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; يُحۡيِ-তিনিই জীবন দান করেন ;

তাছাড়া দুনিয়াতে যতো আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সবই রমযান মাসের বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে ; তাওরাত ছয় তারিখে, যাবূর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কুরআন মাজীদ চব্বিশ তারিখ দিন গত রাত তথা পঁচিশের রাতে নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

২. অর্থাৎ বিষয়টি অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ, তাতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হওয়া বা অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা নেই। আর সেই বিষয়ের সিদ্ধান্তও অত্যন্ত পাকাপোক্ত যা পরিবর্তন বা বাতিল করার সাধ্য কারো নেই।

৩. অর্থাৎ সে রাতেই আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবজাতির ভাগ্যের ফায়সালা করে ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেন। তারা সেই ফায়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। আর সেই রাতটি হলো রমযানের সেই রাত, যাকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমতের দাবী হলো মানুষের হিদায়াতের জন্য কিতাবসহ রাসূল পাঠানো। এটা শুধুমাত্র জ্ঞান ও যুক্তির দাবী-ই ছিলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতিপালক। আর এ প্রতিপালন শুধু মানুষের দেহের প্রতিপালন নয়, নির্ভুল পথ দেখানো-ও এর মধ্যে শামিল। নচেৎ মানুষকে সঠিক পথ পেতে বহু বাতিল পথের ভিড়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে হতো।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি দয়া করে মানুষের জন্য কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছেন। কারণ মানুষের পক্ষে এ ধরনের

وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۞

এবং মৃত্যু দেন,[৮]—তিনি) তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক[৯]।
৯. (তবুও তারা বিশ্বাস করছে না) বরং তারা সন্দেহের মধ্যে খেলা-ধুলায় মেতে আছে[১০]।

وَ-এবং ; يُمِيتُ-মৃত্যু দেন ; رَبُّكُمْ-(তিনি) তোমাদের প্রতিপালক ; وَ-এবং ; رَبُّ-প্রতিপালক ; آبَائِكُمُ-তোমাদের পিতৃপুরুষদের ; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তী। ⑨ بَلْ-(তবুও তারা বিশ্বাস করছে না) বরং ; هُمْ-তারা ; فِي-মধ্যে ; شَكٍّ-সন্দেহের ; يَلْعَبُونَ-খেলাধুলায় মেতে আছে।

কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী নয়। কোনো বিশেষ মানুষ তো দূরের কথা মানব ও জ্বিন জাতির সকল সদস্যের জ্ঞানকে একত্র করলেও আল্লাহর জ্ঞানের অণুপরিমাণ জ্ঞানেরও সমান হবে না। তাই কোন্‌টি সঠিক পথ, আর কোন্‌টি ভুল পথ এবং কোন্‌টি হক, কোন্‌টি বাতিল, কোনটি তার জন্য কল্যাণকর ও কোন্‌টি তার জন্য ক্ষতিকর তা মানুষের পক্ষে স্থির করা সম্ভব নয়। এসব কিছু একমাত্র আল্লাহ-ই বলতে পারেন, কেননা তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৬. অর্থাৎ তোমরা মুখে মুখে যে আল্লাহকে বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে থাকো, তাতে যদি তোমাদের উপলব্ধি ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে তোমাদের স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রাসূল পাঠানো তার রহমত ও প্রতিপালন গুণের অনিবার্য দাবি। তিনি যেহেতু তোমাদের মালিক, তাই তাঁর পক্ষ থেকে যে পথনির্দেশ আসবে তা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। আর সেজন্য তোমাদের আনুগত্য পাওয়াও তাঁর অধিকার।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ-ই মানুষের প্রকৃত ইলাহ বা উপাস্য। সুতরাং ইবাদাত বা দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা করতে হবে একমাত্র তাঁর।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ-ই যেহেতু তোমাদের জীবন ও মৃত্যু দান করেন—অন্য কারো যখন এ ক্ষমতা নেই। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করা অথবা তাঁর সাথে অন্যদেরও দাসত্ব যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী।

৯. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালকও আল্লাহ-ই ছিলেন, তাই তাদের কর্তব্য ছিলো আল্লাহর দাসত্ব করা ; কিন্তু তারা তা না করে মারাত্মক অন্যায় কাজ করেছে। আর তোমাদের প্রতিপালকও আল্লাহ। তাই তোমাদেরও কর্তব্য আল্লাহর দাসত্ব করা, কিন্তু তোমরাও পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুসরণের দোহাই দিয়ে কর্তব্য থেকে দূরে সরে পড়েছো। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ বাদ দিয়ে তাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্বকে গ্রহণ করে নেয়া।

﴿١٠﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا

১০. অতএব আপনি (তাদের ব্যাপারে) সেদিনের অপেক্ষায় থাকুন যেদিন আকাশ পরিষ্কার ধোঁয়া নিয়ে আসবে। ১১.—তা মানুষকে ঢেকে ফেলবে ; এটা (হবে)

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১২. (তখন তারা বলবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের থেকে এ আযাব সরিয়ে দিন, আমরা নিশ্চিত মু'মিন হয়ে যাবো। ১৩. কেমন করে হবে তাদের

الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ

উপদেশ গ্রহণ ? অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল[১১]। ১৪. অতঃপর তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, (এতো) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

﴿١٠﴾ فَارْتَقِبْ-অতএব (তাদের ব্যাপারে) অপেক্ষায় থাকুন ; يَوْمَ-সেদিনের যেদিন ; تَأْتِي-আসবে ; السَّمَاءُ-আসমান ; بِدُخَانٍ-ধোঁয়া নিয়ে ; مُّبِينٍ-পরিষ্কার। ﴿١١﴾ يَغْشَى-তা ঢেকে ফেলবে ; النَّاسَ-মানুষকে ; هَٰذَا-এটা (হবে) ; عَذَابٌ-শাস্তি ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿١٢﴾ رَبَّنَا-(তখন তারা বলবে)-হে আমাদের প্রতিপালক ; اكْشِفْ-সরিয়ে দিন ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; الْعَذَابَ-এ আযাব ; إِنَّا-আমরা নিশ্চিত ; مُؤْمِنُونَ-মু'মিন হয়ে যাবো। ﴿١٣﴾ أَنَّىٰ-কেমন করে হবে ; لَهُمُ-তাদের ; الذِّكْرَىٰ-উপদেশ গ্রহণ; وَ-অথচ ; قَدْ جَاءَهُمْ-(قد+جاء+هم)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; رَسُولٌ-রাসূল ; مُّبِينٌ-সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। ﴿١٤﴾ ثُمَّ-অতঃপর ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো ; عَنْهُ-তাঁর থেকে ; وَ-এবং ; قَالُوا-বললো ; مُعَلَّمٌ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ;

১০. অর্থাৎ নাস্তিক ও মুশরিক কেউ-ই তার নাস্তিক্যবাদী ও শিরকী আদর্শের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী নয় ; বরং তারা নিজেদের বাতিল আদর্শের প্রতিও সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। জীবনের কোনো না কোনো দুর্বল মুহূর্তে নাস্তিক ভাবতে বাধ্য হয় যে, পরমাণু থেকে নিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে নিয়ে মানুষ সৃষ্টি পর্যন্ত এ বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজী কোনো সর্বজ্ঞানী, কুশলী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর মুশরিকও ভাবে যে, আমি যাকে উপাস্য হিসেবে পূজা করি সে কখনো আল্লাহ হতে পারে না। কিন্তু তারপরও তারা নিজেদের গুমরাহী থেকে ফিরে আসতে পারে না। কারণ তারা দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য ভোগ বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের নেশায় সার্বক্ষণিক ব্যস্ত সময় কাটায়। তারা পার্থিব স্বার্থ ও ভোগের উপকরণকেই মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। ফলে তারা তাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তির সম্পূর্ণটাই এর পেছনে ব্যয় করে। তাদের জীবনের নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ থাকে

مَجْنُونٌ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبْطِشُ

পাগল[১২]। ১৫. আমি তো কিছুকালের জন্য আযাব সরিয়ে দিচ্ছি—তোমরা তো আগের অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তনকারী। ১৬. যেদিন আমি পাকড়াও করবো

الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ⑯ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

কঠোরভাবে পাকড়াও,—(সেদিন) আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হবো[১৩]। ১৭. আর নিঃসন্দেহে তাদের আগে আমি পরীক্ষা করেছিলাম ফিরআউনের কাওমকে

مَجْنُونٌ-পাগল। (১৫) اِنَّا-আমি তো ; كَاشِفُوا-সরিয়ে দিচ্ছি ; الْعَذَابِ-এ আযাব ; قَلِيلًا-কিছুকালের জন্য ; اِنَّكُمْ-তোমরা তো ; عَائِدُوْنَ-আগের অবস্থায়ই-প্রত্যাবর্তনকারী। (১৬) يَوْمَ-যেদিন ; نَبْطِشُ-আমি পাকড়াও করবো ; الْبَطْشَةَ-পাকড়াও; الْكُبْرٰى-কঠোরভাবে ; اِنَّا-(সেদিন) আমি অবশ্যই ; مُنْتَقِمُوْنَ-প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হবো। (১৭) وَ-আর ; لَقَدْ فَتَنَّا-নিঃসন্দেহে আমি পরীক্ষা করেছিলাম; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; قَوْمَ-কাওমকে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ;

না। ধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও তারা সেটাকে বিনোদন হিসেবে পালন করে। সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের জীবনকাল শেষ হয়ে যায়। ধর্মীয় ও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার তাদের অবসর আর হয়ে উঠে না।

১১. 'রাসূলুম মুবীন'-এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাঁর জীবনের সর্বদিক মানুষের নিকট সুস্পষ্ট, যাতে করে মানুষ তাঁকে ও তাঁর কাজকর্ম দেখেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

১২. অর্থাৎ তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে দীনের দাওয়াত নিয়ে একজন রাসূল আসার পরও তারা তাঁকে 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাহলে তাদের হিদায়াত লাভ কিরূপে হবে ? কাফিরদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে এড়িয়ে চলা। এর দ্বারা তারা লোকদের বুঝাতে চায় যে, মুহাম্মাদ সা. তো একজন সরল-সাদা মানুষ। তাঁকে পেছন থেকে কোনো কোনো লোক এসব কথা শিখিয়ে দিচ্ছে। তাদের মতে কোনো স্বাভাবিক মানুষ কারো শেখানো কথা নিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে নিজেকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলতে পারে না। তারা কুরআন মাজীদের যুক্তিপূর্ণ কথা, রাসূলের মহৎ জীবন এবং এ আদর্শের জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা এসব কিছু ভেবে দেখার কোনো প্রয়োজনবোধ করতো না। তারা ভাবতে রাজী ছিলো না যে, যদি কেউ নেপথ্য থেকে তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে দিতো তাহলে কখনো না কখনো কারো না কারো সামনে তা প্রকাশ হয়ে যেতো। অন্ততপক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তা ধরা

وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوٓا إِلَىَّ عِبَادَ اللهِ ۖ إِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

এবং তাদের কাছে এসেছিলেন একজন সম্মানিত রাসূল[১৪]। ১৮. (তিনি তাদেরকে বলেছিলেন) যে,[১৫] আল্লাহর বান্দাহদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করো[১৬], আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন রাসূল—

أَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللهِ ۚ إِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّىْ

বিশ্বস্ত[১৭]। ১৯. আর তোমরা যেনো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো ; আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই এসেছি[১৮]। ২০. আর আমি তো

وَ-এবং ; جَآءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; رَسُوْلٌ-একজন রাসূল ; كَرِيْمٌ-সম্মানিত। ⑱ أَنْ-(তিনি তাদেরকে বলেছিলেন) যে, أَدُّوٓا-সোপর্দ করো ; إِلَىَّ-আমার নিকট ; عِبَادَ-বান্দাহদেরকে ; اللهِ-আল্লাহর ; إِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُوْلٌ-একজন রাসূল ; أَمِيْنٌ-বিশ্বস্ত। ⑲ وَ-আর ; أَنْ لَّا تَعْلُوْا-যেনো তোমরা বিদ্রোহ না করো; عَلَى-বিরুদ্ধে ; اللهِ-আল্লাহর ; إِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; اٰتِيْكُمْ-(اتى+كم)-তোমাদের নিকট এসেছি ; بِسُلْطٰنٍ-(ب+سلطن)-প্রমাণ নিয়েই ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ⑳ وَ-আর ; إِنِّىْ-আমি তো ;

পড়ে যেতো। খাদীজা রা., আবু বকর রা. এবং যায়েদ ইবনে হারেসা রা. প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে তা গোপন থাকতো না, কেননা তাঁরা তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। আর তাঁদের চোখে ধরা পড়লে তাঁরা কি তাঁর আনুগত্য মেনে নিতেন ? নেপথ্যে কোনো লোকের শেখানো কথা বলে নবুওয়াতের দাবী করলে এসব লোকই সর্বপ্রথম তার বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগে যেতেন।

১৩. অর্থাৎ আমার রাসূলের দোয়ায় তোমাদের ওপর থেকে দুর্ভিক্ষের এ আযাব এখন সরিয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু তোমরা তো তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। বরং আগের মতোই আমার কিতাব ও রাসূলের বিরোধিতার কাজে ফিরে যাবে। তবে তোমরা অপেক্ষা করো, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করবো এবং তোমাদের এসব হঠকারি কাজের বদলা দেবো। সেদিন তোমরা বুঝতে পারবে হক ও বাতিলের পার্থক্য। কিন্তু তোমাদের সেদিনের উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে না।

১৪. 'রাসূলুন কারীম' অর্থ অত্যন্ত ভদ্র আচার-আচরণ এবং প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী রাসূল। 'কারীম' শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার হয় তখন উপরোক্ত অর্থই বুঝায়।

১৫. এখানে মূসা আ.-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তবে এসব উক্তি একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে উক্ত হয়নি ; বরং দীর্ঘ সময়কালে তিনি বিভিন্ন সময়ে ফিরআউনের

عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢١﴾ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○

আশ্রয় নিয়েছি আমার প্রতিপালকের নিকট এবং (তিনি) তোমাদেরও প্রতিপালক, যাতে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো। ২১. আর যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে তোমরা আমার থেকে দূরে থাকো[১৯]।

عُذْتُ-আশ্রয় নিয়েছি ; بِرَبِّيْ-(ب+رب+ى)-আমার প্রতিপালকের নিকট ; وَ-এবং ; رَبِّكُمْ-(رَب+كم)-(তিনি) তোমাদেরও প্রতিপালক ; اَنْ تَرْجُمُوْنِ-যাতে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো। ㉑ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; لَمْ تُؤْمِنُوْا-তোমরা বিশ্বাস না করো ; لِيْ-আমাকে ; فَاعْتَزِلُوْنِ-(ف+اعتزلون)-তাহলে তোমরা আমার থেকে দূরে থাকো।

সাথে এবং তাঁর সভাসদদের সাথে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যেসব কথা বলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৬. এ আয়াতের অর্থ এও হতে পারে—'আমার অধিকার আদায় করো, হে আল্লাহর বান্দাহগণ' অর্থাৎ আমি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, তাই আমার কথা মেনে নেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং তোমাদের আনুগত্য লাভ করা আমার অধিকার। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে উপরোক্ত অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

১৭. মূসা আ. যখন প্রথম দাওয়াত পেশ করেছিলেন তখন একথাগুলো বলেছেন, অর্থাৎ আমার ওপর তোমরা বিশ্বাস রাখতে পারো, আমি যা বলছি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলছি। আমার নিজের কোনো কথা এতে সংযোজিত হয়নি। আমার নিজের কোনো স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য নেই। আমি এমন লোকও নই যে, নিজে কোনো কথা রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেবো ; বরং আমি আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

১৮. অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর রাসূল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী আমি তোমাদের সামনে একের পর এক পেশ করেছি যাতে তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না বসো। এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা কোনো মু'জিযা বুঝানো হয়নি। বরং ফিরআউনের দরবারে দাওয়াত নিয়ে প্রথমে যাওয়ার পর থেকে মিসরে অবস্থানকালীন দীর্ঘ সময়ে প্রদর্শিত সকল মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। ফিরআউন ও তার সভাসদরা যখনই কোনো একটি মু'জিযাকে উপেক্ষা করেছে, মূসা আ. তার চেয়েও শক্তিশালী এবং সুস্পষ্ট মু'জিযা তাদের সামনে পেশ করেছেন।

১৯. অর্থাৎ তোমরা আমার কথা মেনে নিলে তোমাদের কল্যাণ হবে। তবে তোমরা যদি নিজেদের কল্যাণ না চাও, তাহলে সেটা তোমাদের ইচ্ছা ; কিন্তু আমাকে পাথর মেরে হত্যা করা বা আমার কোনো ক্ষতি করার অপচেষ্টা করো না। তোমরা আমার কিছুই করতে পারবে না ; কারণ আমি সেই মহান সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক। অবশ্য তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক।

﴿٢٢﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم

২২. অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন—'এরা তো নিশ্চিত অপরাধী সম্প্রদায়'[২০]। ২৩. (তিনি বললেন)—তাহলে আপনি আমার বান্দাহদের নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে পড়ুন[২১], নিশ্চয়ই আপনাদেরকে

مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾ كَمْ تَرَكُوا

পেছনে ধাওয়া করা হবে[২২]। ২৪. আর সমুদ্রকে শান্ত অবস্থায় থাকতে দিন ; নিশ্চয়ই তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে[২৩]। ২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিলো কতোই না

﴿২২﴾ فَدَعَا-(ف+دعا)-অতঃপর তিনি ডেকে বললেন ; رَبَّهُ-তাঁর প্রতিপালককে ; أَنَّ-নিশ্চিত ; هَٰؤُلَاءِ-এরা তো ; قَوْمٌ-সম্প্রদায় ; مُّجْرِمُونَ-অপরাধী। ﴿২৩﴾ فَأَسْرِ-(ف+اسر)-(তিনি বললেন) তাহলে আপনি বের হয়ে পড়ুন ; بِعِبَادِي-(ب+عباد+ى)-আমার বান্দাহদের নিয়ে ; لَيْلًا-রাতারাতি ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই আপনাদেরকে ; مُّتَّبَعُونَ-পেছনে ধাওয়া করা হবে। ﴿২৪﴾ وَ-আর ; اتْرُكِ-থাকতে দিন ; الْبَحْرَ-সমুদ্রকে ; رَهْوًا-শান্ত অবস্থায় ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; جُندٌ-এমন বাহিনী ; مُّغْرَقُونَ-যারা নিমজ্জিত হবে। ﴿২৫﴾ كَمْ-কতোই না ; تَرَكُوا-তারা ছেড়ে গিয়েছিলো ;

এখানে উল্লেখ্য যে, ফিরআউন ও তার সভাসদদের উপেক্ষা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে পদস্থ লোকদের মধ্যেও মূসা আ.-এর দাওয়াতের প্রভাব পড়েছে। তাই অস্থির হয়ে আল্লাহর রাসূল মূসা আ.-কে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় মূসা আ. যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো—"যে ব্যক্তি হিসাবের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না এমন অহংকারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের (আল্লাহর) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি।" (সূরা আল মু'মিন ঃ ২)

২০. অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায়-এর ঈমান আনার আর আশা করা যায় না। তারা যে অপরাধী তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তারা আর কোনো অবকাশ পাওয়ার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছে। এদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে। এটি ছিলো তাদের ব্যাপারে মূসা আ.-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন।

২১. অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এসেছে যে, আপনি ঈমানদারদেরকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে পড়ুন। এ ঈমানদারদের মধ্যে ছিলো –(১) ইউসুফ আ.-এর যুগ থেকে মূসা আ.-এর আগমন পর্যন্ত মিসরীয় কিবতী মুসলমানরা (২) কিছু কিছু মিসরীয় লোক যারা মূসা আ.-এর নিদর্শন দেখে এবং তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলো ; (৩) বনী ইসরাঈল।

২২. অর্থাৎ ফিরআউনের সৈন্যরা আপনাদের পেছনে ধাওয়া করার আগে আগে আপনি

مِن جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾

বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা ; ২৬. এবং ফসলের ক্ষেত ও ভালো ভালো বাসগৃহ। ২৭. আর (পেছনে পড়ে থাকলো) ভোগের সামগ্রী—যাতে তারা আনন্দে মেতে থাকতো।

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ

২৮. এমনই হয়েছিলো (তাদের অবস্থা) ; আর আমি অন্য এক কাওমকে সেসবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলাম।[২৪] ২৯. অতপর তাদের জন্য কাঁদেনি আসমান ও যমীন[২৫]

وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾

এবং তারা অবকাশ প্রাপ্তও ছিলো না।

مِنْ جَنّٰتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; عُيُوْنٍ-ঝর্ণাধারা। ㉖ وَّ-এবং ; زُرُوْعٍ-ফসলের ক্ষেত ; وَّ-ও ; مَكَانٍ-বাসগৃহ ; كَرِيْمٍ-ভালো ভালো। ㉗ وَّ-আর (পেছনে পড়ে থাকলো) ; نَعْمَةٍ-ভোগের সামগ্রী ; كَانُوْا-তারা থাকতো ; فِيْهَا-যাতে ; فٰكِهِيْنَ-আনন্দে মেতে। ㉘ كَذٰلِكَ-এমনই হয়েছিলো (তাদের অবস্থা) ; وَ-আর ; اَوْرَثْنٰهَا-(اورثنا+ها)-সে সবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলাম ; قَوْمًا-এক কাওমকে ; اٰخَرِيْنَ-অন্য। ㉙ فَمَا بَكَتْ-(ف+مابكت)-অতঃপর কাঁদেনি ; عَلَيْهِمُ-তাদের জন্য; السَّمَاءُ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضُ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا كَانُوْا-তারা ছিলো না ; مُنْظَرِيْنَ-অবকাশ প্রাপ্তও।

মু'মিনদেরকে নিয়ে রাত থাকতেই এ এলাকা ত্যাগ করুন। এটিই ছিলো মূসা আ.-এর প্রতি হিজরতের প্রথম নির্দেশ।

২৩. অর্থাৎ সমুদ্রকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপনি লাঠি ব্যবহার করবেন না ; বরং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে তৈরী রাস্তা সেই অবস্থায় থাকুক, যাতে করে ফিরআউন-বাহিনী রাস্তাগুলো দেখে সমুদ্রে নেমে পড়ে। আর যখনই তারা সমুদ্রের মাঝামাঝি পৌঁছবে তখনই তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে। এ নির্দেশ মূসা আ.-কে তখনই দেয়া হয়েছে যখন তিনি সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা তখন স্বাভাবিকভাবে কামনা করছেন যে সমুদ্র আগের অবস্থায় ফিরে যাক। যাতে ফিরআউন বাহিনী সমুদ্র পার হয়ে ধাওয়া করতে না পারে।

২৪. সূরা আশ শু'আরার ৫৯ আয়াতে 'অন্য এক কাওম' দ্বারা বনী ইসরাঈলের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"এরূপই (আমি করেছি) ; আমি তার উত্তরাধিকারী করেছি বনী ইসরাঈলকে।" কিন্তু মিসর থেকে হিজরত করার পর বনী ইসরাঈল আবার মিসরে ফিরে গিয়েছিলো, ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২৫. অর্থাৎ তারা পৃথিবীর বুকে এমন কোনো কাজ করেনি এবং আল্লাহর বান্দাহদের এমন কোনো কল্যাণ করেনি যার জন্য তারা তাদের জন্য অশ্রুপাত করবে। আর তারা—আল্লাহর সৃষ্টির জন্যও কোনো কাজ করেনি যার জন্য আসমানের অধিবাসীরা তাদের জন্য আহাজারী করবে। বরং পৃথিবীতে তারা দুর্বলদের ওপর যুলুম-অত্যাচার করেছে। কিন্তু তাদের অপরাধের মাত্রা যখন সীমালংঘন করেছে তখন তাদেরকে আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলা হয়েছে। পৃথিবীতে তাদের শাসনক্ষমতা থাকা অবস্থায় চাটুকারদের দল তাদের এমন প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালাতো যে, তাদের গুণাবলীর অন্ত নেই, গোটা পৃথিবী তাদের কাছে ঋণী। তাদের চেয়ে জনপ্রিয় আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তাদের পতন হয়, তখন তাদের জন্য কেউ আফসোস করে না ; বরং সবাই বুক ভরে শ্বাস নেয়, যেনো তাদের ওপর থেকে এক বিরাট বোঝা সরে গেছে। আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন-এর ব্যাপারে একাধিক হাদীস আছে যে, সৎকর্মপরায়ণ লোকের মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী তার জন্য ক্রন্দন করে। রাসূলুল্লাহ সা. এরপর সূরা আদ দুখান এর আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। ইবনে আব্বাস রা. থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। (ইবনে কাসীর)

শোরায়হ্ ইবনে ওবায়দ রা. বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যেসব মু'মিন ব্যক্তি প্রবাসে মৃত্যুবরণ করে যেখানে তাদের জন্য কোনো ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। তারপর তিনি আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, 'পৃথিবী ও আকাশ' কোনো কাফিরের জন্য ক্রন্দন করে না।
(ইবনে জারীর)

আলী রা.-ও বলেছেন যে, সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। (ইবনে কাসীর)

১ম রুকূ' (১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিশ্ব-মানবতাকে পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য অসীম বরকতময় রাত 'লাইলাতুল কদরে' আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেন।

২. আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের গুরুত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য সেই মহাগ্রন্থের কসম করেছেন। যাতে করে মানুষ এ কিতাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার যথাযথ মূল্যায়ন করে।

৩. আল কুরআন এমন একটি মহাগ্রন্থ যাতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিধিবিধান এবং মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবন সম্পর্কেও যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করা হয়েছে।

৪. পরবর্তী 'লাইলাতুল কদর', পর্যন্ত সৃষ্টিকূলের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে আল্লাহ তা'আলা সে রাতেই সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট দিয়ে দেন আর তারা সে অনুসারেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে থাকে।

৫. আল কুরআন মানবজাতির জন্য সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনুপম রহমত। যে মানুষ এ রহমতের মূল্যায়ন করতে পারলো না, সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে দুর্ভাগা।

৬. আল্লাহ তা'আলা-ই আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক—এটা মুখে মুখে নয়, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

৭. আল্লাহ ছাড়া কাউকে 'ইলাহ' তথা আইন-বিধান দাতা ও উপাসনার যোগ্য বলে মানা যাবে না। কেননা তিনিই একমাত্র জীবন দেন ও মৃত্যু দান করেন।

৮. আগে-পরের সকল মানুষের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। এতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই।

৯. বিশ্বাসের প্রতিফলন কর্মে না ঘটলে, তা ঈমান হিসেবে গৃহীত হবে না।

১০. কিয়ামতের দিন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কারা ঈমানের দাবীতে সঠিক ছিলো, আর কাদের ঈমান সঠিক ছিলো না।

১১. কিয়ামতের দিন আসমানে ঘন ধোঁয়া দৃশ্যমান হবে এবং তা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। ফলে মানুষ কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

১২. সারা জীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে তাওবা করলে সেই তাওবা কখনো গৃহীত হবে না।

১৩. যারা বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, আবার আল্লাহ বিপদ সরিয়ে দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন যা থেকে রেহাই নেই।

১৪. কুরআন মাজীদে উল্লেখিত অতীতের হঠকারী জাতিসমূহের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বুদ্ধিমান মানুষের কাজ।

১৫. নবী-রাসূলগণই দুনিয়াতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকামী বন্ধু। তাই তাঁদের আনীত জীবনব্যবস্থা অনুসরণের মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

১৬. বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র ও ক্ষতিকর তৎপরতা থেকে একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চাইতে হবে ; কারণ তিনি ছাড়া কেউ বিপদ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

১৭. মূসা আ. এবং তাঁর সাথী মু'মিনদেরকে ফিরআউন ও তার বাহিনী থেকে রক্ষা করেছিলেন, আজও তিনি মু'মিনদেরকে বাতিলের অপতৎপরতা থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে সক্ষম।

১৮. যালিম ও আল্লাদ্রোহী এবং ক্ষমতার অহংকারে দাম্ভিক শাসকদের পরিণতি ফিরআউন ও তার বাহিনীর মতই হয়ে থাকে—এটিই ইতিহাসের শিক্ষা।

১৯. সুদৃঢ় ঈমান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই মু'মিনদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। বরং মু'মিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরাই চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর সুন্নত।

২০. মানুষের কল্যাণকামী সৎকর্মপরায়ণ একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যুতেও আসমান-যমীন কাঁদে। কিন্তু একজন যালিম ও অসৎলোক দুনিয়াতে যতোই শক্তিধর হোক না কেনো, তার মৃত্যুতে না দুনিয়াতে কেউ কাঁদে, আর না আসমানে কেউ তার জন্য আফসোস করে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১৩

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ

৩০. আর আমি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। ৩১.—ফিরআউনের[২৬] ; নিশ্চয়ই সে ছিলো

عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم

শীর্ষস্থানীয় সীমালংঘনকারীদের শামিল[২৭]। ৩২. আর নিঃসন্দেহে জেনে শুনেই আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম বিশ্ববাসীর ওপর[২৮]। ৩৩. এবং আমি তাদেরকে দান করেছিলাম

(৩০) وَ-আর ; لَقَدْ نَجَّيْنَا-(ل+قد نجينا)-নিঃসন্দেহে আমি মুক্তি দিয়েছিলাম ; بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে ; مِنَ-থেকে ; الْعَذَابِ-আযাব ; الْمُهِيْنِ-অপমানজনক। (৩১) مِنْ فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; كَانَ-ছিলো ; عَالِيًا-শীর্ষস্থানীয়; مِنَ-শামিল ; الْمُسْرِفِيْنَ-সীমালংঘনকারীদের। (৩২) وَ-আর ; لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ-(ل+قد اخترنا+هم)-আমি নিঃসন্দেহে তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম ; عَلٰى عِلْمٍ-জেনে শুনেই ; عَلَى-ওপর ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর ওপর। (৩৩) وَ-এবং ; اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদেরকে দান করেছিলাম ;

২৬. অর্থাৎ ফিরআউন বনী ইসরাঈলকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ওপর যেসব নির্যাতন চালাতো, তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তাছাড়া ফিরআউন নিজেই ছিলো একটি মূর্তিমান লাঞ্ছনাকর আযাব।

২৭. অর্থাৎ যে ফিরআউন ছিল সে যুগের শীর্ষস্থানীয় সীমালংঘনকারী, তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিকারী এবং যে বলেছিলো, 'আমি-ই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব', সে-ই যখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পায়নি এবং খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে, তখন তোমরা কোন্ ছার ? এখানে মক্কার কাফির নেতাদের প্রতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করা হয়েছে।

২৮. অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে যত জাতি ছিলো, তাদের মধ্য থেকে বনী ইসরাঈলকে আমার বার্তাবাহক এবং তাওহীদের পতাকাবাহী হিসেবে বাছাই করে নিয়েছিলাম। তাদের গুণাবলী ও দুর্বলতা আমার অজানা ছিলো না। আমার সকল কাজই প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। সে যুগে এ দায়িত্ব পালনের জন্য তারাই ছিলো উপযুক্ত।

مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ

এমন নিদর্শনাবলী থেকে, যাতে ছিলো সুস্পষ্ট পরীক্ষা[২৯]। ৩৪. নিশ্চয়ই ওরা বলে—৩৫. এটা তো নয়

اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾

আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া (অন্যকিছু) এবং আমরা পুনর্জীবন লাভকারী নই[৩০]। ৩৬. অতএব তোমরা নিয়ে এসো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে, যদি তোমরা হয়ে থাক সত্যবাদী।[৩১]

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا ﴿٣٧﴾

৩৭. তারাই কি উত্তম, না-কি 'তুব্বা' কাওম[৩২] এবং যারা ছিলো তাদের আগে? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি; অবশ্যই তারা ছিলো

مِنَ-থেকে ; الْاٰيٰتِ-এমন নিদর্শনাবলী ; مَا فِيْهِ-যাতে ছিলো ; بَلٰٓؤٌا-পরীক্ষা ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ﴿٣٤﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰٓؤُلَآءِ-ওরা ; لَيَقُوْلُوْنَ-বলে। ﴿٣٥﴾ اِنْ هِيَ-এটা তো নয় ; اِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; مَوْتَتُنَا-(مَوْتَة+نا)-আমাদের মৃত্যু ; الْاُوْلٰى-প্রথম ; وَ-এবং ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমরা ; بِمُنْشَرِيْنَ-পুনর্জীবন লাভকারী। ﴿٣٦﴾ فَاْتُوْا-(ف+اتو)-অতএব তোমরা এসো ; بِاٰبَآئِنَا-(ب+اباء+نا)-আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿٣٧﴾ اَهُمْ-(ا+هم)-তারাই কি ; خَيْرٌ-উত্তম ; اَمْ-না-কি ; قَوْمُ-কওম ; تُبَّعٍ-'তুব্বা' ; وَّ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ছিলো ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; اَهْلَكْنٰهُمْ-(اهلكنا+هم)-আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; كَانُوْا-ছিলো ;

২৯. এখানে সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা মূসা আ.-কে প্রদত্ত মুজিযা বুঝানো হয়েছে। যেমন দীপ্তিময় সমুজ্জ্বল হাত, লাঠি ইত্যাদি। 'বালাউম মুবীন'-এর অর্থ পুরস্কার-ও হতে পারে। এখানে 'পরীক্ষা' ও 'পুরস্কার' উভয় অর্থেই এর প্রয়োগ হতে পারে। (কুরতুবী)

৩০. অর্থাৎ প্রথমবার যখন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, তারপর আমাদের আর কোনো জীবন নেই। আমাদের জীবন তো দুনিয়াতে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমাদের মৃত্যু হবে। পুনরায় আমাদের জীবন যেহেতু হবে না, তাই 'দ্বিতীয়' মৃত্যুর প্রশ্নই উঠে না। এটা ছিলো কাফিরদের কথা।

৩১. কাফিরদের যুক্তি ছিলো যে, দুনিয়াতে তো মৃত্যুর পর পুনরায় কাউকে জীবিত হতে আমরা দেখিনি, তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন হবে না। এখন তোমরা বলছো যে, আবার জীবন হবে। কাজেই তোমাদের দাবীতে

مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

অপরাধী সম্প্রদায়[৩৩]। ৩৮. আর আমি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

مُجْرِمِيْنَ-অপরাধী সম্প্রদায়। ﴿٣٨﴾ وَ-আর ; مَا خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করিনি ; السَّمٰوٰتِ - আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে সেসব ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; لٰعِبِيْنَ-খেলার ছলে।

তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেখাও, তাহলে আমরা তোমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো। কাফিরদের এ যুক্তি অসার। তাই কুরআম মাজীদ এর জবাব দেয়নি। কারণ কোনো নবী-রাসূলই একথা বলেননি যে, মৃত্যুর পর মানুষ জীবিত হয়ে এ দুনিয়াতেই ফিরে আসবে। বরং পরকালে পুনরুজ্জীবনের কথাই বলা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ আইনের অধীন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনর্জীবিত না করলে আখিরাতে জীবিত করতে পারবেন না। এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না।

৩২. 'তুব্বা' দ্বারা কোনো এক ব্যক্তির নাম বুঝানো হয়নি। এটা ছিলো ইয়ামনের হিমইয়ারী গোত্রের সম্রাটদের উপাধী। যেমন কায়সার, কিসরা ও ফিরআউন ইত্যাদি। কুরআন মাজীদে সূরা 'ক্বাফ' ও আলোচ্য সূরার 'কাওমু তুব্বা' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা কুরআন মাজীদে করা হয়নি। তাফসীরবিদদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, এ জাতি খৃস্টপূর্ব ১১৫ সালে ইয়ামনের 'সাবা' রাজ্য দখল করে নেয়। এরপর তারা আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশে নিজেদের শাসন কায়েম করে এবং ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা জারী রাখে। এরা পরবর্তীতে তৎকালীন সত্যধর্ম তথা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। তুব্বা সম্রাট আস'আদ আবু কুরায়েব ছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী শাসক। তার আমলেই তারা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তার মৃত্যুর পর এ সম্প্রদায় আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে 'কাওমে তুব্বা'র আমল অতিক্রান্ত হয়েছে। আরব দেশে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী শত শত বছর পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে ছিলো।

৩৩. এখানে কাফিরদের আখিরাত অস্বীকৃতির জবাবে বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শান-শওকত যা কিছুই থাকুক না কেনো, কোনো জাতি যদি আখিরাতকে অস্বীকার করে, তখন তাদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। যার ফলে এ মতবাদ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ছাড়ে। 'তুব্বা' জাতি এবং তাদের আগে 'সাবা' জাতি ও ফিরআউনের জাতির ধ্বংসের মূল কারণ এটিই ছিলো। মক্কার কাফিররাতো ধন-সম্পদ ও শান-শওকতে অতীতের উল্লেখিত জাতি-গোষ্ঠীর ধারে-কাছেও ছিলো না।

٣٩ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ٤٠ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

৩৯. আমি সে দু'টো (আসমান-যমীন) যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না[৩৪]। ৪০. নিশ্চয়ই ফায়সালার দিন

مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٤١ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ

তাদের সকলের নির্ধারিত[৩৫]। ৪১. সেদিন কোনো কাজে আসবে না এক বন্ধু[৩৬] অন্য বন্ধুর, আর না তাদেরকে

৩৯ مَا خَلَقْنٰهُمَآ-(ما خلقنا+هما)-আমি সে দুটো (আসমান ও যমীন) সৃষ্টি করিনি ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথ উদ্দেশ্য; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না। ৪০ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; يَوْمَ-দিন ; الْفَصْلِ-ফায়সালার ; مِيْقَاتُهُمْ-(ميقات+هم)-তাদের নির্ধারিত ; اَجْمَعِيْنَ- সকলের। ৪১ يَوْمَ-সেদিন ; لَا يُغْنِيْ-আসবে না ; مَوْلًى-এক বন্ধু ; عَنْ مَّوْلًى-অন্য বন্ধুর ; شَيْئًا-কোনো কাজে ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ;

তাদেরকে যখন তাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকত রক্ষা করতে পারেনি, তখন মক্কার কাফিরদেরকেও রক্ষা করতে পারবে না—এটিই ছিলো এ আয়াতের মূল বক্তব্য।

৩৪. কাফিরদের আখেরাত অস্বীকৃতির আরেকটি জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। জবাবে সারকথা হলো—যারা আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে, তারা মূলত বিশ্বজগতকে খেলার ছলে তৈরি খেলার উপকরণ বলে মনে করে। তারা আল্লাহকে একজন খেয়ালী নির্বোধ সত্তা হিসেবে মনে করে। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, দুনিয়াতে যা কিছুই করুক না কেনো, মৃত্যুর পর সবাই মাটিতে মিশে যাবে। তাদের ভালো-মন্দ কাজের কোনো প্রতিফলই কোথাও দেখা দেবে না। কাফিরদের এ বিশ্বাসের জবাবে বলা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জাহান কোনো খেলোয়াড়ের খেলার উপকরণ নয়। খেয়ালের বশে এ জগত এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এক মহৎ উদ্দেশ্যে এসব সৃষ্টি করেছেন। মহাজ্ঞানী সত্তার কোনো কাজই উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। সুতরাং কাফিরদের আখেরাত-অস্বীকৃতি নিরেট পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

৩৫. অর্থাৎ মানুষের পুনরুজ্জীবনের একটা সময় আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন ; সেই নির্ধারিত সময়েই তা সংঘটিত হবে। এটা এমন কাজ নয় যে, যে বা যারা যখনই দাবী করবে, তখনই কবরস্থান থেকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাউকে না কাউকে জীবিত করে দেখিয়ে দেয়া হবে। এটা শুধুমাত্র নির্ধারিত দিনেই—যে দিন আল্লাহর জ্ঞানে আছে—আগের ও পরের সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করে আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে।

يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

সাহায্য করা হবে। ৪২. তবে যাকে আল্লাহ দয়া করবেন ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই পরাক্রমশালী পরম দয়ালু[৩৭]।

يُنصَرُونَ-সাহায্য করা হবে।④২ إِلَّا-তবে ; مَنْ-যাকে ; رَّحِمَ-দয়া করবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু।

৩৬. অর্থাৎ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের খাতিরে সেদিন কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর কেউ সাহায্য করতে চাইলেও তা করতে পারবে না। মহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া সেদিন কেউ কারো জন্য মৌখিকভাবেও সুপারিশ করতে পারবে না।

৩৭. আয়াতে ফায়সালার দিন যে আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তার প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেদিন কারো জন্য সুপারিশ বা সাহায্য-সহযোগিতা করার অথবা কারো থেকে তা লাভ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। সকল ক্ষমতা ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে সেদিনের আদালতের সেই আহকামুল হাকেমীন-এর করায়ত্তে থাকবে, যার রায়কে বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। কাউকে শাস্তি দেয়া, শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া, লঘু শাস্তি বা গুরুদণ্ড দেয়া সবই তাঁর ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে হবে। তিনি এমন প্রবল-পরাক্রমের অধিকারী যে, তাঁর রায় সর্বাবস্থায় যথাযথভাবেই কার্যকর হবে। আবার তাঁর ইনসাফ ভিত্তিক রায়ে-ও তাঁর দয়া ও করুণার প্রতিফলন থাকবে।

অতঃপর সেই ফায়সালার দিন প্রতিষ্ঠিত আদালতে যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদের পরিণাম এবং যারা 'তাকওয়া' ভিত্তিক জীবনযাপন করেছে তাদের পুরস্কার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

(২য় রুকূ' (৩০-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা)

১. বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের মতো যালিম শাসকের হাত থেকে রক্ষা করেছেন যেভাবে, আজও আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাহদেরকে যালিমের যুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে অবশ্যই সক্ষম।

২. অত্যাচারী শাসক যতই শক্তিধর হোক না কেনো, মু'মিনদের সাথে আল্লাহ আছেন। সুতরাং তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে যদি হিদায়াত লাভ হয় তখন তা পুরস্কার হিসেবেই প্রতিভাত হয়। আর যদি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখার পরও ঈমান নসীব না হয় তাহলে তা পরীক্ষা হিসেবেই সামনে আসে, যে পরীক্ষায় কাফির ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪. যারা আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা অবশ্যই কাফির। আখেরাত অবিশ্বাস-ই সকল অপরাধের মূল। আর অপরাধ-ই দুনিয়া ও আখেরাতে যত অশান্তির মূল।

৫. দুনিয়াতে যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির সঠিক ফায়সালার জন্য যেদিন নির্ধারিত আছে, সেদিনই সমগ্র মানবকূল পুনর্জীবন লাভ করবে।

৬. কোনো পাপাচারী ও অত্যাচারী শাসক ও তার সহায়তা দানকারী সম্প্রদায় আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য—এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

৭. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় কিছু মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা খেয়ালের বশে খেলার উপকরণ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এসবকে আল্লাহর লীলাখেলা মনে করা আল্লাহর শান সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

৮. মহাজ্ঞানী আল্লাহ এক মহৎ উদ্দেশ্যে বিশ্ব-জগত ও যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। কারণ সর্বজ্ঞানী সত্তার কোনো কাজ-ই কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয় না।

৯. সেই ফায়সালার দিন কোনো বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য লাভের আশা করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কোনো আশা করা যাবে না।

১০. আল্লাহ তা'আলার ন্যায়-ইনসাফ এবং দয়া-অনুগ্রহ ভিত্তিক সিদ্ধান্তই সেদিন কার্যকর হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

১১. আল্লাহ তা'আলার সকল সিদ্ধান্ত-ই যেমন ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক হবে, তেমনি তা হবে তাঁর দয়া-অনুগ্রহের পরিচায়ক।

◆

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৭

﴿٤٣﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٥﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ

৪৩. নিশ্চয়ই 'যাক্কুম' গাছ[৩৮] হবে—৪৪. পাপীদের খাদ্য। ৪৫. গলিত তামার মতো[৩৯] ; তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে।

﴿٤٦﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٧﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ صُبُّوا

৪৬. তীব্র উত্তপ্ত পানির ফুটার মতো। ৪৭. (বলা হবে)—তাকে ধরো তারপর তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। ৪৮. তারপর ঢেলে দাও

فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٩﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

তার মাথার ওপর আযাবের ফুটন্ত পানি থেকে। ৪৯. (বলা হবে) মজা ভোগ করে নাও—নিশ্চয়ই তুমি—তুমি তো বড়ই প্রতাপশালী—সম্মানিত।

৪৩ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; شَجَرَتَ-গাছ হবে ; الزَّقُّومِ-যাক্কুম। ৪৪ طَعَامُ-খাদ্য ; الْأَثِيمِ-পাপীদের। ৪৫ كَالْمُهْلِ-(ك+ال+مهل)-গলিত তামার মতো ; يَغْلِي-তা ফুটতে থাকবে ; فِي-ভেতর ; الْبُطُونِ-পেটের। ৪৬ كَغَلْيِ-(ك+غلى)-ফুটার মতো ; الْحَمِيمِ-তীব্র উত্তপ্ত পানি। ৪৭ خُذُوهُ-(خذوا+ه)-(বলা হবে)-তাকে ধরো ; فَاعْتِلُوهُ-(ف+اعتلوا+ه)-তারপর তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাও ; إِلَىٰ سَوَاءِ-মাঝখানে ; الْجَحِيمِ-জাহান্নামের। ৪৮ ثُمَّ-তারপর ; صُبُّوا-ঢেলে দাও ; فَوْقَ-ওপর ; رَأْسِهِ-তার মাথার ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِ-আযাবের ; الْحَمِيمِ-ফুটন্ত পানি। ৪৯ ذُقْ-(বলা হবে) মজা ভোগ করে নাও ; إِنَّكَ-নিশ্চয়ই তুমি ; أَنْتَ-তুমি তো ; الْعَزِيزُ-বড়ই প্রতাপশালী ; الْكَرِيمُ-সম্মানিত।

৩৮. 'যাক্কুম' জাহান্নামের একটি গাছের নাম। যা আমাদের দেশের কাঁটাদার উদ্ভিদ ফণিমনসা জাতীয় উদ্ভিদের মতো হবে। জাহান্নামের অধিবাসীরা ক্ষুধার জালায় যখন এগুলো খাবে, তখন সেগুলো গলায় আটকে যাবে। এটাও তাদের অনেক প্রকার শাস্তির একটি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন —তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা তাকে উচিত। কারণ জাহান্নামের

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ۝٥٠ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝٥١

৫০. নিশ্চয়ই এটাই তা, যা তোমরা করতে অবিশ্বাস। ৫১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে শান্তিময় নিরাপদ স্থানে।[৪০]

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝٥٢ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝٥٣

৫২. বাগান ও ঝর্ণা ঘেরা স্থানে। ৫৩. সূক্ষ্ম রেশম ও মখমলের পোশাক[৪১] পরিধান করবে এবং মুখোমুখী বসা অবস্থায় থাকবে।

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ

৫৪. এমনই হবে ; আর আমি তাদের বিয়ে দেবো সুন্দরী হরিণ-নয়না[৪২] নারীদের সাথে। ৫৫. তারা চেয়ে চেয়ে নেবে সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদী[৪৩]—

৫০ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটাই ; مَا-তা ; بِهٖ-যা ; كُنْتُمْ-তোমরা ; تَمْتَرُوْنَ-অবিশ্বাস করতে। ৫১ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীরা থাকবে ; فِىْ مَقَامٍ-স্থানে ; اَمِيْنٍ-শান্তিময় নিরাপদ। ৫২ فِى جَنّٰتٍ-বাগানে ; وَّ-ও ; عُيُوْنٍ-ঝর্ণাঘেরা স্থানে। ৫৩ يَلْبَسُوْنَ-তারা পরিধান করবে ; مِنْ سُنْدُسٍ-সূক্ষ্ম রেশম ; وَّ-ও ; اِسْتَبْرَقٍ-মখমলের পোশাক ; مُتَقٰبِلِيْنَ-(এবং) মুখোমুখী বসা অবস্থায় থাকবে। ৫৪ كَذٰلِكَ-এমনই হবে ; وَ-আর ; زَوَّجْنٰهُمْ-(زوجنا+هم)-তাদের বিয়ে দেবো ; بِحُوْرٍ-সুন্দরী নারীদের সাথে ; عِيْنٍ-হরিণ-নয়না। ৫৫ يَدْعُوْنَ-তারা চেয়ে চেয়ে নেবে ; فِيْهَا-সেখানে ; بِكُلِّ-(ب+كل)-প্রত্যেক প্রকারের ; فَاكِهَةٍ-ফল-ফলাদি ;

'যাক্কুম'-এর একটি ফোঁটাও যদি দুনিয়ার নদ-নদী ও সমুদ্রগুলোতে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়াবাসীর জীবন যাপন অসহনীয় হয়ে যাবে। আর যাদের খাদ্য এটা হবে তাদের অবস্থা কেমন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না (লুগাতুল কুরআন)

৩৯. 'আল মুহল' অর্থ তেলের তলানী, বিভিন্ন ধাতু গলানো পানি, পূঁজ, রক্ত, গলিত লাশ থেকে গড়িয়ে পড়া লালচে পানি ইত্যাদি। তাফসীরবিদগণ এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়েছেন। (লুগাতুল কুরআন)

৪০. 'মাকামুন আমীন' দ্বারা জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামতসমূহের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে এবং প্রায় সকল নিয়ামত-ই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। কারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়বস্তু সাধারণত ছয়টি ঃ ১. উত্তম বাসগৃহ ; ২. উত্তম পোশাক ; ৩. আকর্ষণীয় জীবন-সঙ্গিনী ; ৪. সুস্বাদু খাদ্য ৫. এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং ৬. দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মসীবত থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকার আশ্বাস বাণী। এখানে এ ছয়টি

آمِنِينَ ﴿٥٦﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ

নিশ্চিন্তে মনের সুখে। ৫৬. তারা সেখানে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, (তাদের দুনিয়াতে) প্রথম মৃত্যু ছাড়া[৪৪] ; আর তাদেরকে (আল্লাহ) রক্ষা করবেন।

آمِنِينَ-নিশ্চিন্তে মনের সুখে। ﴿٥٦﴾لَا يَذُوقُونَ-তারা স্বাদ গ্রহণ করবে না ; فِيهَا-সেখানে ; الْمَوْتَ-মৃত্যুর ; إِلَّا-ছাড়া ; الْمَوْتَةَ-মৃত্যু ; الْأُولَىٰ-তাদের (দুনিয়াতে) প্রথম ; وَ- আর ; وَقَاهُمْ-(وقى+هم)-তাদেরকে (আল্লাহ) রক্ষা করবেন ;

বস্তুকে জান্নাতীদের জন্য নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। বাসস্থানকে নিরাপদ বলে ইংগীত করা হয়েছে যে, নিরাপদ তথা বিপদমুক্ত হওয়াই বাসস্থানের প্রধান গুণ।
(মা'আরেফুল কুরআন)

৪১. 'সুনদুস' দ্বারা সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় এবং 'ইসতাবরাক' দ্বারা মোটা রেশমী কাপড় বুঝানো হয়ে থাকে।

৪২. 'হূর' শব্দটি 'হাওরাউন'-এর বহুবচন। 'হাওরাউন' অত্যন্ত সুন্দরী নারীকে বলা হয়। 'ঈনুন' শব্দটি 'আইনাউন'-এর বহুবচন। বড় ও টানা টানা চোখবিশিষ্ট নারীকে 'আইনাউন' বলা হয়। (লুগাতুল কুরআন)

৪৩. অর্থাৎ তারা জান্নাতের ফল-ফলাদি যতো ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা জান্নাতের খাদেমদেরকে আনার নির্দেশ দেবে। আর তাদের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা তাদের সামনে হাজির করা হবে। দুনিয়াতে কোথাও এমন সুবিধা নেই যে, যখন যা যে পরিমাণ চাওয়া হবে, তখন তা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কারণ এখানে সবসময় সব জিনিস পাওয়া যায় না। আর তার অফুরন্ত ভাণ্ডার এখানে নেই। জান্নাতে সব জিনিসই সর্বদা মজুদ থাকবে। তার ভাণ্ডার কখনো শেষ হবে না। জান্নাতীদের চাওয়া মাত্রই তাদের চাহিদা অনুসারে তা সামনে হাজির হয়ে যাবে।

৪৪. জান্নাতের নিয়ামতসমূহের কথা বলার পর এখানে জাহান্নাম থেকে রক্ষার কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে। অথচ কারো জান্নাত লাভ করার অর্থই হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া। তারপরও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আনুগত্যের কারণে তোমরা যে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজী লাভ করেছো, তার মূল্য তখনই তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে, যখন নাফরমানীর ফলে যে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হতো, তা তোমাদের স্মরণে থাকে।

এরপর জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহর রহমতের দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে আল্লাহ তা'আলার রহমত ছাড়া কারো পক্ষে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাত লাভ করা কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। কেউ যদি সৎকাজ করে, তবে তার পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহর রহমত ছাড়া

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٦ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٥٧ فَاِنَّمَا

জাহান্নামের আযাব থেকে—৫৭. আপনার প্রতিপালকের দয়ায় ; এটা—এটাই বড় সফলতা। ৫৮. আর (হে নবী !) অবশ্যই আমি

يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝٥٩

তাকে (কুরআনকে) আপনার পরিভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অবশ্যই অপেক্ষমান।[৪৫]

عَذَابَ-আযাব থেকে ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। ৫৭ فَضْلًا-দয়ায় ; مِّنْ رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; ذٰلِكَ-এটা ; هُوَ-এটাই ; الْفَوْزُ-সফলতা ; الْعَظِيْمُ-বড়। ৫৮ فَاِنَّمَا-আর (হে নবী) অবশ্যই ; يَسَّرْنٰهُ-(يسرنا+ه)-আমি তাকে (কুরআনকে) সহজ করে দিয়েছি ; بِلِسَانِكَ-(ب+لسان+ك)-আপনার ভাষায় ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯ فَارْتَقِبْ-(ف+ارتقب)-অতএব আপনি অপেক্ষা করুন ; اِنَّهُمْ-তারাও অবশ্যই ; مُّرْتَقِبُوْنَ-অপেক্ষমান।

সে তো সৎকাজের তাওফীক পেতে পারে না। তাছাড়া সে যেসব সৎকাজ করেছে তা পূর্ণাংগ হয়েছে—কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি হয়নি এমন দাবিও সে করতে পারে না। এটা আল্লাহর-ই রহমতের দান যে, তিনি সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে এবং তার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে তার সৎকর্মসমূহ গ্রহণ করে নিয়েছেন। তা না করে তিনি সূক্ষ্মভাবে সৎকর্মসমূহ যাঁচাই-বাছাই করতে শুরু করেন। তাহলে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না, যে সৎকর্মের বলে জান্নাত লাভের অধিকারী হওয়ার দাবি করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—'কাজ করে যাও, সঠিক পথনির্দেশ দান করো, নৈকট্য অর্জনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাও—জেনে রেখো, কাউকে শুধুমাত্র তার সৎকর্ম-ই জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে না।'

লোকেরা জানতে চাইলো—"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নেক আমলও কি আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না ?" তিনি বললেন, "হাঁ, আমিও শুধুমাত্র আমার নেক আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। যদি না আমার প্রতিপালক তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।"

৪৫. অর্থাৎ আপনার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের কি পরিণাম হয়, তা দেখার অপেক্ষায় আপনি থাকুন, আর তারাও সেই পরিণাম ভোগের জন্য অপেক্ষমান থাকুক।

৩য় রুকূ' (৪৩-৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. জাহান্নামীদের খাদ্য হবে 'যাক্কুম' নামক কাঁটাদার বৃক্ষ। যা পেটের ভেতর উত্তপ্ত গলিত তামার মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এ থেকে বাঁচার জন্য খাঁটি ঈমান ও খালেসভাবে নেকআমল করার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দ্বারা আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

৩. অপরাধীদেরকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে ফেলা হবে। তারপর তাদের মাথার ওপর টগবগ করে ফুটা উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে—এতে সন্দেহ পোষণ করা ঈমান-বিরোধী।

৪. ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকেরা অত্যন্ত শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপদ ও ঝর্ণাঘেরা জান্নাতে পরস্পর মুখোমুখী বসে আলাপ-আলোচনায় মশগুল থাকবে। এটা হবে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের প্রতিফলন।

৫. জান্নাতবাসীরা এমনসব ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকবে যা দুনিয়ার মানুষের কোনো চোখ কখনো দেখেনি ; না কোনো মানুষের কান তা শুনেছে। আর সেসব নিয়ামতের কথা মানুষের কল্পনায় আসাও সম্ভব নয়।

৬. জান্নাতবাসীরা চিরসুখের স্থান জান্নাতে মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন ভোগ-বিলাসের মধ্যে কাল কাটাতে থাকবে। সেখানে মৃত্যুর আশংকাও তাদের মনে থাকবে না। মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন লাভের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

৭. আখেরাতের অনন্ত জীবনে যেতে হলে দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটি মৃত্যুর মাধ্যমেই যেতে হবে। এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ মৃত্যু। জান্নাতী বা জাহান্নামী কারোরই আর মৃত্যু নেই।

৮. জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাত লাভ করাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা। এর বড় সফলতা আর হতে পারে না।

৯. আখেরাতের চূড়ান্ত সফলতা লাভ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র গাইড আল কুরআনের নির্দেশিত পথেই চলতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই।

১০. যারা আল কুরআনের নির্দেশিত পথে চলবে না, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত আছে। তারা সেদিনের অপেক্ষায় থাকুক ; আর মু'মিনরাও তাদের সেই করুণ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকবে।

◆

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতে উল্লিখিত 'জাসিয়াহ' শব্দটিকে এর নামকরণ করা হয়েছে। 'জাসিয়াহ' শব্দের অর্থ নতজানু হওয়া বা হাঁটুতে ভর দিয়ে উপবেশনকারী। এ নামকরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে 'জাসিয়াহ' শব্দটি উল্লিখিত আছে।

নাযিলের সময়কাল

নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র থেকে এ সূরা নাযিলের সময়কাল জানা না গেলেও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সূরাটি সূরা দুখান নাযিল হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তির জবাব দান এবং আল কুরআনের দাওয়াতের বিপক্ষে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরার শুরুতে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে যে, মানুষের অস্তিত্ব লাভ থেকে শুরু করে প্রতিবেশে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে যা মানুষের সামনে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুই একমাত্র একক সত্তা আল্লাহর সৃষ্টি। আর এসবের ব্যবস্থাপক ও শাসক তিনি একাই। কোনো ব্যক্তির ঈমান আনার জন্য আর কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। তবে যে বা যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি-ই ঈমান ও ইয়াকীন দান করতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র প্রথমে বলা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে যেসব জিনিসের সেবা গ্রহণ করেছে সেসব সামগ্রী নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করেনি। আর না কোনো দেবদেবী সেসব সামগ্রী তাদেরকে সরবরাহ করেছে। এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেই মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির সাক্ষ্য দ্বারা সহজে বুঝতে সক্ষম হবে যে, এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহই দয়া করে তাদের জন্য সৃষ্টি করে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যদি সঠিক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে, তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার অধিকার।

অতঃপর কাফিরদের হঠকারিতা, গোঁড়ামী, অহংকার, সত্যদীনের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদির জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বনী

ইসরাঈলকে যে নিয়ামত দান করা হয়েছিলো এ কুরআন তোমাদের সামনে সে একই নিয়ামত নিয়ে এসেছে। সে নিয়ামতের কল্যাণেই বনী ইসরাঈল তৎকালীন জাতি-সমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছিলো। পরবর্তীতে তারা নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। তারপর আল কুরআন এখন তা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। তোমরা যদি নিজেদের অজ্ঞতা ও বোকামীর কারণে এ নিয়ামত প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর যারা এর আনুগত্য করে তাকওয়াভিত্তিক জীবন গড়ে তুলবে, তারাই আল্লাহর রহমত ও সাহায্য লাভ করবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এ কাফিররা তোমাদের সাথে যে অশোভন আচরণ করছে তার জন্য তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাদের এসব তৎপরতাকে উপেক্ষা করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধৈর্যের ফলে তোমাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দেবেন এবং এ কাফিরদের সাথে তিনিই বুঝাপড়া করবেন।

অতঃপর আখিরাত বিশ্বাস সম্পর্কে কাফিরদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক বিশ্বাসের আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দাবীর জবাবে নিম্নলিখিত যুক্তি পেশ করা হয়েছে—

এক ঃ মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই—এ বিশ্বাসের পেছনে তোমাদের কাছে কি কোনো নিশ্চিত জ্ঞান আছে ? যদি তা না থাকে এবং নিশ্চিত তা নেই। তাহলে শুধুমাত্র ধারণা অনুমানের বশে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা সঠিক হতে পারে না।

দুই ঃ তোমাদের মৃত বাপ-দাদাদের কেউ জীবিত হয়ে দুনিয়াতে ফিরে না আসা থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পরে আর জীবন নেই ? তোমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় আখিরাত ধরা পড়ে না বলেই কি তার বাস্তবতা বা অবাস্তবতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে ?

তিন ঃ তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে ভালো-মন্দ, যালিম-মযলুম, আল্লাহর অনুগত ও তাঁর অবাধ্য সকলের শেষ পরিণতি সমান হবে। অথচ এটা সরাসরি জ্ঞান-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফের বিরোধী। কোনো ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল প্রকাশ পাবে না ; কোনো যালিম তার যুলুমের শাস্তি পাবে না এবং মযলুমের আহাজারী শূন্যে মিলিয়ে যাবে—আল্লাহ ও তাঁর মালিকানাধীন বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা কোনোমতেই সঠিক হতে পারে না। যারা এমন বিশ্বাস পোষণ করে তারা চায় যে, তাদের মন্দ কাজগুলোর মন্দ ফল প্রকাশ না হোক—সেগুলো গোপনই থেকে যাক। কিন্তু আল্লাহর রাজত্বে এমন অনিয়ম হতে পারে না, যালিম-মযলুম একই সমান হয়ে যাবে।

চার ঃ যারা এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে তাদের নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে যায়। তারা তাদের ইচ্ছার গোলাম হয়ে যায়। তারা এ বিশ্বাসের আড়ালে নীতিহীন কাজের

বৈধতার সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়। এরূপ বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে চরম গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলে তাদের নৈতিক অনুভূতি চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেই সাথে তাদের হিদায়াত লাভের সকল পথই বন্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে জীবন দেন এবং মৃত্যুও দান করেন তিনিই। অতঃপর তোমাদের একদিন একত্র করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন তোমরা বুঝতে পারবে, আখিরাত অস্বীকার করে এবং তা নিয়ে বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নিজেদের কত ক্ষতি তোমরা করেছো।

❖

৪৫. সূরা আল জাসিয়া-মাক্কী

রুকূ'-৪ আয়াত-৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

①حٰمٓ ②تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③إِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ

১. হা-মীম। ২. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১] ৩. নিশ্চয়ই আসমানে

وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ④وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ

ও যমীনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য[২] ৪. এবং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে ও যা কিছু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন চতুষ্পদ প্রাণী থেকে তার মধ্যেও

①حٰمٓ-হা-মীম (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন)। ②تَنْزِيْلُ-নাযিলকৃত ; الْكِتٰبِ-এ কিতাব ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْعَزِيْزِ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمِ-প্রজ্ঞাময়। ③اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী রয়েছে ; لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য। ④وَ-এবং ; فِىْ-মধ্যে ; خَلْقِكُمْ-তোমাদের সৃষ্টির ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু তার মধ্যেও ; يَبُثُّ-তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ; مِنْ-থেকে ; دَآبَّةٍ-চতুষ্পদ প্রাণী থেকে ;

১. অর্থাৎ এ কিতাব মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত নয়। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তাই কেউ যদি তাঁর আদেশের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস দেখায় তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, সে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, তাই মানুষের কর্তব্য পূর্ণ মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আল্লাহর বিধান তথা আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। কেননা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর শিক্ষা ও বিধানে ভ্রান্তি, অসংগতি ও ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। একথাগুলো সূরার প্রথমে ভূমিকা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. এখানে তাওহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে কাফিরদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কাফিরদের আপত্তি ছিলো—মুহাম্মাদ সা.-এর মতো একটি মাত্র ব্যক্তির কথায় আমরা এটা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, এক আল্লাহ-ই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আর আমাদের দেব-দেবীরা এবং অন্য সব উপাস্যরা সব মিথ্যা, যাদেরকে আমরা পুরুষাণুক্রমিকভাবে পূজা-উপাসনা করে আসছি, তাদের এ আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সামনে যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তার সত্যতার নিদর্শন বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। সেসব নিদর্শন

آيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

অনেক নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে[৩]। ৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে[৪] এবং যা আল্লাহ নাযিল (বর্ষণ) করেন

مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ

আসমান থেকে—রিযিকের মধ্য থেকে[৫] অতঃপর তার দ্বারা পুনঃ জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পর[৬] ; আর বায়ু প্রবাহের আবর্তনে[৭]

اٰيٰتٌ-অনেক নিদর্শন রয়েছে ; لِقَوْمٍ-যেসব লোকের জন্য যারা ; يُوْقِنُوْنَ-দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ⑤وَ-আর ; اخْتِلَافِ-পরিবর্তনে ; الَّيْلِ-রাত; وَ-ও ; النَّهَارِ-দিনের ; وَ-এবং; مَا-যা ; اَنْزَلَ-নাযিল (বর্ষণ) করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; رِزْقٍ-রিযিকের ; فَاَحْيَا-অতঃপর পুনর্জীবিত করেন ; بِهِ-তার দ্বারা ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-তার মৃত্যুর ; وَ-আর ; تَصْرِيْفِ-আবর্তনে ; الرِّيٰحِ-বায়ু প্রবাহের ;

এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, এ বিশ্ব-জাহান এক সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন সত্তা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক তিনি একাই।

আর এসব নিদর্শন দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল তারাই নিতে পারে যারা মু'মিন। আর যারা গাফিল হয়ে পশুর মতো জীবন যাপন করছে এবং যারা জিদ ও হঠকারিতা বশতঃ না মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে তাদের জন্য এসব নিদর্শন কোনো দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে না। কারণ যাদের দেখার শক্তি আছে, তারাই আল্লাহর তৈরী এ বাগানের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু যারা অন্ধ তাদের বাগানের অস্তিত্বই মূল্যহীন।

৩. অর্থাৎ বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শন বা আলামত—মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব লাভ, বিভিন্ন প্রকার চতুষ্পদ প্রাণী, রকমারী পশু-পাখি, অগণিত উদ্ভিদরাজী ইত্যাদি থেকে তারাই হিদায়াত লাভ করতে পারে যারা এসবের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর যারা না মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে তারা সন্দেহের গোলকধাঁধায় পথ হাতড়ে মরবে। কিন্তু হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না।

৪. রাত ও দিনের আবর্তন ও পার্থক্যের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে আছে বেশ কয়েকটি দিক থেকে—প্রথমত, যুগ যুগান্তর থেকে এ দুটো এমন এক নিয়মে একের পর এক আবর্তিত হচ্ছে যার সামান্যতম ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়ত, দিন আলোময় আর রাত হলো অন্ধকার। তৃতীয়ত, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দিন ও রাতের একটি ছোট হতে থাকে, অপরটি বড় হতে থাকে ; এক সময়

ايٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ

অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়।
৬. এগুলো আল্লাহর নিদর্শনাবলী যা আমি আপনার কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি ;

اٰيٰتٌ-অনেক নিদর্শন রয়েছে ; لِقَوْمٍ-এমন লোকদের জন্য ; يَعْقِلُوْنَ-যারা বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়।৬ تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-নিদর্শনাবলী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; نَتْلُوْهَا-যা আমি বর্ণনা করছি ; عَلَيْكَ-আপনার কাছে ; بِالْحَقِّ-যথাযথভাবে ;

উভয়টি সমান হয়ে যায়। আবার এদের মধ্যে পালা বদল হয়। এ দু'টোর আবর্তন ও ভিন্নতা সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে চিন্তা করলেই আল্লাহর এককত্ব ও কুদরত তথা শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিদর্শন বা প্রমাণ আমাদের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি একথার সাক্ষ্য দেয় যে, মহাশক্তিধর ও মহাজ্ঞানী সত্তা রাত ও দিনের এ ভিন্নতা ও আবর্তন কোনো উদ্দেশ্যহীন ঘটনা নয়। তিনি বিশ্ব-জগতের যাবতীয় সৃষ্টিও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি। বরং এক মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি এসব সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন।

৫. এখানে আসমান থেকে 'রিযিক' নাযিল করার অর্থ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করা, যার দ্বারা যমীন সিক্ত হয়, যমীনে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। পরোক্ষভাবে খাদ্য শস্য বা রিযিক আসমান থেকেই নাযিল হয়।

৬. অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে যমীন শুকিয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকে। কোনো উদ্ভিদ-ই তখন যমীনে জন্মায় না। আবার যখন আসমান থেকে বারিধারা বর্ষিত হয়ে যমীনকে সিক্ত করে দেয়, তখনই মাটি থেকে নানা প্রকার উদ্ভিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। যেন মৃত যমীন জীবিত হয়ে উঠে।

৭. অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের মধ্যেও আল্লাহর তাওহীদের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যদি বিবেক বুদ্ধিকে একটু কাজে লাগায় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, বায়ু উষ্ণ হয়ে বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, ফলে ঋতুর পরিবর্তন হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগে যে বায়ুস্তর আছে, তাতে রয়েছে এমন সব উপাদান যা প্রাণীর শ্বাস গ্রহণের জন্য অপরিহার্য। বায়ুর এ স্তরই দুনিয়াবাসীকে অনেক আসমানী বিপদ থেকে রক্ষা করে। এ বায়ু কখনো মৃদুমন্দভাবে, কখনো দ্রুতবেগে, আবার কখনো ঝড়-তুফানের আকারে প্রবাহিত হয়। এটি কখনো শুষ্ক, কখনো আদ্র, আবার কখনো বৃষ্টিবাহী হিসেবে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের এ নিয়ম-শৃংখলা এবং আমাদের জানা-অজানা আরো অনেক উপযোগ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এসব ব্যবস্থা কোনো অন্ধ প্রকৃতির দান নয়। সূর্য, পৃথিবী, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকও একাধিক নয়। বরং এক অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী, মহাকুশলী সত্তা আল্লাহ-ই এসবের স্রষ্টা ও পরিচালক। তাঁর নির্দেশনায়ই এসব ব্যবস্থাপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۞

অতএব আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলীর পরে কোন্ কথায় তারা ঈমান আনবে[৮] ?
৭. ধ্বংস প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও দুষ্কৃতকারীর জন্য—

۞ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ

৮. সে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তার সামনে তা পাঠ করা হয়, তারপর অহংকার বশত সে এমনভাবে হঠকারিতা দেখায় যেন সে তা শোনেইনি[৯] ;

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا ۨ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۭ

অতএব আপনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব সম্পর্কে সুখবর শুনিয়ে দিন। ৯. আর যখন সে আমার আয়াতসমূহ থেকে কোনো কিছু শুনতে পায়, তখন সে তাকে উপহাসের বিষয় বানিয়ে নেয়[১০]

فَبِاَيِّ-অতএব কোন্ ; حَدِيْثٍ-কথায় ; بَعْدَ-পরে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; اٰيٰتِهٖ-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; يُؤْمِنُوْنَ-তারা ঈমান আনবে। ⑦ وَيْلٌ-ধ্বংস ; لِكُلِّ-প্রত্যেক জন্য ; اَفَّاكٍ-ঘোর মিথ্যাবাদী ; اَثِيْمٍ-দুষ্কৃতকারীর। ⑧ يَسْمَعُ-সে শোনে ; اٰيٰتِ-আয়াতসমূহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تُتْلٰى-যখন পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِ-তার সামনে ; ثُمَّ-তারপর ; يُصِرُّ-হঠকারিতা দেখায় ; مُسْتَكْبِرًا-অহংকার বশত ; كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا-যেন সে তা শোনেইনি ; فَبَشِّرْهُ-(ف+بشر+ه)-অতএব আপনি তাকে সুখবর শুনিয়ে দিন ; بِعَذَابٍ-আযাব সম্পর্কে ; اَلِيْمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑨ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; عَلِمَ-সে শুনতে পায় ; مِنْ-থেকে ; اٰيٰتِنَا-আয়াতসমূহ ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; نِ اتَّخَذَهَا-তখন সে তাকে বানিয়ে নেয় ; هُزُوًا-উপহাসের বিষয় ;

৮. অর্থাৎ মানুষের নিজের জন্ম-মৃত্যু, আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সাক্ষ্য-প্রমাণ, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা মৃত পৃথিবী সজীব করা, রাত দিনের আবর্তন ও ভিন্নতা এবং বায়ু প্রবাহ, তার উপযোগিতা ইত্যাদি সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী পেশ করার পরও যারা হিদায়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে না, তাদের ভাগ্যে হিদায়াত নেই বলেই মনে করতে হবে। আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ রকম অনেক নিদর্শনের কথাই তো আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে পেশ করেছেন। তারপরও তারা হঠকারিতা দেখিয়ে ঈমান আনা থেকে বেঁচে থাকতে চায়। তাতে সে-ই দুর্ভাগা হয়ে থাকবে। তার এ আচরণে প্রকৃত সত্য আল্লাহর তাওহীদে বিন্দুমাত্রও প্রভাব পড়বে না।

৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর আয়াত কোনো ভালো উদ্দেশ্য তথা তা থেকে জীবনের আলো সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শোনে না; বরং তা অস্বীকার বা অমান্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١٠ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا

তারাই—ওদের জন্যই রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ১০. তাদের সামনে থেকে (আড়াল হয়ে) থাকবে জাহান্নাম[11] ; এবং তাদের কাজে আসবে না তা, যা

أُولَٰئِكَ-তারাই ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مُّهِينٌ-অপমানকর। ⑩ مِّنْ-থেকে ; وَرَائِهِمْ-(وراء+هم)-তাদের সামনে (আড়াল হয়ে) থাকবে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; لَا يُغْنِي-কাজে আসবে না ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَّا-তা, যা ;

শোনে এবং শোনার আগে যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে রেখেছিলো তার ওপর তারা অটল থাকে এমন লোকদের আল্লাহর আয়াত শোনা না শোনা সমান। আর কিছু লোক এমন আছে যারা সদুদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর আয়াত শোনে। তারা তাৎক্ষণিক ঈমান না আনলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য সময় নেয়, এমন লোকদের জন্য আল্লাহর আয়াত শোনার পর তা থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যে ঈমানের দৌলত লাভ করার সুযোগ হয় না ; কারণ আল্লাহ তা'আলার আয়াতের কল্যাণকারিতার জন্য তারা তাদের মনের দরজা খোলা রাখেনি। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—১. তারা ঘোর মিথ্যাবাদী, ২. তারা দুষ্কৃতকারী তথা পাপাচারী, ৩. তারা অহংকারী। তাদের ধারণা তারা অনেক কিছুই জানে, আর কোনো কিছু শেখার প্রয়োজন নেই।

এ আয়াত নসর ইবনে হারেস, হারেস ইবনে কালদাহ অথবা আবু জেহেল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে নাযিল হলেও সর্ব যুগেই এ ধরনের লোকদেরকে দেখতে পাওয়া যায়।

১০. অর্থাৎ এসব কূট চরিত্রের লোকেরা যখন কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত ও তার অর্থ সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তা থেকে উদ্দিষ্ট দিক নির্দেশনা গ্রহণ না করে তাতে বাঁকা-চোরা অর্থ বের করার চেষ্টা করে যাতে করে তা নিয়ে সমমনাদের সামনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যায়। এভাবে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেল-তামাশা করে তোলার প্রয়াস পায়।

১১. 'ওয়ারাউন' শব্দ দ্বারা 'সামনে', 'পেছনে' উভয় অর্থই বুঝায়। তবে 'সামনে' থেকে 'পেছনে' অর্থেই এর ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে। মূলত শব্দটি দ্বারা এমন প্রত্যেকটি জিনিস বুঝানো হয়ে থাকে, যা সামনে হোক বা পেছনে তা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। 'সামনে' অর্থ নিলে আয়াতের মর্ম হবে—যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে, তাদের এ কাজে তাদেরকে সামনে অবস্থিত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না। আর যদি পেছনে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাসকারীরা আখিরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের পেছনে পেছনে যে জাহান্নাম তাদেরকে অনুসরণ করছে, সেদিকে তাদের খেয়াল নেই।

كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

তারা উপার্জন করেছে—কিছুমাত্র ; আর না (কোনো কাজে আসবে) সেসব যাদেরকে তারা আল্লাহকে ছেড়ে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছিলো।[১২] আর তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি—

عَظِيْمٌ ﴿١١﴾ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ

কঠোর। ১১. এটা (কুরআন)-ই সৎপথের দিশারী ; আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি—

مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

كَسَبُوْا-তারা উপার্জন করেছে ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; وَ-আর ; لَا-না (কোনো কাজে আসবে) ; مَا-সেসব যাদেরকে ; اتَّخَذُوْا-তারা গ্রহণ করেছিলো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰه-আল্লাহকে ; اَوْلِيَآءَ-অভিভাবকরূপে ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيْمٌ-কঠোর। ﴿١١﴾ هٰذَا-এটা (কুরআন)-ই ; هُدًى-সৎপথের দিশারী ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-মেনে নিতে অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াতসমূহ ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مِّنْ-থেকে ; رِّجْزٍ-ভয়ঙ্কর ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১২. অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে যেসব ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং জনসাধারণের কল্যাণে কোনো সেবামূলক কাজ করলেও আখেরাতে তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাছাড়া তারা যেসব দেব-দেবীকে এবং নেতা-নেত্রী, আমীর-ওমরাহ ও শাসক-প্রশাসককে নিজেদের পথ প্রদর্শক ও অনুসরণীয় বানিয়ে তাদের আনুগত্য করেছে এবং তাদেরকে রাজী খুশী করার জন্য আল্লাহকে নারাজ ও অসন্তুষ্ট করতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। এমন লোকেরা যখন দুনিয়াতে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও পাপাচারের ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদের উল্লেখিত অভিভাবকরা কেউ-ই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না।

১ম রুকূ' (১-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। সুতরাং কুরআনের অমান্যকারীদের শাস্তি থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২. কুরআন যেহেতু প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, তাই এতে কোনো ভ্রান্তি বা এর বিধান অনুসরণ করলে মানুষের কল্যাণ ছাড়া কোনো অকল্যাণ বা ক্ষতির আশংকা নেই।

৩. আসমান ও যমীনে এমনকি মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে যা আল্লাহর একত্ববাদের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ।

৪. শুধুমাত্র মু'মিনরাই এসব নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সরল-সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়।

৫. পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিরাজী—জৈব হোক বা অজৈব এমনকি ফুলের একটি পাঁপড়ির মধ্যেও আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরত-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬. আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর সেই পানি দ্বারা প্রাণীর খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় ; তাহলে দেখা যায় প্রাণী জগতের খাদ্যও আসমান থেকে নাযিল হয়। সুতরাং এতেও রয়েছে একত্ববাদের প্রমাণ।

৭. একইভাবে বায়ু প্রবাহের মধ্যেও আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন বিরাজমান। বায়ুর মাধ্যমে যমীনের সর্বত্র প্রাণী জগতের জীবনের অপরিহার্য উপাদান অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৮. এসব নিদর্শনাবলী উপস্থাপনের পরে বিবেকবান মানুষের আল্লাহর বিধান মানার জন্য আর কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন থাকতে পারে না। এর পরেও আল্লাহর বিধানের অনুগত হওয়া যাদের ভাগ্যে নেই, তারাই সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা।

৯. এ দুর্ভাগা লোকদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো—অহরহ মিথ্যার বেসাতি করা, আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে পাপাচারে অভ্যস্ত থাকা।

১০. এ দুর্ভাগা লোকেরাই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং চূড়ান্ত ধ্বংসই এদের পরিণাম।

১১. এ দুর্ভাগা লোকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—তাদের সামনে আল্লাহর বাণী পড়ে শোনানো হলে তারা তার বাঁকাচোরা অর্থ বের করে আল্লাহর বাণীকে উপহাসের বিষয় বানিয়ে নেয়।

১২. এসব লোকের জন্যই আখিরাতে অপমানকর শাস্তি নির্ধারিত আছে ; জাহান্নামের আগুন তাদেরকে ঢেকে ফলবে। তাদের দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং যাদের হুকুম মেনে যারা দুনিয়াতে চলেছে, তারা কেউই তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

১৩. আল কুরআন-ই একমাত্র সঠিক পথের দিশারী। যারা এ কুরআনকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿١٢﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا

১২. আল্লাহ-ই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে নৌযানসমূহ তাতে চলাচল করতে পারে[১৩] এবং যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পারো

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا

তাঁর অনুগ্রহ থেকে[১৪] এবং যাতে তোমরা (তাঁকে) কৃতজ্ঞতা জানাতে পারো। ১৩. আর তিনিই তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে

فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

যমীনে[১৫]—সবই তাঁর পক্ষ থেকে[১৬] ; অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ঐসব লোকের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা[১৭] করে।

﴿١٢﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; اَلَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; سَخَّرَ-আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اَلْبَحْرَ-সমুদ্রকে ; لِتَجْرِىَ-যাতে চলাচল করতে পারে ; اَلْفُلْكُ-নৌযানসমূহ ; فِيْهِ-তাতে ; بِاَمْرِهٖ-তাঁর আদেশে ; وَ-এবং ; لِتَبْتَغُوْا-যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পারো ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهٖ-তাঁর অনুগ্রহ ; وَ-এবং ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ-(তাঁকে) কৃতজ্ঞতা জানাতে পারো। ﴿١٣﴾ وَ-আর ; سَخَّرَ-তিনিই অনুগত করে দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مَّا-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; جَمِيْعًا-সবই ; مِّنْهُ-তাঁর পক্ষ থেকে ; اِنَّ-অবশ্যই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; لِّقَوْمٍ-ঐসব লোকের জন্য ; يَّتَفَكَّرُوْنَ-যারা চিন্তা-গবেষণা করে।

১৩. অর্থাৎ সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা সমুদ্রকে ব্যবহার করে তোমাদের জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে পারো। সমুদ্রে নৌযান চালিয়ে এক দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারো। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা তাতে অনুসন্ধান চালিয়ে সেসব উপকারী বস্তু সংগ্রহ করতে পারো। আধুনিক বৈজ্ঞানিক

⑭قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا

১৪. (হে নবী!) আপনি বলে দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে—তারা যেনো ক্ষমা করে দেয় সেসব লোককে যারা আল্লাহর (কঠিন) দিনগুলোর আশংকা করে না[১৮]—যেহেতু তিনিই এসব লোককে বদলা দেবেন

⑭قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলে দিন ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে; يَغْفِرُوْا-তারা যেনো ক্ষমা করে দেয় ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; لَا يَرْجُوْنَ-আশংকা করে না ; اَيَّامَ-(কঠিন) দিনগুলোর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لِيَجْزِيَ-যেহেতু তিনিই বদলা দেবেন ; قَوْمًا-এসব লোককে ;

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এতো অধিক খনিজ সম্পদ ও ধন-দৌলত লুকিয়ে আছে যা স্থল ভাগে নেই।

১৪. অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও মূল্যবান মনি-মুক্তা ইত্যাদি উত্তোলন করে এবং নৌপথে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে পারো।

১৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় জীবজন্তু, উদ্ভীদরাজী এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এসব মানুষের জন্য চেষ্টা-সাধনা সাপেক্ষে তাদের আয়ত্তাধীন হওয়া সম্ভবপর।

১৬. অর্থাৎ তোমাদের জন্য এসব জীবিকার উপাদান আল্লাহর নিজের সৃষ্টি ; এতে কারো কোনো অংশ নেই। তিনি নিজের পক্ষ থেকেই মানুষকে এসব সামগ্রী দান করেছেন। এসব সৃষ্টির কাজে যেমন কেউ শরীক নয়, তেমনি এসব মানুষকে দান করার ব্যাপারেও কারো বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতা নেই।

১৭. অর্থাৎ যারা এসব ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে তাদের কাছে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে, আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুরই স্রষ্টা, মালিক, ব্যবস্থাপক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। তিনি এসব কিছুর জন্য একটি নিয়ম-বিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে অনুসারেই সবকিছু চলছে। মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি মানুষের জন্যও তেমনি বিধি-বিধান তৈরী করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষকে অন্যসব বস্তুর মতো আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ করেই চলতে হবে। মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার তার। এটাই হচ্ছে চিন্তাশীল লোকের জন্য নিদর্শন।

১৮. অর্থাৎ আখিরাতের কঠিন দিনগুলো আসার ব্যাপারে যাদের বিশ্বাস নেই, যে দিনগুলোতে তাদের ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নেমে আসবে—এসব

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑮ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ

সেসব কাজের যা তারা কামাই করে আসছে[১১]। ১৫. যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, তবে (সে তা করে) তার নিজের জন্যই, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তবে তার ওপরই পড়বে (তার মন্দ পরিণাম) ; অবশেষে

بِمَا-সেসব কাজের যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা কামাই করে আসছে। ⑮ مَنْ-যে ব্যক্তি; عَمِلَ-কাজ করে ; صَالِحًا-নেক ; فَلِنَفْسِهٖ-(ف+ل+نفس+ه)-তবে (সে তা করে) নিজের জন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; اَسَاءَ-মন্দ কাজ করে ; فَعَلَيْهَا-(ف+على+ها)-তবে তার ওপরই পড়বে (তার মন্দ পরিণাম) ; ثُمَّ-অবশেষে ;

ঘোর অপরাধীর দুনিয়ার আচরণে মু'মিনদের মনক্ষুণ্ন হওয়া ঠিক নয়। বরং তাদের এসব ছোটখাটো অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কারণ আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত কঠোর হাতে পাকড়াও করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা দেবেন।

'আইয়াম' শব্দটি 'ইয়াওম' শব্দের বহুবচন। শব্দটির সাধারণ অর্থ 'দিন'। তবে এর দ্বারা কোনো জাতির জীবনে সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনা ও ব্যাপারাদি অর্থ বুঝানো হয়ে থাকে। তাফসীরবিদদের মতে এর দ্বারা আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত ব্যাপারাদি বুঝানো হয়েছে। আখেরাতের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে অবিশ্বাস-ই মানুষকে যুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার করতে দুঃসাহস যোগায়।

১৯. অর্থাৎ আখেরাতের কঠিন দিনগুলোর জবাবদিহি করার কথা যারা বিশ্বাস করে না, তারা মু'মিনদেরকে নানাভাবে হয়রান করার চেষ্টা করতে থাকে। তারা তাদের বক্তব্য-বিবৃতি দ্বারা, তাদের লেখনী দ্বারা, আচার-আচরণ দ্বারা নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কেই এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব হীন চরিত্রের লোকদের হীন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়া মু'মিন-মুসলমানদের মহত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তবে শালীনতা ও যৌক্তিকতার মাধ্যমে কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগ আপত্তির জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়নি। তবে যখনই সীমা অতিক্রম করবে, তখনই তা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। মু'মিনরা নিজেরাই যদি এ জাতীয় ব্যাপারগুলোতে তাদের মুকাবিলায় ময়দানে উঠে পড়ে লাগে, তখন আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাদের নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেন। আর যদি তারা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণ করে, তবে আল্লাহ নিজেই এসব আখেরাত অবিশ্বাসী যালেমদের সাথে বুঝা পড়া করবেন এবং মযলুমদেরকে তাদের ধৈর্য ও মহত্ত্বের প্রতিদান দেবেন।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেসব আয়াতে মু'মিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেসব আয়াতের সাথে এ আয়াতের কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ যুদ্ধের নির্দেশের সাথে কোনো কাফির জাতির জঘন্য কোনো ষড়যন্ত্র বা আক্রমণাত্মক কোনো ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। সেসব ব্যাপার এখানে ক্ষমার নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়।

إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَ

তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই ফিরিয়ে নেয়া হবে। ১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি দান করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও প্রজ্ঞা[২০] এবং

النُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ وَآتَيْنَاهُمْ

নবুওয়াত, আর তাদেরকে জীবনের উপকরণ দিয়েছিলাম উত্তম বস্তু থেকে এবং দুনিয়ার মানুষের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেছিলাম[২১]। ১৭. আর তাদেরকে দিয়েছিলাম

بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

সুস্পষ্ট হিদায়াত দীন সম্পর্কে ; কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরে ছাড়া তারা মতভেদ সৃষ্টি করেনি—(এটা ছিলো) বিদ্বেষবশতঃ

بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

—তাদের নিজেদের মধ্যকার[২২] ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন, যাতে তারা মতভেদ সৃষ্টি করতো।

اِلٰى-নিকটই ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُرْجَعُوْنَ- তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ⑯ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-নিঃসন্দেহে আমি দান করেছিলাম ; بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-ও ; الْحُكْمَ-প্রজ্ঞা ; وَ-এবং ; النُّبُوَّةَ-নবুওয়াত ; وَ-আর ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-তাদেরকে জীবনের উপকরণ দিয়েছিলাম ; مِنَ-থেকে ; الطَّيِّبٰتِ-উত্তম বস্তু ; وَ-এবং ; فَضَّلْنٰهُمْ-তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেছিলেন ; عَلَى-ওপর ; الْعٰلَمِيْنَ-দুনিয়ার মানুষের। ⑰ وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-তাদেরকে দিয়েছিলাম ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট হিদায়াত ; مِنَ-সম্পর্কে ; الْاَمْرِ- দীন ; فَمَا اخْتَلَفُوْٓا-কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করেনি ; اِلَّا-ছাড়া ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; مَا جَآءَهُمُ-আসার পরে ; الْعِلْمُ- জ্ঞান ; بَغْيًا-(এটা ছিলো) বিদ্বেষবশতঃ ; بَيْنَهُمْ-তাদের নিজেদের মধ্যকার ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; يَقْضِىْ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; فِيْمَا-সে বিষয়ে ; كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ-যাতে তারা মতভেদ সৃষ্টি করতো।

এখানে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারে ছোটখাট বিষয়ে তাদের মন্দ আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর এটা সর্বযুগেই প্রযোজ্য। আজ এবং আগামি দিনগুলোতেও এ শিক্ষার উপযোগিতা হ্রাস পাবে না।

⑱ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ

১৮. তারপর আমি আপনাকে দীনের একটি সুস্পষ্ট পন্থার (শরীয়তের) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি[২৩]। অতএব আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, যারা

لَا يَعْلَمُوْنَ ⑲ إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ

(কিছু) জানে না। ১৯. নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর মুকাবিলায় কখনো আপনার কিছুমাত্র কাজে আসবে না[২৪]; আর যালিমরা তো অবশ্যই তাদের একে

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ⑳ هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ

অপরের বন্ধু ; আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের বন্ধু। ২০. এটা (আল কুরআন) মানুষের জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান ও নসীহতের আধার এবং হিদায়াত ও রহমত

⑱ ثُمَّ-তারপর ; جَعَلْنٰكَ-(جعلنا+ك)-আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ; عَلٰى-ওপর ; شَرِيْعَةٍ-একটি সুস্পষ্ট পন্থার (শরীয়তের) ; مِّنَ الْأَمْرِ-দীনের ; فَاتَّبِعْهَا-(ف+اتبع+ها)-অতএব আপনি তারই অনুসরণ করুন ; وَ-এবং ; لَا تَتَّبِعْ-আপনি অনুসরণ করবেন না ; أَهْوَاءَ-খেয়াল-খুশীর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(কিছুই) জানে না। ⑲ إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; لَنْ يُّغْنُوْا-কখনো কোনো কাজে আসবে না ; عَنْكَ-আপনার ; مِنَ-মুকাবিলায় ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমরা তো ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; أَوْلِيَاءُ-বন্ধু; بَعْضٍ-অপরের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ হলেন ; وَلِيُّ-বন্ধু ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের। ⑳ هٰذَا-এটা (আল কুরআন) ; بَصَائِرُ-দূর দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান ও নসীহতের আধার ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَّ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ;

২০. 'হুকুম' বা প্রজ্ঞার তিনটি পর্যায় ঃ (১) আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ও বুঝার ক্ষমতা এবং দীনের অনুভূতি ; (২) আল্লাহর কিতাবের মর্ম অনুসারে দীনি কাজের কৌশল জানা এবং (৩) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

২১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সমসাময়িক যুগে সারা দুনিয়াতে যেসব জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিলো তাদের মধ্য থেকে বনী ইসরাঈলকে বাছাই করে নিয়ে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হয়েছিলো। আর তাই তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের বাহক ও আল্লাহর আনুগত্যের পতাকাবাহী করা হয়েছিলো।

২২. অর্থাৎ তাদেরকে ওহীর দিক নির্দেশনা দান করার পরও তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে একে অপরের ওপর যুলুম করছিলো। এটা এজন্য ছিলো না যে, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবেছিলো। বরং সব জেনেশুনেই এমন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।

لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٢١ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ

এমন লোকদের জন্য যারা দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে[২৫]। ২১. যারা[২৬] লিপ্ত রয়েছে দুষ্কৃতিতে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে আমি তাদেরকে করে দেবো

كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ

ওদের মতো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে—তাদের (উভয় দলের) জীবন ও তাদের মৃত্যু সমান ?

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

অত্যন্ত জঘন্য তা, যা তারা (এ সম্পর্কে) ফায়সালা করে[২৭]।

لِقَوْمٍ-এমন লোকদের জন্য যারা ; يُوْقِنُوْنَ-দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।(২১) اَمْ-কি ; حَسِبَ-মনে করে নিয়েছে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; اجْتَرَحُوْا-লিপ্ত রয়েছে ; السَّيِّاٰتِ-দুষ্কৃতিতে ; اَنْ-যে ; نَجْعَلَهُمْ-(نجعل+هم)-আমি তাদেরকে করে দেবো ; كَالَّذِيْنَ-(كا+الذين)-ওদের মতো যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকর্ম ; سَوَآءً-সমান ; مَحْيَاهُمْ-(محيا+هم)-তাদের (উভয় দলের) জীবন ; وَ-ও ; مَمَاتُهُمْ-(ممات+هم)-তাদের মৃত্যু ; سَآءَ-অত্যন্ত জঘন্য ; مَا-তা যা ; يَحْكُمُوْنَ-তারা ফায়সালা করে।

২৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে যে মহৎ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। সেই কাজের দায়িত্ব এখন তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে। তাদেরকে যেমন কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করা হয়েছিলো। তোমাদেরকেও তা দান করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি তাদের পথই অনুসরণ করো, তথা পারস্পরিক মতভেদ সৃষ্টি ও দলাদলীতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে বসেছিলো। তোমরাও যদি তা করো তাহলে পরিণতি যা হবার তা-ই হবে।

২৪. অর্থাৎ আপনি দীনের জ্ঞানহীন মূর্খদের সন্তুষ্টির জন্য দীনের বিধি-বিধানে কোনোরূপ রদ-বদল করেন, তাহলে এর জন্য আল্লাহর নিকট আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। তখন এরা আপনাকে সেই জবাবদিহি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

২৫. অর্থাৎ আল কুরআন এবং এর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা দুনিয়ার মানুষের জন্য এমন এক জ্ঞান ও উপদেশের সমষ্টি যার দ্বারা হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তবে তা থেকে দিক নির্দেশনা কেবলমাত্র তারাই লাভ করতে পারেন, যারা এর সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর এটা তাদের জন্য রহমতের এক বিরাট ভাণ্ডার।

২৬. আগের আয়াতগুলোতে তাওহীদ-এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর এখান থেকে আখেরাত সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

২৭. আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে একটা নৈতিক যুক্তি হলো—আখিরাত হওয়াটা অপরিহার্য ; কেননা এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, দুনিয়াতে ভালো বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল বা প্রতিবিধান সম্ভব নয়। দেখা যায় যে, কাফির পাপাচারী যালিমরা দুনিয়াতে অঢেল ধন-সম্পদের মালিকানা লাভ করে এবং ভোগ-বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করে ; অপরদিকে আল্লাহর অনুগত তথা মু'মিন ও সৎকর্মশীল বান্দাহ দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করে। লক্ষণীয় যে, দুনিয়াতে পাপাচারী অপরাধীদের অপরাধ অনেক সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অনেক অপরাধী ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও বৈধ-অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে অনেকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। শত অপরাধীর মধ্যে কারো শাস্তি হলেও পূর্ণ শাস্তি হয় না বা শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। আর সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করাকে হারাম মনে করে বৈধ পন্থায় যা আল্লাহ দান করেন তার দ্বারাই কায়ক্লেশে জীবন যাপন করে। অতএব আখেরাত যদি না-ই থাকে, তাহলে চোর-ডাকাত ও অপরাধীদেরকেই বুদ্ধিমান ও উত্তম বলতে হয় এবং সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহদেরকে বোকা, মন্দ ও অযোগ্য বলতে হয়। অথচ কোনো বিবেকবান মানুষ এটা স্বীকার করতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভালো-মন্দ এবং কাজের মধ্যে সৎ অসতের পার্থক্য যেহেতু অনস্বীকার্য সত্য, তখন বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, ভালো এবং মন্দ লোকে পরিণতিতেও পার্থক্য অবশ্যই হবে। ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল হবে। কিন্তু যদি তা হয়ে উভয়ের একই পরিণতি হয়, তাহলে নৈতিক চরিত্র ও কর্মের ভালো মন্দের পার্থক্য অর্থহীন হয়ে যায় এবং (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর বিরুদ্ধে বে-ইনসাফীর অভিযোগ আরোপিত হয়। অথচ এটা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা এ দু'শ্রেণীর মানুষের নৈতিক চরিত্র ও কর্মের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে উভয়কে সমান করে দেবেন অথবা আখেরাত বলতে কিছু নেই, মৃত্যুর পর উভয়ে মাটি হয়ে যাবে—এমনটা আশা করা যায় না। মৃত্যু পর্যন্ত যাদের চরিত্র, জীবন ও কর্ম এক রকম হলো না, মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি একই হবে—আল্লাহ তা'আলার শানে এমন বে-ইনসাফী কেমন করে সম্পর্কিত করা যেতে পারে ? আল্লাহ তা'আলা এমন সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত মন্দ সিদ্ধান্ত আখ্যায়িত করেছেন। দুনিয়াতে যখন অপরাধের শাস্তি এবং সৎকর্মের পূর্ণ বদলা দেয়া সম্ভব হয় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়কেই পূর্ণতা দানকল্পে বলা হয়েছে—"যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া যায় এবং তাদের কোনোরূপ অবিচার না হয়।" আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এখানে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

২য় রুকূ' (১২-২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলাই মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যার ফলে মানুষ সমুদ্রে নৌযান চালিয়ে আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সক্ষম হয়েছে। এটা মানুষের জন্য আল্লাহর বিরাট এক রহমত।

২. সমুদ্রের তলদেশে ডুবুরী দ্বারা অনুসন্ধান চালিয়ে মূল্যবান মুক্তা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ করা ও সমুদ্রকে মানুষের আয়ত্বাধীন করে দেয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের যাবতীয় সামগ্রী মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন ; আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্য সুতরাং মানুষের কর্তব্য একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা।

৪. দুনিয়াতে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর তাওহীদের নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা মানুষের কর্তব্য, যাতে করে তাওহীদের পক্ষে নির্দেশনাবলী তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৫. মু'মিন-মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে যেসব অসদাচরণের মুখোমুখী হতে হয়, সেসব আচরণকে ক্ষমা করে দেয়া মু'মিনদের মহত্বের পরিচয়। আল্লাহ-ই তাদের এসব আচরণের বদলা দেবেন।

৬. দুনিয়াতে যারা পাপাচার ও অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত রয়েছে, তারা আখেরাতের কঠিন দিনে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতে বিশ্বাসী নয়। কেননা তাতে বিশ্বাসীদের কাজ-কর্ম এমন হতে পারে না।

৭. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে তা তার নিজের জন্যই করে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

৮. মানুষকে অবশ্যই এক নির্ধারিত দিনে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—এটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত।

৯. বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাব, দীনের সঠিক জ্ঞান এবং নবুওয়াত দান করেছিলেন এবং তাদেরকে তৎকালীন বিশ্বের মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে তৎকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের ওপর উচ্চতম মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন।

১০. বনী ইসরাঈল আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে পারস্পরিক মতভেদ ও দলাদলীতে লিপ্ত এবং আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্বে অবহেলা দেখিয়ে নিজেদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

১১. বনী ইসরাঈলের অধপতনের পর আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত, আসমানী কিতাব ও একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বা জীবনব্যবস্থা দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ওপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এখন সেই দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর।

১২. কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য আর কোনো নবী, আসমানী কিতাব এবং আর কোনো শরীয়ত আসবে না। আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, মুহাম্মাদ স. সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং ইসলাম সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা।

১৩. কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআন ও ইসলামের মূলনীতিতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংশোধনীর কোনো প্রয়োজন হবে না।

১৪. আল কুরআন এবং শেষ নবীর সুন্নাহ-ই কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের সকল সমস্যা সমাধান দিতে সক্ষম।

১৫. আল কুরআন ও ইসলামের বিরোধী সকল দল ও মতের অনুসারীরা একে অপরের বন্ধু। আর আল কুরআনের অনুসারীদের বন্ধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সুতরাং বাতিলের বিরোধিতায় ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১৬. আল কুরআন তাতে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান, পূর্ণাংগ দিক নির্দেশনা ও আল্লাহর রহমতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাণ্ডার। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার জন্য তাদেরকে আর কোনো মতবাদের দ্বারস্থ হতে হবে না।

১৭. কাফির, মুশরিক ও পাপাচারী লোকদের এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের দুনিয়ার জীবন যেহেতু এক নয়, সেহেতু তাদের পরিণাম-পরিণতিও এক হতে পারে না।

১৮. দুনিয়াতে যেহেতু ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা ও মু'মিন-কাফিরদেরকে সমান বলে কোনো বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না। তাহলে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, আহকামুল হাকেমীন দয়াময় আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা কখনো করা যায় না যে, তিনি তাঁর অনুগত্য ও বিদ্রোহীদের পরিণতি সমান করে দেবেন।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-৫

㉒ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ

২২. আর আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন[২৮] যথার্থ কারণে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বদলা দেয়া যায়, যা সে কামাই করেছে

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ㉓ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[২৯]। ২৩. আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে তার কামনা-বাসনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে[৩০] ? আর আল্লাহ জেনে-বুঝেই[৩১] তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন

㉒ وَ-আর ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ তা'আলা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও; الْاَرْضَ-যমীন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থ কারণে ; وَ-এবং ; لِتُجْزٰى-যাতে বদলা দেয়া যায় ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; بِمَا-তার, যা ; كَسَبَتْ-সে কামাই করেছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُوْنَ-যুলুম করা হবে না। ㉓ اَفَرَءَيْتَ-(ا+ف+ارءيت)-আপনি কি দেখেছেন ; مَنْ-তাকে, যে ; اتَّخَذَ-বানিয়ে নিয়েছে ; اِلٰهَهٗ-(اله+ه)-তার উপাস্য ; هَوٰىهُ-(هوى+ه)-তার কামনা-বাসনাকে ; وَ-আর ; اَضَلَّهُ-তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى عِلْمٍ-জেনে-বুঝেই ;

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি। বরং আসমান, যমীন, আশরাফুল মাখলূকাত মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ এবং যাবতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার এক জ্ঞানগর্ভ সৃষ্টি এবং এক মহৎ ব্যবস্থা। সুতরাং যেসব মানুষ আল্লাহর এসব উপায়-উপাদান ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে তাঁর দেয়া দায়িত্ব পালন করেন ; আর যেসব মানুষ ঐসব জিনিসকে ভুল পন্থায় ব্যবহার করে ভ্রান্ত কাজ করে এবং যুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে—এ উভয় দলের পরিণতি এক রকম হবে অর্থাৎ সবাই মরে মাটি হয়ে যাবে, আর এ জীবনের পর আর জীবন হবে না এবং এ জীবনের ভালো-মন্দ কাজের কোনো ভালো-মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে না—এটা কখনো হতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ সৎকাজের পুরস্কার এবং অসৎ কাজের শাস্তি যথাযথভাবেই দেয়া হবে। কোনো সৎকর্মশীল তার বিনিময় থেকে বঞ্চিত হবে না এবং কোনো অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি পাওয়া থেকে রেহাই পাবে না। আর কোনো সৎলোক তার সৎকাজের

وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۭ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ

এবং মোহর মেরে দিয়েছেন তার শোনার শক্তির ওপর ও তার মনের ওপর এবং পর্দা ফেলে দিয়েছেন তার চোখের ওপর,[৩২] অতএব কে আর তাকে পথ দেখাবে

وَ-এবং ; خَتَمَ-মোহর মেরে দিয়েছেন ; عَلٰى-ওপর ; سَمْعِهٖ-(سمع+ه)-তার শোনার শক্তি ; وَ-ও ; قَلْبِهٖ-(قلب+ه)-তার মনের ; وَ-এবং ; جَعَلَ-ফেলে দিয়েছেন ; عَلٰى-ওপর ; بَصَرِهٖ-(بصر+ه)-তার চোখের ; غِشٰوَةً-পর্দা ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব কে আর ; يَّهْدِيْهِ-(يهدى+ه)-তাকে পথ দেখাবে ;

প্রতিদান বিন্দুমাত্র কম পাবে না এবং কোনো অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি বিন্দুমাত্র বেশীও পাবে না এবং কমও পাবে না।

৩০. কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নেয়ার অর্থ কামনা-বাসনার দাস হয়ে যাওয়া, যদিও সে মৌখিকভাবে কামনা-বাসনাকে 'ইলাহ' বা উপাস্য 'না বলুক'। বলাবাহুল্য কোনো কাফিরও তার কামনা-বাসনাকে মৌখিকভাবে 'ইলাহ' বা উপাস্য বলে না। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবাদাত-উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মুকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য করবে, তাকেই সে ব্যক্তির 'ইলাহ' বা উপাস্য সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয-এর কোনো পরওয়া না করে অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, সে তার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মনের কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করে, সে মুখে কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে সেটাই তার ইলাহ বা উপাস্য।

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, আকাশের নীচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে জঘন্য উপাস্য হচ্ছে মানুষের নিজের খেয়াল-খুশী বা কামনা-বাসনা।

শাদ্দাদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনাকে বশে রেখে আখিরাতের জন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার হাতে ছেড়ে দেয় এবং তারপরও সে আল্লাহর কাছে আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে। (কুরতুবী)

অতএব কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কার্যত আনুগত্য করে, তবে সে যার আনুগত্য করলো, সে-ই তার ইলাহ বা উপাস্য, যদিও সে তাকে মৌখিকভাবে 'ইলাহ' বলে ঘোষণা দেয়নি এবং তার মূর্তি বানিয়েও সিজদা করেনি। নিঃসন্দেহে এটা শিরক। বিখ্যাত তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের এরূপ ব্যখ্যাই করেছেন।

৩১. অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীর অনুগত দাস হয়ে গেছে এটা আল্লাহ জানতেন, তাই তাকে সে গুমরাহীর দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। এর অর্থ

مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

আল্লাহর পরে ? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না![৩৩] ২৪. আর তারা বলে, 'আমাদের দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কোনো কিছু (জীবন) নেই,

نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ

আমরা মরি ও আমরা বাঁচি (এখানেই) এবং আমাদেরকে কালের প্রবাহ ছাড়া কিছুই ধ্বংস করে না ; আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ;

اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ

তারা তো শুধুমাত্র ধারণা-অনুমান করেই (এসব) বলছে[৩৪]। ২৫. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়,[৩৫] (তখন) থাকে না তাদের কোনো দলীল

مِنْ بَعْدِ-পরে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لا+تذكرون)-এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ﴿২৪﴾ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; مَا هِيَ-কোনো কিছু (জীবন) নেই ; اِلَّا-এছাড়া ; حَيَاتُنَا-আমাদের জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; نَمُوْتُ-আমরা মরি ; وَ-ও ; نَحْيَا-আমরা বাঁচি (এখানেই) ; وَ-এবং ; مَا يُهْلِكُنَا-(مايهلك+نا)-কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না ; اِلَّا-ছাড়া ; الدَّهْرُ-কালের প্রবাহ ; وَ-আসলে ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; بِذٰلِكَ-এ ব্যাপারে ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞান ; اِنْ هُمْ-তারা তো ; اِلَّا-শুধুমাত্র ; يَظُنُّوْنَ-ধারণা-অনুমান করেই (এসব) বলছে। ﴿২৫﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; مَا كَانَ-(তখন) থাকে না ; حُجَّتَهُمْ-তাদের কোনো দলীল ;

এটাও হতে পারে যে, সে ব্যক্তির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে তার আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে নিজের কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীর দাস হয়ে গেছে। আর সেজন্যই আল্লাহ তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করেছেন।

৩২. অর্থাৎ তারা যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দাওয়াত পাওয়ার পরও নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার দাস হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কানের হিদায়াতের বাণী শোনার শক্তি এবং তাদের মনের তা বুঝার শক্তি রহিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে হিদায়াত লাভের শক্তি রহিত করে দিয়েছেন।

৩৩. অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার যারা গোলাম হয়ে যায়, তারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার দায়িত্ব অবিশ্বাস

إِلَّآ أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

এ ছাড়া যে, তারা বলে, তোমরা নিয়ে এসো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে)[৩৬], যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ২৬. আপনি বলে দিন, আল্লাহ-ই তোমাদের জীবন দান করেন তারপর

اِلَّآ-এছাড়া ; اَنْ-যে ; قَالُوا-তারা বলে ; ائْتُوا-তোমরা এসো ; بِاٰبَائِنَا-(ب+اباء+نا)-আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿٢٦﴾ قُلِ-আপনি বলে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يُحْيِيْكُمْ-(يحيى+كم)-তোমাদের জীবন দান করেন ; ثُمَّ-তারপর ;

করার ফলে তাদের হেদায়াতের আর কোনো পথ থাকে না। তারা তখন আরো গভীরভাবে নিজের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমেই গুমরাহীর অতল তলে হারিয়ে যেতে থাকে। তারা সব ধরনের পাপাচারে জড়িত হয়ে পড়ে। ন্যায়-ইনসাফ ও সৎকর্মের প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। যুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে তাকে বিরত রাখার মতো কোনো শক্তিই তার সামনে থাকে না। মূলত আখিরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং তাকে পাপাচার থেকে ফিরিয়ে রাখার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা দুনিয়াতে নেই।

৩৪. অর্থাৎ তাদের আখিরাত অস্বীকৃতি কোনো নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের সূত্র থেকে নয় ; বরং নিজেদের কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশী অনুসারে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তারা বলে যে, আমাদের জীবন ও মৃত্যু মহাকালের বিবর্তনের ফল মাত্র। কিন্তু তারা একথা জেনে বলছে না। তারা এতটুকু বলতে পারে যে, আখেরাত থাকা বা না থাকার ব্যাপার আমাদের জানা নেই। তারা তো আখেরাত না থাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। আসলে এসব লোক নিজস্ব খেয়াল খুশীর গোলাম। তারা চায় না যে, আখেরাতের অস্তিত্ব থাকুক এবং সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের বিচার হোক। তাই তাদের মনের এ চাওয়া না চাওয়ার ভিত্তিতেই আখিরাত না থাকার পক্ষে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে সেমতে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয় ; আর সে বিশ্বাস অনুসারে নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। মহাকালের প্রবাহে তাদের জীবন অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং সে প্রবাহে তাদের মৃত্যুও হয় না। বরং আল্লাহ-ই তাদের জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তাদের রূহ কবজ করবেন। অতঃপর তাঁর আদালতেই তাদেরকে আসামীর বেশে হাজির করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ আখিরাতের পক্ষে মযবুত যুক্তি ও দলীল সম্বলিত আয়াতসমূহ আখিরাত অস্বীকারকারীদের সামনে পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা উল্লেখিত খোঁড়া যুক্তিই পেশ করে।

৩৬. অর্থাৎ তাদের যুক্তি একটাই, তাহলো—কেউ তাদেরকে আখিরাতে পুনর্জীবন লাভের কথা বললে তারা তখনই বলে উঠে যে, তাহলে তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাউকে

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন,[৩৭] আবার তিনিই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদেরকে একত্রিত করবেন[৩৮]—এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

মানুষই (তা) জানে না[৩৯]।

يُمِيتُكُمْ-(يميت+كم)–তোমাদের মৃত্যু দেন ; ثُمَّ-আবার ; يَجْمَعُكُمْ-(يجمع+كم)- তোমাদেরকে একত্রিত করবেন ; إِلَى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের ; لَا- নেই ; رَيْبَ-কোনো সন্দেহ ; فِيهِ-এতে ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ- মানুষই ; لَا يَعْلَمُونَ-(তা) জানে না।

জীবিত করে উঠিয়ে তার দাবীর প্রমাণ দিতে হবে। অথচ কোনো নবী-রাসূল একথা কখনো বলেননি যে, এ দুনিয়াতেই মানুষদেরকে পুনর্জীবিত করে বিচার করা হবে। সব নবী-রাসূলের বক্তব্যের সারকথা ছিলো—কিয়ামতের পরে একই সময়ে আগে-পরের সমস্ত মানুষকে একই সাথে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদের দুনিয়ার কাজ-কর্মের ভালো বা মন্দ ফলাফল তাদেরকে দেয়া হবে।

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুসারে মহাকালের বিবর্তন—নিয়ম অনুসারে তোমাদের জন্য মৃত্যু সংঘটিত হয় না। বরং একজন মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৩৮. অর্থাৎ তোমাদের দাবি অনুসারে বিচ্ছিন্নভাবে এক এক সময় এক একজনকে জীবিত করে উঠানো হবে না। বরং সব মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করার জন্য একটা সময়-ক্ষণ নির্ধারণ করা আছে।

৩৯. অর্থাৎ আখিরাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তোমাদের অজ্ঞতার কারণেই তোমরা এটাকে অসম্ভব মনে করেছো। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবি হলো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষ বুঝতে পারে যে, আখিরাতে পুনর্জীবন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৩য় রুকূ' (২২-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ মহান স্রষ্টা। তিনি আসমান, যমীন এবং আমাদের দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সবকিছু এক মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

২. এসবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো—প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ন্যায্য প্রতিদান দেয়ার মাধ্যমে তাঁর সকল গুণাবলীর প্রকাশ ঘটানো।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষকে আল্লাহ তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

৪. খলীফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের কাজই হলো মানুষের মূল কাজ। এ কাজ না করলে বা যথাযথভাবে পালন না করলে, তার জন্য মানুষকে শাস্তি পেতে হবে।

৫. আর যদি মানুষ নিজের বিশ্বাস ও কর্ম দিয়ে এ দায়িত্ব পালনের প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে তার জন্য আশাতীত পুরস্কার রয়েছে।

৬. আর যারা আল্লাহর দেয়া মহান খিলাফতের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজের কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীকে উপাস্য বানিয়ে সে অনুসারে জীবন যাপন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই চলতে দেন। ফলে সে পথভ্রষ্টতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না।

৭. যারা নিজেরা ভুল পথে চলতে চায়, তাদের জন্য সে পথই আল্লাহ সহজ করে দেন। যার ফলে সে কান থাকা সত্ত্বেও সত্যের বাণী শুনতে পায় না ; অন্তর থাকা সত্ত্বেও তা দিয়ে সত্য বিষয় বুঝতে পারে না এবং চোখ থাকা সত্ত্বেও সত্যের নিদর্শন সে দেখতে পায় না।

৮. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর শক্তি-ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন, যুগে যুগে নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ মানবজাতির জন্য নাযিলকৃত আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রহমত সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও তাঁর আদর্শ জীবন যাদেরকে হিদায়াতের পথে আনতে না পারে, তাদের হিদায়াতের আর কোনো পথই বাকী নেই।

৯. আখেরাত অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে সর্বকালেই একটি কথাই তাদের দাবির সপক্ষে তারা পেশ করে যে, মৃত্যুর পর যদি পুনর্জীবন থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবিত করে তা প্রমাণ করা হোক।

১০. আখেরাত অবিশ্বাসীদের উল্লেখিত যুক্তি যথার্থ নয়। কারণ এ দুনিয়াতেই পুনর্জীবন হবে, এমন কথা আল্লাহ তা'আলা বলেননি, আর কোনো নবী-রাসূল কখনো বলেছেন ?

১১. আল্লাহ তা'আলা-ই দুনিয়াতে মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই এখানে মৃত্যু দান করবেন ; আবার তিনি আগে পরের সব মানুষকে আখেরাতে পুনর্জীবন দান করে সবাইকে একত্রিত করবেন—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-২০
আয়াত সংখ্যা-১১

۞ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ

২৭. আর আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর[৪০] এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে

الْمُبْطِلُوْنَ ۞ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ

বাতিল পন্থীরা। ২৮. আর আপনি প্রত্যেক দলকে (ভয়ে) নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন[৪১] ; প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে[৪২] ; (বলা হবে) 'আজ

(২৭) وَ-আর ; لِلّٰهِ-একমাত্র আল্লাহর ; مُلْكُ-সর্বময় কর্তৃত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; يَوْمَ-যেদিন ; تَقُوْمُ-সংঘটিত হবে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَّخْسَرُ-ক্ষতিগ্রস্ত হবে ; الْمُبْطِلُوْنَ-বাতিল পন্থীরা। (২৮) وَ-আর ; تَرٰى-আপনি দেখতে পাবেন ; كُلَّ-প্রত্যেক ; اُمَّةٍ-দলকে ; جَاثِيَةً-(ভয়ে) নতজানু অবস্থায় ; كُلُّ-প্রত্যেক ; اُمَّةٍ-দলকে ; تُدْعٰٓى-ডাকা হবে ; اِلٰى-দিকে ; كِتٰبِهَا-(كتاب+ها)-তাদের আমলনামার ; اَلْيَوْمَ-(বলা হবে) আজ ;

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আসমান ও যমীনের তথা বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম মালিক ও শাসক এবং তিনিই যেহেতু মানুষকে প্রথমবার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করে হিসাব নেয়া তার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়।

৪১. এ আয়াত থেকে হাশরের মাঠের কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। সেদিন প্রত্যেক দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হাশরের মাঠের ভয়াল পরিবেশে নতজানু হয়ে থাকবে। যে দল বা গোষ্ঠী দুনিয়াতে যতই শক্তিধর থেকে থাকুক না কেনো। সেদিন কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না, সবাই মাথা নত করে থাকবে।

৪২. অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাজকর্মের যে রেকর্ড 'কিরামান কাতেবীন' তথা সম্মানিত দু'জন লেখক ফেরেশতা সংরক্ষণ করছেন সেটাই হলো 'আমলনামা'। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। আর তখন তাকে বলা হবে—

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا

তোমাদেরকে তার বিনিময় দেয়া হবে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে—২৯. এটা আমাদের লিখিত দলীল, যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে ; আমি অবশ্যই

كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٠﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ

তা সংরক্ষণ করে রাখতাম যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে[৪৩]। ৩০. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদেরকে দাখিল করবেন

رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣١﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟

তাদের প্রতিপালক তাঁর রহমতের মধ্যে ; এটা—এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য। ৩১. আর যারা কুফরী করেছিলো (তাদেরকে বলা হবে—)

تُجْزَوْنَ-তোমাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে ; مَا-তার যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-(দুনিয়াতে) তোমরা করতে। ﴿٢٩﴾ هٰذَا-এটা ; كِتٰبُنَا-(كتاب+نا)-আমাদের লিখিত দলীল يَنْطِقُ-যা সাক্ষ্য দিচ্ছে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের সম্পর্কে ; بِالْحَقِّ-সত্যসত্য ; اِنَّا-আমি অবশ্যই كُنَّا نَسْتَنْسِخُ-সংরক্ষণ করে রাখতাম ; مَا-যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। ﴿٣٠﴾ فَاَمَّا-অতএব ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; فَيُدْخِلُهُمْ-(ف+يدخل+هم)-তাদেরকে দাখিল করবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; فِيْ-মধ্যে ; رَحْمَتِهٖ-তাঁর রহমতের ; ذٰلِكَ-এটা ; هُوَ-এটাই ; الْفَوْزُ-সাফল্য ; الْمُبِيْنُ-সুস্পষ্ট। ﴿٣١﴾ وَ-আর ; اَمَّا الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো ;

"তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো, আজ তোমার হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট" অর্থাৎ আজ তুমি নিজেই হিসেব করে তোমার স্থান নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্ট।

৪৩. মানুষের কথা-কাজ বা জীবনের সকল বিশ্বাস ও কাজকর্ম সংরক্ষণ করার পদ্ধতি শুধুমাত্র এটাই নয় যে, কলমের সাহায্যে কাগজের ওপর লিখে রাখা হবে। মানুষ নিজেই তো পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখা এবং পরে যে কোনো সময় তা আগের মতো করে উপস্থাপন করার একাধিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। অনাগত দিনে আরও কত পদ্ধতি মানুষের করায়ত্ত হবে, তা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানুষের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি তৎপরতা, নিয়ত, ইচ্ছা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি গোপন থেকে গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণ করাচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠীর জীবনের সকল

أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝٣١ وَإِذَا

"তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হতো না ? তখন তোমরা অহংকার করেছিলে,[88] আসলে তোমরা ছিলে অপরাধী সম্প্রদায়।" ৩২. আর যখন

قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ

বলা হতো—'নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত—তাতে কোনো সন্দেহ নেই', তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত আবার কি !

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝٣٢ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

আমরা এটাকে অনুমান নির্ভর কথা ছাড়া কিছু মনে করি না এবং আমরা এতে দৃঢ় বিশ্বাসী নই[8৫]। ৩৩. আর (তখন) প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের নিকট তাদের সেসব মন্দ ফলাফল, যেসব কাজ তারা করেছিলো[8৬], এবং ঘিরে ফেলবে

أَفَلَمْ تَكُنْ-(أ+ف+لم تكن)-হয়নি কি ; آيَاتِي-আমার আয়াতসমূহ ; تُتْلَىٰ-পাঠ করে শোনানো ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের সামনে ; فَاسْتَكْبَرْتُمْ-(ف+استكبرتم)-তখন তোমরা অহংকার করেছিলে ; وَ-আসলে ; كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; مُجْرِمِينَ-অপরাধী। (৩২) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; قِيلَ-বলা হতো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللَّهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَ-এবং ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; لَا-নেই ; رَيْبَ-কোনো সন্দেহ ; فِيهَا-তাতে ; قُلْتُمْ-তোমরা বলতে; مَا نَدْرِي-আমরা জানি না ; مَا السَّاعَةُ-(ما+الساعة)-কিয়ামত আবার কি ? ; إِنْ نَظُنُّ-আমরা এটাকে কিছু মনে করি না ; إِلَّا-ছাড়া ; ظَنًّا-অনুমান-নির্ভর কথা ; وَ-এবং ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমরা ; بِمُسْتَيْقِنِينَ-(ب+مستيقنين)-দৃঢ় বিশ্বাসী। (৩৩) وَ-আর ; بَدَا-(তখন) প্রকাশ হয়ে পড়বে ; لَهُمْ-তাদের নিকট ; سَيِّئَاتُ-মন্দ ফলাফল ; مَا-সেসব, যেসব ; عَمِلُوا-কাজ তারা করেছিলো ; وَ-এবং ; حَاقَ-ঘিরে ফেলবে ;

বিশ্বাস ও কর্মের রেকর্ড তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন তা মানুষের পক্ষে কেমন করে জানা সম্ভব হতে পারে ?

88. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনা, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ; আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে নিজেদের জীবন-চলার পথের দিক-নির্দর্শন লাভ করা—এসব কাজকে অহংকার বশত নিজেদের মর্যাদার জন্য অবমাননাকর মনে করতে। তোমরা মনে করতে যে, এসব কাজ সমাজের নীচ শ্রেণীর লোকদের কাজ, তাই তোমরা আল্লাহর আয়াত শোনা ও মানা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরে রাখতে।

بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ

তাদেরকে তা (আযাব) যে সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ৩৪. আর তাদেরকে বলা হবে—আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকবো যেমন তোমরা ভুলে থেকেছিলে

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ

তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতকে আর তোমাদের ঠিকানা (এখন) জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। ৩৫. তোমাদের এ অবস্থা

بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ

এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে বানিয়ে নিয়েছিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিলো ; সুতরাং আজ

بِهِمْ-তাদেরকে ; مَّا- তা (আযাব) ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-যে সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ৩৪ وَ-আর ; قِيْلَ-তাদেরকে বলা হবে ; الْيَوْمَ-আজ ; نَنْسٰىكُمْ-(ننسى+كم)-আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকবো ; كَمَا-যেমন ; نَسِيْتُمْ-তোমরা ভুলে থেকেছিলে ; لِقَاءَ-সাক্ষাতকে ; يَوْمِكُمْ-(يوم+كم)-তোমাদের দিনের ; هٰذَا-এ ; وَ-আর ; مَاْوٰىكُمْ-(ماوى+كم)-তোমাদের ঠিকানা (এখন) ; النَّارُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ-কোনো ; نّٰصِرِيْنَ-সাহায্যকারী। ৩৫ ذٰلِكُمْ-তোমাদের এ অবস্থা ; بِاَنَّكُمْ-(ب+ان+كم)-এজন্য যে, তোমরা ; اتَّخَذْتُمْ-বানিয়ে নিয়েছিলে ; اٰيٰتِ-আয়াতসমূহকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُزُوًا-ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু ; وَّ-এবং ; غَرَّتْكُمُ-(غرت+كم)-তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিলো ; الْحَيٰوةُ-জীবন; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; فَالْيَوْمَ-(ف+اليوم)-সুতরাং আজ ;

৪৫. মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে, যারা আখিরাতকে প্রকাশ্য ও অকাট্যভাবে অস্বীকার করে। এদের কথা ইতিপূর্বে ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে এমন লোকদের কথা, যারা আখিরাতের সম্ভাব্যতা পুরোপুরি অস্বীকার করে না ; বরং এমন একটি ধারণা পোষণ করে যে, আখিরাত থাকলেও থাকতে পারে। আখিরাতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং আখিরাতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পোষণকারী—এ দু' শ্রেণীর লোকের মধ্যে বাহ্যিক দিক থেকে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ফলাফল ও পরিণামের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। আখেরাতে পুরোপুরি অবিশ্বাসী ব্যক্তির যেমন আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার কোনো অনুভূতি থাকে না, ফলে সে কাজের দিক থেকে গুমরাহীতে পতিত হবে, তেমনি আখেরাত সম্পর্কে পুরোপুরি অবিশ্বাসী নয়, বরং কিছুটা ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির মধ্যেও জবাবদিহিতার অনুভূতি না

لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

(আর) তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে বের করে আনা হবে না, আর না তাদেরকে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।[৪৭] ৩৬. কাজেই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য—(যিনি) প্রতিপালক আসমানের

وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ও প্রতিপালক যমীনের—প্রতিপালক সারা জাহানের। ৩৭. আর আসমান ও যমীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব-গৌরবও একমাত্র তাঁর ;

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

এবং তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

لَا يُخْرَجُوْنَ-(আর) তাদেরকে বের করে আনা হবে না ; مِنْهَا-(মিন+হা)-তা (জাহান্নাম) থেকে ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ; يُسْتَعْتَبُوْنَ-ক্ষমা চেয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। ৩৬ فَلِلّٰهِ-(ف+ل+الله)-কাজেই একমাত্র আল্লাহর জন্য ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; رَبِّ-(যিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; وَ-ও ; رَبِّ-প্রতিপালক ; الْاَرْضِ-যমীনের ; رَبِّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-সারা জাহানের। ৩৭ وَ-আর ; لَهُ-একমাত্র তাঁর ; الْكِبْرِيَاۤءُ-শ্রেষ্ঠত্ব-গৌরবও ; فِي-মধ্যে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি-ই ; الْعَزِيْزُ-প্রবল পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়।

থাকার কারণে কর্মের দিক থেকে গুমরাহীতে পতিত হবে। এ উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দায়িত্বহীনতা সৃষ্টি হয়, যা তাদেরকে মন্দ পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়। তাই আখেরাতে উভয়ের পরিণতিতে কোনোরূপ পার্থক্য হবে না।

৪৬. অর্থাৎ আখিরাতে মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার পরই তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, দুনিয়াতে তারা যে বিশ্বাস, আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি ও কাজ-কর্মকে ভালো মনে করতো, সেসব আদতেই ভালো ছিলো না। তারা নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে যেসব কাজ-কর্ম করেছে তা নিতান্তই ভুল ছিলো।

৪৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে এরা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় মনে করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই আসল জীবন ভেবে প্রতারিত হয়েছে। সুতরাং তাদের স্থান হয়েছে জাহান্নামে, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই। ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো সুযোগও আর বাকী নেই।

৪র্থ রুকূ' (২৭-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আসমান-যমীন ও অন্য সবকিছুর সর্বময় মালিক, তাই তিনি রোজ কিয়ামতে আগে-পরের সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করে হিসাব নিতে সক্ষম।

২. আখেরাতে অবিশ্বাসী বাতিল পন্থীরাই চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যে ক্ষতি পূরণ করার আর কোনো সুযোগ তারা পাবে না। হাশরের দিন এমন ভয়ানক পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যার ফলে সকল মানুষ আল্লাহর সামনে নতজানু হয়ে থাকবে।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেদিন তার দুনিয়ার বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে যে, নিজের আমলনামা দেখে নিজের বিচার নিজেই করো। সেদিন সবাইকে যার যার কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। কাউকে প্রাপ্য শাস্তি কম বা বেশী দেয়া হবে না।

৪. দুনিয়াতে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদন সে আমলনামায় সংরক্ষিত থাকবে। কারো পক্ষেই সেই আমলনামায় সংরক্ষিত বিষয়সমূহ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৫. আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে কিয়ামতের দিন স্থান দেবেন। এটাই হবে চূড়ান্ত সাফল্য।

৬. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী তারাই যারা আল্লাহর কালাম শোনা এবং তদনুযায়ী জীবন-যাপন করাকে তার নিজের মর্যাদাহানিকর মনে করে। তারা গর্ব-অহংকার করে এবং মনে করে যে, সমাজের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষই আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম—ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়—এ মানসিকতা তাদের পথভ্রষ্টতার কুফল।

৭. আখেরাত অবশ্য অবশ্যই আছে এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে—এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৮. আখিরাতকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকারকারী এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাকে বিশ্বাসও করতে পারে না—এদের উভয়ের পরিণাম একই হবে। কাফির ও সংশয়বাদী উভয় ধরনের লোক-ই জাহান্নামে যাবে। কারণ দুনিয়াতে তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সংক্রান্ত জ্ঞান শেখাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে এড়িয়ে গিয়ে ভ্রান্ত পথে চলেছে।

৯. দুনিয়াতে কাফির ও সংশয়বাদীরা যেমন আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভুলে থেকেছিলো, তেমনি আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদেরকে ভুলে থাকবে, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না।

১০. আল্লাহর আয়াত তথা আল কুরআন এবং কুরআনী শিক্ষা-প্রশিক্ষণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, অবহেলাকারী, এর প্রতি ঘৃণা পোষণকারী অবশ্যই তার এ কাজের যথোপযুক্ত শাস্তি পাবে।

১১. দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আখেরাত বিসর্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে এবং নিজের চরম সর্বনাশ করে। আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ ক্ষমার আওতাধীনেও ক্ষমা লাভের সুযোগ পাবে না।

১২. সুতরাং সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে মানুষ, যে আল্লাহকে বিশ্ব-জাহানের ও তার মধ্যকার সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলাম অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা করে।

আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধিমান হওয়ার তাওফীক দিন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
একাদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান